বিল্বমঙ্গল বিরচিতম্

কৃষ্ণকর্ণামৃতম্

শিবপ্রসাদ দাসগুপ্ত

লীলাশুক-বিল্বমঙ্গল-রচিতম্

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

কৃষ্ণদাসকবিরাজ-বিরচিত-সারঙ্গরঙ্গদাখ্য-টীকা-

তথা-যদুনন্দনদাসকৃত-পদ্যানুবাদ-সমেতম্

সম্পাদক

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

কৃত-ভাবানুবাদ-সমন্বিতম্

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৬

প্রকাশক
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ বিজয়া দশমী, ১৪০৯
অক্টোবর, ২০০২

মূল্য — ১৫০ টাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ
ড্রীমলাইন গ্রাফিকস্
কলকাতা

মুদ্রক ঃ
অভিনব মুদ্রণী
কলকাতা

পিতরৌ বন্দে

প্রাক্ কথন

যে ব্যক্তি একেবারেই অনধিকারী তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা-উন্মোচক এই গ্রন্থ সম্পাদন করার ধৃষ্টতা কেমন করে সম্ভব হল তা জানবার ইচ্ছা পাঠক মাত্রেরই হতে পারে। সেই জন্যই এই প্রাক্ কথন। এক কথায় বলতে গেলে, এই গ্রন্থের প্রস্ফুটন যেন উহার নিজস্ব প্রকাশক্ষমতাগুণেই উদ্ভাবিত হল। তথাপি এই প্রকাশের পটভূমিকার কিছুটা আভাস দিবার জন্যই কয়েকছত্র কথার অবতারণা করলাম; কথাগুলি হয়ত অবান্তরও ঠেকতে পারে।

সত্য কথা বলতে কি, কখনও যে এই শ্রীকৃষ্ণকথামৃতবাণী স্বকর্ণে মধুবর্ষণ করবে অথবা তার অনুবাদগ্রন্থ রচনা স্বহস্তে স্বাক্ষরিত করব এমন কোনও পরিকল্পনা কখনও ছিল না। এমন কোনও ধারণা ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি কখনও। সব যেন আপ্সে হয়ে গেল অতি দীর্ঘ জীবনপথের পটভূমিকায়। আজ জীবনের অষ্টম দশকে পা দিয়ে এমনতর অসম্ভাব্য ঘটনাপরম্পরা কি করে সম্ভাবিত হল তা ভেবে ভেবে নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাই। পরম করুণাময়ের কৃপাময়তার কোন কূলকিনারা পাই না। এর দ্বারা অন্তত সেই প্রাচীন আপ্ত বাক্য, যে পরমকল্যাণময়ের কৃপাবশে নিতান্ত পঙ্গুও পাহাড় ডিঙাতে পারে আর কথা বলার ক্ষমতা যার নেই তারও বাক্স্ফুরণ হয়। সেই কথারই সত্যতা আরেকবার প্রমাণিত হল।

পৌগণ্ড অবস্থায় শ্রীধাম নবদ্বীপে বাসকালে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি অতি সমাদরে নিয়মিত পঠিত হত, তখন প্রসঙ্গক্রমে কখনও হয়ত শুনেছিলাম মাত্র যে নীলাচলে থাকাকালীন শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে সমস্ত গ্রন্থপাঠ শুনতে অত্যন্ত ভালোবাসতেন তার মধ্যে লীলাশুক বিল্বমঙ্গল রচিত এই অশ্রুতপূর্ব কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থখানি অন্যতম। তিনি নিজেই এই পুস্তকখানির সন্ধান দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে (১৫১০-১১ খ্রিষ্টাব্দে) কৃষ্ণা নদীর তীরে পান। সেখান থেকে গ্রন্থখানি হস্তাক্ষরে লিখিয়ে নীলাচলে নিয়ে আসেন। ভক্তেরা তা থেকে সবাই নকল করে নেয়। সেই থেকে এতদ্ দেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এত সমাদর ও প্রসার সম্ভব হয়েছে। কৃষ্ণকর্ণামৃতের নয়টি স্তবক শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁর রচিত বিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার করে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। মধ্যলীলায় (৯/৩০৭-৩০৮) তিনি লিখেছেন—

কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় কৃষ্ণপ্রেমরসজ্ঞানে।।

সৌন্দর্যমাধুর্যকৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি।।

শুধু তাই নয়, কবিরাজ মহাশয় অপূর্ব ভাবময়ী "সারঙ্গরঙ্গদা" নামক কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি টীকাও রচনা করেছেন। এই টীকাগ্রন্থেরও কোন তুলনা নেই।

শ্রীধাম নবদ্বীপের বাসগৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করে যখন পণ্ডিতরসিকপ্রবর গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় তৎ পিতৃদেব-সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি পাঠ করতেন, আর তা থেকে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকগুলির মনোহারী ব্যাখ্যা করতেন, তখন তার মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আমার ছিল না। উলুবনে ছড়ানো মুক্তার মতই তা যে কোথায় হারিয়ে গেছে তা কেবা জানে। আবার, সেই অল্প বয়সে যখন চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ নিতাম প্রভুপাদ গৌরকিশোর গোস্বামি-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পদপ্রান্তে বসে, তখন তাঁর কৃত টীকা গ্রন্থগুলি চোখের সামনে উন্মুক্ত দেখেও তাতে কোনও অনুসন্ধিৎসা দেখাই নাই। আসন্ন পরীক্ষায় কোনও প্রকারে উত্তীর্ণ হবার চিন্তায় সদা নিমগ্ন ছিলাম। ওই পাঠ্য দশায় দেখেছি, তিনি সদ্য তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন। আবার এও সত্য যে, ব্রহ্মসংহিতা এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা রচনাতেও গোস্বামিপ্রভুপাদ হাত দিলেন। তাঁর থেকে উপদেশ পেয়েছি অজস্র। কিন্তু ওই উপদেশ মত কিছুই করি নাই। কৃষ্ণমনন বা তদ্ দর্শন কিছুই হল না। শিক্ষাদাতাদের থেকে অযাচিতপ্রাপ্ত এত কৃপা পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে অসমর্থ ছিলাম। ইহা বিষম দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলব। কিন্তু যাঁরা সব কিছু উজাড় করে দিয়ে লিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে গেলেন তাঁদের কথা তো ভুলতে পারছি না। আজ এখন, জীবনগতির শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে ঘনীভূত অনুশোচনার শেষ পাই না।

ক্রমে শিক্ষাশেষে সংসারসাগরে তরী ভাসালাম। সেখানেও সহধর্মচারিণীর কল্যাণে পারিবারিক গ্রন্থাগারে স্থান পেল সটীক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অতি দুষ্প্রাপ্য প্রামাণ্য সংস্করণখানি। সেই সঙ্গে পেলাম ওই সংস্করণের স্বয়ং সংস্কর্তা অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অতি নিবিড় সান্নিধ্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর পেরিয়ে চলল অথচ অধ্যাপক দে-কৃত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি অপঠিতই রয়ে গেল। পাতাগুলি তার জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ঘটন-অঘটন অনেক কিছুই ঘটে গেল। অবশেষে পৃথিবী যেন কোনও এক ক্ষণে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কর্ম জীবনেও নেমে এল কর্ম-অবসানের যবনিকা।

অবশেষে শুরু হল জীবিকাহীন শেষজীবন। কি করি। কলকাতার লবণহ্রদের তটপ্রান্তে নিত্য পদচালনায় ব্রতী হলাম, নিতান্তই দেহভার কিছুটা লাঘব করার তাগিদে। কিন্তু মনের ক্ষুধা তাতে মিটে না। পথই তখন যেন বলে দেয় পথবার্তা। চলতে চলতে দেখা মিলে কতিপয় ধর্মপ্রাণ পথবন্ধুদের সাথে। পথ পরিক্রমা করতে করতে, কথা প্রসঙ্গে, সমমনস্ক কয়েক জনের মনে হল প্রতি সপ্তাহান্তে অন্তত একটি প্রাতঃসন্ধিক্ষণে ভ্রমণেচ্ছা কিছুটা সংযত করে কৃষ্ণকথারাজ্যে বিহার করলে কেমন হয়। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশ যোগাযোগও সব অকস্মাৎ ঘটে গেল, যেন যাদুকরের যাদুকাঠির ছোঁয়ায়! পরমভক্ত শ্রীকিরণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অত্যুৎসাহের সহিত পথের ধারে এক কুঞ্জবীথিতলে স্থান নির্দেশ করে, পেতে দিলেন অতি সুন্দর এক শাস্ত্রপাঠের আসর, তুলসীমঞ্চ ঘিরে। সেই থেকে ওই আসর জুড়ে শুরু হল কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ, ভক্তপ্রবর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ তালুকদার মহাশয়কে কেন্দ্র করে। ইষ্টগোষ্ঠীর এই সাপ্তাহান্তিক বৈঠকে প্রভাতী আলোচনায় আমার উপর অকস্মাৎ একদিন আদেশ হল কৃষ্ণকর্ণামৃত ধারাবাহিকভাবে পড়ে শুনাবার জন্য। সর্বনাশ ! জড়বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী আমি, তাই এই আদেশ বজ্রাঘাতের সমতুল্যই বলতে হবে। বিগত দিনের বিগতজনদের এবং শুভানুধ্যায়ীদের স্মরণ করলাম, উদ্ধার পাবার মানসে। এত বছর পরে, পারিবারিক গ্রন্থাগারে ধরাছোঁয়ার বাইরে আরক্ষিত, ধূলি ধূসরিত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ গ্রন্থখানির জীর্ণাতিজীর্ণ হলদে পাতা উল্টে এবার দেখতেই হল। কিন্তু দুরূহভাষায় লিখিত এই রসগ্রন্থটি বুঝিয়ে দেবার মত আর কেউ নেই আমার ইহ সংসারে। বড়ই বিপন্ন বোধ করলাম।

এমন সময় অতি অযাচিতভাবে যেন গ্রন্থকৃপা আমার প্রতি বর্ষিত হল। হঠাৎ একদিন, নিতান্ত পথের ধারে, কুড়িয়ে পেলাম এক হারা-মাণিক। তা হল আমারই শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু গৌরকিশোর গোস্বামিপ্রভুপাদের লেখা (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত) টীকা গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ব্যাখ্যা সহ। ভরসা পেলাম। মনে হল তিনি আমার কাতরোক্তি বোধহয় শুনেছেন। নইলে এমন কৃপা হবে কেন? প্রায় এইভাবেই এসে গেল শ্রীধাম নবদ্বীপের আর এক কৃতী ভক্তপ্রদীপ শ্রীবিজনবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্নের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত) যদুনন্দন দাসের পদ্যানুবাদের প্রামাণিক সংস্করণ সহ। একের পর এক ব্যাখ্যা গ্রন্থাদি স্বয়ংই যেন কৃপাভরে আমার সামনে এসে উপস্থিত হতে শুরু করল। বলা বাহুল্য যে এই গ্রন্থগুলি আমার প্রধান সহায়ক হল। সমস্ত গ্রন্থগুলি গোগ্রাসে গ্রহণ করতে থাকি।

কিন্তু বৃথা। শুধু মাত্র গ্রন্থ পড়ে কিছু বুঝা যায় না। শাস্ত্রবাক্যের মর্মার্থ উদ্ধার করতে গেলে কৃষ্ণভক্তিতে আপ্লুত এবং নিষ্ণাতজনের শ্রীমুখ থেকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনার একান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু এখন তা পাই কোথা? সৌভাগ্যক্রমে জানা গেল যে শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডতটে মহান্ত মহারাজ শ্রীমদ্ অনন্তদাস বাবাজী প্রতি বছর দামোদর মাসে নিয়মিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রবল আকৃতি হল, বৃন্দাবনে যাবার জন্য। এই সুব্যাখ্যা শুনতেই হবে। হঠাৎ সঙ্গতিও মিলে গেল। কারণ, শ্রীতালুকদার মহাশয় কৃপা করে তাঁর সঙ্গে নিতে রাজি হলেন। আনন্দের আর অবধি রইল না। তাঁর অসীম প্রযত্নে হাজির হলাম শ্রীমদ্ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজের পদপ্রান্তে, রাধাকুণ্ডতটে। পরমআদরের সঙ্গে তিনি আমার মতো অতি সামান্য জিজ্ঞাসু শ্রবণার্থীকে তাঁর বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে স্থান করে দিলেন। শ্রীমদ্ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজের সেই অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা একবার যে শুনেছে সে আর কিছুতেই ভুলতে পারে না। এমনভাবেই তা মনে গেঁথে যায়। শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লীলাময়ের অনন্তলীলারাশির অফুরন্ত মাধুর্য তিনি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বিশেষ করে, সারঙ্গরঙ্গদা ইত্যাদি টীকার সার্থকতা উদ্ধারের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রকৃত সরস মর্মার্থ যেন বাবাজীর সুব্যাখ্যায় স্বস্ফূর্তিতে মূর্তিমান হয়ে উঠল। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, বর্ণনা করা যায় না। তাঁর ওই মর্মানুসারী ব্যাখ্যায় আকাশ বাতাস যেন অপূর্ব হ্লাদিনীশক্তিপ্রকাশে পরিপ্লাবিত হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ফিরে আসি। চিত্তে ভরসা পেলাম। এতদিন পরে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত আস্বাদনে উদ্বোধিত হলাম।

অনুশীলন শুরু করলাম, নিরক্ষর বয়স্ক শিক্ষার্থীর পক্ষে যতটা করা সম্ভব ততটাই। আজ মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা স্বভাবতই স্তিমিত হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে স্মৃতি শক্তি। অগত্যা, অধীত বস্তুসামগ্রী মনে রাখতে পারার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এক খেরোখাতার পাতায় কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকগুলির শব্দার্থ সারঙ্গরঙ্গদা টীকা সহ স্বহস্তাক্ষরে তুলে রাখার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলাম। এই করতে গিয়ে, সারঙ্গরঙ্গদা টীকা পড়ে চমৎকৃত হলাম। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রত্যেকটি ছত্রের ভিতরকার বা অন্তর্নিহিত মর্মকথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যে ভাবে এই টীকায় উদ্ঘাটিত করেছেন তা অতি আশ্চর্যজনক এবং পরম আস্বাদনীয়। রাধামাধবের অপ্রাকৃত লীলাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার মনের গূঢ়তম ভাবাবলী এবং তাঁর অন্তর্দশোত্থ দরবিগলিত হৃদয়ের সংবাদ সারঙ্গরঙ্গদা টীকাতে সুললিতভাবে বিস্তারিত হয়েছে। এমন কি, রাধিকার দশা দৃষ্টে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া বা স্বান্তর্দশার কথাও কবিরাজ মহাশয় উন্মোচিত করে ধরেছেন, তাঁর সার্থক টীকার পঙ্ক্তিতে। ভেবে আশ্চর্য হই, এমন সুখদায়ী টীকা পৃথিবীর শাস্ত্র সমুদ্রে আর কোথাও, কিংবা আর কোনও রসসাহিত্যে রচিত হয়েছে

কি না। রাধামাধবের রহঃলীলামাধুরী যেমন অপূর্ব ও তুলনাবিহীন, তেমনই হল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ণনা এবং তেমনই হল কবিরাজ মহাশয়ের বিশ্লেষণ ও ভাষ্য। যেমন অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত স্বয়ং, তেমনি অনবদ্য হল কবিরাজ মহাশয়ের এই সারঙ্গরঙ্গদা টীকাব্যাখ্যা। এই টীকা না থাকলে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থখানা আমার অপঠিতই থেকে যেত। আবার তেমনই সুখপাঠ্য হল, সারঙ্গরঙ্গদা টীকার উপর আধারিত যদুনন্দন দাসের সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় লিখিত পদানুবাদ। তাই আমার খাতায় সারঙ্গরঙ্গদা টীকা এবং যদুনন্দনের ভাবানুবাদ সংযোজন করে দেবার লালসা সংবরণ করতে পারলাম না। তুলতে থাকি আমার খাতার পাতায় পাতায়।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এমনই এক গ্রন্থ, তা যে একবার ধরবে, শেষ পর্যন্ত না পড়ে আর ছাড়তে পারবে না, যেন উপন্যাসের চেয়েও অধিকতর মনোহর। সাধে কি আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু এটি স্বয়ং উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন আপামর সর্বজনের জন্য। ধন্য হলাম শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রতি শব্দ পাঠে এবং তার যথাসাধ্য অনুশীলনে। আবশ্যিকভাবে, নিতান্ত ঠেকায় পড়ে, নিজের বুঝবার সুবিধার্থে এবং পথের ধারে আমাদের প্রভাতী আসরে পড়ে শুনাবার জন্য খাতায় তা ধারাবাহিক ভাবে তুলতে থাকি। অবশ্যই অধ্যাপক সুশীলকুমার দে সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সেই জীর্ণ প্রামাণিক সংস্করণখানিই আমার প্রধান উপজীব্য হল। আজ এই অবসরে দে মহাশয়ের সেই স্নেহসিক্ত মৃদু হাসির ক্ষণপ্রভা যেন আজও আমার অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিচ্ছে। তাঁরই পাদপীঠে বসে, প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে স্বাধীনোত্তর কালে কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে আমার ক্ষুদ্র গৃহে কর্ত্রী হয়ে এলেন সেই দীর্ঘপ্রয়াতা রসশাস্ত্রনিষ্ণাতা শিবানীর নিবিড় সাহচর্য না পেলে আজ আমার পক্ষে এই কৃষ্ণকর্ণামৃতভাবনা কখনই মনে স্থান পেত না। তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আরও স্মরণ করি চতুষ্পাঠীর শিক্ষাগুরু গৌরকিশোর গোস্বামিপ্রভুপাদের কথা। তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা আমায় সঞ্জীবিত করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত অনুশীলনের সাথে সাথে পথের সাথীদের আসরে কর্ণামৃতের শ্লোকাবলী সপ্তাহান্তে নিয়মিত নিবেদন করে ধন্যাতিধন্য হই। এমতাবস্থায় আসরে হঠাৎ-আসা এক অতি বিদ্বান শ্রোতা আমার হাতের খাতাখানা কিঞ্চিৎ উল্টেপাল্টে দেখে অকস্মাৎ শুধালেন, "এটা ছাপাবেন বুঝি?" কেন বললেন বুঝি না। তাঁকে বলি, "এটা তো কেবল নিজের সুবিধার জন্য এবং এই আসরে পড়বার জন্য মাত্র প্রস্তুত করেছি। ছেপে প্রকাশ করার মতন করে এটা প্রস্তুত করা হয় নি। ছাপার কোন

পরিকল্পনা আমার নেই।" কিন্তু কোন্ অজান্তে বিধাতা বোধহয় তখনই আড়ালে হেসেছিলেন, আর শ্রদ্ধেয় সেই অধ্যাপক অমৃতরেণু ঘোষ মহাশয়ের শীর্ষে চন্দনলাঞ্ছিত পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন নিশ্চয়। তাঁর কথাই আজ সত্য হতে চলেছে। কারণ তার কিছুকাল পরে বইপাড়ার এক ভাণ্ডারী শ্রীমান্ দেবাশিস ভট্টাচার্য মহাশয় একদিন আমার সেই জোড়াতালি দিয়ে লেখা খাতাটি দেখবার জন্য চেয়ে নিলেন। তারপর বেশ কিছু কাল পরে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই খাতাটি ফিরে এল গুচ্ছ গুচ্ছ প্রুফের পাতা সহ। সর্বনাশ! বুঝলাম, আমার খেরোখাতাটি কোনও ছাপাখানার কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করেছে। আর ফিরাবার উপায় নেই। এখন বাধ্য হয়ে প্রুফ সংশোধন করতেই হবে।

এদিকে দৃষ্টিশক্তি বাদ সাধিল। চোখের পর্দায় পরেছে অস্বচ্ছতার ছাউনি। এমতাবস্থায় প্রুফ আর কি করে দেখব। প্রকৃতভাবে প্রকাশযোগ্য করার জন্য পাণ্ডুলিপি ঢেলে সাজানো তো দূরে থাক, প্রুফের পাতাগুলি সংস্কার করবার উপায় নেই দৃষ্টির ক্ষীণতার জন্য। অগত্যা অচিরে শল্য চিকিৎসকের দুয়ারে দুয়ারে আনাগোনা করি। এইভাবে দু-আড়াই বছর গড়িয়ে গেল। হেলায় রইল পড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রুফের পাতা। অবশেষে চোখ দুটির উপর অস্ত্র চালনার পর যখন প্রুফ দেখতে শুরু করলাম, তখন নির্মম লেখনীচালনে প্রতি পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে শত শত কাটাকুটি বারংবার করতে বাধ্য হলাম। সৌভাগ্যক্রমে ছাপার অক্ষর বিন্যাস কর্ম যে করেছে, সেই সৌম্য সন্তানটির অসীম ধৈর্য ছিল বলতেই হবে। প্রুফের পর প্রুফের ওপর ঘন ঘন ছেদন সে যেভাবে সহ্য করেছে তা একমাত্র শ্রীরাধারাণির কৃপাতেই সম্ভব হতে পারে। বেশ কয়েক বছর লেগে গেল। প্রুফেতে আর অসংযত পাণ্ডুলিপিতে প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তির পর অবশেষে এই ক্ষুদ্র নিবেদনখানি মোটামুটিভাবে মুদ্রণোপযোগী বলে সাব্যস্ত করতে বাধ্য হলাম।

এখন সহৃদয় পাঠকমণ্ডলী সব কিছু বিবেচনা করে নিজগুণে ইহার অবিন্যস্ততা, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা এবং ভুলত্রুটি সম্মার্জনা করে নিবেন, এই প্রার্থনা করি। শ্রদ্ধা জানাই আমার সকল শ্রোতাবন্ধুদের প্রতি, যাঁরা অত্যন্ত, দয়াপরবশ হয়ে আমাকে কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠে প্রবোধিত করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে। তাঁদের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-রেণু অবিরত বর্ষিত হোক, এই আকাঙ্খা করে আমার অক্ষম লেখনী এখন অপসারণ করি।

শিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

শুভ বিজয়া দশমী, ১৪০৯

সূচীপত্র

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ।। ১।।

অন্বয় — গোপালভট্ট অনুসারে— চিন্তামণিঃ সোমগিরিঃ মে গুরুঃ শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ--যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু জয়শ্রীঃ লীলাস্বয়ংবরং লভতে জয়তি।।১।।

অথবা চৈতন্যদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ অনুসারে— চিন্তামণিঃ সোমগিরির্নামা মে গুরুঃ জয়তি, শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ — যৎপাদ ইত্যাদি জয়শ্রীঃ ।।১।।

অন্বয় অনুবাদ -- আমার আশ্রয়মাত্র সর্বাভীষ্টপূরক সোমগিরি নামক দীক্ষাগুরুর জয় হোক, অথবা তাঁকে প্রণাম করি যাঁর শ্রীচরণরূপ কল্পতরুর পল্লবের অগ্রভাগে অর্থাৎ পদনখাগ্রে শ্রীরাধা স্বয়ং স্বেচ্ছায় আশ্রয় করে সুখ অনুভব করেন আমার শিক্ষাগুরুরূপে উদিত সেই ময়ূরপুচ্ছনির্মিত চূড়াধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোক অথবা তাকে আমি প্রণাম করি ।।১।।

অনুবাদ — আমার গুরু চিন্তামণি সোমগিরির জয় হোক, (আমি তাঁকে প্রণাম করি) শিক্ষাগুরু ভগবান শিখিপিচ্ছমৌলির (যাঁর মাথায় ময়ূরের পালখ লাগানো তাঁর) জয় হোক, যাঁর পদযুগলরূপ কল্পতরুর পল্লবতুল্য অঙ্গুলির অগ্রভাগরূপ নখচন্দ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হয়ে জয়শ্রীরূপ শ্রীরাধিকা লীলাবশত স্বয়ংবরসুখ লাভ করেন তাঁর জয় হোক।।১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

যদ্ভাবভাবিতধিয়ঃ প্রণয়োৎথবাচাং
মুদ্রাপি দুর্গমতমা মুনি পুংগবানাম্।
রাসোৎসুকং মদনমোহনমচ্যুতং তং
রাধাসমেধিতরসোল্লসিতং নতোঽস্মি।।

টীকার অনুবাদ — যাঁর ভাবগম্ভীর প্রেমসম্ভূত বাগ্‌ভঙ্গি মুনিপুঙ্গবদের নিকটও দুর্বোধ্য, রাসলীলাতৎপর রাধাদ্বারা সেবিত সেই মদনমোহন অচ্যুতকে উল্লাসের সঙ্গে প্রণতি জানাই। যাঁর কৃপাসিন্ধুস্রোত সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করে নিম্নগামী হয়ে সর্বদা

কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে।।
রমন্তী কৃষ্ণমাধুর্যকেলিসৌন্দর্যসম্পদম্।
কৈশ্চিন্ন ভাবজ্ঞা সম্যগ্ জ্ঞেয়া লীলাশুকস্য গীঃ।।
মন্দোঽপি কশ্চিচ্ছ্রীরূপপাদাম্ভোজমধুন্মদঃ।
কৃষ্ণকর্ণামৃতব্যাখ্যাং বিবৃণোতি যথামতি।।
স্পষ্টে বাহ্যদশোক্ত্যর্থে নির্বন্ধং পরিমুঞ্চতা।
নিগূঢ়োঽন্তর্দশোক্ত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ সাগ্রহং ময়া।।
মদাস্যমরুসঞ্চারখিন্নাং গাং গোকুলোন্মুখীম্।
সন্তঃ পশ্যন্ ত্বিমাং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসারসন্নিধৌ।।
সদ্ভক্তভাবগন্ধর্বগান্ধর্বরসলম্পটৈঃ।
সারঙ্গৈঃ শোধ্যতামেষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা।।

অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণ্বাপশ্চিমতীরবাসী পণ্ডিতকবীন্দ্রঃ শ্রীবিল্বমঙ্গলনামা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণঃ কিলাসীদ্। স চ পূর্বদুর্বাসনাপ্রেরিতস্তং পূর্বতীরবাসিন্যাং

উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই শ্রীচৈতন্যকে আশ্রয় করছি। লীলাশুকের বাণী অনেক সুধী ভালো বুঝতে পারেন না। কারণ কৃষ্ণলীলা অত্যন্ত মাধুর্যময় এবং সর্বসৌন্দর্যসম্পদের আধার। ক্ষুদ্রবুদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও শ্রীরূপপাদপদ্মমধুপানে মুগ্ধ কোন একজন (অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ) কৃষ্ণকর্ণামৃতের ব্যাখ্যা (এই টীকায়) যথাসম্ভব করছে। বাহ্যদশাজ্ঞাপক কথাগুলির অর্থ স্পষ্ট হওয়ায় তা বাদ দিয়ে অন্তর্দশাসূচক গূঢ় কথাগুলির ব্যাখ্যা আমি সাগ্রহে করব।

কোন এক সময় দাক্ষিণাত্য দেশে কৃষ্ণা নদীর পশ্চিম পারে বিল্বমঙ্গল নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রবরের বাস ছিল। তিনি দুর্বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে প্রথমে নদীর পূর্ব তীরে বাসকারিণী চিন্তামণি নামের কোন বারবণিতার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। সেই বণিতা সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শিনী এবং কিন্নরীদের চেয়েও অতীব সুন্দরী ছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণটি বর্ষাকালের এক ঘোর রাত্রে যখন অনবরত মেঘ গর্জন এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছিল তখন তিনি নিতান্ত কামান্ধ হয়ে নিজগৃহ থেকে নির্গত হলেন। কোন বাধা বিঘ্নই মানলেন না। পারাপারের নৌকা না থাকায়, একটি (ভাসমান) শবদেহ স্বহস্তে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ সেই নদী পার হলেন এবং বণিতার কপাটবদ্ধ গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। কিন্তু প্রবেশ করতে না পেরে, পাঁচিলের চার দিক থেকে শত চিৎকার করে বেড়ালেন। কিন্তু কেহই শুনতে পায় না। তখন পাঁচিলের গর্তে অর্ধপ্রবিষ্ট এক কালো সাপের লেজ ধরে

সঙ্গীতবিদ্যাধিকৃতকিন্নরী-নিকরায়াং কস্যাঞ্চিচ্চিন্তামণিনাম্ন্যাং বেশ্যায়ামতীবাসক্তো বভূব। স চ কদাচিৎ প্রাবৃট্তমিস্রায়াং জীমূতমন্দ্রগর্জিতজাতহৃচ্ছয়োঽন্ধ ইবাগণিতগমনপ্রত্যূহচয়ঃ স্বগৃহান্নির্গত্য তাং নদীং হস্তাভ্যাং শবালম্বনেনোত্তীর্য কীলিতকবাটং তদাবাসদ্বারমাসসাদ। তত্রাপি তত্রত্যৈরশ্রুত ফুৎকারশত ইতস্ততো ভ্রমন্ ভিত্তিগর্তেঽর্ধপ্রবিষ্টকৃষ্ণভুজঙ্গপুচ্ছমালম্ব্য ভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য প্রণালিকামধ্যে নিপতন্ মূর্ছিতো বভূব। ততঃ সা সখীভিঃ সহ বিদ্যুদ্রোচিষা তং দৃষ্ট্বা হা কষ্টমিতি বদন্তী তমানীয়োপচারৈঃ সুস্থং চক্রে। ততস্তেন কথিতং তদাগমনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জাতবেপথুঃ সা সনির্বেদং তমাহ — অহো সকলশাস্ত্রজ্ঞমপি ভবন্তং মূঢ়ং বিনা কোঽন্যঃ পরিণতিবিরসরসলেশার্থমাত্মানং ঘাতয়েৎ, হা ধিগ্‌ধিগস্তু মাং যাহং পাপীয়সী কপটভাবৈঃ পুরুষান্ প্রতার্য তেষাং মনোধনানি চাহরম্, অহো এতাদৃশ্যাসক্তির্যদি ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে জায়তে তদা কিং ন স্যাৎ। শ্বঃ সর্বং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণভজনমেব ময়া কার্যম্। ইতি নিশ্চিত্য তাং রাত্রিং তং শুশ্রূষমাণা, সখীভিঃ সহ, শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধয়া সহ রাসকুঞ্জাদিলীলাময়-গীতান্যগাসীৎ। স চাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য জাতনির্বেদঃ স্বং ভর্ৎসয়ন্ ময়াপি শ্বঃ সর্বং ত্যক্ত্বা ভগবদ্ভজনমেব কার্যমিতি চিন্তয়ন্নুন্নিদ্র এব

উপরে উঠে পাঁচিল লঙ্ঘন করে এক নর্দমার মধ্যে ধপাস করে পড়ে মূর্ছিত হলেন। তখন সেই বণিতা তার সাথীদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ ঝলকানির আলোয় বিল্বমঙ্গলকে দেখতে পেয়ে হায় হায় করে উঠলেন। তাকে ঘরে আনিয়ে শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করে তোলেন। তারপর বিল্বমঙ্গলের বর্ণিত আগমনের বৃত্তান্ত শুনে চিন্তামণি কাঁপতে লাগলেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাকে বলতে লাগলেন। "শাস্ত্র জেনেও তোমার মত মহামূর্খ আর কেউ নেই। বিরস রসের জন্য নিজেকে তুমি বধ করেছ। হায় ধিক্, ধিক্ আমায়। আমি মহা পাপীয়সী। নানা প্রকার কপট উপায়ে মানুষকে প্রতারণা করে তাদের ধন এবং মন হরণ করি। আহা, এমন আসক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে যদি হত, তা হলে কত লাভই না হত। আগামী কালই আমি সমস্ত ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের ভজনায় লিপ্ত হব।" এই রকম প্রতিজ্ঞা করে ওই রাত্রে বিল্বমঙ্গলের শুশ্রূষা করতে করতে সখীদের সাথে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের রাস ও কুঞ্জলীলা বিষয়ক নানা লীলাকীর্তন গান গাইতে থাকলেন। বিল্বমঙ্গলও সেই গানের কথা শুনে বৈরাগ্যের উদ্রেক হওয়াতে নিজেকে ভর্ৎসনা করে ভাবলেন, "আমিও আগামী কাল থেকে সব কিছু ত্যাগ করে কৃষ্ণভজনায় ব্যাপৃত হব।" এই কথা চিন্তা করে ঘুম থেকে উঠে সেই গান শোনামাত্র উদ্ভূত পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রেমাঙ্কুর স্বরূপ কোটি প্রাণবল্লভ রাধাকান্তই আমার দয়িত এই ভেবে, তাঁকে প্রাতে নমস্কার জানিয়ে, সেই আগের রাস্তা ধরেই নদীতীরস্থ সোমগিরি

তদ্গীতশ্রবণমাত্রেণ প্রোদ্বুদ্ধপূর্বসিদ্ধপ্রেমাঙ্কুরস্তং রাধাকান্তমেব প্রাণকোটিদয়িতং দয়িতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব পথা তন্নদীতীরস্থং সোমগিরিনামানং বৈষ্ণবোত্তমমাসাদ্য নিবেদিতস্ববৃত্তান্তস্তস্মাচ্ছ্রীমদ্ গোপালমন্ত্র-রাজমগ্রহীৎ। গৃহীতমন্ত্র এব প্রোদ্বুদ্ধানুরাগঃ কম্পাশ্রুপুলকাদিব্যাকুলঃ শ্রীবৃন্দাবনগমনোৎকণ্ঠিতোঽপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তত্রৈবাবাৎসীৎ। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাদি বর্ণনময়-গ্রন্থাংশ্চকার। তদ্দৃষ্ট্বা গুরুণা লীলাশুক ইতি খ্যাপিতোঽভূৎ। তত্র স্বীয়ৈরুপদ্রুতস্তত এব সংন্যাসং চক্রে। ততঃ পরোৎকণ্ঠয়া শ্রীগুরুং বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দাবনায় প্রতস্থে। গচ্ছংশ্চ পথি পথি প্রথমং তৎস্ফূর্তিসমুচ্ছলিত প্রেমপ্রবাহজোৎকণ্ঠাকল্লোলপতিতং শূন্যমিবাত্মানং মত্বা তৎতল্লীলাবিশিষ্টস্য তস্য স্ফূর্তিং প্রার্থয়ন্, ততো মথুরামণ্ডলাগতো

নামের এক পরমবৈষ্ণবের কাছে গেলেন। তাঁর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করে গোপালমন্ত্র লাভ করলেন। এই মন্ত্র পাওয়া মাত্র মনে প্রেমের সঞ্চার, শরীরে কম্প, চোখে অশ্রু এবং অঙ্গে পুলকের উদ্ভব হল। সেই কারণে বৃন্দাবনে যাবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হলেও গুরুসেবা করার জন্য কিছুদিন সেখানে অবস্থান করলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গ্রন্থাদিও রচনা করলেন। তা দেখে গুরু তাঁকে "লীলাশুক" এই আখ্যা প্রদান করলেন। তারপর স্বীয়জনের উপদ্রব নিবারণ করার জন্য সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করলেন। অতঃপর পরম উৎকণ্ঠায় গুরুর আজ্ঞা নিয়ে বৃন্দাবনের পথে রওনা হলেন। পথে পথে চলতে চলতে তাঁর মনে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্তি প্রথমে স্ফূর্ত হল। তাতে লীলাশুকের অতিশয় প্রেমের উচ্ছ্বাস বইতে লাগল। সেই উৎকণ্ঠায়, বার বার তিনি পড়ে যেতে লাগলেন। নিজেকে শূন্যপ্রাণ মনে করে লীলাশুক ভগবানের কাছে স্ফূর্তি এবং পূর্ণতর বিকাশ প্রার্থনা করলেন। এইভাবে মথুরামণ্ডলে প্রবেশ করার পর তাঁর মনে বিশেষভাবে কৃষ্ণলীলার স্ফূর্তি হতে লাগল। অবশেষে প্রেমের বন্যা বইতে আরম্ভ করল।

তখন লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন প্রার্থনা করলেন। তারপর বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করে সামনাসামনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে সমর্থ হলেন। মন ও বাক্যের অগোচর স্বয়ং ভগবানকে দেখে প্রলাপোক্তির মাধ্যমে তা বর্ণনা করতে লাগলেন। সেই সেই বর্ণনা তার সঙ্গী বৈষ্ণবগণ তখন তখনই লিখে রাখলেন। এইভাবে বৃন্দাবনে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এই কথা গুরুপরম্পরা মাধ্যমে সর্বলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রেমোন্মত্ত লীলাশুক নিজ আলয় থেকে নির্গত হয়ে বৃন্দাবন-অভিমুখে প্রস্থান করলে পথে চলতে চলতে প্রথম শ্লোকে তিনি গুরু ও ইষ্টদেবতার সংকীর্তনরূপ

লীলাবিশেষস্ফূর্ত্যুচ্ছলিতানুরাগ-সিন্ধুদ্গতলালসাবর্তগ্রসিতস্তদ্দর্শনং প্রার্থয়ন্, ততো মথুরাগতস্তৎস্ফূর্তৌ সাক্ষাৎকারং মন্বানঃ, ততো বৃন্দাবনাগতস্তং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা বাঙ্মনসা-গোচরত্বেন তং বর্ণয়ংশ্চ যদ্যৎ প্রললাপ তত্তৎ সর্বং তৎসঙ্গিবৈষ্ণবৈস্তদা তত্রৈব লিখিত্বা স্থাপিতমাসীৎ। ততো বৃন্দাবনে কতিচিদ্দিনান্যবাৎসীৎ। পশ্চাৎ কৃষ্ণেণ স্বলীলাং প্রবেশিতঃ। ইতি গুরুপরম্পরাগতা সার্বলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি।

অথ প্রেমোন্মত্তঃ স্বালয়াৎ শ্রীবৃন্দাবনায় প্রস্থানং কুর্বন্নেব শ্রীলীলাশুকঃ স্বগুরোঃ স্বগুরুত্বেনৈব স্বেষ্টদৈবতস্য চ সঙ্কীর্তনরূপং মঙ্গলমাচরতি। ইদং মঙ্গলাচরণমন্যেষাং গ্রন্থকারাণামিব ঈপ্সিতপূর্তিবিঘ্ননিরসনপ্রয়োজনং ন ভবতি। প্রেমোন্মাদপ্রলাপেঽস্মিন্

মঙ্গলাচরণ করলেন। অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় ঈপ্সিত বিষয় পূর্তির ও বিঘ্ননিরসনের জন্য মঙ্গলাচরণ রচনার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ প্রেমোন্মাদ প্রলাপে এই প্রকার গ্রন্থ রচনা করার প্রবৃত্তি অসম্ভব। তথাপি বলা যেতে পারে যে, পূর্বে দাক্ষিণাত্য দেশে সাধারণ লোকের মধ্যেও সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা হত, তাতে আবার বিল্বমঙ্গল পণ্ডিত, কবীন্দ্র, তাঁর প্রেমপ্রলাপসমূহ যদৃচ্ছাক্রমে শ্লোকরূপে নির্গত হচ্ছিল। তাহাই সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শয়ন ভোজন গমনাদি সকল সময় গুরু ও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন, ইহাই তাঁদের স্বভাব। বৃন্দাবনে গমনের সময় এই শ্লোকের দ্বারা বিল্বমঙ্গল নিজগুরু ও অভীষ্টদেবতাকে স্মরণ করছেন — চিন্তামণি ইত্যাদি।

সোমগিরি নামক আমার গুরু জয়যুক্ত হোন — সর্বোৎকর্ষে দেদীপ্যমান থাকুন। তিনি কিরূপ? চিন্তামণিস্বরূপ, তাঁকে আশ্রয় করামাত্র অভীষ্ট পূর্ণ হয়। চিন্তামণি থেকে যেমন সকল মনোবাঞ্ছার পূরণ হয়; তেমনি ইনিও সব কিছু প্রদান করেন — এইরূপে সর্বোৎকর্ষতা হেতু তাঁর চিন্তামণিত্ব। কিংবা গুরুর সর্বতোভাবে উৎকর্ষবাচক 'জয়তি' শব্দে গুরুর প্রতি নমস্কার বুঝায়। তা কাব্যপ্রকাশ (১.১ বৃত্তি) থেকে জানা যায় — "'জয়তি' শব্দে নমস্কারকে আক্ষেপ (আকর্ষণ) করে। অতএব তাঁর প্রতি নমস্কার। আমার ইষ্টদেব ভগবানকে নমস্কার করছি। সেই ভগবান কে? শিখিপুচ্ছমৌলি। যিনি মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করেন। এস্থলে 'শিখিপুচ্ছমৌলি' পদের দ্বারা ভগবানকে শিক্ষাগুরু রূপে নির্দেশ করায় বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণই 'ভগবান' শব্দে নির্দিষ্ট হয়েছেন। 'জয়তি' এই বর্তমান কালবাচক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তাঁর লীলার নিত্যত্ব সূচিত হয়েছে। ভাগবতে উদ্ধব বলেছেন -- ভগবান দেহধারী মানবগণের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে এবং বাহিরে আচার্যরূপে 'স্বগতি' নিজপ্রাপ্তিবিষয়ক উপদেশ দান করেন (ভাগবত ১১/২৯/৬)। ভগবানও বলেছেন —

গ্রন্থকরণপ্রস্তাবাভাবাৎ। তত্রাপি দাক্ষিণাত্যানাং সামান্যানামেব সংস্কৃতোক্তিরিত্যস্য তু কবীন্দ্রত্বাৎ পদ্যোক্তিঃ। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবানাং স্বভাবোঽয়ং যচ্ছয়নভোজন-গমনাদিষু গুর্বিষ্টদেবস্মরণম্। তদ্‌যথা চিন্তামণিরিতি। সোমগিরিস্তন্নামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে। কীদৃক্? চিন্তামণিঃ। আশ্রয়মাত্রেণাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্বোৎকর্ষতা চাস্য। কিংবা, জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থঃ। তথা হি কাব্যপ্রকাশে (১.১ বৃত্তি) —জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে।

অতস্তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থ ইতি। তথা মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি। কোঽয়ং ভগবান্ ইত্যত আহ — শিখিপিচ্ছমৌলিঃ। শিখিপিচ্ছৈস্তান্যেব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য স ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব। জয়তীতি বর্তমানপ্রয়োগেন নিত্যলীলা সূচিতা।

"আচার্যকে আমার স্বরূপ জানিবে"। (ভাগবত ১১/১৮/২৭)

গীতায় বলেছেন (১০/১০) —

"আমার ভজনকারীকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করি।"

এই সকল বাক্যে শ্রীভগবান নিজেকে শিক্ষাগুরুরূপে উল্লেখ করেছেন। নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণের গুরুবিষয়ে কোন সখীর উক্তি —

"গোপীগণের প্রেমশিক্ষার অধ্যাপক তুমি তাঁদিগকে প্রেমপরিপাটি শিক্ষা দিয়ে তা আস্বাদন কর; এখনও তোমার কৈশোর বয়সরূপ গুরু গোপীদিগকে পাঠাভ্যাস করাচ্ছে। উহা কিরূপ? সখীজনের মধ্যে কর্ণাকর্ণিযুদ্ধ — নির্জনে দূতী সকলকে স্তব করবার নীতি, রজনীতে কুঞ্জাভিসার বিষয়ে পতিবঞ্চনার চাতুর্যাভ্যাস, গুরুজনবাক্যে বধিরতা (না শুনা), বেণুনাদ শুনবার জন্য উৎকর্ণতা, ইত্যাদি (প্রেমলীলা) স্মরকেলি কৌশল শিক্ষা দিচ্ছে" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২/১/৩৩৩)। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণই সখীগণের শিক্ষাগুরু। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরমাধুর্য অনুভব করে লীলাশুক বললেন — শিখিপুচ্ছমৌলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমার শিক্ষাগুরু। সেই শিক্ষাগুরু কিরূপ? শিক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন নিমিত্ত ১০৪ সংখ্যক শ্লোকে বলবেন, হে দেব! তুমিই আমার প্রেমদাতা, তুমিই আমার কামদাতা, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার জীবনের হেতু, তুমিই আমার দেবতা, তুমি ছাড়া আর আমার অপর কেহ নাই।

শিখিপুচ্ছমৌলি (যার মাথায় ময়ূরের পালখ রয়েছে) এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য স্ফূর্তি সূচিত হয়েছে। এই মাধুর্যস্ফূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ (মদনমোহন)" (ভাগবত ১০/৩২/২) বলে নির্দেশ করলেন।

"আচার্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি।"
"দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি।"
"আচার্যং মাং বিজানীয়াদিত্যাদি" দিশা।
তথা। "কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া,
পত্যুর্বঞ্চনচাতুরীগুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি।
বাধির্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান্
কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ! গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে।।"

ইত্যাদি দিশা চ তস্য তত্তন্মাধুর্যাদ্যনুভবাদৌ স এব মে গুরুরিত্যাহ, স কীদৃক্? মে শিক্ষাগুরুঃ। বক্ষ্যতে চৈতৎ, 'প্রেমদঞ্চেত্যাদৌ।' শিখিপিচ্ছমৌলিরিতি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্যা

ভাগবতে (৩/২/১২) উদ্ধব বিদুরকে বলেছেন — "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ যোগমায়াবলে স্বীয় মূর্তি এই বিশ্বে প্রকটিত করেছেন। সেই মূর্তি মর্ত্যলীলার উপযোগী, তা এত মনোমুগ্ধকর যে তাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়; তা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণেরও ভূষণ"। মথুরার রমণীগণ বলেছেন — "ব্রজগোপীরা কি অনির্বচনীয় তপস্যা করেছেন? যেহেতু তাঁরা নয়নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার অসমোর্ধ্ব, স্বয়ংসিদ্ধ, প্রতিক্ষণ নবনবায়মান অন্যত্র দুর্লভ যশ, শ্রী, ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ, নিত্যনূতন সৌন্দর্য দর্শন করে থাকেন" (ভাগবত ১০/৪৭/১৪)। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অনুভব করে লীলাশুক তার অঙ্গের উপমাযোগ্য পদার্থের বিষয় মনে চিন্তা করে দেখলেন যে, এ জগতে এরূপ কোনও পদার্থ নাই। অর্থাৎ উপমানযোগ্য পদার্থ সকল অতীব অযোগ্য — শ্রীকৃষ্ণের পদনখশোভার নিকট অতি তুচ্ছ। কারণ শ্রীকৃষ্ণের পদনখশোভা অন্যান্য যাবতীয় শোভাকে জয় করেছে — এইরূপ স্ফূর্তিতে বললেন — শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পদনখশোভা দর্শন করে সেই মাধুর্যে আকৃষ্টচিত্তা' ইহাই শব্দশ্লেষে সমাধান করছেন — 'যৎপাদেতি'।

শ্রীকৃষ্ণের অরুণবর্ণ পদকমল সর্বাভীষ্টপূরক সকলের মনোরথ পূর্ণ করে বলে তা কল্পতরু। তাৎপর্য এই, কল্পতরু আশ্রয় তারতম্যে ফলদানে তারতম্য করেন — অনাশ্রিতকে ফলদান করেন না। ইহাতে যেমন কল্পতরুর বৈষম্য নাই, তেমন ভগবানের বৈষম্য নাই, অর্থাৎ আশ্রিত ও অনাশ্রিতের প্রতি ফলদানে ভেদ থাকলেও বৈষম্য নাই। আর কল্পতরু থেকেও ভগবানের অধিক বৈশিষ্ট্য এই, যে কল্পতরুর আশ্রিতের অধীনত্ব নাই; কিন্তু ভগবানের অধীনত্ব আছে। সেই কল্পতরুর পল্লব -- পদদ্বয়ের অঙ্গুলিদলের শিখরদেশে (অগ্রভাগে) আছে। এর দ্বারা নখসমূহ বুঝাচ্ছে। এই নখাগ্রে জয়শ্রীরূপ শ্রীরাধা লীলাস্বয়ংবর সুখ লাভ করেন। এই কথা পরেও বলবেন (শ্লোক ১২, ৯৬) যথা—

"সাক্ষান্মথমন্মথ" ইত্যাদিনা, "যন্মর্ত্তলীলৌপয়িকমি" ত্যাদিনা। "গোপ্যস্তপঃ কিমচরনিত্যাদিনা" চ বর্ণিততত্তন্মাধুর্যমনুভূয় তত্তদসৌপমানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তৎপদনখশোভয়ৈব তে নির্জিতা ইতি স্ফূর্ত্যা, তথা শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্যাকৃষ্টচিত্ততাস্ফূর্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ— যৎপাদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলিনখাগ্রেষু লীলায়া যঃ স্বয়ংবরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং জয়শ্রীর্লভতে। তদেব বক্ষ্যতে—

"কমলবিপিনবীথীগর্বসর্বঙ্কষাভ্যাম্।"
"বদনেন্দুবিনির্জিতঃ শশীত্যাদৌ"

বহুত্র। শ্লেষেণ দ্যূতনর্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ।

"কমলবন শ্রেণীর গর্বহারী বদনেন্দুদ্বারা বিনির্জিত হয়ে আকাশের চাঁদ পাদপদ্মের নখরসমূহে দশখণ্ড হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন"। এইরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং আমি আর কি জয়কীর্তন করব?

শ্লেষ মূলক অর্থে 'জয়শ্রী' পদের সমাধান করছেন — শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহে বশীভূত হয়ে জয়শ্রীরূপ শ্রীরাধা স্বয়ং বৃত হলে দ্যূত ক্রীড়া, জলকেলি, সুরতাদি নর্মবিলাসে তাঁর শোভা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকে, সেই শোভা দেখে শ্রীকৃষ্ণচরণে স্বয়ং বৃত হয়ে সেবাসুখ লাভ করেন। কিংবা সর্বাপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য, পাতিব্রত্যাদি, সৌভাগ্য-বৈদগ্ধ্যাদিতে ব্রজকিশোরীকুলের সর্বশ্রেষ্ঠতা জেনে গৌরী, অরুন্ধতী, প্রভৃতি মহাসতীবৃন্দ অতিশ্রদ্ধাসহকারে প্রশংসা করেন। আবার সেই কিশোরীকুলকেও জয় করেছেন শ্রীরাধা। অতএব 'জয়শ্রী' পদের দ্বারা জয়রূপ লক্ষ্মীরও অংশ বলে মুখ্যরূপে রাধাকেই গ্রহণ করতে হবে। এজন্য 'জয়' শব্দ যোগে 'শ্রী' শব্দটির অতীব প্রকাশার্থ গ্রহণ করে 'জয়শ্রী' শব্দে শ্রীরাধা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাগবতে (১০/১৪/১৪) ব্রহ্মা কৃষ্ণকে নারায়ণ বলে স্তব করেছেন — "আপনি কি নারায়ণ নও?" "নারায়ণ আপনার অঙ্গ বা বিলাসমূর্তি।"

ব্রহ্মসংহিতায়— " মহাবিষ্ণু যাঁর অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এই সকল প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণকে মূলনারায়ণ এবং তাঁর প্রেয়সী শ্রীরাধাকে মূললক্ষ্মীরূপ বলে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্রীরাধা মূললক্ষ্মীরূপ হলেও অতীব লজ্জাশীল বলে সততই অধোমুখ, এজন্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের চরণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি; সুতরাং ইনিও কৃষ্ণের শ্রীচরণের নখচন্দ্রশোভাসিন্ধুমগ্ননেত্র (মোহিত) হয়ে লীলায় গাঢ় অনুরাগভরে যে ভাবোদ্‌গার অর্থাৎ শ্রীরাধার হৃদয়ে যে বিবিধ ভাবরাশি উচ্ছলিত হয়ে

কিংবা, সৌন্দর্যাদিপাতিব্রত্যাদিসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভির্গৌর্যাদ্যারুন্ধত্যাদিব্রজকিশোরি-কাকুলাদয়োঽপি নির্জিতা যয়া সা। জয়যোগাৎ জয়া সা চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ শ্রীরাধৈব। "নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ" "নারায়ণোঽঙ্গম" ইত্যাদি দিশা ।

"বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি" ইত্যাদি দিশা চ, কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়স্যাস্তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ। ঈদৃশী, সাপি স্বস্য লজ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধোমুখস্থিত্যা প্রথমং তৎ শ্রীচরণনখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্ধিমগ্ননেত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যে ভাবোদ্গার-বিশেষাস্তৈর্ধর্মমর্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্বকো যঃ স্বয়ংবরস্তদ্রসং লভতে। তন্মাধুর্যাণাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনানুভবাদ্ বর্তমানপ্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরিরপি বিশেষণং যৎপাদেত্যাদি। অত্র কামাদ্যরিষড়্-বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয়-পঞ্চক্লেশোত্থদ্বিষষ্ট্যন্তরায়াণাং জয়সম্পত্তির্যৎপাদন-খাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিংবা, বর্ত্মো-দ্দেশগুরুর্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরিতি গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি । কেচিদাহুঃ — অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি। তদ্বাক্যমাত্রেণ স্বস্য জাতানুরাগত্বাত্তস্যাঃ সর্বোৎকর্ষতা।।১।।

উঠে, তাহাতে ধর্ম, মর্যাদা ও লজ্জাদি ত্যাগপূর্বক স্বয়ংবর অর্থাৎ স্বয়ং উপযাচক হয়ে শ্রীরাধার অনুরাগপ্রভাবে নবনবায়মান হয়ে সর্বদা অনুভব করায় -- প্রতিক্ষণ নবীনতা দান করে, এজন্য 'লভতে' এই বর্তমান কালবাচক শব্দ প্রয়োগ হয়েছে।

কাহারও মতে 'সোমগিরি' শব্দটিও ভগবানপদের বিশেষণ — যাঁর 'পদরূপ কল্পতরু পল্লবের শেখর'। এই শেখর শব্দের অভিপ্রায় এই যে, কামাদি ষড়বর্গ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য) এবং চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়জাত পঞ্চক্লেশ (অবিদ্যা, মিথ্যাজ্ঞান, অস্মিতাপুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ প্রতীতি, রাগ-সুখভোগবিষয়ে আসক্তি, দ্বেষ -- দুঃখভোগ থেকে জাত বিরক্তি ও অভিনিবেশ, -- মৃত্যুভয়) এই পঞ্চক্লেশোত্থ অন্তরায় দ্বারা মানুষের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। অতএব এই অন্তরায় নিবৃত্তির জন্য এবং জয়সম্পত্তি লাভ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পদপল্লবশেখরের (নখাগ্রের) প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। যেহেতু জয়লক্ষ্মী বা জয়সম্পত্তি তাঁর শ্রীপদনখরাবলম্বী -- এই অর্থ। কিংবা বর্ত্মোদ্দেশ গুরু, মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু -- এই গুরুত্রয়ের জয় কীর্তিত হয়েছে -- কেহ কেহ বলেন। এস্থলে 'চিন্তামণি' শব্দটি চিন্তামণিনামক পতিতাকে বুঝাচ্ছে। সেই চিন্তামণির জয় হোক। কেননা তাঁর বাক্য শ্রবণমাত্র বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জাত হয়েছে। সুতরাং তাঁর সর্বোৎকর্ষতা সূচিত হয়েছে।।১।।

যদুনন্দন কৃত পদ্য অনুবাদ --

বন্দো গুরু-পাদপদ্ম নখাগ্র অঞ্চলে।
যাতে হৈতে বিঘ্ন নাশ সর্বাভীষ্ট মিলে।।
কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর।
যাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর কুমার।।
রায় রামানন্দ সনে শ্রীবিদ্যানগরে।
আস্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সুদুষ্করে।।
শ্রীলীলাশুকের বাণী সমুদ্র গম্ভীর।
সমস্ত জানিতে নারে ভবজ্ঞা সুধীর।।
আদ্য অন্তে কৃষ্ণকেলি মাধুর্যে রসময়।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য রস অতি রসময়।।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই[১] ভাবে মগ্ন হৈয়া।
টীকা লিখিয়াছেন[২] অতি সুন্দর করিয়া।।
অতি ক্ষুদ্র আমি তার অর্থ কিবা জানি।
তাহাই লিখিয়ে সাধুমুখে[৩] যাহা[৩] শুনি।।
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে প্রণতি আমার।
কলিযুগে উদ্ধারিলা বহু দুরাচার।।
তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ।
নিজগুণে এই মোরে করিবা প্রসাদ।।
ভাব[৪] মগ্ন লীলাশুক দুইরূপে স্থিতি।
অন্তর্দশা বাহ্যদশা হয় শ্লোক[৫] প্রতি।।
বাহ্য দশার অর্থ আমি না লিখিব হেথা[৬]।
যথা মতি[৭] লেখ মুদ্রিত অন্তর্দশার কথা।।
এই লীলাশুকের বাণী[৮] শুন সাবধানে।
যাতে[৯] ভাব জানা যায়[৯] কৃষ্ণের ভজনে।।
দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণ্বা[১০] নদী।
যাহার[১১] পশ্চিম পারে[১২] তাহার বসতি।।
শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
কবীন্দ্র অবধি সর্ব লোকেতে বিদিত।।

পূর্ব[১৩] দুর্বাসনা তারে কৈল আকর্ষণ।
কন্দর্প[১৪] চেষ্টাতে মগ্ন[১৪] হৈল তার মন।।
সেই নদীর পূর্বদিকে বেশ্যার বসতি।
চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী যুবতী।।
বড়ই আসক্তি[১৫] তার সেই বেশ্যা সনে।
সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে।।
একদিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোরতর।
মেঘ গর্জ্জ[১৬] বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর।।
তাতে কামচেষ্টা অতি[১৭] হইল অন্তরে।
সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈলা কিছু নাহি স্ফুরে।।
নদীপারে যাইতে[১৮] বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে।
নিজ ঘর হৈতে যান সেই বেশ্যা স্থানে।।
নৌকা[১৯] নাহি নদী[১৯] পার হইতে না[২০] পারে।
মৃতকে ধরিয়া গেলা সেই নদী পারে।।
বেশ্যা দ্বারে গেলা কপাট খিল লাগে তায়।
প্রবেশিতে[২১] নারে[২১] তাতে মহাচেষ্টা পায়।।
প্রাচীরের চতুর্দ্দিগে ডাকিয়া বেড়ায়।
মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায়।।
সেইকালে দেখে ভিত্তি গর্ত্তের ভিতরে।
কালসর্প অর্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে[২২] ।।
অর্ধ অঙ্গ আছে বাহ্যে তার পুচ্ছ ধরি।
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালা উপরি।।
পড়িতে হৈল মূর্চ্ছা নাহিক চেতন।
শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ।।
বিজুলি[২৩] ছটায়ে তারে দেখিয়া তখন।
শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞা সখীগণ[২৩]।।
হাহাকার করি বেশ্যা বহু চেষ্টা[২৪] পাইল।
শুশ্রূষা করিয়া তারে সুস্থির[২৫] করিল।।
তবে আগমন কথা বিবরি কহিলা।
যেন যেন রূপে নদী পারাদি হইলা।।

বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে।
অতিশয় দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে।।
শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনে।
বিরস[২৬] রসের লাগি বধহ আপনে।।
হা হা ধিক্ ধিক্ রহু জীবন আমার।
মহাপাপীয়সী আমি জানিনু নির্ধার[২৭]।।
নানান[২৮] কপটভাবে[২৮] পুরুষ বঞ্চিয়া।
মনধন হরি লই[২৯] তাকে প্রতারিয়া।।
এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি।
তবে কিবা[৩০] লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী।।
কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত করিয়া[৩১]।।
এইরূপে সেই রাত্রি সখীগণ লৈয়া।
তাঁহার শুশ্রূষা করে নির্বেদ কহিয়া[৩২]।।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সনে রাস কুঞ্জলীলা।
গান করে সখী সনে হৈয়া এক মেলা।।
তার বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়।
মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভর্ৎসয়।।
মনে কহে কালি প্রাতে এসব ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত হইয়া।।
নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত অন্তর[৩৩]।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গীত শুনয়ে[৩৪] বিস্তর[৩৫]।।
সে লীলা শ্রবণমাত্র মায়াবন্ধ গেল।
পূর্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহি জন্মিল।।
সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রাণ পণ।
তারে ছাড়ি কিবা মুই করু অনুষ্ঠান।।
এত বিচারিতে মনে[৩৭] পোহাইল রাতি।
প্রাতে উঠি বেশ্যা পায়ে কৈল নতি স্তুতি।।
সেই পথে চলি গেলা সেই নদীতীরে।
বৈষ্ণব আছেন যথা সোম গিরিবরে।।

আপন বৃত্তান্ত তারে সকল[৩৪] কহিলা[৩৫]।
শ্রীগোপাল[৩৬] মন্ত্রীবর উপাসনা কৈলা[৩৭]।।
সে মন্ত্র লইতে মাত্র কি কহিব আর।
অতি অনুরাগ হৈল উদয় তাহার।।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু আদিভাব গণ।
ব্যাকুল হইলা অঙ্গ না যায় ধারণ।।
যদ্যপিহ বৃন্দাবন যাইতে উৎকণ্ঠিত।
গুরু সেবা লাগি কত দিন কৈলা স্থিত।।
কৃষ্ণলীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ বহু কৈলা।
তাহা দেখি গুরু লীলাশুক নাম থুইলা।।
কুটুম্বের উপদ্রব বারণ লাগিয়া।
সন্ন্যাস করিলা সূত্র ত্যাগিত হইয়া।।
তবে অতি উৎকণ্ঠিত[৩৮] বাড়ি গেল মনে।
বিনয় করিয়া আজ্ঞা নিল গুরুস্থানে।।
বৃন্দাবন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা।
পথে পথে যাইতে আগে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হৈলা।।
তাতে হৈতে উছলিল[৩৯] অতি প্রেমপুর।
উৎকণ্ঠা কল্লোলে তেঁই[৪০] পড়িলা প্রচুর।।
তাতে পড়ি শূন্য প্রায় আপনাকে মানে।
বিশেষ লীলার স্ফূর্ত্তি করেন প্রার্থনে।।
এরূপে আইলা তেহোঁ মথুরা মণ্ডলে।
বিশেষ কৃষ্ণের লীলা[৪১] স্ফূর্ত্তি সেইস্থলে।।
অনুরাগ সিন্ধু তাহা হইতে উছলিলা।
লালসা আবর্ত্তে সর্বচিত্ত গ্রাস কৈলা।।
কৃষ্ণের দর্শন লাগি করয়ে প্রার্থনা।
মথুরা ভিতরে গেলা লৈয়া কত জনা।।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি মানিলেন তথা।
তবে বৃন্দাবনে গেল চিত্ত উৎকণ্ঠিতা।।
সাক্ষাতে দেখিল তথা[৪২] ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মনোবাক্য অগোচরে করিয়া বর্ণন।।

প্রলাপ করিয়া যথা[৪৩] সে সব বর্ণিল।
স্বসঙ্গী বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল।।
তবে কত দিনে[৪৪] তেহোঁ রহে বৃন্দাবনে।
পাছে কৃষ্ণ[৪৫] নিত্যলীলায়[৪৫] কৈল প্রবেশনে।।
গুরুপরম্পরায় এই লীলাশুক বাণী।
প্রসিদ্ধ লোকের স্থানে[৪৬] এই কথা শুনি।।
এইত কহিল লীলাশুকের চরিত্র।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে ত্বরিত।।
লীলাশুক পায়ে মোর প্রণতি বিস্তর।
সাক্ষাতে কৃষ্ণের সনে যার প্রত্যুত্তর।।
এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিয়া[৪৭]।
সারঙ্গরঙ্গদা নাম টীকা যে হইলা[৪৮]।
তার অনুসারে লিখো প্রাকৃতকথনে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে।।
কৃপাসুধা নদী যার বিশ্ব ভাসাইলা।
সদা নীচস্থানে পূর্ণ হইয়া রহিলা।।
সে প্রভো চৈতন্য পায়ে করোঁ পরণাম।
তাঁর পায়ে[৪৯] রহু মন হৈয়া একতান।।
এবে কহি শুন লীলাশুকের চরিত।
যাতে কৃষ্ণভাবোদ্গম অতি বিপরীত।।
প্রেম উন্মত্ত লীলাশুক মহাশয়।
বৃন্দাবন যাত্রা কৈল হৈতে নিজালয়।।
প্রথমেতে শ্রীগুরুচরণ স্মৃতি কৈলা।
নিজ ইষ্টদেব নিজ গুরুকে মানিলা।।
দোঁহা সংকীর্তনরূপ মঙ্গলাচরণ।
করিয়া করিলা যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন।।
এই মঙ্গলাচরণ অন্য গ্রন্থ টীকা[৫০] হেন[৫০]।
বিঘ্ননাশ লাগি নহে শুনহ কারণ।।
প্রেমে[৫১] উন্মত্ত[৫১] চিত্ত সদা মহাশয়।
গ্রন্থ করণ কথা তাতে[৫২] নাহি হয়।।

তবে যদি বল কোন শ্লোকবন্ধ বাণী।
দাক্ষিণাত্য সবে কহে সংস্কৃত বাণী।।
তাতে লীলাশুক মহা-কবীন্দ্র পণ্ডিত।
ইহার মুখে শ্লোকবাণী এ কোন বিস্মৃত।।
কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভাব[৫৩] এক হয়।
শয়ন গমন আদ্যে গুরু কৃষ্ণ স্মরয়।।
তেঞি কহে সোমগিরি নাম[৫৪] গুরু মোর।
জয়যুক্ত হই সর্ব সুমঙ্গল[৫৫] ওর।।
চিন্তামণি হেন যার বৈভব বিস্তর[৫৬]।
আশ্রয় মাত্রেই দেন সর্বাভীষ্ট সার।।
প্রণাম করহ[৫৭] সেই গুরুর চরণে।
'বিশ্বপ্রকাশে' জয় শব্দে প্রণাম[৫৮] বাখানে।।
জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে।
তৈছে মোর ইষ্টদেব জয় ভগবান।
ময়ূরের পিচ্ছ[৫৯] শিরে যার অবিরাম[৬০]।।
বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়।
জয়শব্দে নিত্যলীলা বৃন্দাবনে কয়।।
তেহোঁ মোর শিক্ষাগুরু বন্দো তাঁর পায়।
যাঁর শিক্ষায় প্রেমভাব[৬১] উপাজয়।।
কৃষ্ণের মাধুর্যগুণ অনুভাব[৬২] হৈতে।
শিক্ষাগুরু করি বোলে কৃষ্ণ এই রীতে।।
শিখিপুচ্ছমৌলি নামে বিগ্রহ স্ফুরিল।
মদন মদনরাজ বেকত হইল।।
ভূষণ[৬৩] ভূষণ অঙ্গ ললিত ত্রিভঙ্গ।
কৈশোর[৬৪] বয়স বেশ রসময় অঙ্গ।।
যার ঊর্ধ্ব অন্য নাহি অখিলের মাঝে।
ব্যাস শুক ভাগবতে যারে বর্ণিয়াছে।।
এরূপ[৬৫] মাধুর্য কৃষ্ণের[৬৬] স্ফূর্তি হৈল যবে।
অঙ্গের উপমাযোগ্য বিচারয়ে তবে।।
যতেক পদার্থ আছে সব বিচারিল।
কেহ অঙ্গ তুল্য নহে অতি তুচ্ছ হৈল।।

কৃষ্ণপদনখ শোভা সবারে জিনিল।
এত বিচারিতে মনে আর উপজিল।।
শ্রীরাধিকা চিত্ত হরে পদনখ শোভা।
শব্দ শ্লেষে সমাধান করে হৈয়া শোভা।
যেই কৃষ্ণপাদকল্পতরু শোভাবরে[৬৭]।
কৌমল্য[৬৮] অরুণ সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করে।।
তাহার পল্লব হয় অঙ্গুলীর গণ।
তাহার শেখর নখরাগ্র মনোরম।।
যত শোভা যত লীলা যত রসগণ।
পদনখ[৬৯] স্বয়ংবর হেন[৭০] সুখগণ।।
আলিঙ্গন পাশাখেলা নর্ম জলকেলি।
সুরতাদি লীলা যার জয় শোভা[৭১] মেলি।।
কিংবা সৌন্দর্যাদি পাতিব্রত্য আদিগণে
সৌভাগ্য বৈদগ্ধি আদি[৭৩] মনোরমে।।
গৌরী অরুন্ধতী আদি হৈতে শ্রেষ্ঠা অতি।
ব্রজকিশোরিকা হৈতে যেঁহো কলাবতী।।
সর্ব[৭৪] জয়[৭৪] যোগ্যা যেহোঁ লক্ষ্মীর অংশিনী।
সর্বত্র[৭৫] উৎকর্ষা হয়[৭৬] রাধা ঠাকুরাণী।।
কৃষ্ণে যেন মূল[৭৭] নারায়ণ[৭৭] অবতরী।
রাধা তেন মূললক্ষ্মী অংশিনীত্বে বলি[৭৮]।।
তং নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ।
নারায়নোঽঙ্গমিত্যাদি ' বিষ্ণুর্মহান্।
স ইহ যস্য কলাবিশেষ ইত্যাদি।
সর্বলক্ষ্মী সর্বময়ী কান্তি সংমোহিনী পরা।
লক্ষ্ম লক্ষ্মীস্বরূপা ইত্যাদি।।
যদ্যপিহ রাধা সর্বশ্রেষ্ঠা সর্বাধিকা।
অতি লজ্জাশীলা সর্ব গুণেতে অধিকা।।
সেই লজ্জা হৈতে সদা অধোমুখে রহে।
প্রথমেই কৃষ্ণপদনখ নিরীক্ষয়ে[৭৯]।'।
কৃষ্ণপদনখ দেখি শোভাসিন্ধু মাঝে।
মগ্ন হৈয়া[৮০] নেত্র হর্ষে মোহ হৈলা পাছে।।

লীলা গাঢ় অনুরাগে যে ভাব বিশেষ।
উদগার[৮১] হইল তার কি কহিব শেষ।।
তাতে ধর্ম সমর্যাদা লজ্জাদি ছাড়িয়া।
কৃষ্ণপদে স্বয়ংবর রস লভে যাঞা।।
কৃষ্ণের মাধুর্য নিজ অনুরাগময়[৮২]।
প্রতিক্ষণে নব নব অনুভাব[৮৩] হয়।
নব নব বর্তমান প্রয়োগেই রহে।
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দুঁহু[৮৪] কেহ উন নহে।।
এবে শুন গুরুপাদাশ্রয় বিশেষণ।
যে গুরুর পাদপদ্ম কৈলে আশ্রয়ণ।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান।
চক্ষু আদি পঞ্চক্লেশে[৮৫] অতি বলবান।।
বাষট্টি প্রকার মতি[৮৬] অন্তরায়গণ[৮৬]।
গুরুপদনখালম্বে জিনে সর্বগণ।
কিংবা বর্ত্মোদ্দেশ শ্রীল গুরু এক হয়।
মন্ত্রগুরু শিক্ষাগুরু এই গুরুত্রয়[৮৭]।।
হেথা লীলাশুকের গুরু বেশ্যা চিন্তামণি।
বর্ত্মোদ্দেশী[৮৮] গুরু তেঁহো এই মতে জানি।
তাঁর বাক্যমাত্রে হৈল কৃষ্ণ অনুরাগ।
তাঁহার উৎকর্ষ তেঞি কহে মহাভাগ।।
এইত প্রথম শ্লোকের কহিলাম অর্থ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-টীকা প্রমাণার্থ।। ১।।

পাঠান্তর — ১ সে (ক) ২ লিখিয়াছে (ক) ৩-৩ যাহা সাধুমুখে (খ) ৪ ভাবে (ক, খ) ৫ লোক (ক), শ্লোক (খ) ৬ এথা (ক, খ) ৭ মতে (ক) মতি (খ), ৮ কথা (খ) ৯-৯ তাহা হৈতে ভাব জানি (ক), যাতে হইতে ভাব জানি (খ) ১০ বিন্দা (ক) বেণ্বা (খ) ১১ তাহার (খ) ১২ তীরে (ক, খ) ১৩ পূর্বে (ক,খ) ১৪-১৪ পীড়ায় যবে (ক), চেষ্টাতে মত্ত (খ) ১৫ আসক (ক), আসক্তি (খ) ১৬ বর্ষে। ১৭ বড়। ১৮ হৈতে। ১৯-১৯ তীরে নৌকা নাহি। ২০ নাহি। ২১-২১ যাইতে না পারে। ২২ কুশলে।২৩-২৩ পঙ্‌ক্তি দুইটি নাই। ২৪ কষ্ট। ২৫ সুস্থ। ২৬ বিরহ। ২৭ অন্তর। ২৮-২৮ লানক প্রকট। ২৯ হরিলাম। ৩০ কিনা। ৩১ হইয়া। ৩২ করিয়া। ৩৩ অন্তরে। ৩৪-৩৪ শুনিয়া অন্তরে। ৩৫ তিহঁ। ৩৬ ৩৬ কহিল সকল। ৩৭-৩৭ উপাসনা কৈল শ্রীগোপাল মন্ত্রিবর। ৩৮ উৎকণ্ঠা। ৩৯ উথলিলা। ৪০ তিহঁ। ৪১ শব্দটি নাই। ৪২ তাঁহা। ৪৩ তথা। ৪৪দিন। ৪৫-৪৫ নিজ কৃষ্ণ। ৪৬ মুখে। ৪৭ লিখিলা। ৪৮ থুইলা। ৪৯ পদে। ৫০-৫০ কর্তা হিন। ৫১-৫১ প্রেম গুণে মত্ত। ৫২ তাতো।

৫৩ স্বভাব। ৫৪ নামে। ৫৫ মঙ্গলের। ৫৬ বিস্তার। ৫৭ করোঁ। ৫৮ শব্দটি নাই। ৫৯ পুচ্ছ। ৬০ অবিশ্রাম। ৬১ তারে। ৬২ অনুভব। ৬৩ ভূষণের। ৬৪ কিশোর। ৬৫ এই মত। ৬৬ কৃষ্ণে। ৬৭ শোভা হবে। ৬৮ কমল। ৬৯ নখে। ৭০ কৈল। ৭১ যুক্ত। ৭২ পতিত্ব। ৭৩ আদি অতি। ৭৪-৭৪ সর্বেশ্বর। ৭৫ সর্ব। ৭৬ জিহঁ। ৭৭-৭৭ নারায়ণ মূল। ৭৮ জানি। ৭৯ নিরিখয়ে। ৮০ হৈলা। ৮১ উদগাহ। ৮২ চয়। ৮৩ অনুরাগ। ৮৪ বহু। ৮৫ ক্লেশ। ৮৬-৮৬ অন্তরায় গণন। ৮৭ হয়। ৮৮ বর্ষোদ্বেশাং।

মন্তব্যঃ ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৯৫৬ নং পুথি।
খ বরাহনগর পাঠবাড়ীর ৩ক নং পুথি।

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্বাণনির্ব্যাকুলম্।
স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবি-বিলসদ্‌গোপীসহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি।। ২।।

অন্বয় -- কিশোরাকৃতি বস্তু অস্তি প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্বাণনির্ব্যাকুলং স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবি-বিলসদ্‌গোপীসহস্রাবৃতং হস্তন্যস্তনতাপবর্গম্ অখিলোদারম্ ।।২।।

অন্বয় অনুবাদ -- গোপীগণকে আকর্ষণ করতে উদ্যত বেণুগীতের মূর্ছনা থেকে জাত পরমানন্দবশত নিশ্চল কল্পতরুর পুষ্পচয়নে আগত স্বর্গীয় কিশোরীগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রেমবৈবশ্যবশত কম্পিত করাঙ্গুলি হতে পতিত কল্পতরুর পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে স্খলিত ও পুনঃ স্বস্থানে-স্থাপিত-নীবিযুক্ত নব-যৌবনা বিলাসবতী সহস্র সহস্র গোপীদ্বারা বেষ্টিত ভক্তজনের স্বহস্তে অপবর্গদানকারী (মুক্তিদানকারী) সর্বজীবের প্রতি বদান্য বা সর্বদাতৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দাতা নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ নামক কোন বস্তু বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান।।২।।

অনুবাদ -- যিনি স্বর্গের তরুণীগণের হস্তাগ্রভাগ (আঙুল) থেকে বিগলিত (ঝরে পড়া) কল্পতরুর পুষ্পসমূহ দ্বারা আপ্লুত, যিনি বেণুনাদলহরীর মোহন মাধুর্যানন্দে ব্যাকুলচিত্ত, ধরে-রাখা প্রায়-স্খলিত-নীবিবিশিষ্ট সহস্র সহস্র গোপী দ্বারা পরিবেষ্টিত, যাঁর হাতে প্রণতজনের মুক্তি ন্যস্ত, যিনি অখিলজনের প্রতি উদার, এইরূপ এক কিশোর আকৃতি বিশিষ্ট (পরম) বস্তু বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান আছেন ।।২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ পথি পথ্যাগচ্ছতোঽস্য বাহ্যদশায়াং সাধকরীত্যোৎকণ্ঠয়া ভক্তিসিদ্ধান্তোদ্গারিণী তৎকালমেবান্তরাবেশাৎ সিদ্ধবল্লালসয়া কেবলরসোদ্গারিণ্যুক্তিঃ। অতস্তদ্দশাদ্বয়বাসিত্বাদেকৈব সার্থদ্বয়মুদ্গিরতি। তত্রান্তর্দশোত্থার্থো বিবৃত্য বাহ্যদশোত্থার্থস্তু সংক্ষিপ্য ময়া দর্শয়িষ্যতে। যদ্যপ্যুন্মাদপ্রলাপেঽত্র তস্য তত্তদনুসন্ধানাদিকং

টীকার অনুবাদ -- তারপর বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনের পথে চলতে চলতে বাহ্যদশায় সাধক রীতিতে উৎকণ্ঠার (আবেগের) সহিত ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচনা করছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর চিত্ত দুটি দশায় আবিষ্ট ছিল। অর্থাৎ সাধক দশায় সাধকরীতিতে উৎকণ্ঠার আবেশ এবং অন্তর্দশায় সিদ্ধপ্রায় লালসার রসোদ্‌গারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাচ্ছিল। অতএব বাহ্যদশা ও অন্তর্দশাগ্রস্ত চিত্তে একই শ্লোকের দুইপ্রকার অর্থ তাঁর মুখ থেকে বাহির

নাস্তি, তথাপি শুদ্ধপ্রেমৈব ভক্তিসিদ্ধান্তং রসশাস্ত্রাবিরুদ্ধমেব স্ফোরয়তি। শুদ্ধপ্রেম্ণঃ স্বভাবোঽয়ং যৎ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধং রসাভাসং বা মোহোন্মাদাদাবপি ন স্পৃশতি। তত্র প্রথমং গচ্ছন্তং তমনুগচ্ছতাং বৈষ্ণবানাং "স্বামিন্ কিমর্থং ত্বয়া গম্যতে কিং তত্রাস্তি" ইতি প্রশ্নাৎ তান্ প্রতি প্রাভব-বৈভবাংশবতার-শক্ত্যাবেশাবতারাদি-স্ববিলাস-বাল্যপৌগণ্ডাদি-স্বপ্রকাশরূপ-স্বস্বরূপাণাং তথা চিচ্ছক্তেস্তদ্বিলাসানন্ত-বৈকুণ্ঠানাং মায়াশক্তেস্তদ্বৈভবানন্তব্রহ্মাণ্ডানাং জীবশক্তেশ্চ পরমাশ্রয়ভূতং তং শ্রীভাগবতাদাবাশ্রয়ত্বেনোক্তং সর্বোত্তমং সর্বভজনীয়ং পরতত্ত্বরূপং বস্তু নিরূপয়ন্ তৎকালমেবান্তরাবেশাত্তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং পুরঃ স্ফুরন্তং বিলোক্য প্রলপন্নাহ — অস্তীতি। অস্য বাহ্যার্থঃ — কিমপি বস্তু অস্তি সদা বিরাজতে। শ্রীবৃন্দাবন ইতি শেষঃ। বসন্ত্যস্মিন্ প্রাগুক্তানি, তথা বসতি কালত্রয়েঽপ্যকরূপতয়া দীব্যতি

হয়েছে। তার মধ্যে অন্তর্দশায় উত্থিত অর্থ বিস্তারিতভাবে এবং বাহ্যদশার অর্থ সংক্ষেপে বিবৃত হবে। যদিও এই শ্লোকগুলি প্রেমোন্মাদময় প্রলাপমাত্র তাতে তাঁর অনুসন্ধানাদি নাই, তথাপি তাঁর প্রলাপগুলি শুদ্ধপ্রেমস্বভাবে ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসাদি অবিরুদ্ধভাবেই স্ফুরিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর প্রলাপে কোনও সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বা রসাভাস দোষ নাই। ভক্তের মুখ হতে কখনও রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা বাহির হয় না। এমন কি মোহ বা উন্মাদ অবস্থায়ও কখনও কোন সিদ্ধান্তবিরোধরূপদোষ স্পর্শ করে না।

বিল্বমঙ্গল পথে চলেছেন, তাঁর অনুগামী সঙ্গীয় বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে প্রভু, এত ব্যাকুলভাবে কি জন্য কোথায় যাবেন? তথায় এমন কি বস্তু আছে?' এই প্রশ্ন শুনে বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ঐশ্বর্যজ্ঞানাদি স্ফুরিত হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব, বৈভব, অংশাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতারাদি এবং তার স্বয়ংরূপ-বিলাস-বাল্য, পৌগণ্ডাদি, স্বয়ংপ্রকাশ ও প্রাভব (ব্যাসাদি) ও বৈভব (অবতার) প্রকাশাদি, নিজ স্বরূপসমূহ এবং চিচ্ছক্তি ও তার বিলাস অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি মায়াশক্তি ও তার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকল ও জীবশক্তিভূত অনন্ত জীবনিচয়ের পরমাশ্রয় এবং সকলের সর্বোত্তম ভজনীয় পরমতত্ত্বভূত পরম বস্তুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দেশ করলেন। ভাগবতে (২/১০/২) উক্ত আছ শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়তত্ত্ব— 'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।' মহাত্মাগণ দশমের এই আশ্রয়ের বিশুদ্ধার্থ (তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য) সর্গাদির নয়টি লক্ষণ শ্রুতি প্রমাণের সাহায্যে (কোনস্থানে সাক্ষাৎ কোনস্থানে বা তাৎপর্য বৃত্তিদ্বারা) বর্ণনা করে থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বোত্তম সর্বভজনীয় পরমতত্ত্বরূপ বস্তু; তা নিরূপণ করলেন। তদানীন্তন আন্তরিক আবেশবশত বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর সম্মুখে স্ফুরিত হলেন; তাঁকে দেখেই এই

ইত্যর্থদ্বয়েঽপ্যৌণাদিকতুন্প্রত্যয়াদ্বস্তু। সামান্য-নির্দেশাৎ নপুংসকত্বম্। ননু কিং নিরাকারং ব্রহ্ম, নেত্যাহ — কিশোরাকৃতি। কিশোরী প্রোদ্যন্নবযৌবনাকৃতিঃ স্বরূপং যস্যেতি জীববদ্দেহদেহি ভেদো নিরস্তঃ। তথা হি শ্রীভাগবতে—

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তিতি।

বিনাচ্যুতং বস্তু পরং ন বাচ্যমিতি।

'নাতঃ পরং পরং যদ্ভবতঃ স্বরূপমিতি' চ।

ননু ভগবদ্রূপাণি সর্বাণ্যেব কিশোরাকৃতীনি তত্র কতরদিদমিত্যত্রাহ — প্রস্তুতবেণ্বিতি। রাসে ব্রজসুন্দরীণামাকর্ষণার্থং প্রস্তুতা যে বেণোর্নাদাস্তেষাং যা লহর্যঃ স্বরগ্রামমূর্ছনাদি-রূপান্তরঙ্গাস্তজ্জন্যং যন্নির্বাণং পরমানন্দস্তাসু মন আদীনাং লয়ো বা

প্রলাপ বললেন -- 'অস্তীতি'।

এর বাহ্যার্থ — এবম্ভূত অপূর্ব এক বস্তু — কিশোর আকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে বিরাজিত রয়েছেন -- তিনি বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত কালে সমান ভাবে বিদ্যমান, ইহাঁর কিশোরত্বের কোনদিন কোন পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ পূর্বশ্লোকে কবি রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করে এই শ্লোকে তাঁকেই পরমবস্তুরূপে নিরূপণ করলেন। আর 'অস্তি' এই ক্রিয়াপদদ্বারা পরমবস্তু শ্রীকৃষ্ণ যে তিনকালেই এক রূপে বিরাজ করছেন, তাও প্রতিপাদিত হল। আর শ্লোকস্থিত অন্য শব্দগুলি বস্তুপদের বিশেষণ, ইহা পরেও পুনঃপুনঃ প্রতিপাদিত হবে। ইহা সামান্য নির্দেশ মাত্র; কিন্তু বস্তু নিরূপণ নয়। তবে কি এই বস্তু নিরাকার ব্রহ্ম? না, এর আকার আছে, ইনি কিশোরাকৃতি — কিশোরমূর্তি। এই নব কিশোর মূর্তিই ইঁহার নিত্য স্বরূপ। এতদ্দ্বারা জীববৎ দেহদেহীভেদ নিরস্ত হল। ভাগবতে বহুস্থানে এই পরমতত্ত্বই 'বস্তু' শব্দে অভিহিত হয়েছে। 'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্' (ভাগবত ১/১/২)। তাপত্রয়ের সমূল বিনাশ করেন বলে এই পরমতত্ত্ব বস্তু শব্দে অভিহিত। 'অচ্যুত বিনা অপর কিছু পরমবস্তু বাচ্য নয়' -- শ্রীঅচ্যুতই পরতত্ত্বসীমা। ভাগবতে (৩/৯/৩) "হে পরমেশ্বর আনন্দময় অদ্বিতীয়স্বরূপ, আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু দেখতে পাই না" এই সকল প্রমাণ থেকে জানা যায় যে এই পরমবস্তু বৃন্দাবনে সদা বিরাজ করেন এবং ইনি নবকিশোরাকৃতি। যদি বল যে ভগবানের মূর্তি অসংখ্য এবং সকল মূর্তিই নবকিশোর, এখানে কোন্ মূর্তির কথা বলা হল? তাহাতে বললেন -- 'প্রস্তুতবেণু' ইত্যাদি। রাসে ব্রজসুন্দরীদের আকর্ষণের নিমিত্ত যিনি বেণু বাজিয়ে থাকেন এবং সেই বেণুর মোহননাদের পরমানন্দে আপনি পর্যন্ত একেবারে নিশ্চল বা বিভোর হয়ে যান।

অর্থাৎ সেই বেণুনাদলহরী স্বরগ্রামত্রয়ে মূর্ছনাযুক্ত নানাপ্রকার তরঙ্গ থেকে উৎপন্ন

তেন নির্ব্যাকুলম্। নিরিত্যব্যয়মভাবার্থঃ। অব্যাকুলমিত্যর্থঃ। 'নির্মক্ষিকবদ্' ব্যাকুলেভ্যো নির্গতমিতি বা। তত্র মগ্নচিত্তাদিত্বান্নিশ্চলমিত্যর্থঃ। 'নির্বাণং সুখমোক্ষয়োরিতি' বিশ্বাৎ। তথা সায়ং পুষ্পাণ্যবচিন্বত্যস্তন্নাদাকৃষ্টা যাঃ স্বস্তরুণ্যস্তাসাং তন্মাধুর্য-দর্শনবিবশানাং কম্পমানকরাগ্রেভ্যো বিগলন্তি যানি কল্পপ্রসূনানি কল্পতরুপুষ্পাণি তৈরাপ্লুতম্। প্রেমবৈবশ্যাৎ কল্পতরুস্থানে কল্প ইত্যুক্তিঃ। কিংবা সাহচর্যবলাদেকদেশেনাপি পদার্থো বোধ্যতে। তথা স্রস্তস্রস্তা বেণুনাদশ্রবণাদ্ গুরুভর্তৃপুরত এব স্রস্তা লজ্জাভয়তঃ স্বস্থানে বদ্ধা অপি পুনঃ স্রস্তাঃ অতঃ করেণ রুদ্ধাঃ। কাসাঞ্চিত্তদ্বন্ধনকালবিলম্বাসহিষ্ণুত্বাৎ করাভ্যাং নিরুদ্ধা নীব্যো যাসাং তাশ্চ বয়ঃসৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যানুরাগাদ্যৈর্বিলসন্ত্যশ্চ যা গোপ্যস্তাসাং সহস্রৈরাবৃতং পরিতো বেষ্টিতম্। অতঃ শ্রীভাগবতোক্ত-রাসবিলাসারম্ভি শ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বস্তু, ন ত্বাগমধ্যানোক্তম্। অন্যেষামাবরণানামত্রাগ্রেঽপ্যনুক্তত্বাৎ। তথা

যে নির্বাণ-পরমানন্দ। সেই পরমানন্দে বেণুবাদক শ্রীকৃষ্ণের মন ও ইন্দ্রিয়াদি লয় বা নির্ব্যাকুল হইয়া যায়। 'নির্ব্যাকুল' পদের 'নি' শব্দ অব্যয় অভাবার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলে নির্ব্যাকুল অর্থে অব্যাকুল বা ব্যাকুলতাহীন বুঝায়। 'নির্মক্ষিকবৎ' যেমন নির্মক্ষিক পদ সিদ্ধ হয়। সেই রূপ 'নির্বাণ' - 'নির্ব্যাকুলম্' ব্যাকুলতা থেকে নির্গত পরমানন্দবশে একেবারে বিবশ বা নিশ্চল। বিশ্বকোশে নির্বাণ, সুখ, মোক্ষ এক পর্যায়ে ব্যবহৃত দেখা যায়। আরও বলিলেন — এই শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদে আকৃষ্ট হয়ে স্বর্গের তরুণীরা সায়ংকালে কল্পতরু থেকে পুষ্পচয়ন করতে আসলে বেণুর শব্দ শুনে এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য দর্শনে তাঁরা বিবশ হয়ে পড়েন, প্রেমে কম্পমানহেতু হস্তের পুষ্পসমূহ বিগলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপর পড়ে তাঁকে আপ্লুত বা আচ্ছাদিত করে ফেলল। প্রেমবৈবশ্যবশত 'কল্পতরু' স্থলে শুধুমাত্র 'কল্প' উক্ত হয়েছে। কিংবা সাহচর্যবলে শব্দের এক অংশ শ্রবণেও পদার্থ বোধগম্য হয়। আরও বললেন -- শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ ব্রজসুন্দরীদের কর্ণে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁদের মন মুগ্ধ হয়ে যায় -- দেহ বিবশ হয়ে যায়; গুরুজন, ভর্তা প্রভৃতির সম্মুখে তাঁদের নীবিবন্ধন শিথিল হয়ে যায়; লজ্জাভয়বশতঃ সেই শিথিল নীবি স্বস্থানে সংবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রেমবৈবশ্যহেতু তা পারেন না, কেবল হস্তদ্বারা কোনমতে সেই স্খলিত-নীবি ধরে রাখেন। কেহ বা নীবিবন্ধনের কালবিলম্বে অসহিষ্ণু হয়ে হাত দিয়ে কোনমতে সেই স্খলিতনীবি ধারণ করে থাকেন। এমন সহস্র সহস্র গোপরমণীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ। এই সকল গোপরমণীরা বয়সে, সৌন্দর্যে, বিদগ্ধতায় ও অনুরাগে সর্বশ্রেষ্ঠ শোভাশালিনী; এতাদৃশ অসংখ্য ব্রজসুন্দরী কর্তৃক এই বস্তু প্রতিনিয়তই পরিবৃত। অতএব ভাগবতোক্ত রাসবিলাসের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণই বস্তু। আগমে ধ্যানে যে বস্তুর নির্দেশ করা হয়েছে, এই বস্তু কিন্তু সে বস্তু নহে। কেননা আগমোক্ত বস্তুর অপরাপর আবরণাদির কোনও কথাই এখানে বা পরে বলা

— হস্তে ন্যস্তো নতানাং স্বভজনোন্মুখানামপবর্গঃ স্বপার্ষদরূপানন্দদেহদানেন লিঙ্গ-দেহভঙ্গো যেন। তদুক্তম্ — 'মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মেত্যাদৌ'। যদ্বা, অপবর্গঃ প্রেমভক্তিযোগো যেন। তথা পঞ্চমস্কন্ধে গদ্যং 'যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতীত্যত্র ভক্তিযোগ-লক্ষণ ইতি। তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। তথা অখিলেভ্যঃ কল্পবৃক্ষাদিভ্য উদারং বাঞ্ছাতিরিক্তদাতৃত্বাৎ। তথাহি, 'স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্' ইত্যাদি। কিংবা, অখিলৈর্ভজনীয়নায়কসদ্গুণৈরুদারমুত্তমম্। অন্তর্দশোখস্তেবম্, ইদং কিমপি বস্ত্বস্তি পুরো বিরাজতে। বসত্যস্মিন্ সৌন্দর্যমাধুর্যবৈদগ্ধ্যাদিসদ্গুণাদীনীতি বস্তু। যদ্বা বস্তে স্বমাধুর্য-বেণুগীতাদি-জনিতমোহমূর্ছাদি-ভাবৈরাত্মারামাদ্যপ্রাণিপর্যন্তানাং বিশেষতঃ স্ত্রীণাং ততোঽপি নিতরাং ব্রজসুন্দরীণাং চিত্তমাচ্ছাদয়তি ইতি বস্তু। কীদৃশম্? কিশোরাকৃতি। তথা সাধ্ব্যঃ

হয় নাই। আরও বললেন — যিনি স্বভজনোন্মুখ প্রণতজনকে প্রদান করবার নিমিত্ত হস্তে অপবর্গ (মুক্তি) ধারণ করে আছেন। এখানে অপবর্গ অর্থ — স্বপার্ষদরূপ আনন্দময় দেহ দানে লিঙ্গদেহভঙ্গ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভজনে উন্মুখজনের লিঙ্গদেহ (গুণময়দেহ) দূরীভূত করে স্বপার্ষদদের দান করেন (ভাগবত ১১/২৯/৩৪)। ভগবান বলেছেন — "আত্মসমর্পণকালেই আমি তাকে জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি থেকেও বিলক্ষণ ভক্তস্বরূপ (পার্ষদস্বরূপ) প্রদান করতে ইচ্ছা করে থাকি। তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে আমার সহিত সাম্য (স্বরূপাবস্থিতি) পান (ভাগবত ৫/১৯/১৯)।" অথবা অপবর্গ শব্দের অর্থ — প্রেমভক্তি। ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে — "বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি' এই অপবর্গশব্দের অর্থ ভক্তিযোগ বলেই শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন। আরও বললেন — যিনি কল্পবৃক্ষ থেকেও অধিকতর উদার। কারণ কল্পবৃক্ষ বিনা প্রার্থনায় ফল দান করে না। ইনি বিনা প্রার্থনায় বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল দান করেন। ভাগবতে (৫/১৯/২৭) উক্ত আছে — "সাধকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃপাপূর্বক তার হৃদয়ে নিজের অশেষ মাধুর্যময় পদপল্লব স্থাপিত করে পরম হিত সাধন করেন।" কিংবা "অখিলোদার" শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে, — ভজনীয় নায়কের সদ্গুণেও যিনি সকলের অপেক্ষা উদার -- মহদ্ অত্যুত্তম।

এইরূপ অন্তর্দশোত্থ (রাধার মনের কথার) অর্থ — লীলাশুক স্বীয় সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিতে বললেন, আমার পুরোভাগে কি এক অপূর্ব বস্তু বিরাজ করছেন, এই বস্তু বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজিত রয়েছেন। ইনি সৌন্দর্য, মাধুর্য, বৈদগ্ধ্যাদি নিখিল সদ্গুণের আশ্রয়, সুতরাং ইনিই বস্তু। অথবা বস্তু বলিতে যিনি স্বমাধুর্য ও বেণুগীতাদিজনিত মোহমূর্ছাদি ভাবসমূহ দ্বারা আত্মারামাদি সর্বপ্রাণীকে বিমোহিত

পরতন্ত্রাঃ গোপ্যঃ কথমেষ্যন্তি কথং বা রাসো ভবেদিতি ব্যাকুলমপি বেণুনাদলহরীভির্যন্নির্বাণং তদাকৃষ্ট-বল্লবীনাং কাঞ্চী-নূপুরাদি-ধ্বনি-শ্রবণজানন্দস্তেন নির্ব্যাকুলমব্যাকুলম্। তথা হস্তে ন্যস্ত ইচ্ছয়া বেণুনাদেনৈব সম্পাদিতো নতানাং স্বচরণাশ্রয়োন্মুখীনাং তাসাং গুর্বাদি-বারণ-ধর্ম-লজ্জাদি-শৃঙ্খলাভ্যো মোক্ষো যেন। তদুক্তম্ -- 'যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যেত্যাদৌ'। অখিলাসু বল্লবীষু উদারং তত্তদভীষ্টবিলাস পূর্ত্যা সর্বমনোরথদাতৃ। তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ -- 'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেনেত্যাদৌ।' কিংবা অখিলৈর্ভজনীয়সদ্গুণৈরুদারং মহদত্যুত্তমমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্। 'আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুভ্রুবাং গণাত্তন্ব্যা তয়া

করেন, বিশেষত স্ত্রীগণের চিত্ত। এই স্ত্রীগণ অপেক্ষাও অধিকতর মর্যাদাশালিনী ব্রজসুন্দরীগণের চিত্ত যৎকর্তৃক আচ্ছাদিত হয়, তিনি বস্তুশব্দ বাচ্য। সেই বস্তু কিরূপ? কিশোরাকৃতি। যদি বল, ব্রজগোপীগণ সাধ্বী ও পরতন্ত্রা, তাঁরা রাসলীলায় আগমন করবেন কিরূপে? এই ভেবেই শ্রীকৃষ্ণ যেন ব্যাকুল হয়ে বেণুবাদন করিতে আরম্ভ করলেন। বেণুনাদলহরী পরমানন্দময় বলে তিনি নিজের বেণুনাদলহরীতে তিনি নিজেই পরমানন্দে বিমুগ্ধ হলেন। আবার সেই বেণুনাদে আকৃষ্ট তদীয় বল্লবীগণের আগমনজনিত কাঞ্চীনূপুরাদির ধ্বনিও তাঁর কর্ণে প্রবিষ্ট হল এবং সেই ধ্বনিশ্রবণজনিত আনন্দে তিনি নির্ব্যাকুল হলেন। অর্থাৎ তাঁর ব্যাকুলতা দূর হল। আর বেণু যাঁর হাতে রয়েছে, সেই বেণুনিনাদ স্বেচ্ছায় সম্পাদিত অর্থাৎ যিনি বেণুনাদের দ্বারা প্রণতজনকে নিজ চরণাশ্রয়ে উন্মুখ করেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণ তাঁর শ্রীচরণাশ্রয়ে উন্মুখ ও তাঁর বেণুরবে আকৃষ্ট এবং তৎপ্রতি আসক্ত; কিন্তু গুরুজনের বারণ, ধর্মলজ্জাদি তাঁদের কৃষ্ণমিলনের পক্ষে শৃঙ্খলের ন্যায় বাধাজনক। এই শৃঙ্খলবন্ধন থেকে তাঁদেরকে মুক্ত করার উপায় অপবর্গ বা মোক্ষ, ইহাও তাঁর (নিজের) হস্তেই ন্যস্ত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদ শ্রবণ করলে কোন বাধাই কৃষ্ণদর্শনের অন্তরায় হয় না। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন -- 'যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যেত্যাদৌ' (ভাগবত ১০/৩২/২২)। "তোমরা অত্যন্ত দৃঢ় গৃহশৃঙ্খল ছেদ করে আমাকে আশ্রয় করেছ।"

"অখিলোদার" পদের ব্যাখ্যা করছেন -- শ্রীকৃষ্ণ সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, বিশেষত বল্লবীগণের অভীষ্ট পূর্ণ করেন। 'উদার' -- এই অভীষ্ট বিলাস পূর্তিদ্বারা সর্বমনোরথ পূর্ণ করেন। জয়দেব গীতগোবিন্দে (১/৪৮) বলেছেন -- এই বিশ্বকে অনুরঞ্জন (আনন্দদান) করতে করতে নীলকমলতুল্য শ্যামবর্ণ কোমল অঙ্গ দ্বারা আনন্দোৎসব বর্ধন করে ব্রজসুন্দরীগণ কর্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রতিঅঙ্গে আলিঙ্গিত হয়ে (শ্রীকৃষ্ণ) মূর্তিমান শৃঙ্গারের মত বিলাস করেছেন। কিংবা 'অখিল' -- পদে ভজনীয় সদ্গুণসমূহের দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা উদার -- সর্বোত্তম। অন্য অর্থ সমান।

গূঢ়বিলাসলোভতঃ। কুঞ্জে রসাস্বাদবিশেষলব্ধয়ে প্রারভি রাসো রসিকেন্দ্রমৌলিনা।। পশ্চান্ময়া বাহ্যদশোত্থমর্থং সংগৃহ্নতাদাবপি বক্তুমর্হম্। অন্তর্দশোত্থঃ সবিশেষমর্থঃ পূর্বং নিজেষ্টঃ কিল কথ্যতে অসৌ'।।

অথাস্য তদ্‌বেশ্যাবক্ত্রাৎ শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণানুরাগাদি-শ্রবণজাতলোভত্বাদ্ রাগানুগা-মার্গেণৈব ভজনম্। তত্র রাগানুগা-মার্গে অনুৎপন্নরতিসাধকভক্তৈরপি স্বেপ্সিতসিদ্ধদেহং মনসি পরিকল্প্য ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে। জাতরতীনাং তু স্বয়মেব তদ্দেহস্ফূর্তিঃ। অস্য তূৎপন্না মধুরজাতীয়া রতিঃ ক্রমেণানুরাগদশাং প্রাপ্তাস্তি। অতস্তদ্দেহ-স্ফূর্তিঃ সদৈব। যথা রসামৃতসিন্ধৌ -- 'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে।। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।

নিভৃত কুঞ্জে শ্রীরাধার সঙ্গে গূঢ়বিলাস করবার লোভে রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ রাস আরম্ভ করলেন। বহু ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে হাস্যপরিহাস করতে করতে চাতুর্যপূর্ণ নেত্রভঙ্গি দ্বারা শতকোটি ব্রজসুন্দরীর মধ্য থেকে শ্রীরাধাকে নির্জনে এনে রসাস্বাদন করতে লাগিলেন।

পরে বাহ্যদশা থেকে উত্থিত অর্থ সংগৃহীত হলেও সংক্ষেপে এবং অন্তর্দশোত্থ অর্থ বিশেষভাবে বলব। পূর্বে নিজ ইষ্ট অর্থাৎ চিন্তামণির মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগাদির কথা শুনেছিলেন এবং সেই শ্রবণজাত লোভ থেকে লীলাশুকের রাগানুগামার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনে সাধকভক্ত প্রথমে নিজের ঈপ্সিত সেবাযোগ্য সিদ্ধদেহ স্বীয় মনে কল্পনা করে থাকেন; রতি উৎপন্ন হলে সিদ্ধদেহ কল্পনা করতে হয় না; জাতরতি ভক্তের সেই সিদ্ধদেহ স্বয়ংই স্ফূর্তি হয়। লীলাশুক মধুররসের ভক্ত এবং তাঁর মধুরজাতীয় রতি উৎপন্ন হয়ে ক্রমে ক্রমে অনুরাগদশা প্রাপ্ত হয়েছে। এজন্য তাঁর সেবাযোগ্য সিদ্ধদেহ সতত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হচ্ছে।

এই রাগানুগাভক্তির লক্ষণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১/২/৬১/৬০, ৭৫-৭৭) এইরূপ — অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা এবং প্রেমাবেশমূলক প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাকে 'রাগ' বলে। এই রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমান। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত ভক্তিকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। রাগাত্মিকা ভক্তিতেই কেবল নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্রজবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধজনই এই রাগানুগামার্গের ভজনে অধিকারী। ব্রজবাসিজনের ভাব ও ক্রিয়াদি যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয় প্রীতিকর -- এই মাধুর্যময় লীলাকথা শ্রবণে এবং তাহা যৎকিঞ্চিৎ অনুভূত হলে শাস্ত্রযুক্তিনিরপেক্ষ হয়ে বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রবর্তন -- সেই সেই ভাবমাধুর্যে অভিলাষ, তাহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। উজ্জ্বলনীলমণি (স্থায়িভাবপ্রকরণ ৫৩, ৫৪) গ্রন্থে উক্ত আছে —

রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।। রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।। তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণমিতি'।। তথোজ্জ্বলনীলমণৌ — 'স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি।। বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলেতি'।। তত্রানুরাগলক্ষণম্ — 'সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে'।। ইতি। তথৈবাগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি।। ২।।

এই রতি দৃঢ় হলে তার নাম হয় প্রেম। এই প্রেম বৃদ্ধিক্রমে ক্রমশ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে পরিণত হয়। যেমন বীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড হয়, তার নিষ্পেষণে রস, পরে গুড়। পরে খণ্ড, পরে শর্করা, তা থেকে মিছরি, তাহারও পরে ওলা (মিছরির লাড়ু) হয়। তদ্রূপ রতি থেকে প্রেমাদিক্রমে ভাব পর্যন্ত হয়। তার মধ্যে অনুরাগলক্ষণ হল —

যে রাগ নব-নবায়মান হয়ে সদা অনুভূত প্রিয়জনকে প্রতিক্ষণ নব-নবায়মানরূপে অনুভব করায়, তাকে 'অনুরাগ' বলে (উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাবপ্রকরণ ১৩৪)।

ইহা পরে বলা হবে ।।২।।

যদুনন্দন —

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে শ্লোকের অর্থের আভাস[১]।।
পথে পথে চলি যায় বাহ্য দশায় স্থিতি।
সাধকের হেন অতি উৎকণ্ঠিত মতি।।
ভক্তি সিদ্ধান্তের[২] কথা কহিতে কহিতে।
অতিশয় অন্তর আবেশ হইল তাতে।।
সিদ্ধ প্রায় লালসাতে ভরি গেল মন।
রসোদ্গার উক্তি হেন কেবলা[৩] লক্ষণ
অতএব ফল[৪] দ্বয়ে বাসিত হইয়া।
এক শব্দে দুই অর্থ কহে বিবরিয়া।।
অন্তর' দশার তার অর্থ বিবরিয়া।
লিখি বুঝাইব মুই আপনা রহিয়া।।

বাহ্য দশার অর্থগণ সংক্ষেপ করিয়া।
দিগ্ দেখাইব মাত্র বাহুল্য ছাড়িয়া[৫]।।
যদ্যপি উন্মাদময় প্রলাপ বচন।
সিদ্ধান্ত সন্ধান কিছু নাহি তার মন।।
তথাপিহ স্তব্ধ প্রেম প্রায় যত যত।
অবিরোধ[৬] রসভক্তি সিদ্ধান্ত কহে কত।।
বিশুদ্ধ প্রেমের এই স্বভাব আচার।
সিদ্ধান্ত বিরোধ[৭] উন্মাদ মোহে[৮] নাহি তার।।
রসাভাস আদি কিছু নাহি তার মুখে।
শুদ্ধ প্রেম শুদ্ধ রস এই[৯] স্মরে মুখে[১০]।।
এই শ্লোকের বাহ্য অর্থ কহি কিছু হেথা[১১]।
লীলাশুক সঙ্গে যান[১২] যে বৈষ্ণব তথা[১২]।।
তারা কহে[১৩] মহাশয় যাবে কোন[১৩] স্থানে।
কি নিমিত্ত কিবা বস্তু আছে[১৪] সেই স্থানে[১৫]।।
সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহাশয়।
অন্তর আবেশে কৃষ্ণমহিমা কহয়।।
প্রভাব বৈভব অংশ অবতারগণ।
শক্ত্যাবেশ অবতার লীলাবতার[১৬] গণ।।
স্ববিলাস বাল্য আর পৌগণ্ডাদি যত।
স্বপ্রকাশ রূপ নিজ স্বরূপাদি[১৭] কত।।
চিৎশক্তি মহিমাগণ কহে বিবরিয়া।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁর বিলাস[১৮] গণিয়া।।
তবে বিবরিয়া[১৯] মায়া শক্তির লক্ষণ।
তাঁহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।।
জীবশক্তি আদি করি যত যত[২০] গণ[২০]।
পরম আশ্রয় যেঁহো[২১] পুরুষ উত্তম।।
শ্রীভাগবতে যাঁর মহিমা বিস্তার।
সর্ব ভজনীয় সর্বোত্তম সর্বসার।।
পরতত্ত্ব বস্তুরূপ[২২] যেঁহো[২২] নিরূপণ।
কহিতে[২২] আবেশ কৃষ্ণ হইলা স্ফুরণ।।

এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইলা।
দেখিলা প্রলাপ করি[২৪] কহিতে লাগিলা।।
এইত দ্বিতীয়[২৫] শ্লোকের কহিল আভাস।
বিচারিয়া[২৬] অর্থ এবে করিয়ে প্রকাশ।।
বৃন্দাবনে আছে কোন বস্তু অতিশয়।
কালত্রয়ে এক রূপে সদাই রময়।।
সামান্য নির্দেশ[২৭] নহে বস্তু নিরূপণ।
নিরাকার ব্রহ্ম তার[২৮] দেখায় লক্ষণ।।
সেহো নহে কিশোর আকৃতি মনোহর।
নব যুবা কৈশোর[২৯] মিলন স্থিরতর।।
এই লাগি জীব প্রায় দেহী[৩০] ভেদ।
নিরস্ত হইল গুণে নাহি পরিচ্ছেদ।।
ভগবানের রূপ[৩১] হয় অগণ্য অনন্ত।
কিশোর আকার সব হয় মূর্তিমন্ত।।
তার মধ্যে বৃন্দাবনে কাহার বিলাস।
এত চিন্তি পুনঃ কহে করিয়া প্রকাশ।।
রাসে[৩২] ব্রজ কিশোরিকা আকর্ষণ কাজে।
প্রস্তুত বেণুর নাদ বৃন্দাবন মাঝে।।
সে নাদ লহরী স্বর[৩৩] গ্রাম মূর্চ্ছাগণ।
সে জন্য নির্বাণ শব্দে আনন্দ পরম।।
মন আদি করি যাতে সর্বেন্দ্রিয়গণ।
অব্যাকুল মগ্নপ্রায় নিশ্চল লক্ষণ।।
সায়ংকালে দেবনারী পুষ্প তোলে যথা।
আচংবিতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা।
মাধুর্য দেখিয়া তারা বিরস হইলা।
ধৈরজ না ধরে নেত্র ঝুরিতে লাগিলা।।
কল্পবৃক্ষ পুষ্প তার হাতেতে হইতে।
গলিয়া পড়য়ে হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে।।
সেই সব পুষ্প পড়ে যে[৩৪] কৃষ্ণ উপরে।
তাতে পরিপ্লুত[৩৫] রহে[৩৬] কাম মোহ করে।।

বেণুধ্বনি শুনিতেই গোপনারীগণ[৩৬]।
গুরু ভর্তা আগে স্রস্ত[৩৭] নীবিবন্ধ হন[৩৮]।।
লজ্জা ভয়ে তারা নীবি মহী[৩৯] খসে পড়ে।।
কেহ কেহ করে রুদ্ধ করি নীবি বন্ধ।
সহিতে না পারে কেহ[৪০] বন্ধন বিলম্ব।।
নবীন কিশোরী অতি সুন্দরী সকল।
বৈদগধি অনুরাগ[৪১] পরম প্রবল।।
হেন ব্রজাঙ্গনাগণ সহস্র আবৃত।
শ্রীভাগবতে রাসে[৪২] যাঁহারে[৪২] বেকত।।
সেই বস্তু বৃন্দাবনে সদা বিরাজয়।
আগমাদ্যে ধ্যান উক্ত যেহো তোহো নয়।।
অন্য আবরণ[৪৩] আগে না কহিল।
এইত[৪৪] কারণে ইহা তারে না বলিল।।
প্রণত জনেরে[৪৫] হস্তাবলম্ব দিয়া।
নিজ পারিষদ করে আনন্দিত হৈয়া।।
পরম আনন্দ[৪৬] দেহ দান দেয় তার।
মায়া দেহ দূর করে কি বলিব আর[৪৭]।।
তাহাতে প্রমাণ তার মুখ[৪৮] বচন।
ভক্ত[৪৯] স্থানে কৃপা করি কহিল কথন[৪৯]।।
কিবা[৫০] অপবর্গ শব্দে প্রেমভক্তি বলি।
পঞ্চম স্কন্ধে পদ্য[৫১] প্রমাণ তাহারি।।
কিংবা[৫২] সেই কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় দাতা।
কল্পবৃক্ষ আদ্যে জিনে অন্যে কিবা কথা[৫২]।।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিতি
কিংবা সর্ব নায়ক হৈতে গুণেতে প্রবীণা[৫৩]।
পরম উত্তমরূপ সর্ব রস সীমা[৫৪]।।
এইত কহিল শ্লোকের বাহ্য দশা অর্থ।
অন্তর্দশায় অর্থ শুন পরম[৫৫] সামর্থ।।
এইরূপে কোন বস্তু আগে বিরাজয়।
সৌন্দর্য মাধুর্য সর্ব বৈদাগ্ধি[৫৬] চয়।।

আপনা মাধুর্য বেণু গীত আদি হৈতে।
আত্মাপ্রাণ[৫৭] পর্যন্ত সে করয়ে[৫৮] মোহিতে[৫৮]।।
বিশেষতঃ নারীগণের মোহয়ে অন্তরে।
তাতে হৈতে ব্রজনারী সদা মোহ করে।।
কিশোর আকৃতি বস্তু গুণের সাগর।
মদনমোহন বেশ[৫৯] শ্যাম কলেবর।।
মনে চিন্তি কৃষ্ণ গোপনারী পরতন্ত্র।
সহজেই নারীগণ না[৬০] হয়[৬০] স্বতন্ত্র।।
কেমনে আসিবে হেথা স্বতন্ত্র হইয়া।
ব্যাকুল হইলা মনে এ সব চিন্তিয়া।।
বেণু[৬১] গান আরম্ভিলা শুনি গোপীগণ[৬১]।
পরম আনন্দে বৃন্দে[৬২] আকর্ষিল[৬২] মন।।
নির্বাণ শব্দেতে কহি[৬৩] আনন্দ বিশেষ।
বিশ্ব প্রকাশে কহে[৬৪] এই অর্থ শেষ[৬৪]।।
হস্তে লৈয়া বেণু গান করিয়া গোবিন্দ।
প্রণতগণের মনে বাড়ায় আনন্দ।।
গুরু লজ্জা[৬৫] ধর্ম[৬৫] আদি শৃঙ্খলা হইতে।
মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে।।
ব্রজনারী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া।
আইসে[৬৬] কৃষ্ণের স্থানে[৬৬] না চায় ফিরিয়া।।
নূপুর কিঙ্কিণী বাজে কঙ্কণ ঝঙ্করে।
সে ধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণ নির্ব্যাকুল ধরে।।
বহু কল্পবৃক্ষ[৬৭] হৈতে উদয় গোবিন্দ।
সর্ব গোপী অভীষ্ট পূরণ নিরদ্বন্দ্ব।।
রসিকেন্দ্র-মৌলী কৃষ্ণ আরম্ভিলা রাস।
বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে হাস-পরিহাস।।
ভঙ্গি করি ব্রজাঙ্গনা মাঝে হৈতে রাধা।
আকর্ষয়ে নিগূঢ় বিলাস লোভে[৬৮] সাধা।।
নিকুঞ্জে বিশেষ রস আস্বাদ লাগিয়া।
আরম্ভিলা রাসলীলা আনন্দিত হৈয়া।।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ কহিল[৬৯] বিস্তার।
তৃতীয় শ্লোকের এবে শুন অর্থসার।।
পাছে বাহ্য দশার অর্থ সংক্ষেপে কহিব।
অন্তর্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণিব।।
নিজ ইষ্ট অন্তর্দশার অর্থ সবিশেষ।
সেই অর্থ বিস্তারিব[৭০] জানিতে উদ্দেশ।।
অতঃপর লীলাশুক মহাভাগবত।
বেশ্যা মুখে রাধাকৃষ্ণ লীলা শুনে যত।।
রাধাকৃষ্ণ অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়া।
অতিলোভ উপজিল আপনার হিয়া।।
রাগানুগা মার্গে কৃষ্ণ ভজনা করিতে।
পরম লালসা তার বাড়ি গেল চিতে।।
এই রাগানুগা পথে অন্য ভক্তগণ।
উৎপন্নরতি[৭১] কৃষ্ণে সাধক লক্ষণ।।
তাহারাই বাঞ্ছিত দেহ মনেতে কল্পিয়া।
কৃষ্ণসেবা আদি করে একান্ত হইয়া।।
জাত রতিগণে তাহা সদা স্ফূর্তি হয়।
নিজ সুখদুঃখে[৭২] কভু না বাধয়।।
লীলাসুখে উপজিল মধুর জাতি[৭৩] রতি।
ক্রম অনুরাগ দশা তাতে প্রাপ্ত[৭৪] অতি[৭৪]।।
সদা সেই দেহ স্ফূর্তি হয় তার মনে।
রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে যে সব লক্ষণে।। ২।।

পাঠান্তর -- ১ প্রকাশ। ২ সিদ্ধান্ত। ৩ রসের। ৪ দশা। ৫-৫ 'অন্তর .... ছাড়িয়া' পঙ্‌ক্তি চারিটি ক ও খ পুথিতে নাই। ৬ অবিরুদ্ধ (ক, খ) ৭ বিরুদ্ধ (ক, খ) ৮ মোহ (খ) ৯ সবে (ক) সব সব (খ) ১০ সুখে (খ) ১১ এথা (ক, খ) ১২-১২ যেই বৈষ্ণবের কথা (ক, খ) ১৩ পুছে (ক, খ) ১৪ কোন (খ) ১৫ খানে (ক) ১৬ আদি লীলা (ক, খ) ১৭ শক্তি আদি (খ) ১৮ বিষয় (ক, খ) ১৯ বিবরিল (ক, খ) ২০-২০ যতেক গণন (খ) ২১ তিহঁ ২২-২২ রূপ যেহোঁ বস্তু (ক, খ) ২৩ কহিতেই (ক,খ) ২৪ তবে (ক) ২৫-২৫ কহিল দুই শ্লোকের (ক, খ) ২৬ বিবরিয়া (ক, খ)২৭ নির্দেশে (ক, খ) ২৮ তবে (ক, খ) ২৯ কিশোর (ক, খ) ৩০ দেহ দেহী (ক, খ) ৩১ স্বরূপ (ক) ৩২ ওবে (খ) ৩৩ ধরে (ক) ৩৪ 'যে' শব্দটি নাই (ক, খ) ৩৫-৩৫ পরিপ্লব (ক), পরিপ্লুতরে (খ). ৩৬ মাত্র গোপী (খ) ৩৭ শ্লথ নীবির বন্ধন (ক,খ) ৩৮ শ্লথ (ক, খ) ৩৯ পুনঃ (খ) ৪০ কান (ক,খ) ৪১ অনুরাগে

(ক, খ) ৪২-৪২ রাসে যাহা করিল (ক), রাসলীলা সে সব (খ) ৪৩ আবরণ আদি (ক, খ) ৪৪ সেইত (ক, খ) ৪৫ গণেরে (ক, খ) ৪৬ আনন্দে (খ) ৪৭-৪৭ আনন্দে বিভোর (খ) ৪৮ শ্রীমুখ (ক, খ) ৪৯-৪৯ মন দিয়া শুন সবে করি এক মন (ক) এক মন হৈয়া তাহা শুন সাধুজন (খ) ৫০ কিম্বা (ক, খ) ৫১ ভাগবতে (ক, খ) ৫২-৫২ খ পুথিতে নাই ৫৩ প্রবীণ (ক, খ) ৫৪ সীম (ক, খ) ৫৫ প্রমাণ (ক, খ) ৫৬ বৈদগ্ধ্যাদি (ক, খ) ৫৭ আত্মাদি প্রাণী (ক, খ) ৫৮-৫৮ করে সংমোহিত (খ) ৫৯ রূপ (ক) ৬০-৬০ হয়ত (খ) ৬১-৬১ এথা বেণু গান শুনি গোপনারীগণ (ক,খ) ৬২-৬২ আকর্ষিল সবার (খ) ৬৩ কহে (ক) ৬৪-৬৪ তার কহয়ে অশেষ (ক), তার কহিয়ে বিশেষ (খ) ৬৫-৬৫ ধর্ম লজ্জা (খ) ৬৬-৬৬ বিষ্ণুস্থানে আইসে কেহ (খ) ৬৭ ব্রহ্ম (খ) ৬৮ ভাবে (খ) ৬৯ করিল (ক,খ) ৭০ উদ্ধারিব (ক, খ) ৭১ অনুৎপন্নরতি (ক,খ) ৭২ দুঃখে তারে (ক, খ) ৭৩ জাত (ক, খ) ৭৪-৭৪ প্রাপ্তি রতি (ক, খ)।

চাতুর্যৈকনিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্।
কালিন্দীপুলিনাঙ্গনপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ।। ৩।।

অন্বয় -- বয়ং চাতুর্যৈক-নিদানসীম-চপলাপাঙ্গচ্ছটা-মন্থরং লাবণ্যামৃতবীচি-লোলিতদৃশং, লক্ষ্মী-কটাক্ষাদৃতং, কালিন্দী -পুলিনাঙ্গন- প্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং বালং মধুরিম-স্বারাজ্যম্ অমী নীলং বালং আরাধ্নুমঃ।। ৩।।

অন্বয় অনুবাদ – লীলাচাতুর্য যে যে কারণে হয়, তার সীমাস্বরূপ এবং চঞ্চলনেত্রান্তদৃষ্টিদ্বারা শ্রীরাধার স্তম্ভভাবোৎপাদনকারী, ব্রজকিশোরীগণের কটাক্ষদ্বারা আদৃত বা পূজিত লাবণ্যামৃতের তরঙ্গদ্বারা দর্শকগণের চক্ষুর দর্শনতৃষ্ণা উৎপাদনকারী, যমুনা পুলিনরূপ অঙ্গনে বিলাসকারী, এবং অপ্রাকৃতকামপ্রাকট্যের অঙ্কুরস্বরূপ এই ইন্দ্রনীলবর্ণ কিশোরকে আমরা আরাধনা করি বা সেবা করি ।।৩।।

অনুবাদ -- যাঁর চাতুর্যের অসীম নিদানস্বরূপ (মূলকারণস্বরূপ) চপল অপাঙ্গছটায় (তেরছা চাহনির সৌন্দর্যে) ব্রজগোপীদের গতি মন্থর হয়ে যায়, লাবণ্যামৃতলহরীমালায় যাঁর দৃষ্টি চঞ্চল, লক্ষ্মী যাঁকে কটাক্ষ দ্বারা সমাদর করেন, কালিন্দীপুলিনপ্রাঙ্গণ যাঁর প্রিয়স্থল, যাঁ থেকে নিখিল কামাবতারের অঙ্কুর উদ্গত হয়, যিনি মধুরিমার লাবণ্যস্বরূপ, সেই কৃষ্ণবর্ণ কিশোরকে আমরা আরাধনা করি।।৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা –

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে সর্বমুখ্যায়াঃ পূর্বশ্রুতানুরাগসৌভাগ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ পার্শ্বস্থসখীনাং তদুপাসিকানাং মধ্যে আত্মানং তাদৃশীমেকাং জানন্নাহ— চাতুর্যেতি। অমী বয়ং তৎপরিবাররূপা বালং কিশোরম্ আরাধ্নুমঃ চামরান্দোলনতাম্বূলদানাদিনা

টীকার অনুবাদ – তারপর লীলাশুকের অন্তরে স্ফূর্তি হল, – শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে সর্বপ্রধান গোপী (শ্রীরাধা) এবং সেবাপরায়ণ সখীবৃন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করছেন। পূর্বে চিন্তামণির মুখে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বস্থিত যে সর্বপ্রধান গোপীর অনুরাগ ও সৌভাগ্যের কথা শুনেছিলেন, সেই শ্রীরাধার পার্শ্বস্থ উপাসক সখীগণের মধ্যে নিজেকেও একজন সখী মনে করে অন্য এক সখীকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করছেন -- "অমী বয়ম্"। আমি শ্রীরাধিকার পরিবাররূপ (একদলভুক্ত সমবাসন) সখীগণের সহিত এই নবকিশোরের আরাধনা করব -- অর্থাৎ চামর আন্দোলন, তাম্বূল অর্পণ, পাদসংবাহনাদি সেবা করব।

সেবামহে। পূর্বং কিশোরাকৃতিত্বেন নিরূপিতত্বাৎ। অগ্রেঽপি তল্লীলায়া এব বর্ণিতত্বাৎ। স্মৃত্যলঙ্কারাদিষু ত্রিবিধবয়োবিবেচনে 'বাল্যমাষোড়শাব্দান্তমিতি' প্রসিদ্ধেশ্চ বালশব্দেনাত্র কিশোর এবোচ্যতে। অন্যথা ব্যাখ্যায়াং কামাবতারাঙ্কুরত্বাসম্ভবাৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশম্? নীলমিন্দ্রনীলমণিবৎশ্যামং মূর্তং শৃঙ্গাররসমিত্যর্থঃ। যদুক্তম্ — 'শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিতি।' তথা রাসরঙ্গকালিন্দীপুলিনমেব মাধবীচতুঃশালিকায়া অঙ্গনং তত্র প্রণয়িনম্। সদা তত্র বিলসন্তমিত্যর্থঃ। তথা, প্রবললজ্জাবাম্যাভ্যাং পরমোৎকণ্ঠায়ামপ্যধোমুখতয়া স্থিতায়া লক্ষ্ম্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কটাক্ষে তৎপ্রাপ্তাবাদৃতং

মূলে 'বাল' শব্দদ্বারা নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাচ্ছে। আগের শ্লোকে কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণই পরমবস্তুরূপে নিরূপিত হয়েছে। এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণের লীলা আরও বর্ণিত হবে। কেননা, বাল্য ও পৌগণ্ড — এই দুটি নিত্যকিশোররূপের ধর্ম। কিশোরই হচ্ছে ধর্মী — পূর্ণাবির্ভাবযুক্ত বলে সর্বভক্তিরসেরই আশ্রয় ও নিত্য নানালীলাবিশিষ্ট। স্মৃতি ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়স বিবেচনায় ষোড়শবর্ষ বয়স পর্যন্ত 'বাল' শব্দে নিরূপিত হয়েছে। অতএব 'বাল' শব্দে প্রসিদ্ধ নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাচ্ছে। অন্যরূপ ব্যাখ্যায় 'কামাবতারঙ্কুর' পদের সঙ্গতি অসম্ভব হবে। অথচ বাল শব্দে কামাবতার নির্ণীত হয়। পরেও এইরূপ ব্যাখ্যা করা হবে। এই কিশোরাকৃতি কিরূপ? নীল, ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শ্যামবর্ণবিশিষ্ট মূর্তিমান শৃঙ্গাররস। শৃঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম বলে 'নীল' শব্দ প্রয়োগ হয়েছে। যথা গীতগোবিন্দে (১/১৮), 'শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিতি।' হে সখি! মূর্তিমান শৃঙ্গারের মত মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছেন। কালিন্দীপুলিনের রাসস্থলীতে এর সতত অবস্থান। রাসরঙ্গ উৎসবের জন্য মাধবীলতার দ্বারা নির্মিত চতুঃশালিকায় (চতুর্দিকে সমকোণবিশিষ্ট অঙ্গনে) সমস্ত প্রণয়িনীর সঙ্গে সদা রাসরঙ্গে বিলাস করেন। আর এই রাসরসরঙ্গ বিলাসে শ্রীরাধিকাই প্রধান। তাঁর অঙ্গের লাবণ্যামৃততরঙ্গের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের নয়ন সতত তৃষিত এবং শ্রীরাধাও তদ্রূপ উৎকণ্ঠিত; কিন্তু এরূপ উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও প্রবল লজ্জা ও বাম্যভাব দ্বারা কটাক্ষভঙ্গিতে প্রাণবল্লভকে দর্শন করেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা পরম অনুরাগী হলেও, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য তাঁর পরম উৎকণ্ঠা থাকলেও লজ্জা ও বাম্যভাব তাঁর সাধে বাধা দেয়, এই অবস্থায় তিনি অধোমুখ হয়ে কটাক্ষভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীরাধার এই কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সমাদৃত হয়ে থাকেন বলে আমি আদরের সহিত তাঁর ভজনা করব। যদিও এই সময়ে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে ছিলেন, তথাপি তাঁহার দৃষ্টি অন্য কোন ব্রজসুন্দরীর প্রতি পড়ে নাই। কেননা শ্রীরাধার লাবণ্যামৃতের তরলতরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত। যদিও

সাদরম্। তথা পরিতঃ স্থিতাস্বপ্যন্যাসু শ্রীরাধায়া এব লাবণ্যামৃতবীচিভির্লোলিতে সতৃষ্ণীকৃতে দৃশৌ যস্য তম্। অতোঽন্যাস্ত্যক্ত্বা তয়া সহ রহোলীলোৎকণ্ঠয়া সর্বসমাধানপূর্বকমন্যালক্ষিতপ্রেরণয়া তন্নিষ্ক্রমণস্বনিষ্ক্রমণাদিষু তস্য তৎতৎ চাতুরীস্ফূর্ত্যাহ -- চাতুর্যেতি। চাতুর্যাণাং নেত্রান্তাদিদ্বারৈব তত্তজ্জ্ঞাপনরূপাণাং যানি মুখ্যানি নিদানান্যাদিকারণানি তেষাং সীমা অবধিরূপশ্চপলশ্চ যোঽপাঙ্গস্তস্য ছটয়া তাং মন্থরয়তি স্তব্ধাং করোতীতি তম্। অতো লক্ষ্ম্যাস্তস্যাঃ কটাক্ষে আদৃতং সাদরম্। সঙ্কেতজ্ঞানমিদং জ্ঞাপয়ত্বিয়মিতি তদভিলষন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ

অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ তাঁর দৃষ্টির প্রতীক্ষা করছিলেন, তথাপি তিনি আর কারও প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারলেন না -- কেবল সতৃষ্ণনয়নে তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় শ্রীরাধার মুখকমলের দিকে চেয়ে রইলেন, তাহার মনের সাধ -- তিনি রাধাকে নিয়ে নিভৃত কুঞ্জে কেলি করবেন। অতএব অন্যান্য গোপীকে ত্যাগ করে কেবল শ্রীরাধার সহিত রহঃলীলার উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব সমাধানপূর্বক অন্যের অলক্ষিত প্রেরণায় অর্থাৎ চঞ্চল লোচনের কটাক্ষভঙ্গিতে শ্রীরাধাকে মনের ভাব জানালেন এবং তার সেই চাতুর্যপূর্ণ কটাক্ষের অভিপ্রায় কেবল শ্রীরাধাই বুঝতে পারলেন -- অন্যান্য গোপীগণ তা জানতে পারলেন না। এইরূপে শ্রীরাধারও শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থল হইতে নিষ্ক্রমণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্যসীমা (চতুরতার পরাকাষ্ঠা) প্রকাশ পেয়েছে -- এই স্ফূর্তিতে বললেন -- 'চাতুর্যেতি'। যিনি চাতুর্যের একমাত্র কারণের (নিদানের) অবধিস্থল; পুনরায় চপল অপাঙ্গছটা দ্বারা তা জ্ঞাপন করা হল। আবার এই চপল অপাঙ্গছটায় ব্রজগোপীদের গতি মন্থর হয়ে যায়; কিন্তু শ্রীরাধার চপল নেত্রপ্রান্তছটা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজেও স্তব্ধভাব পেয়ে থাকেন। কেননা, যে কারণে লীলা হয়, তাহার কারণ হচ্ছে শ্রীরাধার নেত্রপ্রান্তছটা; সুতরাং মহালক্ষ্মীর কটাক্ষদ্বারা আদৃত (পূজিত) বলে সাদরে সঙ্কেত জ্ঞাপন করাই তাঁর অভিলাষ। অর্থাৎ এই অভিলাষ জেনে শ্রীরাধা তা অঙ্গীকার করুক, ইহাই 'লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতং' পদের তাৎপর্য। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ যে কটাক্ষ দ্বারা আদৃত হচ্ছে, তাহাই 'লক্ষ্মীকটাক্ষ' বলে অভিহিত হয়েছে। অথবা ইহার আরও অর্থ হতে পারে, "শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষঃ" (ব্রহ্মসংহিতা) এই প্রমাণে লক্ষ্মীগণ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কান্ত। আর "লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্" (ব্রহ্মসংহিতা), এই প্রমাণ অনুসারে যিনি সহস্র সহস্র মহালক্ষ্মীরূপ ব্রজদেবীদের দ্বারা সসংভ্রমে সেবিত -- কটাক্ষ দ্বারা আদৃত হয়েও, তাদৃশ চাতুর্যের অবধি স্বরূপ হয়েও, সেই লীলার জন্য চঞ্চল। যদিও মহালক্ষ্মী বলতে ব্রজগোপীমাত্রেই বুঝায়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্পাদনার্থ চাপল্যযুক্ত গোপীশ্রেষ্ঠ

পরমপুরুষঃ' ইত্যাদি, 'লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রমসেব্যমানমিত্যাদি' ব্রহ্মসংহিতাদ্যনুসারেণ লক্ষ্মীণাং ব্রজদেবীনাং কটাক্ষৈরাদৃতমপি চাতুর্যৈকনিদানসীমায়াশ্চপলায়াস্তল্লীলার্থং জাতচাপল্যায়াঃ শ্রীরাধায়া যোঽপাঙ্গস্তচ্ছটাভির্মন্থরং জাতস্তব্ধতয়া তত্তৎক্রিয়াদিম্বপ্যশক্তম্। তথা 'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথা'-'মিত্যাদ্যনুসারেণ কামস্য তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষস্য যোঽবতারঃ প্রাকট্যং তস্যাঙ্কুরঃ প্ররোহো যস্মাৎতম্। সর্বমাধুর্যমনুভূয়াহ -- মধ্বিবতি। মধুরিম্ণা স্বারাজ্যম্। তৎ সর্বমত্রৈব সুলভমিত্যর্থঃ। তত্রাস্য তস্যাঃ সখ্যেনানুগতিঃ 'রাধাপয়োধরোৎসঙ্গ'

শ্রীরাধাকেই বুঝাচ্ছে। কেননা শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার প্রেমচাতুর্যের সীমা অতিক্রম করলেও শ্রীরাধার কটাক্ষদ্বারা আদৃত অর্থাৎ শ্রীরাধার চঞ্চল নয়নের কুটিল কটাক্ষে (তেরছা চাহনিতে) তিনি একেবারেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েন; সুতরাং তিনি সেই সেই ক্রিয়াদি সম্পাদনেও অশক্ত হয়ে পড়েন। আরও বলি, গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে, গোপরমণীগণের প্রেমই কাম-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এই প্রথানুসারে গোপরমণীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের নামই কাম। অতএব তাঁদের প্রেমবিশেষের যিনি অবতার, তিনি হলেন 'কামাবতারাঙ্কুর'। এস্থলেও কামশব্দের অর্থ প্রেম এবং অবতার। অর্থাৎ প্রেমপ্রাকট্য যার থেকে হয় যে অবতারে, সেই অবতারের নাম কামাবতার। এই কামাবতারের সর্ব মাধুর্য অনুভব করে লীলাশুক বললেন -- 'মধ্বিবতি'। যিনি মধুরিমার স্বারূপ্য। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যময় বলে তাঁর মাধুর্য সর্বত্র সুলভ, অর্থাৎ যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁর এই মাধুর্য অনুভব করা যায়; সুতরাং তাঁর মাধুর্য সর্বত্রই সুলভ। এই মাধুর্যপ্রবাহে নিমগ্ন হয়ে লীলাশুক বললেন -- (৭৬) "আমাদের পরম, সুহৃদ, শ্রীরাধিকার পয়োধরের সঙ্গশায়ী শ্রীকৃষ্ণ", (১০৬) "দানলীলা, পুষ্পহরণলীলা, প্রভৃতিতে শ্রীরাধার পথ অবরোধজনিত শ্রীকৃষ্ণের, কৈশোরচাপল্য লীলা", ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধার সুখে শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য সুব্যক্ত হয়েছে।

বাহ্যদশার অর্থ এই রকম -- (সঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি) পূর্বে বৃন্দাবনের যে বস্তুর কথা বলা হয়েছে সেই বস্তু যে কেবল আমাদেরই আরাধ্য তা নয়, ব্রহ্মা ও শুকদেবদেরও নিত্য আরাধ্য। 'অমী বয়ম্" এই কথা তাঁর বহির্মুখ পূর্বদশা স্মরণ করেই বলেছেন -- বিধাতা ও শুকাদির আরাধ্য বস্তুর আমরা আরাধনা করি, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? "বয়ম্" এই বহুবচন প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি স্বসঙ্গী বৈষ্ণবদিগকেও অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েই "আমরা" বলেছেন।

বিধাতা বলেছেন -- হে কৃষ্ণ! যাঁরা আপনার মহিমা অবগত আছেন বলে মনে

ইত্যাদৌ। 'যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ' ইত্যাদৌ চ সুব্যক্তৈব। বাহ্যদশার্থস্ত্বেবম্ — স্বসঙ্গিনঃ প্রত্যেব ন কেবলং তাদৃশং বস্তুস্ত্যেব বয়মপি তদুপাস্মহ ইত্যাহ— অমী বয়ম্। 'জানন্ত এব জানন্ত' ইত্যাদিনা, 'নায়ং সুখাপো ভগবানি'ত্যাদিনা চ বিধিশুকাদিভিঃ স্তুতং বালং আরাধ্নুম ইতি। স্বরবৈকৃত্যেনাশ্চর্যদ্যোতনম্। স্বস্য তদ্বহির্মুখপূর্বদশাস্মৃত্যা অদসঃ প্রয়োগঃ। তান্ ক্রোড়ীকৃত্য বহুত্বপ্রয়োগশ্চ। তমেবাশ্রয়ণীয়নায়ক-সদ্গুণৈর্বিশিনষ্টি। তত্র কালিন্দীতি সদা বিলাসিত্বমুক্তম্। মধুরিমেতি রুচিরত্বম্। তাসামাকর্ষণে উপেক্ষাপ্রত্যায়কবাগ্‌ভঙ্গীপ্রার্থনাদিচাতুরীস্ফূর্ত্যাহ -- চাতুর্যেতি। অনেন বৈদগ্ধ্যম্। চপলেতি মোহনত্বম্। চপলানাং তাসামপাঙ্গ

করেন, তাঁরা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচর নয় (ভাগবত ১০/১৪/৩৮)। শুকদেব বলেছেন, গোপিকাসুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তগণ যত সহজে পেয়ে থাকেন, দেহধারী জ্ঞানীরা এমন কি ব্রহ্মা, শিব, প্রভৃতিও এত সহজে পান না (ভাগবত ১০/৯/২১)। এইরূপে বিধাতা ও শুকাদি যাঁকে স্তব করে থাকেন, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের আমরা আরাধনা করব -- স্বর বিকৃতির দ্বারা এমনভাবে এই কথাগুলি বললেন, যাতে বোধ হল যেন আশ্চর্যান্বিত হয়েই এই কথা বলেছেন।

বৃন্দাবনে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মত আশ্রয়ণীয় সদ্‌গুণশালী নায়ক চূড়ামণি আর কে আছে? এখন তাঁরই গুণাবলী বিশেষভাবে বলছি — "তিনি কালিন্দীপুলিনে সদা বিলাস করেন," এই কথার দ্বারা সদাবিলাসিত্ব উক্ত হল। অর্থাৎ তাঁর এই প্রকার অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা নিত্যকাল চলছে। 'মধুরিম' এই পদে রুচিরত্ব এবং রাসমণ্ডলে গোপীগণকে আকর্ষণ করে তাঁদের প্রতি প্রথমত উপেক্ষাভঙ্গিময় বাহ্যার্থ প্রকাশমূলক বাক্যদ্বারা কৌশলে প্রার্থনা জানিয়ে স্বীয় চাতুর্য প্রকাশ করেছেন। এইরূপ স্ফূর্তিতে বললেন — "চাতুর্যেতি।" এতে বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাচ্ছে। বললেন 'চপল', এতে মোহনত্ব ধ্বনিত হচ্ছে। যেহেতু স্বীয় মোহনত্ব জ্ঞাপন প্রসঙ্গে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের চঞ্চল অপাঙ্গছটায় মন্থর অর্থাৎ তাঁদের নেত্রান্তের কুটিল কটাক্ষ দ্বারা স্তম্ভিত হয়ে যান; এতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা সূচিত হয়েছে। শ্রীরাধার মুখচন্দ্র দেখে শ্যামসুন্দরের লাবণ্যসুধাসাগর উথলে ওঠে এবং সেই লাবণ্যসুধাসাগরের তরঙ্গদ্বারা তিনি ব্রজসুন্দরীগণের চঞ্চল নয়ন অধিকতর সতৃষ্ণ করে তুলেন। আবার সেই তরঙ্গ দ্বারা সতৃষ্ণ হয়ে শ্রীরাধাকে দর্শন করেন, তাতেই তাঁর সৌন্দর্যমাধুর্য পূর্ণতমরূপে প্রকাশ পায়। তাৎপর্য এই যে, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মূর্তি যে শ্রীরাধা, তাঁর কটাক্ষ দ্বারা আদৃত -- তাঁর বশীভূত শ্রীমান্ কৃষ্ণই। 'মাধুর্য ভগবত্তার সার' -- ইহাতে পরমপরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়।

চ্ছটাভির্মন্থরং স্তব্ধমিতি প্রেমবশ্যত্বম্। তস্যা মুখেন্দুদর্শনাদুচ্ছলিতো যো লাবণ্যামৃতার্ণবস্তদমৃতবীচিভির্লোলিতাঃ সতৃষ্ণীকৃতাস্তস্যাঃ পশ্যতাঞ্চ দৃশো যেনেতি সৌন্দর্যম্। বেণুনাদাকৃষ্টায়া নভঃস্থিতায়া লক্ষ্ম্যা অপি কটাক্ষৈরাদৃতং সাদরং সলালসমীক্ষ্যমাণমিতি নারীগণমনোহারিত্বম্। কামানাং চতুর্ব্যূহান্তর্গতপ্রদ্যুম্নাখ্যস্ব-স্বরূপাণাং শাখাস্থানীয়ানাং তদংশলেশাভাসরূপাণামনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত-প্রাকৃতকামানাং পত্রস্থানীয়ানামবতারস্য প্রাকট্যস্য অঙ্কুরং প্রথমোদ্ভিন্নকোমলস্কন্ধাংশম্। প্রাকৃতাপ্রাকৃত-কন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ। আগমাদৌ কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটিমদনবিমোহনাশেষচিত্তাকর্ষকসহজমধুরতমলাবণ্যামৃত-পারার্ণবেন মহানুভাবচয়ানুভূয়মানতত্তন্মহাভাবনিবহেন শ্রীমদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ। অনেন সর্বাবতারবীজত্বসর্বমাধুর্যে উক্তে। 'রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেঽনিশম্। হরের্বিদগ্ধতাভের্যা রাধাসৌভাগ্যদুন্দুভিঃ'।। ৩।।

তাঁর বেণুধ্বনি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নভঃস্থিত লক্ষ্মীগণ উৎফুল্ল নয়নকমলের কটাক্ষদ্বারা অর্চনা করেন — সাদরে লালসার সহিত দর্শন করেন। এর দ্বারা তার 'নারীগণমনোহারিত্ব' গুণ প্রকাশ পাচ্ছে। ইনি কামের অঙ্কুরস্বরূপ বলে এর থেকে সমস্ত কামের উদ্ভব হয় জানতে হইবে। চতুর্ব্যূহান্তর্গত প্রদ্যুম্নাখ্য সাক্ষাৎ কামদেবও এর অংশ, আর শাখাস্থানীয় কামদেবগণ এবং তাঁদের অংশলেশাভাস (প্রতিবিম্বিত কণামাত্রের আবেশপ্রাপ্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত কামদেবগণ)। অতএব স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ কামেরও মূলস্বরূপ। অর্থাৎ বৃন্দাবনের এই অভিনব কামদেবই প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকল কামদেবেরই মূলস্বরূপ — নানা অবতারপ্রাকট্যের অবতারী। আগমাদি শাস্ত্রে কামগায়ত্রী ও কামবীজের দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করা হচ্ছে। ইনি কোটিমদনবিমোহন, অশেষ চিত্তাকর্ষক এবং সহজ মধুরতর লাবণ্যসুধাসাগর; মহাভাবসমূহেই এর মাধুর্য অনুভব হয়। ইনি বৃন্দাবনে মদন-গোপালরূপে এখনও বিরাজমান রয়েছেন। ইনি সর্বাবতারের বীজ, সর্বমাধুর্যের কারণ। এতদ্দ্বারা 'সর্বাবতারবীজত্ব' ও 'সর্বমাধুর্যনিদানত্ব' উক্ত হল। এই রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের আমরা আরাধনা করব। এই রাসলীলার জয় হোক। এই লীলায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী থেকেও ব্রজগোপীগণের মহিমা যে অধিকতর, তার সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। আবার শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধতাগুণ ভেরীনিনাদের সঙ্গে শ্রীরাধার সৌভাগ্যদুন্দুভি অহর্নিশি বিঘোষিত হচ্ছে।। ৩।।

যদুনন্দন --

এই সব কথা[১] সব[১] ব্যক্ত হবে।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কহি কিছু এবে।।
কৃষ্ণ পার্শ্বে সর্ব-মুখ্যা রাধা গুণবতী।
অনুরাগ-সৌভাগ্যপূর্ণা পূর্বে যার খ্যাতি।।
তার পার্শ্বে আছে সখী উপাসিকা।
আপনাকে[২] তার মাঝে জানে সেই একা।।
রাধিকার পরিবার আমি সর্বথায়।
আরাধিব কিশোর শেখর শ্যামরায়।।
চামর দোলাব[৩] আর যোগাব তাম্বূল।
পাদ সংবাহন আদি সেবা অনুকূল।।
বাল শব্দে কিশোর বয়স শাস্ত্রে কহে।
স্মৃতি অলঙ্কার আদ্যে ইহা[৪] ব্যক্ত হয়ে।।
ত্রিবিধা[৫] বয়স কৃষ্ণের[৫] বিবেচনা কাজে।
ষোড়শাব্দ অন্ত বাল্য তাতে কহিয়াছে।।
এই লাগি বাল শব্দে কিশোর কহিয়ে।
এই মত এই গ্রন্থে সর্বত্র বুঝিয়ে।।
আর কহি বাল শব্দে কাম অবতার।
প্রকট অঙ্কুর যেন বিনোদ আকার।।
কিশোর আকারে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
ইন্দ্র নীলমণি শ্যামবর্ণ মনোরম।।
কেবল শৃঙ্গার রসায়ন[৬] মূর্তিমান।
শ্রীগীতগোবিন্দ যার লীলা রস গান।।

শৃঙ্গাররসমানেতি

মাধুরীর চতুঃশালা কালিন্দী পুলিনে।
রাস রঙ্গ লীলা করে তাহার অঙ্গনে।।
কালিন্দী পুলিন তার অতি প্রিয় স্থান।
প্রিয়া লৈয়া লীলা তাহা করে অবিরাম[৭]।।
অতি লজ্জা কাম্য[৮] আর অতি উৎকণ্ঠিতা।
অধোমুখী[৯] সদা রহে সেই যে রাধিকা।।

তাহার কটাক্ষ যার আদর অপার।
আদরে ভজিব আমি চরণ তাঁহার।।
রাস মধ্যে শত কোটি গোপী সঙ্গে লীলা।
রাধার[১০] লাবণ্যে যেহ আকৃষ্ট হইলা[১০]।।
রাধার লাবণ্যসুধা তরঙ্গ তরল।
সদাই তৃষিত নেত্র যাহার[১১] প্রবল।।
সেই কৃষ্ণ ভজিব আমি এই মনে দৃঢ়[১২]।
হৃদয়ে লালসা মোর বাড়ি গেল বড়।।
রাস মধ্যে অন্য গোপীগণ তেয়াগিয়া।
রাধা সঙ্গে কুঞ্জ লীলায় ভুলে যায় হিয়া।।
নেত্র অন্তঃ দ্বারে তাহা ব্যক্ত জানাইতে।
চপল অপাঙ্গ ছটা সীমা রূপ যাতে।।
এই যে নয়ন ভঙ্গি বুঝেন রাধিকা।
অন্য[১৩] কেহো নাহি বুঝে তাহাতে অধিকা[১৩]।।
কিংবা রাধা কটাক্ষেতে আদর যাহার।
সঙ্কেত জানিয়া তেহ[১৪] করে অঙ্গীকার।।
যাহাতে[১৫] চঞ্চল যার অপাঙ্গের ছটা।
তাহারে ভজিব আমি মনে হর্ষ ঘটা।।
লক্ষ্মীগণ কহিতে কহি ব্রজদেবীগণ।
কটাক্ষেহ যদ্যপিহ আদর[১৬] সঘন।।
চাতুর্য নিদান মাত্র এক সেই[১৭] সীমা।
সেই যে লীলায় যার লোভ অনুপমা।।
রাধার অপাঙ্গ ছটায় মন্থর হইয়া।
স্তম্ভ হৈয়া রহে তাতে শক্তি তেয়াগিয়া।।
কাম শব্দ তাহার বিষয়ে প্রেম কহি।
তার যেই অবতার অঙ্কুর উদই।।
তাহারে ভজিব আমি হইয়া একান্ত।
কহিতেই দেখে সর্ব মাধুর্যের অন্ত।।
মাধুর্য স্বারাজ্যময় এই কৃষ্ণে হয়।
সকল সুলভ এথা মাধুর্য আলয়।।

রাধিকার সখীভাব লীলাশুক মনে।
প্রকট[১৮] হইল গ্রন্থে তাহারি বচনে[১৮]।।
বাহ্যদশার অর্থ এবে কহিয়ে ইহার।
ভঙ্গী[১৯] প্রতি লীলাশুক যে কৈল প্রচার।।
পূর্বে যে কহিলাম বস্তু নিয়ম তোমারে।
কেবল সে বস্তু[২০] নহে আর আছে[২০] আরে।।
আমরা সবাই যার করি আরাধনে।
ব্রহ্মা শুক আদি তারে করিলা স্তবনে।।
সেই যে কিশোর শ্যাম করি আরাধন।
আশ্রয়ণীয় তেঁই সর্ব নায়ক উত্তম।।
বিশেষে[২১] কালিন্দী কূলে সদাই বিলাসে।
অতিশয় সুমাধুরী যাহাতে প্রকাশে।।
কহিতেই যেন রাসে গোপাঙ্গনা আনি।
উপেক্ষা করয়ে হেন কহে ভঙ্গীবাণী।।
প্রার্থনা জানায় তাতে বচন কৌশলে।
এই স্ফূর্তি লীলাশুক কহয়ে সত্বরে।।

চাতুর্যৈকেতি

বৈদগ্ধ[২২] চাপল্য নিজ[২২] প্রকাশ করিলা।
মোহনত্ব[২৩] আপনার তাতে[২৪] জানাইলা।।
তারা[২৫] যে[২৫] চপলাগণ অপাঙ্গ ছটাতে।
মন্থর হইল এই প্রেম বশ্য[২৬] রীতে।।
রাধিকাদি[২৭] মুখ চন্দ্র দর্শন হইতে।
উছলিল লাবণ্য অমৃত সিন্ধু যাতে।।
তাহার তরঙ্গে তারে তৃষিত করিয়া।
তা সভারে দেখে যেঁহো সুখাবিষ্ট হৈয়া।।
এইত সৌন্দর্যপূর্ণ ইহাতে প্রকাশ।
অন্যোন্য চঞ্চল নেত্র মুখে মৃদু হাস।।
বেণু ধ্বনি করি আকর্ষিলা লক্ষ্মীগণ।
কটাক্ষে পূজিলা তারা লোভি হৈয়া মন।।

নারীগণ মনোহরি লীলায় প্রকাশ।
না পাইয়া সঙ্গী লক্ষ্মী গেলা দুঃখে[২৮] বাস।।
চতুর্ব্যূহ অন্তরেতে যত কামগণ।
প্রদ্যুম্নাখ্য আদি স্বস্বরূপ মনোরম।।
শাখা[২৯] স্থানীগণ আর আছে কত কত।
তার অংশ লেশাভাস রূপ[৩০] যত যত[৩০]।।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ মধ্যে যত[৩১] কামগণ।
পত্র স্থানী আছে তার না হয় গণন।।
তার অবতারী কৃষ্ণ প্রাকট্য অঙ্কুর।
বৃন্দাবনে নব কামদেব সর্ব্বমূল।।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত[৩২] কন্দর্পের গণ[৩২]।
প্রথম কোমল স্কন্ধ অংশ মনোরম।।
আগমাদি শাস্ত্রে গায়ত্রী কাম-বীজে।
তার উপাসনা করে সর্বভাবে ভজে।।
কোটি মনোমথ এই রূপের প্রকাশ।
সর্ব-চিত্ত আকর্ষব্য সহজ বিলাস।।
লাবণ্য মধুরোত্তম[৩৩] অমৃতের সিন্ধু।
মহা অনুভাবচয়ে অনুভাব বিন্দু।।
সেই সেই মহা মহা প্রভাবের গণ।
মহা মহাশয় সবে করে আস্বাদন।।
অদ্যাবধি মদনগোপাল রূপ[৩৪] ধরি।
বৃন্দাবনে বিরাজয়ে[৩৫] সঙ্গে গোপনারী।।
সর্ব-অবতার-বীজ মাধুর্য আলয়।
বৈদগ্ধ্য চাতুর্য সর্ব রসের আশ্রয়।।
এই কৃষ্ণ আরাধিমু মোর মনে লয়।
যাতে লোভি হয় মন সেই সে মিলয়।।
জয় জয় রাসলীলা জয় রাসলীলা।
অহর্নিশি এই লীলা[৩৬] যেহ ঘোষাইলা।।
কৃষ্ণবিদগ্ধতা-ভেরী সস্বন[৩৭] বাজায়।
রাধার সৌভাগ্যময় দুন্দুভি ঘোষয়।।৩।।

পাঠান্তর -- ১-১ ক্রমে আগে (খ) ২ উপাসনাকে ৩ ঢোলাব (ক, খ) ৪ সব (ক, খ) ৫-৫ ত্রিবিধ শব্দের কৃষ্ণ (ক), কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয় (খ) ৬ রস যেন (ক, খ) ৭ অভিরাম (ক) ৮ বাল্য (ক, খ) ৯ অধোমুখে (ক, খ) ১০-১০ তাহা সবা সঙ্গে লএগ্র রাস বিহারীলা (ক) ১১ তরঙ্গ (ক) ১২ দড় (ক, খ) ১৩-১৩ সে মাধুরী আস্বাদিতে সদাই উত্থিতা (ক) ১৪ তাহ্য (ক,খ) ১৫ তাহাতে (ক, খ) ১৬ আদরে (ক) ১৭ এই (ক, খ) ১৮-১৮ প্রণমি লইল গ্রন্থে তাহারি চরণে (ক), প্রণয় হইল গ্রন্থে তাহারি বচনে (খ) ১৯ সঙ্গী (ক, খ) ২০-২০ নহে বস্তু আছে গুণ (খ) ২১ বিশেষ (ক, খ) ২২-২২ চাতুর্য বৈদগ্ধ্য অতি (খ) ২৩ মোহ নহে (খ) ২৪ ভাবে (ক) ২৫-২৫ তারয়ে (ক), তাহার (খ) ২৬ রস (খ) ২৭ রাধিকার (ক) ২৮ নিজ (ক) ২৯ সখাগুলী (ক, খ) ৩০-৩০ সম্বরূপ যত (খ) ৩১ প্রাকৃত (ক, খ) ৩২-৩২ দুই কন্দর্প গণন (খ) ৩৩ যত (ক, খ) ৩৪ নাম (খ) ৩৫ বিহরয়ে (ক) ৩৬ কথা (ক, খ) ৩৭ সঘন (ক, খ)

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং মাধুর্যমগ্নাননং
প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্‌বেণুপ্রণাদামৃতম্।
আপীনস্তনকুড্‌মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং
জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্।।৪।।

অন্বয় — বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং মাধুর্যমগ্নাননং প্রোন্মীলন্নযৌবনং, প্রবিলসদ্‌বেণুপ্রণাদামৃতং, আপীনস্তনকুড্‌মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং জগতামেকাভিরামাদ্ভুতং জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু।।৪।।

অন্বয় অনুবাদ — ময়ূরপুচ্ছনির্মিত শিরোভূষণের আন্দোলনরূপ ক্রীড়াযুক্ত কেশকলাপবিশিষ্ট কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ড ও মন্দহাস্যাদি দ্বারা মাধুর্যময় বদনযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ নবযৌবনবিশিষ্ট স্বরালাপাদিবিলাসযুক্ত বেণুগীতরূপ অমৃতক্ষরণকারী চতুর্দিকে ঈষৎ স্থূলকুচকোরকবিশিষ্ট গোপীগণদ্বারা সেবিত ত্রিজগতে সর্বপ্রধান সুন্দর ও অদ্ভুতমধুরলীলাচরিতাদিবিশিষ্ট জ্যোতি আমাদের চিত্তে প্রদীপ্ত হোক।।৪।।

অনুবাদ— যাঁর মাথার চুল মোহন চূড়াকারে বদ্ধ এবং ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, মুখ মাধুর্য প্রবাহে নিমগ্ন, নবযৌবন প্রকর্ষের সহিত উন্মীলিত হয়েছে, যিনি বেণুতে অমৃতপ্রবাহের ন্যায় স্বরালাপ করছেন, চারদিকে পীনকুচকোরক যুক্ত গোপীগণের দ্বারা আরাধিত হচ্ছেন এবং অনন্ত জগতের এক অভিরাম সেই অদ্ভুত জ্যোতি আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হোক।।৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথাস্য বাহ্যে তিস্রো দশা দৃশ্যন্তে। প্রথমস্ফূর্তৌ স্ফূর্তিজ্ঞানম্। ততঃ স্ফূর্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ। ততঃ সাক্ষাৎকার ইতি। অত্রাস্য মধুরজাতীয়ভাবাশ্রয়ত্বাৎ পূর্বরাগবিপ্রলম্ভোৎপন্নলালসাদশোৎপন্নাস্তি। তয়া অন্তঃস্ফূর্তাবপি বাহ্যদশোত্থদৈন্যবৈকল্যাদিবাসিতমনস্তয়া রাসবিলাসিনস্তস্য স্ফূর্তিপ্রার্থনমেবাষ্টাদশভিঃ।

টীকার অনুবাদ — লীলাশুকের বাহ্যে তিন প্রকার দশা দেখা যাচ্ছে। ১ম হল— শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিতে স্ফূর্তিজ্ঞান। ২য় হল-- স্ফূর্তি ও সাক্ষাৎকারের মধ্যবর্তী ভ্রমময় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তিতে সাক্ষাৎকার ভ্রম। ৩য় হল— শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রকৃত সাক্ষাৎকার।

লীলাশুক হলেন মধুরজাতীয় ভাবাশ্রয়ী, সুতরাং ওই মধুর ভাব থেকেই তাঁর পূর্বরাগ এবং বিপ্রলম্ভ (বিরহ) থেকে লালসাদশার উৎপত্তি হয়। লালসাবশত অন্তরে

'তানি স্পর্শসুখাদীনি তে চ তরলাঃ' ইত্যাদৌ, 'সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং, তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্ধতে' ইতিবৎ।

তত একেন স্বনিশ্চয়কথনম্। ততো গোপীনাং রাসান্তর্হিতকৃষ্ণদর্শোনৎকণ্ঠা-প্রলাপস্ফূর্ত্যা তদ্দর্শনপ্রার্থনং ত্রয়স্ত্রিংশতা। ততঃ স্ফূর্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ পুনর্দর্শনপ্রার্থনং সপ্তভিঃ। ততঃ সাক্ষাদ্দর্শনাদ্বাঙ্মনসাগোচরত্বেন তদ্বর্ণনমষ্টাবিংশত্যা। ততস্তেন সহোক্তিঃ প্রত্যুক্তিঃ সপ্তদশভিরিতি ক্রমঃ। তত্রাদৌ তয়া সহ নিভৃতলীলোৎকণ্ঠয়া সর্বসমাধানার্থং, 'বাহুপ্রসার' ইত্যাদিবৎ তথা তস্যাস্তাসাং চ তদুৎকণ্ঠাং বর্ধয়িতুম 'উত্তম্ভয়ন্ রতিপতি' মিত্যাদিবচ্চ তাভিঃ সহ বিলসতস্তস্য স্ফূর্ত্যা

শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হলেও বাইরে সেই রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তির জন্য তাঁর সাধকদেহে দৈন্য-বিকলাদি উদয় হয়েছে। এজন্য রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের উত্থিত দৈন্যবৈক্লব্যাদিযুক্ত মনে রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ যাতে চিত্তে সর্বদা স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন সেই জন্য যথাক্রমে আঠারটি শ্লোকদ্বারা লালসাত্মিকা প্রার্থনা করছেন এবং তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন -- "শ্রীরাধার চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণের মন সর্বদাই সমাধিমগ্ন হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গে শ্রীরাধার সেই স্পর্শসুখ, নয়নে সেই তরল দৃষ্টিবিভ্রম, নাসিকায় সেই মুখকমলের সৌরভ। শ্রবণে সেই অমৃতবিনিন্দিত বাণী এবং রসনায় তাঁর বিম্বাধরের মাধুরী অনুভব করছেন; কিন্তু হায়! তথাপি তাঁর মনে বিরহব্যাধি বাড়ছে কেন?" এই ভাবে সাধকদশায় লালসাবশত অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হলেও বাইরে তাঁর স্ফূর্তির জন্য মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে তন্নিষ্ঠ করবার জন্য উৎকণ্ঠাময় প্রার্থনা এবং নিজের অভীষ্ট সেবাদি প্রাপ্তির জন্য ভগবৎ স্ফূর্তির প্রার্থনাই হল লালসা। অতএব শ্লোকগুলির এইভাবে ক্রম নির্দেশ করা যেতে পারে -- ১ম শ্লোকে মঙ্গলাচরণ, ২য় শ্লোকে বস্তুনির্দেশ, ৩য় শ্লোকে লীলায় আত্মপ্রবেশ, ৪-২১ শ্লোকে স্ফূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা, ২২ শ্লোকে স্বনিশ্চয় কথন, ২৩-৫৫ শ্লোকে পর্যন্ত মোট ৩৩টি শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী গোপীগণের রাসস্থলী থেকে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎকণ্ঠাহেতু প্রলাপ এবং স্ফূর্তি ও দর্শন প্রার্থনা। ৫৬-৬০ শ্লোক পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে স্ফূর্তিসাক্ষাৎকারভ্রম, পুনরায় দর্শনোৎকণ্ঠায় ৬১-৬৭ শ্লোক পর্যন্ত ছয়টি শ্লোক। তারপর ৬৮-৯৫ শ্লোক পর্যন্ত মোট আঠাশটি শ্লোকে ভগবৎসাক্ষাৎকারের পর সেই ভগবদ্রূপের বাক্য ও মনের অগোচরত্ব বর্ণনা। ৯৬-১১২ এই সতেরটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি বলা হয়েছে। মোট ১১২ শ্লোকে গ্রন্থ সমাপ্ত।

প্রথমত শ্রীরাধার সঙ্গে নিভৃত লীলার উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ সব সমস্যা সমাধানের জন্য 'বাহুপ্রসার পরিরম্ভ' (ভাগবত১০/২৯/৪৬) ইত্যাদি লীলার ন্যায় লীলা স্ফূর্তি হলে লীলাশুক স্বীয় সমজাতীয় সখীদের আগ্রহের সঙ্গে বললেন -- শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসার করে

স্বসমানসখীঃ প্রত্যাহ — 'বর্হোত্তংসেত্যাদি'। প্রথমং তল্লাবণ্যচ্ছটোচ্ছলিততদ্ভূষণাম্বর-গোপীলাবণ্যভূষণাদিজ্যোতিঃপুঞ্জং নির্বিশেষতয়ানুভূয়েব জাতাহ্লাদো লোভাৎ সসংভ্রমমাহ — ইদং জ্যোতিঃ স্বপরপ্রকাশকং মনোনেত্ররসায়নং বস্তু নশ্চেতসি চকাস্তু।

ঈষদ্বিশেষস্ফূর্ত্যাহ — কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডাধরস্মিতাদীনাং মাধুর্যে তৎপ্রবাহে মগ্নং কৃতমজ্জনমাননং যস্য তৎ। সমগ্রবিশেষস্ফূর্ত্যাহ — প্রকর্ষেণ উন্মীলন্নবযৌবনং চরমকৈশোরং যস্য তৎ। তথা, বর্হোত্তংসস্য যো বিলাসো নৃত্যগত্যা মন্দানিলেন চান্দোলনং তদ্‌যুক্তঃ কুন্তলভরস্তৎকলাপো যস্য। তথা স্বরালাপাদিভঙ্গীভিঃ প্রকর্ষেণ বিলসন্তো যে বেণোঃ প্রকৃষ্টা নাদাস্ত এবাতিমধুরত্বাৎ শুষ্কস্থাবরাদিজীব-দত্বাচ্চামৃতানি যস্মিন্। তথা গোপীভিরভিতশ্চুম্বনালিঙ্গলনাদিভিরারাধিতং সেবিতম্। আপীনানি

আলিঙ্গনাদি ক্রীড়াদ্বারা গোপীগণের কামভাব উদ্দীপন করে তাঁদের সহিত রমণ করছেন। এইরূপ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস স্ফূর্তিতে বললেন — 'বর্হোত্তংস' ইত্যাদি। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্যচ্ছটাউচ্ছলিত ভূষণ অম্বরাদি স্ফূর্ত হলে পরে গোপীলাবণ্য ভূষাদিতে ভূষিত সেই নির্বিশেষ জ্যোতির স্ফূর্তিতে লীলাশুকের হৃদয়ে অসীম আনন্দ হল; কিন্তু এই জ্যেতিঃপুঞ্জ নির্বিশেষ ব্রহ্ম নহে। কেননা, ইনি গোপীদের দ্বারা সেবিত। তাই তিনি নিজ সখীদিগকে আগ্রহের সহিত সসম্ভ্রমে বললেন, এই জ্যোতিঃপুঞ্জ যাবতীয় জ্যোতির্ময় পদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ হয়েও স্বীয় ও অপরের প্রকাশক মনোনেত্রের রসায়ন (অসুধ), এই বস্তু রূপাদির আকারে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোক। আরও একটু বিশেষ স্ফূর্তি হলে বললেন, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডস্থলের লাবণ্য ও অধরের মৃদু হাসিতে মাধুর্যের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এইরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের মাধুর্যপ্রবাহে নিমজ্জিত হলেন। পরে সমগ্র অবয়ববিশেষের স্ফূর্তি হলে বললেন, এই অবয়ব যেন নবযৌবনের লাবণ্যরাশিতে পরিপূর্ণ। এস্থলে নবযৌবন বলতে চরম কৈশোর বুঝাচ্ছে। তিনি আরও দেখলেন, ময়ূরের পুচ্ছশোভিত চূড়া এবং সেই চূড়া সুন্দর কেশকলাপে রচিত। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যগতির বিলাসভঙ্গিতে চূড়ার উপর শিখিপুচ্ছ মন্দ অনিলে আন্দোলিত হচ্ছে। আরও দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করছেন, বেণুর সেই স্বরালাপভঙ্গিবিলাস মহাবৈভব-মহামাধুর্যময়, এই মাধুর্যই অমৃত। কেননা, বেণুরবে শুষ্ক স্থাবরাদি বৃক্ষ পর্যন্ত সজীব হয়ে উঠে। এজন্য বেণুরবকে অমৃত বলা হয়। আরও দেখলেন, চারদিক থেকে গোপীগণ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারা তাঁকে আরাধনা করছেন। অর্থাৎ পীনোন্নত স্তনকুট্মলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনদানে সেবা করছেন। আরও দেখলেন, অনন্ত জগতের অভিরাম শ্রীকৃষ্ণ সকলের মনে স্পর্শতৃষ্ণা জন্মাচ্ছেন। আরও দেখলেন, শতকোটি গোপীর মধ্যে কেবল এক শ্রীরাধার প্রতি তিনি সর্বাপেক্ষা

স্তনকুট্মলানি যাসাং তাভিঃ। তথা জগতাং তৎস্পর্শতৃষ্ণয়াভিতঃ কুটিলং ভ্রমন্তীনাং তাসাং মধ্য একস্যাং শ্রীরাধায়াম্ অভি সর্বতোভাবেন যো রামো রমণং তেন পশ্যতাং স্মরতাং চাদ্ভুতং চমৎকারকম্। তয়া সহ মিথঃ স্কন্ধন্যস্তহস্ততয়া কৃতনৃত্যত্বাৎ। বাহ্যে - - তান্ প্রত্যেবাহ। অর্থঃ স এব। কিং বা ত্রিজগতাং যদেকং প্রধানমভিরামমদ্ভুতঞ্চ তৎ।।৪।।

আসক্ত। অর্থাৎ সেই অসংখ্য গোপীগণের মধ্যে আসক্তযুক্ত হয়ে রাসলীলাপর হয়েছেন এবং সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে সেই বিহার দর্শন করছেন। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই বিহার প্রকৃতই অদ্ভুত চমৎকারক। শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ যুগলিত হয়ে পরস্পর স্কন্ধে হাত দিয়ে নৃত্য করছেন। ইহাই অন্তর্দশার (রাধার অন্তরের কথার) অর্থ।

বাহ্যদশার অর্থ — (সঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি উক্তি) রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে নৃত্য করছেন, সকলেই সতৃষ্ণনয়নে বিস্মিত হয়ে সেই নৃত্য দর্শন করছেন। এই লীলার স্মরণাদিও অদ্ভুত চমৎকারক। কিংবা ত্রিজগতের প্রধান নয়নাভিরাম বস্তু এই জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোক।।৪।।

যদুনন্দন —

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে।
আভাস লিখিয়ে তার টীকা অভিমতে।।
এই লীলাশুকের বাহ্য তিন দশা হয়।
প্রথমে কৃষ্ণের স্ফূর্তে স্ফূর্তি জ্ঞান হয়[১]।।
দ্বিতীয়েতে হয় স্ফূর্তি সাক্ষাৎকার ভ্রমণ[২]।
তৃতীয়ে সাক্ষাৎকার এইত লক্ষণ।।
মধুরজাতীয় ভাব আশ্রয় হইতে।
পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন তাহাতে।।
প্রথমে লালসা দশা উৎপন্ন হইলা।
যদ্যপি চিত্তেতে তার লালসা স্ফুরিলা।।
বাহ্যদশা উত্থাপিত দৈন্য বিকলতা।
তাহাতে বাসিত মন হইল সর্বথা।।
শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ স্ফূর্তির লাগিয়া।
অষ্টাদশ শ্লোকে[৩] করে প্রার্থনা যাচিয়া[৪]।।

এক শ্লোকে[৪] আপনার নিশ্চয় কহিলা।
তবে রাসে কৃষ্ণ অন্তর্ধান-স্ফূর্তি হৈলা।।
তাহে গোপীগণ কৃষ্ণদর্শন লাগিয়া।
উৎকণ্ঠাতে ফিরে তারা প্রলাপ করিয়া।।
তাহা দেখিবারে স্ফূর্তি প্রার্থনা করয়[৫]।
তেত্রিশ শ্লোকেতে লীলাশুক নির্বাচয়[৬]।।
তবে স্ফূর্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম অতিশয়।
পঞ্চ শ্লোকে বিশেষিয়া করিল নিশ্চয়।।
পুনর্বার দরশন লাগি[৭] উৎকণ্ঠিত।
সপ্তশ্লোকে সেই সব করিল[৮] নিশ্চিত।।
সাক্ষাৎ-দর্শন তবে হইল তাহার।
বাক্য-মন-অগোচর বর্ণনা-প্রচার।।
অষ্টবিংশতি তার শ্লোক মনোহর।
উক্তি প্রত্যুক্তি কৃষ্ণসঙ্গে তার পর।।
সপ্তদশ শ্লোকে তাহা করিল বিস্তার।
এইরূপে ক্রমে অর্থ করিয়ে প্রচার।।
তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে।
নিভৃতে করিতে সাধ বাঢ়ে কৃষ্ণমনে।।
সর্ব সমাধান লাগি সর্বগোপী সনে।
বাহু-প্রসারাদি লীলা করে করে হর্ষ-মনে।।
রাধা আর গোপীগণের উৎকণ্ঠা বাড়াইতে।
রাসে নানা লীলা করে কৃষ্ণ নানামতে।।
রাধা আদি গোপাঙ্গনা সনে[৯] কৃষ্ণচন্দ্র।
রাসলীলা করে মনে পাইয়া আনন্দ।।
সেই রাসলীলা-স্ফূর্তি হৈল লীলাশুকে।
নিজ সম সখী প্রতি কহে নিজ মুখে[১০]।।
প্রথমতঃ কৃষ্ণের লাবণ্য-ছটা সনে।
ভূষণ অম্বর কান্তি ঘটা উছলনে।।
তৈছে গোপাঙ্গনা-অঙ্গ লাবণ্যের ছটা।
তার ভূষণ বাস জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘটা।।

নির্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হৈল।
সসংভ্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল।।
নিজ-পর-প্রকাশক এই জ্যোতিঃপুঞ্জ।
মন-নেত্র-রসায়ন সর্বজনরঞ্জ।।
আমার মনে ত সদা রহুক লাগিয়া।
তিল এক কভু যেন না ছাড়য়ে হিয়া।।
এতেক[১১] কহিতে অল্প বিশেষ স্ফুরিলা।
তাহার কারণে কিছু কহিতে লাগিলা।।
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড[১২] অধরমাধুরী।
মন্দ-মন্দ-হাস্য[১৩] তাহে বচন চাতুরী।।
মাধুর্যপ্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন।
দেখ[১৪] দেখ[১৪] স্বমাধুর্য করয়ে মজ্জন।।
কহিতেই সামগ্রী বিশেষ স্ফূর্তি হৈলা।
বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা।।
নবীন-যৌবন বয়ঃ উদয় হইল।
চরম[১৫] কৈশোর স্থির হইয়া রহিল।।
চাঁচর কেশের চূড়া তাতে মনোহর।
তাহাতে বর্হিয়া[১৬] শোভে পরম সুন্দর।।
নটন-গমনে মন্দ বাতাসে দোলায়।
তাহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায়।।
বিম্বাধরে বিলাস-মুরলী মনোহর।
স্বরভঙ্গি আলাপনে মাধুরী বিস্তর।।
কেবল অমৃতধ্বনি সদা বরিষয়।
শুষ্ক-কাষ্ঠ-আদিগণে জীবন রচয়।।
তাহে[১৭] মুগ্ধ হৈয়া[১৭] রহু গোপাঙ্গনাগণ।
চুম্বনালিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন।।
তথা জগজ্জনে মনে স্পর্শ-তৃষ্ণা হয়।
হেন রূপ-শোভা সখি! বর্ণন না হয়।।
গোপকিশোরীর মধ্যে রাধা গুণবতী।
রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে অতি[১৮] আর্তি[১৮]।।
দুঁহু স্কন্ধে দুঁহু বাহু আরোপণ করি।

অন্যোন্যে নাচে সুখে সর্বমনোহারি।।
রাধাতেই কৃষ্ণ-মন-নয়ন বিলাসে।
দরশনে কার মনে সুখ যে[১১] না[১১] আইসে।।
এইত কহিল শ্লোকের অন্তর্দশার অর্থ।
বাহ্য অর্থ স্পষ্ট আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব।।
ত্রিজগতের প্রধান এক অভিরাম রূপ।
বৃন্দাবনে আছে সর্ব মাধুর্যের ভূপ।।
কহিতেই পুনঃ অতি মাধুর্য স্ফুরিল।
সম[২০] সখী প্রতি কহে লালসা বাড়িল।।৪।।

পাঠান্তর — ১-১ স্ফূর্তি জ্ঞান উপজয় (ক) ২ ভ্রম (ক, খ) ৩-৩ অর্থ কৈল প্রার্থনা জানিয়া (ক), শ্লোক কৈল প্রার্থনা করিয়া (খ) ৪ শ্লোক (ক, খ) ৫ করিল (ক,খ) ৬ নির্বাহিল (ক, খ) ৭ লাগি হইলা (ক, খ) ৮ কহিল (ক, খ) সঙ্গে (ক, খ) ১০ সুখে (ক, খ) ১১ তিলেক (ক, খ) ১২ গণ্ডে (ক, খ) ১৩ হাসি (ক, খ) ১৪-১৪ দেখি দেখি (খ) ১৫ বয়স (ক), চপল (খ) ১৬ বরিহা (ক, খ) ১৭-১৭ তথা পীনস্তনী (ক, খ) ১৮-১৮ আর্তি অতি (ক, খ) ১৯-১৯ নাহি (ক, খ) ২০ সব (ক)।

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং
মদশিখিপিচ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ম্।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নুনি চেতসি মে
বিপুলবিলোচনং কিমপি ধাম চকাস্তু চিরম্।।৫।।

অন্বয়--মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং মদশিখিপিচ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ং বিপুলবিলোচনং কিমপি ধাম বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নুনি মে চেতসি চিরং চকাস্তু।।৫।।

অন্বয় অনুবাদ -- অতিমধুর মৃদুহাস্যরূপ অমৃত দ্বারা মনোহরমুখপদ্মবিশিষ্ট মদমত্তময়ূরের পুচ্ছদ্বারাশোভিত মনোরম কেশকলাপযুক্ত বিস্তীর্ণ লোচনবিশিষ্ট সেই কৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের অনির্বচনীয় জ্যোতি আমার বিষয় বিষ ও আমিষের (লোভনীয় বস্তুর) ন্যায় বিষয় গ্রহণে লোলুপ চিত্তে চিরকাল বিরাজ করুক।।৫।।

অনুবাদ — যাঁর মুখকমলের মধুরতর অমৃতময় হাসি সকলের মন বিমুগ্ধ করে, মদমত্ত ময়ূরের পুচ্ছদ্বারা শোভমান মনোজ্ঞ কেশকলাপ, বিশাল লোচন, এবংবিধ এক অপূর্ব জ্যোতি আমার বিষয়বিষরূপ আমিষগ্রাসে লোলুপ চিত্তে চিরকাল প্রকাশিত হোক।।৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনরতিমাধুর্যস্ফূর্ত্যা তাঃ প্রতি সলালসমাহ — মধুরতরেতি। পূর্বরীত্যা ইদং কিমপ্যনির্বচনীয়ং ধাম মম চেতসি চিরং চকাস্তু। ননু চিত্তসন্তাপকস্যাস্য স্মৃতিলালসয়ালমিত্যত্র চিত্তং তচ্চ দূষয়ন্নাহ, কীদৃশে? বিশেষেণ সিনোতি স্বমাধুর্যমধুনি মনোভৃঙ্গং বধ্নাতীতি বিষয়ম্। তচ্চ বিষবদ্দাহকত্বাদ্বিষঞ্চ। তথাপ্যমৃতবদামিষং লোভ্যং যদেতদ্ধাম তস্য যদ্ গ্রসনং ঝটিত্যাত্মসাৎকরণং তত্র গৃধ্নু লম্পটং যৎতস্মিন্। তদুক্তম্ — "পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্বস্য নির্বাসনো, নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কা-রসঙ্কোচনঃ। প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে, জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য

টীকার অনুবাদ — পুনরায় অধিকতর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য স্ফূর্তি হলে লীলাশুক লালসার সহিত সখীগণকে বলিলেন — 'মধুর' ইত্যাদি। এই কোনও এক অনির্বচনীয় ধাম (জ্যোতিঃপুঞ্জস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ) আমার চিত্তে চিরকাল প্রকাশিত হোক।

তোমরা হয়ত বলতে পার, 'সন্তাপ দেওয়াই যে কৃষ্ণের কাজ, তাঁকে স্মরণ করে কি লাভ? তাঁর স্মৃতি বহনেই বা কি প্রয়োজন? প্রাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ কর।' একথা সত্য, কিন্তু আমি কি করব? আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয়। এইরূপে নিজের চিত্তের প্রতি

বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।" ইত্যাদৌ। তত্র হেতুমাহ— মধুরতরং যৎ স্মিতামৃতং তেন বিমুগ্ধং মনোহরং মুখাম্বুরুহং যস্য। তথা বিপুলে বিলোচনে যস্য। তথা অস্মৎপিঞ্ছান্যেবায়মবতংসয়তীতি সৌভাগ্যমদযুক্তাস্তথা নবঘন-নিন্দিত-তৎকান্তিদর্শনোদ্‌গতানঙ্গ-মদযুক্তাশ্চ যে শিখিনস্তেষাং পিঞ্ছৈর্লাঞ্ছিতঃ স্বভাবমনোজ্ঞশ্চ কচপ্রচয়ো যস্য। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। মদাতিশয়াৎ ত এব মদরূপা ইতি বা। শিখিনাং মত্ততোক্ত্যা পিঞ্ছানাং স্ফীততোক্তা। বাহ্যে তু বিষয়ো বনিতাদিঃ। অন্যৎ সমম্। অতঃ

দোষারোপ করে বললেন, আমার চিত্ত বিষয়রূপ বিষ (আমিষ) গ্রাসে লোলুপ। সেই বিষয় কেমন? আমি শ্রীকৃষ্ণকেই 'বিষয়' বলি। কেননা যিনি বিশেষরূপে স্নেহযুক্ত করেন। অর্থাৎ আপন মাধুর্যরূপ মধু ত মনোরূপ ভৃঙ্গকে বন্ধন করেন, তিনিই বিষয়। সেই বিষয় বিষের মতই দাহক, তথাপি উহা আমিষ অর্থাৎ লোভনীয় অমৃতবৎ মনে হয়। এই বিষয় যেমন একদিকে বিষবৎ দাহক, অপরদিকে তেমনি অমৃতবৎ লোভনীয় মনে হয়। এই বিষয়রূপ বিষধামের (স্বরূপের) এমনি আকর্ষণ যে, ইহার প্রতি চিত্ত একবার আকৃষ্ট হলে ইনি ঝটিতি সেই চিত্তকে আত্মসাৎ করেন; কিন্তু হায়! আমার চিত্ত এত লোভী, এত লোলুপ যে উহা এই বিষয়রূপ বিষামৃতে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) সততই আকৃষ্ট। এই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য যে বিষামৃতের একত্র মিলন, তাহা বিদগ্ধমাধবে (১/১৮) উক্ত আছে — "নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেম যার অন্তঃকরণে বিরাজ করে, মাত্র তিনিই ইহার বক্রিমার ও মধুরিমার পরাক্রমের বিষয় জানতে পারেন। এই প্রেমের বলে যে পীড়া উপস্থিত হয়, নবকালকূটের (কেউটে সাপের) বিষজ্বালাও তদপেক্ষা অল্প বোধ হয়। আর ইহাতে যে আনন্দের স্ফুরণ হয়, অমৃতের মধুরিমার অহঙ্কারও তাতে সঙ্কোচিত হয়ে যায়।" এইরূপ বিষামৃতের একত্র মিলনের জন্য কৃষ্ণপ্রেম বড়ই অদ্ভুত। সেই জন্য বলছেন, শ্রীকৃষ্ণের মধুরতর যে হাস্যামৃত, তার দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ করেন। আবার তাঁর মনোহর মুখকমল, বিশাল লোচনযুগল, মদমত্তশিখিপুচ্ছনিবদ্ধচূড়া অর্থাৎ 'আমাদের পুচ্ছ শ্যামসুন্দর চূড়ায় ধারণ করেন' -- এই সৌভাগ্যমদযুক্ত হওয়াতে এবং ময়ূরগণ নবঘনমদে উন্মত্ত তাদের মদস্ফীত পুচ্ছদ্বারা স্বভাবত মনোজ্ঞ কেশকলাপ রচিত হওয়াতে আরও মনোহর হয়েছে। মদাতিশয় হেতু মত্ত বা মদরূপা বলে ময়ূরের পুচ্ছ স্খলিত হয়ে থাকে। তাই বলেছেন -- 'মদমত্ত শিখিগণ।' ইহার দ্বারা তাদের পুচ্ছের স্ফীততা বুঝানো হয়েছে।

বাহ্যার্থ -- বিষয় বলিতে বনিতাদি প্রাকৃতসম্পদ বুঝায়। অন্য অর্থ সমান। তবে যদি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে আমার চিত্তে স্ফুরিত হন তবেই তাঁর স্ফুরণ সম্ভব, অন্যথা

স এব কৃপয়া চেৎ স্ফুরতি তদৈব তৎস্ফুরণমন্যথা তদপি দুর্লভমিতি দৈন্যম্। 'আমিষং পললে লোভ্যে' ইতি মেদিনী। লোভ্যবস্তুনীতি কোশঃ।।৫।।

দুর্লভ — ইহা দৈন্য (দীনতার ভাব)। বিষয় বিষবৎ দাহক ও সন্তাপদায়ক বলে 'আমিষ' বলা হয়েছে। আমিষ শব্দের অর্থ হল লোভনীয় বস্তু (বিশ্বকোশ) বা মাংসে লালসা (মেদিনী)। আমার বিষয়াসক্ত চিত্তে সেই অনির্বচনীয় জ্যোতি চিরকাল প্রকাশিত হোক।।৫।।

যদুনন্দন —

সখি হে,

এই কৃষ্ণের[১] অঙ্গের[১] মাধুরী।
সদা স্ফূর্তি হউ মোরে জ্যোতিঃপুঞ্জে যেই ধরে,
অভিরাম[২] নয়ন চাতুরী।। ধ্রুবপদ।।
যদি বল এই কৃষ্ণ, না পাইলে সদা তৃষ্ণ,
মন হয় তাপিত বিস্তর।
ছাড়হ লালসা-কাজ, সে নহে মূল[৩] লাজ,
দোষী মোর হইল অন্তর।।
নিজাঙ্গ-মাধুরী দানে, মনোভৃঙ্গ বান্ধি টানে,
গ্রাস কৈল তাতে মোর মন।
দাহক বিষের সম, শ্রবণ-পরশে তায়,
পরম লম্পট অনুক্ষণ।।
মনোহর মুখপদ্ম, বিদগ্ধ[৪] আনন্দসদ্ম
তাতে স্মিত[৬] মধুরিমামৃতে।
বিপুল লোচনদ্বয়, আবিষয়ামৃত যেন,
দেখি লোভ নহে কার চিত্তে।।
মনোজ্ঞ কুন্তল চূড়ে, মত্তশিখি-পিচ্ছ[৮] উড়ে,
কিবা শিখিপিচ্ছের বান্ধন।
কহিতেই কৃষ্ণমুখে, মন মুগ্ধ[৯] হৈল সুখে,
পুনঃ শ্লোক কৈল উচ্চারণ।।৫।।

পাঠান্তর -- ১-১ কৃষ্ণ সঙ্গের (ক) ২ রাসমধ্যে (ক, খ) ৩ গুন. (খ), সুদ (ক) ৪ আমি সব মৃত (ক, খ) ৫ সকল (ক, খ) ৬ সদা (ক, খ) ৭ যায় (ক, খ) ৮ পুচ্ছ (ক, খ) ৯ মগ্ন (ক, খ)

মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভোর্মুরলীনিনাদমকরন্দনির্ভরম্।
মুকুরায়মাণমৃদুগণ্ডমণ্ডলং মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্।। ৬ ।।

অন্বয় — বিভোঃ মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং মুরলীনিনাদমকরন্দনির্ভরং মুকুরায়মাণমৃদুগণ্ডমণ্ডলং মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্।।৬।।

অন্বয় অনুবাদ — বিভু শ্রীকৃষ্ণের ঈষৎ বিকশিত নয়নপদ্মবিশিষ্ট মুরলীরবপূর্ণরূপ মধুতে পূর্ণ দর্পণধর্মবিশিষ্ট কোমলকপোলযুগলযুক্ত বদনকমল আমার হৃদয়ে বিকশিত হোক।।৬।।

অনুবাদ — আমার মনে সর্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল প্রকাশিত হোক। যে মুখকমলে ঈষৎ বিকশিত নয়নযুগল মুকুলিতপ্রায় মুরলীর নিনাদরূপ মকরন্দে পরিপূর্ণ, মৃদু গণ্ডযুগল আয়নার ন্যায় সুন্দর।।৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ তৎ শ্রীমন্মুখাব্জলগ্নমনস্তয়া সলালসমাহ — বিভোস্তন্মাধুর্যচাতুর্যসম্পৎপূর্ণস্য মুখপঙ্কজং মে মনসি মনঃসরসি বিজৃম্ভতাম্। কীদৃশম্? মুরলীনিনাদ এব মকরন্দস্তেন নির্ভরং পূর্ণম্। তথা প্রোজ্জ্বলেন্দ্রনীলমণিমুকুর ইবাচরতী মুকুরায়মাণে মৃদুনী গণ্ডমণ্ডলে যস্মিন্। তথা স্মরমদেন ভাবোদগারেণ চ মুকুলায়মানে নয়নাম্বুজে যস্মিন্। স্ফুটপদ্মোপরি দরবিকসিতপদ্মযুগলং চেৎ স্যাৎ, তৎসমমিত্যদ্ভুতোপমেয়ম্। কিং বা

টীকার অনুবাদ — অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে মন সংলগ্ন হওয়ায় লালসার সহিত বললেন — এই বিভুর সর্বজগদ্ব্যাপ্তকারী মাধুর্যচাতুর্যাদি সর্বসম্পৎপূর্ণ মুখকমল সতত যেন আমার হৃদয়সরসীতে শোভা পায়। বিভুর মুখকমল কিরূপ? কমলের ন্যায়। মুরলীর নিনাদই এই কমলের মকরন্দ। তাঁর মৃদুগণ্ডযুগল যেন উজ্জ্বল নীলমণিদর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। অর্থাৎ তা দর্পণের মত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে পারে। আর তাঁর নয়নযুগল রসোল্লাসে, স্মরমদে ও ভাবোদ্গারে ঈষৎ বিকশিত, যেন মুকুলিত দুটি কমল। অর্থাৎ প্রফুল্ল মুখকমলের উপরে যেন দরবিকশিত (মুকুলিত) নয়নকমল শোভা পাচ্ছে — একটি ফুল্ল কমলের উপরে যদি ঈষৎ বিকশিত দুটি কমলকলির স্থিতি সম্ভব হয়, তাহা হলে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে নয়নযুগলের অবস্থান বর্ণনা অতি অদ্ভুত উপমেয় হবে; কিং বা শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে বুঝি বহু মুকুলিত নয়নকমল বিরাজিত; তাঁর গণ্ডমুকুরে সংক্রামিত অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীদের ভাবোদগারপূর্ণ মুকুলায়মান নয়নকমলসমূহের (চকচকে গালের উপর প্রতিফলিত) প্রতিবিম্ব পড়ে -- বোধ হচ্ছে, ইহাঁরা যেন বন্ধুতা করার জন্যই মুখকমলের নিকটবর্তী হয়েছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীগণ্ডমুকুরসংক্রমিতানি তেন মুখপঙ্কজেন সহ সখ্যং কর্তুমিবাগতানি তাসাং ভাবোদ্গারমুকুলায়মাননয়নাম্বুজানি শ্রীরাধায়াস্তাদৃশে নয়নাম্বুজে খঞ্জরীটস্থানীয়ে বা যস্মিন্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব। প্রথমে প্রকাশতাং দ্বিতীয়ে চিরং তৃতীয়ে বিশেষেণেতি শ্লোকত্রয়ে ক্রমেণোৎকণ্ঠাধিক্যম্। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্।।৬।।

গণ্ডরূপ মুকুরে শ্রীরাধার ওই রকম নয়নাম্বুজদ্বয় প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন শ্রীমুখরূপ পদ্মের উপর দুটি খঞ্জন পাখি বসেছে। বাহ্যার্থ স্পষ্ট। প্রথমে ৪র্থ শ্লোকে উৎকণ্ঠার সামান্য প্রকাশ। তারপর ৫ম শ্লোকে এসেই প্রকাশিত উৎকণ্ঠার বিস্তার। অবশেষে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত সেই উৎকণ্ঠার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই তিনটি শ্লোকের দ্বারা যথাক্রমে উৎকণ্ঠার আধিক্য বর্ণিত হয়েছে। এইরূপ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ক্রমশ উৎকণ্ঠার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হবে।।৬।।

যদুনন্দন —

সখি হে,

কৃষ্ণমুখপদ্ম মনোহর।
মাধুর্য-চাতুর্য-সীম, স্ফূর্তি হউ রাত্রি দিন,
মোর মন-নদী মধ্যস্থল।। ধ্রুবপদ।।
মুরলী-নিনাদ যাতে, মকরন্দ পূর্বরীতে,
মাতায় তরুণীগণ মন।
ইন্দ্রনীলমণি যেন, মুকুর সুছটা[১] হেন,
যাতে মৃদু গণ্ডের সোহন।।
কাম-মদ ভাবোদয়, নয়ন অম্বুজদ্বয়,
মুকুলায়মান[২] তাতে সদা।
স্ফুট পদ্মোপরি যেন, অল্প বিকসিত হেন
দুই পদ্ম রহয়ে বিষদা[৩]।।
কিবা গণ্ড দর্পণেতে, সহযোগী মুখাম্বুজ তাতে[৪]
আসে[৫] সখ্য করিবার আসে।
রাধার নয়নাম্বুজ, আইল যাতে ভাবপুঞ্জ,
সে যেন খঞ্জনদ্বয় বৈসে।।
মাধুর্য-সমুদ্র সার কহিতেই স্ফূর্তি আর,
শ্লোক এক পড়ে অদ্ভুত।

কৃষ্ণের [১]মাধুর্যলীলা, বর্ণিতে বর্ণিতে হইলা,
লীলাশুক অত্যন্ত[২] স্তম্ভিত।।
* কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মনে যে পাইল বাধা
তারে সুখ দিবার কারণে।
এসব মাধুর্যলীলা অভ্যাসিতে লাগিলা
সুখ অতি উপজিল মনে।।৬।।

পাঠান্তর -- ১ স্বচ্ছতা (ক, খ) ২ মুরলীর অলি (খ) ৩ বিসদা (ক, খ) ৪ শব্দটি নাই (ক, খ) ৫ তাতে (ক, খ) ৬-৬ দিবসেতে এই সব, মাধুর্যাদি বর্ণিব, কহিতেই কহিলা (ক, খ) * ক ও খ পুথি থেকে গৃহীত।

কমনীয়-কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ কলবেণুক্কণিতাদৃতাননেন্দোঃ।
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারের্মধুরিম্ণঃ কণিকাপি কাপি কাপি।। ৭।।

অন্বয় -- কমনীয়কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ কলবেণুক্কণিতাদৃতাননেন্দোঃ মুরারেঃ মধুরিম্ণঃ কাপি কাপি কণিকাপি মম বাচি বিজৃম্ভতাম্।।৭।।

অন্বয় অনুবাদ -- কমনীয়-কিশোর-মনোহর মূর্তিধারী মধুর বেণুরবদ্বারা গঠিত মুখচন্দ্রবিশিষ্ট সর্বাঙ্গসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের কিঞ্চিৎ কণিকা মাত্র আমার বাক্যে আবির্ভূত হোক।।৭।।

অনুবাদ -- যাঁর কমনীয় (সুন্দর) কিশোরমূর্তি দেখলে সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়, অস্ফুট মধুর বেণুধ্বনি দ্বারা যাঁর বদনকমল শোভিত, সেই মুরারির মধুরিমার কণিকারও অন্তত কিছু কিছু আমার বাক্যে প্রকাশ পাক।।৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ তন্মাধুর্যাব্ধিস্ফূর্ত্যাদিরসেঽপ্যেতদ্বর্ণনেন কৃষ্ণাদর্শনবিক্লবাং প্রিয়সখীং প্রীণয়ামীতি তদভ্যস্যন্ তদানন্ত্যস্ফূর্ত্যা স্তম্ভিতঃ সন্নাহ— মুরারেঃ মুরা কুৎসা তদরেস্তদ্রহিতস্য পরমসুন্দরস্যাস্য মধুরিম্ণঃ কণিকাপি মম বাচি বিজৃম্ভতাম্। অল্পকণঃ কণী। পশ্চাদত্যল্পার্থে কঃ কণিকা। সা অতিসূক্ষ্মেত্যর্থঃ। তত্রাপি কাপি কাপি কৈশোর-সৌষ্ঠব-সবেণুমুখসম্বন্ধিনীত্যর্থঃ। তাং তামেব প্রকাশয়তি। কীদৃশঃ? কমনীয়া কিশোরী মুগ্ধা মনোহরা চ মূর্তির্যস্য। তথা কলবেণুক্কণিতৈরাদৃতঃ সেবিতস্তৈঃ প্রশস্যো বা মুখেন্দুর্যস্য। বাহ্যে দৈন্যোদয়াচ্চিত্তে স্মূর্তিস্তাবদাস্তাং বাচ্যপি। তত্রাপ্যতিদৈন্যাৎ— ন তু

টীকার অনুবাদ — তারপর লীলাশুকের আদিরস-পৃক্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যসিন্ধুর স্ফূর্তি হেতু তিনি সেই মাধুর্যসিন্ধুতে মগ্ন। অথচ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহবিহ্বল প্রিয়সখীকে প্রীত করবার জন্য সেই মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা না শুনালেই নয়; কিন্তু এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য সমুদ্রের ন্যায় অসীম, অনন্ত, গম্ভীরভাবে স্ফূর্তিহেতু তিনি স্তম্ভিত হয়ে বললেন -- সেই মুরারির মাধুর্যের কোন এক কণিকা মাত্রও যেন আমার বাক্যে প্রকাশ হয়। মুরা অর্থে কুৎসা, যিনি কুৎসার অরি (শত্রু), তিনি মুরারি। অতএব কুৎসারহিত পরমসুন্দর মুরারির মাধুর্যের কণিকা মাত্র যেন আমার বচনে প্রকাশ পায়। অল্পমাত্র কণার নাম কণী, তাহা অপেক্ষাও অল্প এই অর্থে কণিকা -- অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। তার আবার 'কাপি কাপি'। এস্থলে কাপি কাপি কথা দ্বারা কৈশোর সৌষ্ঠব বেণুমুখসম্বন্ধী মাধুর্যসিন্ধুর অণুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করছেন। তিনি কিরূপ? কমনীয় কিশোর, মনোহর; সেই মনোহর মূর্তি দর্শন করলে সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁর মধুর অস্ফুট বেণুধ্বনিদ্বারা আদৃত (সেবিত) বা বেণুর

স মাধুরিণামাকরঃ, স এব কিন্তু তন্মধুরিমা। তত্রাপ্যতিতরাং দৈন্যোদয়াৎ— ন তু স মধুরিমসিন্ধুঃ, কিন্তু তৎকণিকাপি যয়াখিলব্রহ্মাণ্ডমেবাপ্লাবিতং স্যাৎ। ততোঽপ্যতিতমাং দৈন্যোদয়াৎ— কাপি য়া কাপীত্যুক্তিঃ।।৭।।

ধ্বনির দ্বারা সর্বথা প্রশংসনীয় সেই মুখচন্দ্র। এবম্ভূত মুরারির মাধুর্যসিন্ধুর কণিকামাত্র যেন আমার বাক্যে প্রকাশ পায়।

বাহ্যার্থ — সঙ্গীয় বৈষ্ণবদের প্রতি লীলাশুকের উক্তি, দৈন্যোদয়বশত তিনি বললেন, আমার চিত্তে সেই মুরারির অসীম মাধুর্যের কণামাত্র স্ফূর্তি দূরে থাকুক, সেই মাধুর্যের কণামাত্র আমার বাক্যে প্রকাশিত হলে বহুভাগ্য মনে করব। আবার অতিশয় দৈন্যোদয়ে তিনি বললেন, 'কণিকামাত্র', মাধুর্যের আকর বলেন নাই। কেননা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সেই মাধুর্যের আকর। আবার আরো অতিশয় দৈন্যোদয়হেতু মাধুর্যের সিন্ধু না বলে সেই মাধুর্যসিন্ধুর বিন্দুর কণামাত্র বলেছেন। কেননা, তার এক কণামাত্র এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে মাধুর্যামৃতে প্লাবিত করতে সমর্থ। আরো অধিকতম দৈন্যোদয়ে বলিলেন — 'কাপি কাপি' (কোনও একটু, কোনও একটু)। এই অর্থেই কাপি কাপি শব্দের প্রয়োগ।।৭।।

যদুনন্দন —

সখি হে,

সুন্দর-মুরারি[১]-মধুরিমা।
আমার বচনে আসি, সদা[২] করউ বিলাসি,[২]
অত্যল্প কণার এক কণা।। ধ্রুবপদ ।।
কৈশোর-সৌষ্ঠব যাতে, বেণুমুখ বিলসিতে,
কোন কোন লীলার সময়।
তার তার কণাগণ, স্ফুরু মোর বচন,
প্রকাশ করিয়া অতিশয়।।**
এত কহি মনে মনে, করে মাধুর্য-বর্ণনে,
রাধিকার সঙ্গে[৩] কৃষ্ণচন্দ্র।
কুঞ্জমাঝে লীলাকাজে, দর্শন[৪]-উৎকণ্ঠা সাজে,[৪]
হর্ষে পড়ে শ্লোক-প্রবন্ধ।। ৭।।

পাঠান্তর — ১ মুরলী (খ) ২-২ বিলাস করয়ে বসি (ক, খ) ৩ অঙ্গে (ক, খ) ৪-৪ মদন-মোহন রাজে (খ)। ** অতিরিক্ত --

সুন্দর কিশোর রূপ, মুগ্ধ মনোহর ভূপ,
মাধুর্যের অন্ত নাহি তার।
বেণুধ্বনি সুসেবিত, মুখচন্দ্র মনোনীত,
প্রশংসনি সদা এই হয়।। (ক, খ)

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজম্।
ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতম্।। ৮।।

অন্বয় — মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজং ব্রজবধূ-নয়নাঞ্জন-রঞ্জিতং মম বাঙ্ময়জীবিতং বিজয়তাম্ ।।৮।।

অন্বয় অনুবাদ — মদমত্তময়ূরের পুচ্ছদ্বারা বিভূষিত, কামদেবকেও স্তম্ভিতকারী মনোহরমুখপদ্মবিশিষ্ট, ব্রজবধূদিগের নয়নাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত এবং বাক্যরূপে আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোক।।৮।।

অনুবাদ — যাঁর চূড়ার ভূষণ হল মদমত্ত শিখিপুচ্ছ, যাঁর মুখপদ্ম দেখে মদনও মুগ্ধ হয়ে যায় -- স্তব্ধ হয়, ব্রজবধূদের নয়নাঞ্জন দ্বারা যিনি রঞ্জিত, আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক।।৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ মনসি তন্মাধুর্যং বর্ণয়ন্ তস্য তয়া সহ রহোলীলোৎকণ্ঠাস্ফূর্ত্যা তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া সহর্ষমাহ — তদ্বর্ণনবাসিতমনস্তয়া বাগ্বাচ্যয়োরেকতাস্ফূর্ত্যা ইদং মম বাঙ্ময়জীবিতং বিজয়তাম্। তল্লীলার্থং গচ্ছত্বিত্যর্থঃ। যদ্বা মম বাঙ্ময়ঞ্চ তস্যা জীবিতং জীবনহেতুশ্চ তদ্ বিজয়তাম্। কা মম চিন্তেত্যর্থঃ। আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ। কীদৃশং? মদেতি। পূর্ববদ্ধৃদ্যুচ্ছলিতমদনেন মন্থরং তৎতৎক্রিয়াসু সালসং মুগ্ধঞ্চ মুখাম্বুজং যস্য। মদনমপি মন্থরয়তি স্তম্ভয়তি মুগ্ধং মুখাম্বুজং যস্যেতি বা। মিথশ্চুম্বনেন ব্রজবধূনাং নয়নাঞ্জনৈ রঞ্জিতম্। 'নয়নগলকপোলং দন্তবাসো মুখান্তঃস্তনযুগললাটং চুম্বনস্থানমাহু'রিতি।

টীকার অনুবাদ — তারপর লীলাশুক মনে মনে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য বর্ণনা করতে করতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার স্ফূর্তিতে অর্থাৎ সেই লীলা দর্শনের উৎকণ্ঠায় আনন্দিত হয়ে বললেন — আমার বাক্যের জীবন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক। শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনবাসিত মানসে বাচ্য ও বাচকের একতা স্ফূর্তি হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণকথা ও কথনীয় শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন -- এতদুভয়ের একতা স্ফূর্তি হেতু বললেন, — এই যে আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নির্জনে লীলা করবার জন্য গমন করছেন। অথবা এই লীলাবর্ণনাত্মক আমার বাক্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপ -- জীবনের হেতু বলে যিনি শ্রীরাধার সহিত নির্জনে লীলা করবার জন্য গমন করছেন, তাঁর জয় হোক। এখন আমার চিন্তা কি? কেননা আমার জীবনবল্লভ আমার বাক্যময়। "আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ" এই যুক্তি অনুসারে যেমন ঘৃতসেবনে আয়ুর বৃদ্ধি হয় বলে আয়ু ও ঘৃত উভয়ে অভেদ -- সেইরকম শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর কথা একই। তিনি কিরূপ? মদমত্তশিখির পুচ্ছ হল তাঁর চূড়ার বিভূষণ। পূর্ববৎ হৃদয়ে উচ্ছলিত মদনাবেশহেতু তাঁর

বাহ্যে তদ্দৌর্লভ্যং কথয়তঃ স্বান্ প্রতি। 'কৃদ্বিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে', ইতি ন্যায়াৎ। তন্মাধুর্যময়স্ববাচাং স্ফূর্ত্যা সহর্ষমাহ,— ইদং বিজয়তাম্। কা মম চিন্তেত্যর্থঃ।।৮।।

মন মন্থর; সুতরাং সেই সেই ক্রিয়াদির চাঞ্চল্য স্তব্ধ, এতে মুখপদ্ম আরও মনোহর প্রতীয়মান হয়েছে। অথবা মদনকেও ব্যাকুল করে যে মুখপদ্ম, সেই মুখপদ্মের লাবণ্য দেখে মদনও মন্থর হয় – অর্থাৎ স্তম্ভিত হয়। আবার তাঁর দেহখানি ব্রজবধূদের (অথবা একবচনে শ্রীরাধার) নয়নের অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত – বা চিত্রিত। কিরূপে রঞ্জিত হয়েছে? 'মিথো' – অর্থাৎ পরস্পর। অর্থাৎ ব্রজবধূদের সহিত চুম্বনের আদানপ্রদানে রঞ্জিত হয়েছে। (রতিরহস্য গ্রন্থে উক্ত আছে) নয়নযুগল, গলা, কপোল, মুখান্ত, দন্তবাস, স্তনযুগল ও ললাট – এগুলি হল চুম্বনস্থান।

বাহ্যার্থ – শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি যে কত দুর্লভ, তা স্বীয় সঙ্গী বৈষ্ণবদের প্রতি নির্দেশ করে শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করলেন। 'কৃদ্বিহিতভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে' এই যুক্তি অনুসারে (কৃষ্ণলীলারত) কৃতির দৃঢ় ভাবনায় ভাবিত অন্তঃকরণে ভাবই স্বীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে দ্রব্যবৎ প্রকাশ করে দেয়। অতএব আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। এই জন্য সহর্ষে বললেন – এই আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রিয়া রাধার সহিত নির্জনে লীলা করবার জন্য গমন করছেন। এখন আমার চিন্তা কি? এই হল অর্থ।।৮।।

যদুনন্দন –

মোর বাণী প্রাণধন, ব্রজরাজনন্দন,
জয়যুক্ত হউ সর্বক্ষণ।
রাই-সঙ্গে কুঞ্জমাঝে, যত[১] রাসলীলা-কাযে,
সদা[২] চিন্তা করে যার মন।।ধ্রুবপদ।।
যার মুখপদ্ম সদা, মন্থর-মদন-সদা,
কামক্রিয়া-অলস-মোহন।
কিবা কাম স্তম্ভ করে, মুখাম্বুজ মনোহরে,
কোটি কাম জিনিয়া সোহন।।
মদমত্ত শিখিপুচ্ছ, চূড়ায় কুসুমগুচ্ছ,
তরুণী-নয়ন যাতে বান্ধা।
রাসমধ্যে ব্রজনারী, চুম্বনে হরব[৩] হরি,[৪]

অধরে অঞ্জন তাতে রঞ্জা[৪]।।
এইরূপে রাসরসে, নানা-লীলাপরকাশে,
সে[৫] মাধুর্য সব[৫] তারে স্ফুরে।
প্রেমের বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব মানয়ে চিতে,
বাহ্য-গন্ধ সঙ্গে পুনঃ বলে।।৮।।

পাঠান্তর -- ১ যাউ (ক, খ) ২-২ কিবা চিন্তা আছে মোর (ক, খ) ৩-৩ বলিহারি (ক, খ) ৪-৪ এই ধান্ধা (ক, খ) ৫-৫ সেই যেই মাধুর্য (ক, খ)।

পল্লবারুণপাণিপঙ্কজসঙ্গিবেণুরবাকুলং
ফুল্লপাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহম্।
উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং
বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে।। ৯।।

অন্বয় — শ্লোকে যেরূপ আছে ঐরূপ হবে।

অন্বয় অনুবাদ — নবীন পল্লব অপেক্ষাও অরুণকরপদ্মস্থিত বেণুগীতে গোপীগণকে আকুলকারী, বিকশিত শ্বেত ও রক্তবর্ণ পাটলীকে (পারুল ফুলকে) তিরস্কারকারী, পাদপদ্মবিশিষ্ট উজ্জ্বল মধুর অধরের কান্তিচ্ছটাদ্বারা সরস মুখপদ্মবিশিষ্ট গোপীগণের কুচকুম্ভস্থিত কুঙ্কুমদ্বারা চর্চিত অঙ্গবিশিষ্ট প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি।।৮।।

অনুবাদ — যিনি পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ করকমলে বাঁশি ধারণ করে নিজেই সেই বেণুরবে আকুল, যাঁর পদকমলের অরুণিমার শোভায় প্রফুল্লিত পারুল ফুল তিরস্কৃত হয়, যাঁর মুখকমল মধুর অধরের উল্লসিত স্ফূর্তিরূপ মঞ্জরীদ্বারা সরস, বল্লবীগণের কুচকুম্ভে লিপ্ত কুম্কুমপঙ্কে যাঁর শ্রীঅঙ্গ চর্চিত, আমি সেই প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি।।৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ রাসবিলাসিনস্তস্য তৎ তন্মাধুর্যস্ফূর্ত্যা প্রেমবৈবশ্যাদপূর্বমিব তং মত্বা বাহ্যদশাবাসিতমনস্তয়া স্ফূর্তিপ্রার্থনাবৎ সলালসমাহ দ্বাভ্যাম্। প্রভুমেকেন বপুষৈবানন্তগোপীবাঞ্ছাপূর্তিসমর্থমহমাশ্রয়ে। কীদৃশম্? পল্লবাদপ্যরুণয়োঃ পাণিপঙ্কজয়োঃ সঙ্গী যো বেণুস্তস্য রবৈঃ স্বরোল্লাসৈস্তা আকুলয়তীতি তম্। তদুক্তম্ —তদনঙ্গবর্ধনমিতি। নৃত্যে তাভিরনঙ্গতপ্তকুচেষু ন্যস্তত্বাদপূর্বকান্তিশ্রীচরণস্ফূর্ত্যাহ, —তদুরোজস্পর্শাৎ ফুল্লঞ্চ সহজারুণমপি স্তনচরণপ্রস্বেদপঙ্কিলতৎ-কর্পূর-মিশ্রিত-

---

টীকার অনুবাদ — লীলাশুকের হৃদয়ে শ্রীরাধার সহিত রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমবশীভূত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমবৈবশ্যবশত অপূর্বের ন্যায় মনে করে বাহ্যদশাগ্রস্ত মনেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শন স্ফূর্তি প্রার্থনাবৎ লালসার সহিত দুটি শ্লোকে (৯ ও ১০) বলছেন — আমি সেই প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি। এখানে 'প্রভু' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেরূপ অযোগ্য পাত্রকে যোগ্য করতে পারেন, সেইরূপ একই দেহে যুগপৎ অনন্তকোটি গোপীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ। তিনি কেমন? নবপল্লব থেকেও সুন্দর অরুণবর্ণ করকমলের সঙ্গী যে বেণু, সেই বেণুরবে নিজেই আকুল হয়ে পড়েন এবং প্রেমউল্লাসে গোপীগণকে আকুল করে থাকেন। সেই হেতু "অনঙ্গবর্ধনকারী" বলে ভাগবতে (১০/২৯/৪) উক্ত হয়েছে। এখন শ্রীকৃষ্ণের

চন্দন-রুষিতত্বাৎ পাটলঞ্চ তৎ। 'শ্বেতরক্তস্তু পাটলঃ' ইত্যুক্তেঃ তচ্চ। অতঃ পাটলীং পরিবদিতুং শীলং যস্য তাদৃশং পাদসরোরুহং যস্য তম্। ফুল্লানি পাটলানি যস্যাং তাং পাটলীমিতি বা। পাটলপাটল্যোরীষদ্ভেদো বা জ্ঞেয়ঃ। তথা তন্নেত্রচুম্বনলগ্নাঞ্জনেন স্মিতকান্ত্যা চোল্লসন্তী সুধাসারাদপি মধুরা চ যাধরস্য সিতশ্যামারুণা দ্যুতিমঞ্জরী তয়া সরসমাননং যস্য। তথা বল্লবীনাং কুচকুম্ভকুঙ্কুমৈঃ পঙ্কিলং চর্চিতাঙ্গম্। বেণুনাদৈস্তা ব্যাকুলীকৃত্য তাভিশ্চুম্বনালিঙ্গনাদিকং কৃতবানিতি ভাবঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৯।।

পদকমলযুগল স্ফূর্তিতে বলছেন, -- রাসনৃত্যে গোপীদের অনঙ্গদৃপ্ত কুচযুগলে শ্রীকৃষ্ণ এই পদকমল অর্পণ করে তাঁদের বিরহজ্বালার শান্তি করে থাকেন; আবার সেই রাসনৃত্যের সময় তাঁর শ্রীচরণ বল্লবীগণের অনঙ্গদৃপ্ত কুচযুগলে ন্যস্তহেতু কুচকুম্কুমে রঞ্জিত হয়ে অপূর্ব কান্তিযুক্ত হয়েছে। এরকম নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণের অপূর্ব কান্তিযুক্ত শ্রীচরণযুগল স্ফূর্তিতে বললেন, রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কামতপ্ত স্তনদ্বয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ অর্থাৎ গোপীগণের বক্ষের স্পর্শহেতু ঘর্মবশত কুম্কুমপঙ্কের সহিত কর্পূর মিশ্রিত শ্বেত চন্দন লিপ্ত হয়ে স্বভাবত অরুণবর্ণ তাঁর শ্রীচরণযুগল পাটলবর্ণে রঞ্জিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। (শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে পাটলবর্ণ বা গোলাপি হয় — বিশ্বকোশ) এজন্য তাঁর শ্রীচরণযুগলের শোভা প্রফুল্লিত পাটল (পারুল) ফুলের শোভাকে জয় করেছে। (অবশ্য পাটলবর্ণ এবং পারুল পুষ্পের বর্ণে কিছু ভেদ আছে) এইরূপ প্রফুল্লিত পারুল ফুলের শোভাবিজয়ী মনোরম শ্রীচরণযুগলের শোভা দর্শন করে মুগ্ধনেত্রে ঊর্ধ্বদিকে অবলোকন করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের শোভা বর্ণনা করছেন, অধরের কান্তিদ্বারা রসিকশেখরের মুখমণ্ডল সরস হয়েছে। বল্লবীগণের নেত্রচুম্বনের সময় তাঁদের নয়নের অঞ্জন সংলগ্ন হওয়ায় অধর শ্যামবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে। এতে সুধাসার থেকেও সরস ও সুমধুর হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অধর থেকে উদ্গত যে স্মিতকান্তিসমূহ তা শুভ্র, অরুণবর্ণ, এই কান্তিমঞ্জরীর দীপ্তিতে তাঁর মুখকমল নিরতিশয় সরস হয়েছে। আবার বল্লবীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে তাঁর নীলকলেবর তাঁদের কুচকুম্ভে লিপ্ত কুম্কুমের দ্বারা চর্চিত হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নীলকলেবর বিচিত্রভাবে রঞ্জিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। আবার তিনিও বেণুরবে ব্যাকুল করে বল্লবীগণকে চুম্বন আলিঙ্গনাদি করছেন, ইহাই ভাবার্থ।। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৯।।

যদুনন্দন --

সখি হে,
এই কৃষ্ণাশ্রয় সাধ মোরে।
রাসমধ্যে এক অঙ্গে, বহু ব্রজাঙ্গনা-সঙ্গে,

বিলসিয়া সর্ববাঞ্ছা পূরে।।ধ্রুবপদ।।
নবীন পল্লব হৈতে, অরুণিমাপুঞ্জ যাতে,
হেন দুই করাম্বুজ যার।
তার সঙ্গী যেবা বেণু, তার ধ্বনি সুধা জনু,
চিত্ত[1] আউলায় গোপিকার।।
কহিতেই দেখ[2] যেন, রাসে কৃষ্ণ নাচে হেন,
চরণ ছোয়ায় গোপীস্তনে।
উরোজ পরশ পায়, প্রফুল্ল চন্দন তায়,
শ্বেতরক্ত-বর্ণ দুচরণে।।
প্রফুল্ল পাটলীপুঞ্জ, অতি শোভা মনোরঞ্জ,
চরণপঙ্কজ হেন যার।
দেখিতে চরণ শোভা, মন হৈল অতি লোভা,
ঊর্ধ্বনেত্র দেন আর বার।।
সুধাসার হৈতে অতি, মধুর অধরদ্যুতি,
গোপীনেত্র অঞ্জন তাহাতে।
শ্যাম-অরুণিমা-দ্যুতি, মঞ্জরী কি সুমূরতি,
যার মুখ সরস ইহাতে।।
এত কহি প্রতি অঙ্গে দেখি বাড়ে বহুরঙ্গে,
ব্রজাঙ্গনা-কুচকুম্ভ-পঙ্কে।
চর্চিত হইল গাত্রে, বেণুনাদে মোহে তাতে,
আলিঙ্গন-চুম্বনের বন্ধে।।
এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে গোপাঙ্গনাগণ,
রাসলীলায় বড়ই লালসা।
সেই স্ফূর্তে পুনর্বার, পড়ে শ্লোক মনোহর,
লীলাশুক তার আপ্ত্যে[3] আশা।।৯।।

পাঠান্তর -- ১ যে মন (ক, খ) ২ দেখে (ক, খ) ৩ প্রাপ্তি (ক, খ)।

অপাঙ্গরেখাভিরভঙ্গুরাভিরনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিঃ।
অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভিরভ্যস্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ।। ১০।।

অন্বয় — মূলের মতনই।

অন্বয় অনুবাদ -- সরল নেত্রান্ত দৃষ্টিদ্বারা (আড় চোখে) কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমজনিত অবিচ্ছিন্ন আনন্দপূর্ণ গোপীগণকর্তৃক অনুক্ষণ সেব্যমান বিভুকে আমরা আশ্রয় করি।।১০।।

অনুবাদ -- বল্লবসুন্দরীগণ (গোপীগণ) অনুক্ষণ সরল অপাঙ্গরেখারসরঞ্জিত নেত্রপ্রান্তের অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিধারা নিক্ষেপ দ্বারা যাঁর মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই প্রভুকে আমরা আশ্রয় করি।।১০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনস্তাভিঃ সলালসমীক্ষ্যমাণস্য স্ফূর্ত্যা পূর্ববদাহ — পূর্ববদ্বিভুম্ আশ্রয়ামঃ। কীদৃশম্? বল্লবসুন্দরীভিরনুক্ষণং নিরন্তরম্ অপাঙ্গরেখাভিরবিচ্ছিন্ননেত্রান্তদৃষ্টিধারাভিরভ্যস্যমানং তৃষিতনেত্রান্তনলনালিকাভির্গভীরামৃতাব্ধিমিব কিয়দ্দূরাদাস্বাদ্যমানম্। কিংবা বিয়োগভীত্যা দিবসেঽপি নেত্রাগ্রে তৎস্ফূর্তয়ে অভ্যস্যমানম্। অভঙ্গুরাভিরবক্রাভিঃ। নেত্রভ্রুবোর্বক্রতা, দৃষ্টিধারা ঋজ্বীত্যর্থঃ। অপ্রতিহতাভিরিতি বা। তথা অনঙ্গরেখায়াস্তৎপরম্পরয়া যো রসস্তেন রঞ্জিতাভির্ভাবিতাভিঃ। কোটিকন্দর্পরসোদ্গা-

---

টীকার অনুবাদ — পুনরায় রাসমণ্ডলে গোপীগণ লালসার সহিত যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হলে পূর্ববৎ লীলাশুক বলছেন — সেই বিভুকে আমরা আশ্রয় করি। সেই বিভু কেমন? বল্লবসুন্দরীগণ অপাঙ্গরেখা — অবিচ্ছিন্ন নেত্রান্তের দৃষ্টিধারারূপ তৃষিত ছোটবড় নলদ্বারা যে বিভুর গভীর অমৃতসাগরের ন্যায় মাধুর্যসিন্ধু (কিছু দূরে থেকে) অনুক্ষণ (সর্বদা) আস্বাদন করেন। কিংবা দিবসেও বিয়োগ ভয়ে নেত্রাগ্রে বিভুর অঙ্গলাবণ্য মধুরিমা স্ফূর্তিতে তা পানের অভ্যাস করছেন অর্থাৎ যাতে দিবসে তাঁর সহিত বিযুক্ত অবস্থাতেও তাঁকে মানসনেত্রে অবলোকন করা যায়, তাহাই অভ্যাস করছেন। অভঙ্গুর — অর্থাৎ অবক্র বা সরল। নেত্র ও ভ্রূর অবক্রতা — সরল দৃষ্টিধারা। অভিপ্রায় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গলাবণ্যমাধুর্য নেত্রান্তদৃষ্টিদ্বারা পান করার সময়েও যাতে নেত্রের নিমেষ ব্যবধান না হয় বা নদীপ্রবাহের ন্যায় অশ্রু নির্গত হয়ে নেত্রদ্বারা দর্শনে বাধা না হয়; কিন্তু তা অপ্রতিহত বলে 'অভ্যস্যমান' বলা হয়েছে। আরও বলছেন -- 'অনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিঃ' -- অবিচ্ছিন্নদৃষ্টিধারা এবং সেই ধারা পরম্পরায় যে রস, সেই রসে রঞ্জিত বা ভাবিত বল্লবসুন্দরীগণের যে দৃষ্টি, তা কোটি

রিকাভিরিত্যর্থঃ। ভঙ্গ্যা বাণশ্রেণীভির্লক্ষ্যমিব কটাক্ষধারাভিরভ্যস্যমানং কামর-সহিঙ্গুলাদিরঞ্জিতাভিঃ। যদ্বা, কীদৃশীভিস্তাভিঃ — অপাঙ্গান্তরে২রুণা রেখা, বাহ্যে ত্বঞ্জনরেখা যাসাং তাভিঃ। অভঙ্গুরাভিঃ পরাজয়মপ্রাপ্তাভিরিত্যর্থঃ। কামশ্রেণীরসভাবিতাভিশ্চ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব।। ১০।।

কোটি কন্দর্পের রসোদ্‌গারী অর্থাৎ সেই নেত্রান্তের ভঙ্গিমাযুক্ত বাণশ্রেণী। যা কোটি কোটি বাণের ন্যায় কটাক্ষদ্বারা বর্ষণে অভ্যস্যমান (অনবরত দেখছেন) বলে কোটি কোটি কামদেব তাতে মোহিত হচ্ছে। আর সেই কামরস হিঙ্গুলাদি দ্বারা রঞ্জিত সুমোহন নেত্রান্তের কটাক্ষরূপ বাণশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পতিত হচ্ছে। অথবা যদি বল, সেই বল্লবসুন্দরীগণের নেত্র কেমন ? স্বভাবত অরুণবর্ণ নেত্র, কিন্তু বাইরে অঞ্জনরেখা (কাজল) দৃষ্ট হয়। 'অভঙ্গুরাভিঃ' এই পদকে বল্লবসুন্দরীগণের বিশেষণ করলে অর্থ হবে — অপরাজিত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে কখনও তাঁরা পরাজিত হন না। আবার কামশ্রেণী রসপৃক্ত বলে তাঁদের বিদগ্ধতা নিরন্তর বর্ধনশীল। অতএব এইরূপ বিদগ্ধতা চিন্তায় লীলাশুকের উৎকণ্ঠা আরও বাড়ল। বাহ্যার্থ — স্পষ্ট 'এব'। এই 'এব' শব্দের তাৎপর্য এই যে, অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে অনুক্ষণ বল্লবসুন্দরীগণ যে বিভুকে আনন্দিত করেন সেই বিভুকে আমরা আশ্রয় করি।।১০।।

যদুনন্দন —

সখি[১] হে,
সর্ব ত্যজি ভজিব ইঁহারে।
রাসমধ্যে ব্রজনারী, অপাঙ্গ-রেখার সারি,
নিরন্তর অভ্যাসয়ে যাঁরে।।ধ্রুবপদ।।
নয়নের[২] অন্ত যত, অনঙ্গনালিকা মত,
কিছু দূরে রহি সুধাসিন্ধু।
পান করে অবিরত, তৃষিত অঙ্গনা কত,
যেন নাহি পায় একবিন্দু[২]।।
কিংবা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী[৩] যেন নেত্র বহে,[৪]
কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্য মধুরিমা।
তাহার অভ্যাস কাজে, অঙ্গনা-নেত্রান্ত সাজে,
নিমিষ পড়িতে নাহি ক্ষমা।।
অভঙ্গুর অবক্রতা, নেত্রধারা মনোরতা,

কঙ্কনে[5] বক্রতা নাহি যায়[6]।
তথা[7] অনঙ্গের[7] রেখা, সে রসে রঞ্জিত দেখা,
যারে রঞ্জে এই নেত্রধারা।।
নেত্রান্তের ভঙ্গিবাণ, মোহে যাতে কোটিকাম,
শ্বেতারুণ অঞ্জন-রেখায়।
রস হিঙ্গুলাদি যেন, বাণ[8]-সাজে সুমোহন,
তেন বাণ পড়ে[9] যার গায়।।
এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে অতি বিলক্ষণ,
গোবিন্দের রসিকতা হৈতে।
গোপাঙ্গনার বিদগ্ধতা, বাড়ে অতিশয় তথা,
বাড়াইয়া উৎকণ্ঠিতা তাতে।।
তা সবা ছাড়িয়া রাসে, কুঞ্জলীলায় মন বাসে,
রাই-সঙ্গে বিলাসের কাজে।
সর্ব সমাধান করে, চুম্বনে আশ্লেষ ধরে,
এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে।।
সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলাশুক হইল সুখী,
রাই-সঙ্গে বিলাস দেখিতে।
উৎসুক[10] বাড়িয়া গেল, শ্লোকবন্ধে প্রকাশিল,
কেবা পারে সে শ্লোক বর্ণিতে।। ১০।।

পাঠান্তর — ১ নাই (ক, খ) ২-২ স্তবকটি নাই (ক, খ) ৩ দিনে (ক, খ) ৪-৪ এ বয়ে (খ) ৫ কখনও (ক, খ) ৬ যারা (ক, খ) ৭-৭ এথা অঙ্গের (ক) ৮ বাণে (ক, খ) ৯ করে (ক, খ) ১০ ঔৎসুক্য (ক, খ)।

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং হৃদয়ং হর্ষবিশাললোলনেত্রম্।
তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাম্।। ১১।।

অন্বয় — হৃদ্যবিভ্রমাণাং ব্রজবালসুন্দরীণাং হৃদয়ং হর্ষবিশালনেত্রং তরলং তরুণং কিঞ্চন ধাম মম হৃদয়ে সন্নিধত্তাম্।।১১।।

অন্বয় অনুবাদ — বিলাসপূর্ণহৃদয় গোপকিশোরীগণের হৃদয়াভিজ্ঞ, গোপকিশোরীগণের হৃদ্‌গত বিলাসের আশ্রয় চঞ্চল ও হর্ষবশত বিশাল এবং সতৃষ্ণ নয়নবিশিষ্ট অথবা ব্রজকিশোরীগণের হারমধ্যস্থ ধুক্‌ধুকির (লকেটের) ন্যায় অনির্বচনীয়, নবকিশোরজ্যোতি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হোক ।।১১।।

অনুবাদ — মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী ব্রজবালাদের যিনি হৃদয় স্বরূপ সেই গোপীদের হর্ষবিলাসে যাঁর বিশাল নয়নযুগল চঞ্চল, যিনি তরুণ এবং ব্রজসুন্দরীদের কণ্ঠহারের মধ্যমণিতুল্য, সেই অনির্বচনীয় জ্যোতিঃপুঞ্জ আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হোক।।১১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ রসিকশেখরত্বাদ্ বৈদগ্ধ্যাৎতাসামুৎকণ্ঠাং সংবর্ধ্য তা হিত্বা তয়া সহ রহোলীলোৎকণ্ঠয়া সর্বসমাধানার্থং "শ্লিষ্যতি কামপী" ত্যাদিবৎ তাভিঃ 'সহ বিলসন্তং তমালোক্য তদ্দিদৃক্ষয়া সোৎসুক্যমাহ পূর্বরীত্যা — ইদং কিঞ্চন জ্যোতিঃপুঞ্জমপি চংক্রমতীত্যনির্বচনীয়ং ধাম মম হৃদয়ে মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়াদ্ হৃৎস্থিতলীলাবিশেষে সন্নিধত্তাম্। তদর্থমেতা হিত্বা তয়া সহ শীঘ্রং তত্র গচ্ছত্বিত্যর্থঃ। হৃদয়ে তৎতুল্যান্তরীণে শ্রীরাধাযূথ এবেতি বা। কীদৃশম্? তরুণং নবকিশোরম্। তথা ব্রজবালসুন্দরীণাং ব্রজনবকিশোরীণাং হৃদয়তি জানাতি হৃদয়ম্। গত্যর্থনাং জ্ঞানার্থত্বাৎ। যদ্বা, তাসাং হৃদঃ

টীকার অনুবাদ — রসিকশেখরত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ ব্রজসুন্দরীদের উৎকণ্ঠা বর্ধনের জন্য তাঁদিগকে ত্যাগ করে শ্রীরাধার সহিত রহোলীলার উৎকণ্ঠায় সর্বসমাধানার্থ (সকলের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য) ব্রজসুন্দরীদিগকে আলিঙ্গন করছেন। 'শ্লিষ্যতি কামপি' ইত্যাদি ভাগবতীয় লীলানুসারে তাঁদের সহিত বিলাস অর্থাৎ কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও বা চুম্বনদানে সন্তুষ্ট করছেন — এই দৃশ্য লীলাশুকের হৃদয়ে স্ফূর্তি হলে, তিনি সেই রকম লীলা দর্শনের ঔৎসুক্যবশত পূর্বরীতি অনুসারে বললেন -- এই অনির্বচনীয় জ্যোতিঃপুঞ্জ আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হোক। 'মঞ্চাক্রোশন্তি' এই যুক্তি অনুসারে যেমন মঞ্চস্থ ব্যক্তিরা ক্রন্দন করছে বুঝায়, সেই রকম লীলাশুকের হৃদয়স্থিত (বিভাবিত) লীলাবিশেষেই সন্নিহিত হয়েছে -- এই অর্থে তিনি দেখলেন, শ্রীমতী রাধার সহিত রহঃকেলির রস আস্বাদনে প্রবৃত্ত হবেন বলে শ্রীকৃষ্ণ অপরাপর ব্রজবালাকে ছেড়ে

অয়ঃ শুভবিধিঃ, সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ। কীদৃশাম্? হৃদ্যা বিভ্রমা যাসাং তাসাম্। তথা তরলং নৃত্যগত্যা সর্বসমাধানার্থং চঞ্চলম্। তাসামেব তরলং হৃন্নায়কনীলমণিবৎ। তন্নিকটস্থিতং বা। তথা হর্ষেণ বিশালে প্রোৎফুল্লে লোলে চ নেত্রে যস্য। তাসাং হৃদ্যা হৃদি ভবা যে বিভ্রমাস্তেষাং হৃদয়ং তদ্রহস্যজ্ঞমিতি বা। বাহ্যে তু, প্রকাশতাম্। অন্যৎ সমম্।।১১।।

নির্জনকুঞ্জে গমন করছেন। আর তৎতুল্য নিজভাবের অনুরূপ কোন অন্তরঙ্গ সখী বা শ্রীরাধার যূথের কোন সখী তা সাহায্য করছেন। সেই গমনশীল শ্রীকৃষ্ণ কেমন? তরুণ অর্থাৎ নবকিশোর। আর তিনি ব্রজের তরুণীদের হৃদয়জ্ঞ, হৃদয়ের ভাব-রহস্যজ্ঞ। (গতি অর্থ জানা) অথবা নবকিশোরীদের সৌভাগ্যস্বরূপ। তাঁরা কেমন? মনোরম বিভ্রমশালিনী মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহিণী বিভ্রমসমূহ যাঁদের, সেই রকম নবকিশোরীদের হৃদয়ের সর্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণ। আর এই শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যগতিতে সর্বত্র প্রকাশমান অর্থাৎ এককালে সকলের নিকট প্রকাশমান বলে তরল বা সর্বসমাধানার্থ চঞ্চল। অথবা এই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ের নায়ক বা নীলমণিবৎ অতি নিকটস্থ বস্তু বলে ইঁহাকে তরল (কণ্ঠহারের মধ্যমণিতুল্য ধুক্‌ধুকি) বলা হয়েছে। আরও বলি, নবকিশোরীদের সহিত বিলাসে হর্ষহেতু তাঁর বিশাল নয়নযুগল প্রফুল্ল ও চঞ্চল। ইনি বিভ্রমশালিনী ব্রজসুন্দরীদের হৃদয় অথবা ওই সকল বিভ্রম (হাবভাব) যাঁদের, সেই ব্রজসুন্দরীদের হৃদয়স্বরূপ মনোরম বিলাসাদি ভাবরহস্যজ্ঞ। বাহ্যার্থ — নৃত্যগতিতে সর্বত্রপ্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে সন্নিহিত হোক। অন্য অর্থ সমান।।১১।।

যদুনন্দন --

সখি হে,
এই কান্তিপুঞ্জ মনোরম[১]।
আমার হৃদয় মাঝে, চিত্তে[২] স্থিত লীলা সাজে,
স্ফূর্তিরূপে দিছে দরশন।। ধ্রুবপদ ।।
রাসে গোপাঙ্গনা ছাড়ি, যাঞা[৩] কুঞ্জ-লীলাবাড়ী,
সঙ্গে লৈয়া রাই সখা[৪] বৃন্দ।
করু তথা রাসকেলি, আনন্দমোহন[৫] মেলি,
তবে মোর নেত্র হয়[৬] ধন্য[৭]।।
নবকিশোর[৮] নটশ্যাম, নবকিশোরীর কাম,
জানে সব মনের বিচার।
কিংবা তা সবার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্যময়ে,
নানা সুখ করেন প্রচার[৯]।।

চঞ্চল[৮] নৃত্যের গতি, সর্ব-সমাধান-মতি,
সর্বনারী জানে মোর কাছে।
ব্রজাঙ্গনা হৃদি হার, মাঝে সে নায়ক সার,
নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে[৮]।।
তথা অতি হর্ষভরে, ফুল্লনেত্রাম্বুজবরে,
যার শোভা অতি অদ্ভুত।
গোপাঙ্গনা হৃদি ভাব, জানি ভ্রম অনুভাব,
জানাইতে যার নেত্রদূত।।
এত বিচারিতে মনে, স্ফূর্তি হৈল সেই ক্ষণে,
রাসমধ্যে কৃষ্ণের চরণ।
যেন অন্য গোপাঙ্গনা, লৈয়া[৯] কৈল সুযোজনা,
তাহে বাড়ে লালসার গণ।। ১১।।

পাঠান্তর -- ১ মনোহর (ক) ২ স্থির (খ) ৩ যায় (ক, খ) ৪ সখীবৃন্দ (ক, খ) ৫ আনন্দে (ক, খ) ৬-৬ (ক, খ) ভাঙ্গে ধন্ধ (ক, খ) ৭-৭ ক - পুথিতে নাই ৮ ক - পুথিতে নাই, ৯ কুচে (ক, খ)।

নিখিল-ভুবন-লক্ষ্মী-নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথী-গর্ব-সর্বঙ্কষাভ্যাম্।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়ি গাঢ়াদৃতাভ্যাং
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্।। ১২।।

অন্বয় -- নিখিল-ভুবন-লক্ষ্মী-নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং কমলবিপিনবীথী-গর্ব-সর্বঙ্কষাভ্যাং প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং চেতঃ কিমপি বহতু।।১২।।

অন্বয় অনুবাদ -- বৈকুণ্ঠাদি সর্বলোকস্থ শোভানিচয়ের কেলিগৃহস্বরূপ, কমলবনশ্রেণীর গর্বনাশক সৌগন্ধ্যাদিবিশিষ্ট, এবং প্রণতজনমাত্রকেই অভয়দানরূপ অপরিমিত গৌরববিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে আমার চিত্ত অনির্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হোক।।১২।।

অনুবাদ -- শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্ম নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্যলীলার আস্পদ, যে পাদপদ্ম কমলশ্রেণীর শোভার গর্বকে খর্ব করে, যে পাদপদ্ম প্রণতজনের আশ্রয়দানে অত্যন্ত সামর্থ্যযুক্ত বলে আদৃত, সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে আমার চিত্ত বিশেষ অনির্বচনীয় সুখ প্রাপ্ত হোক।।১২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ 'অন্যা তদঙ্‌ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাদি'তিবৎ কয়াপি হৃদি ন্যস্তং তৎ-পদকমলং দৃষ্ট্বা সহর্ষলালসমাহ -- চেতঃ। শ্রীরাধায়া ইতি শেষঃ। 'মদীয়হৃদয়ে অরুণপাদ-সরোরুহাভ্যামাক্রীড়তামি'ত্যগ্রেঽপ্যুক্তেঃ। কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং কিমপি তৎস্পর্শসুখং বহতু। কীদৃগ্‌ভ্যাম্? — কমলবিপিনবীথীনাং তচ্ছ্রেণীনাং পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদকানাং শৈত্য-

---

টীকার অনুবাদ -- রাসলীলায় অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হলে 'অন্য কোন বিরহসন্তপ্ত গোপী শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্ম স্বীয় সন্তপ্ত স্তনোপরি স্থাপন করলেন।' ইত্যাদি (ভাগবত ১০/৩২/৫) লীলার মত কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের পদকমল নিজ হৃদয়ে স্থাপন করে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করছেন, তা দেখে লীলাশুক লালসার সহিত সহর্ষে বললেন -- শ্রীরাধার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পদকমল হৃদয়ে ধারণ করে তৎস্পর্শজ সুখ অনুভব করুন, -- ইহাই লীলাশুকের অভিপ্রায়। অর্থাৎ নিভৃতকুঞ্জে শ্রীরাধার বিলাস যাতে সুসম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। তাই বললেন, এইরূপ অরুণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণপদকমল আমার হৃদয়ে ক্রীড়া করুক। পরেও বলবেন (শ্লোক ১৫) 'সেই শ্রীকৃষ্ণপদকমল স্পর্শজনিত কোন অনির্বাচ্য সুখ আমার চিত্ত বহন করুক।' সেই পদকমলের বৈশিষ্ট্য

সৌগন্ধ্য-কৌমল্য-সৌন্দর্য-মকরন্দালিধ্বনিমত্তাদিগুণৈর্যো গর্বস্তস্য সর্বঙ্কষে ছেদকে যে তাভ্যাম্। তথা নিখিলে ভুবনে যা লক্ষ্ম্যঃ শোভা-সম্পত্তয়স্তাসাং নিত্যলীলাস্পদে কেলিগৃহরূপে যে তাভ্যাম্। তথা প্রকর্ষেণ নমন্তীনাং হৃদি তদর্পণার্থমুপবিশন্তীনাং তাসাং কন্দর্পতাপাদিভ্যো যদভয়দানং তত্র যা প্রৌঢ়িস্তয়া গাঢ়াদৃতে যে তাভ্যাম্। গাঢ়োদ্ধতাভ্যামিতি পাঠে, তদ্দানে গাঢ়োদ্ধতে যে তাভ্যাম্। কিংবা তয়া সহ রহোলীলান্তে তৎসংবাহনং কুর্বতো মম চেত ইতি। বাহ্যে তু, তাভ্যাং কিমপি তৎপ্রাপ্তিসুখং বহতু। বৈকুণ্ঠাদীনাং নিখিলভুবনানাং যা লক্ষ্ম্যঃ সম্পত্তয়স্তাসাং তাদৃগ্‌ভ্যাম্। কিংবা নারায়ণাদিতদংশানাং প্রেয়স্যো যা লক্ষ্ম্যস্তাসাং তৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া মানসী যা রাসাদিলীলা তৎ প্রাপ্তয়ে ধ্যেয়ত্বেন মনস আশ্রয়াভ্যাম্। 'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ' ইত্যুক্তেঃ। ভক্তানামভয়দানে 'সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম' ইত্যাদিরূপা যা প্রৌঢ়িস্তত্রাদৃতাভ্যাম্। অন্যৎ সমম্।। ১২।।

কি? সেই পদকমল কর্তৃক কমলশ্রেণীর গর্ব খর্ব হয়েছে। কেননা, কমলের শোভা বা বৈভব বলতে পঞ্চেন্দ্রিয় - আহ্লাদক — অর্থাৎ শীতলতা, সৌগন্ধ্য, সুকুমারতা, সৌন্দর্য ও মকরন্দ এবং মকরন্দপানে প্রমত্ত অলিকুলের গুঞ্জন, এইগুলি হল কমলের বৈভব; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের নিকট কমলশ্রেণীর ওই সকল গুণ অতীব অকিঞ্চিৎকর। তাই বললেন, কমলশ্রেণীর শোভার যে গর্ব, সেই গর্বের খর্বকারী শ্রীকৃষ্ণপদকমল। আরও বললেন, নিখিল ভুবনের অর্থাৎ প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের যে শোভাসম্পত্তি, এমন কি নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্যলীলার আস্পদ – বা কেলিগৃহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল। আরও বললেন, যাঁরা ওই পদকমলে প্রকৃষ্টরূপে নত হন অর্থাৎ হৃদয় অর্পণ করার জন্য যাঁরা ওই পদকমল হৃদয়ে ধারণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ অভয়দানে তাঁদের কন্দর্পতাপাদি দূর করেন। এজন্য ব্রজবধূগণ গাঢ়ভাবে আদরের সহিত ওই পদকমলের সেবা করেন। 'গাঢ়োদ্ধতাভ্যাম্' পাঠান্তরে অর্থ হবে — এই পদকমল কন্দর্পতাপ প্রশমনরূপ অভয়দানে সমর্থ, সুতরাং প্রণত গোপীগণ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধৃত। কিংবা ব্রজগোপীগণের সহিত রহোলীলার অন্তে ওই পদকমল সংবাহনের দ্বারা আমার চিত্ত উহার স্পর্শজনিত সুখ অনুভব করুক।

বাহ্যার্থ হল – শ্রীকৃষ্ণের পদকমল থেকে প্রাপ্ত বিশেষ অনির্বচনীয় সুখ আমার প্রিয় সখী অনুভব করুক এবং সেই অনুভবসুখ আমার চিত্ত বহন করুক। বৈকুণ্ঠাদি অখিল ভুবনের যে সমস্ত লক্ষ্মী – অর্থাৎ শোভা সৌন্দর্যাদি সম্পত্তি তার আশ্রয়স্থল হল শ্রীকৃষ্ণের পদকমল। অথবা বৈকুণ্ঠে নারায়ণাদি যত অংশাবতার আছেন তাঁদের প্রেয়সীগণও গোপীগণের ন্যায় রাসাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণপদকমল প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায়

নিরন্তর মনে সেই রাসাদিলীলা ধ্যান করেন এবং মনে মনে সেই পদকমলকে আশ্রয় করে তপস্যা করে থাকেন। ইহা ভাগবতে (১০/১৬/৩৬) 'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎতপঃ' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হয়েছে। আবার এই পদকমল ভক্তগণের অভয়দানে প্রচুর সামর্থ্যযুক্ত। "প্রপন্ন ব্যক্তি একবারও যদি প্রার্থনা করে, আমি তোমার আশ্রিত, তা হলে আমি সর্বতোভাবে অভয় দান করি, ইহাই আমার ব্রত' ইত্যাদি (রামায়ণ ৬।১৮।৩৩) ভগবদ্বাক্যে যে সামর্থ্যযুক্ত, তা অনাদর করে যারা অন্য উপায়ে অভয় লাভের চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অন্য অর্থ সমান।।১২।।

যদুনন্দন —

অরুণ সরোজ জিনি, পদদ্বন্দ্ব সুলাবণি,[১]
সদা স্ফুরু আমার হৃদয়ে।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রাধাসঙ্গে লীলাকাযে,
অতি শীঘ্র করহ উদয়ে।। ধ্রুবপদ ।।
প্রফুল্ল কমল-বন- শ্রেণী[২] অতি বিলক্ষণ,
গন্ধ শৈত্য মৃদু মধু[৩] শোভা।
ইহার যতেক গর্ব, পদশোভা নাশে সর্ব,
পঞ্চেন্দ্রিয় করে অতি লোভা।।
বৈকুণ্ঠাদি[৪] লক্ষ্মী যাতে, বাঞ্ছে ব্রজলীলামৃতে,
না পাইয়া ব্যাকুল সদায়[৪]।
অনন্ত ভুবনে যত, শোভা আছে কত কত,
কৃষ্ণপদ তাহার আলয়।।
তথা ব্রজ কিশোরিকা, অনঙ্গতাপিতাধিকা,
উন্নত উরজে সদা ধরে।
সে তাপ নাশিতে অতি, যার হয় প্রৌঢ়মতি,
সেই পদ সংবাহিব করে।।
এত কহি দেখে পুনঃ, গোবিন্দের নেত্র যেন,
রাই-কেলিকুঞ্জে যাইবারে।
সঘন প্রেরণ করে, অন্য তাহা নাহি হেরে,
প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক[৫] পড়ে[৫]।। ১২

পাঠান্তর — ১ সুবলনি (খ) ২ শোভা (খ) ৩ মন্দ (ক) ৪-৪ পুথিতে নাই, ৫-৫ সদা রহে (ক)

প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ।। ১৩।।

অন্বয় — প্রাণনাথঃ কিশোরঃ প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং প্রতিপদং ললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাং প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং নঃ হৃদয়ে প্রবহতু।।১৩।।

অন্বয় অনুবাদ -- শ্রীরাধার প্রতি প্রীতিপূর্ণ অতিশয় শোভার আশ্রয় নিমেষে নিমেষে অতি মনোহর, প্রতিদিন নবনবায়মান, ক্ষণে ক্ষণে অধিক শোভাদ্বারা উচ্ছলিত ও প্রস্ফুরিত লোচনযুক্ত নবযৌবনস্থ প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হোক ।।১৩।।

অনুবাদ — আমাদের প্রাণনাথ কিশোর পরম শোভার আশ্রয়স্থল। প্রতিপদে যা ললিত, প্রত্যহ যা নূতন, প্রতিক্ষণেই যা অধিকতর সুখবর্ধনশীল, সেই প্রণয়পরিণত প্রস্ফুরিত লোচনদ্বয় দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সেই প্রাণনাথ প্রবাহিত হোক ।।১৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথান্যালক্ষিতদৃগ্‌ভঙ্গ্যা নিকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তমালোক্য সাশ্চর্যহর্ষোৎকণ্ঠমাহ — অয়ং প্রাণনাথঃ কিশোরো নঃ সর্বাসাং সখীনাং হৃদয়ে প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং শ্রীরাধিকাবিষয়কপ্রণয়রসপ্রবাহরূপেণ প্রবহতু। সর্বা আপ্লাবয়ত্বিত্যর্থঃ। হৃদয়ে তৎতুল্যায়াং শ্রীরাধায়ামিতি বা। লোচনাভ্যাং স্ফুরন্নিতি বা, অত্র সানুস্বারোচ্চারণম্। কীদৃগ্‌ভ্যাম্? — শ্রীরাধাবিষয়কপ্রণয়েরেব পরিণতাভ্যাং ঘটিতাভ্যাম্। শ্রীঃ শোভা

টীকার অনুবাদ -- অনন্তর অন্য গোপীগণের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে রহোকেলির (গোপনবিলাসের) নিমিত্ত শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরণ করছেন; তা দেখে লীলাশুক বিস্ময়, হর্ষ ও উৎকণ্ঠার সহিত বলছেন -- এই প্রাণনাথ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুরিত নয়নের দ্বারাই তোমাদের সকল সখীর মনে রাধা-বিষয়ক প্রণয়রস-প্রবাহরূপে বহমান হতে থাকুন -- সকলকে শ্রীরাধাপ্রেমে প্লাবিত করুন, কিংবা তদ্রূপে শ্রীরাধার হৃদয়ে সদা প্রস্ফুরিত লোচনের মাধুরিতে মগ্নচিত্ত হয়ে তাহাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করছেন। সেই নয়নদুটি কেমন? রাধাবিষয়ক প্রণয়ের পরিণতিস্বরূপ -- বা প্রণয়ঘটিত পরম শোভার আলম্বন বা আশ্রয়স্থল। পুনরায়

তদ্ভরস্যালম্বনাভ্যাং আশ্রয়াভ্যাম্। পুনঃ সবিচারমাহ -- প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্। হ্যো যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিসুন্দরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সবিমর্শমাহ, —প্রতিমুহুঃ ক্ষণে ক্ষণেঽধিকাভ্যাং প্রণয়শোভাদিভিরুচ্ছলিতাভ্যাম্। অদ্যৈব তদানীং যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিমধুরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সশঙ্কমাহ, — প্রতিপদং পদে পদে নিমিষে নিমিষে ললিতাভ্যাম্। ইদানীং নিমিষান্তরে যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিমনোহরে ইত্যর্থঃ। অনুরাগস্বভাবোঽয়ং যৎ সবিষয়ং নবং নবমিবানুভাবয়তি। তথা হি, 'প্রতিসবাভিনবমিতি'। তথাপি, 'তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবমিতি' বা। বাহ্যে তু, শ্রীঃ সর্বসম্পত্তিঃ। তৎকটাক্ষৈণৈব তৎপ্রাপ্তেরন্যৎ সমম্।। ১৩।।

বিচার করে বললেন -- সেই নয়নশোভা প্রত্যহ নূতন থেকে নূতনতর হয়, অর্থাৎ প্রথম দর্শনে যে শোভা, দ্বিতীয় দর্শনে তাহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দর শোভা দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা ওই শোভার বর্ধনশীলতা ও অসীমতা সূচিত হল। পুনরায় তিনি বিচার করে বললেন, ক্ষণে ক্ষণে নয়নযুগলের শোভা অধিক থেকে অধিকতর হয়ে সেই প্রণয়শোভাদি উচ্ছ্বসিত, অর্থাৎ পূর্বে যে শোভা দৃষ্ট হয়েছিল, এখন তা থেকেও অধিক সুন্দর অধিক মধুর বলে প্রতিভাত হচ্ছে। পুনরায় সশঙ্কে বললেন -- পদে পদে, নিমিষে নিমিষে ললিত -- বা অতিসুন্দর বলে অনুভব হচ্ছে। ইদানীং যে সৌন্দর্য যে মাধুর্য উপলব্ধি হল নিমেষান্তরে তা থেকে আরও অতিমনোহর মাধুর্যের অনুভব হল। অনুরাগের স্বভাবই এই রকম -- প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান হয়ে সদা অনুভূত প্রিয়জনকেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায় -- প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে। বলা হয়েছে 'প্রতিসবাভিনবম্' ইত্যাদি (ভাগবত ১০/৪৪/১৪)। তথাপি 'শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলের মাধুর্য প্রতিক্ষণে বর্ধনশীল হয়ে বা নবনবায়মান রূপে অনুভব হয়' (ভাগবত ১।১১।৩৩)।

বাহ্যার্থ -- শ্রী অর্থাৎ সর্বসম্পত্তি (শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষের দ্বারা সেই সম্পত্তি) লাভ হয়। অন্য অর্থ সমান ।। ১৩।।

যদুনন্দন --

সখি হে,
প্রাণনাথ কিশোর আকার[১]।
প্রফুল্ল লোচনদ্বয়, রাধা প্রতি প্রেমময়,
প্লাবি রহু হৃদয়ে আমার।। ধ্রুবপদ ।।
প্রণয়-প্রবাহময় রাধার বিষয়ে হয়,
সে প্রবাহ রহুক হৃদয়ে।

তোমা সবার চিত্তে রহু, রাধার[১] হৃদয়ে বহু,
গোবিন্দের নেত্র সরসময়ে।।
পুনঃ বিচারয়ে মনে, কৈছে সেহ দুনয়নে[৩],
প্রত্যহ নূতন হেন লয়[৪]।
পূর্ব দিনে যে দেখিল, তাহা[৫] হইতে এ লখিল,[৫]
কভু নাহি দেখি তেঁহ[৬] লয়[৬]।।
কহিতে সশঙ্ক হৈলা, নিরখিয়া বিচারিলা,
সুললিত নিমিষে[৭] নিমিষে।
এখনি দেখিল যাহা, নিমিষ অন্তরে তাহা,
অতিশয় মাধুরী বরিষে[৮]।।
অতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে,
গোবিন্দের প্রতি অঙ্গগণ।
'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
ভাগ্যবান করে আস্বাদন।।
পুনঃ দেখে কৃষ্ণমুখ, মন্দ হাসি রসকূপ,
অন্তরে আনন্দ অন্যভাবে।
সে হাসিতে রাধিকারে, কহে কুঞ্জে যাইবারে,
দেখি হৃদে[৯] সুখ অনুভাবে[৯]।। ১৩।।

পাঠান্তর -- ১ আমার (ক, খ) ২ রাইর (ক, খ) ৩ দীনজনে (খ) ৪ যে (ক, খ) ৫-৫ সেই সব সত্য হইল (ক); তাহা অন্য না হইল (খ) ৬-৬ হেন সে (ক, খ) ৭ নিবিড় (খ) ৮ বিশেষে (ক, খ) ৯-৯ সুখ ছলে হৃদি লাভে (ক, খ) ।

মাধুর্যবারিধিমদাম্বুতরঙ্গভঙ্গী-
শৃঙ্গারসঙ্কুলিতশীত-কিশোরবেশম্।
আমন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিম্বম্
আনন্দসংপ্লবমনু প্লবতাং মনো মে ।।১৪।।

অন্বয় — মে মনঃ আমন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিম্বং মাধুর্যবারিধিমদাম্বুতরঙ্গভঙ্গী-শৃঙ্গারসংকুলিতকিশোরবেশম্ আনন্দসংপ্লবম্ অনুপ্লবতাম্।।১৪।।

অন্বয় অনুবাদ — আমার মন মন্দহাসযুক্ত মনোহরবদনচন্দ্রমণ্ডলবিশিষ্ট সেই বদনচন্দ্রমণ্ডলদর্শনে উচ্ছলিত মাধুর্যসাগরের জগন্মোহক অম্বুরাশির অধিকতর উচ্ছলনপরিপাটিযুক্ত শৃঙ্গার রসবেশব্যাপ্ত সর্বতাপহর কিশোরোচিত বেশযুক্ত বা সুন্দর বেশযুক্ত সর্বতাপহর কিশোররূপবিশিষ্ট সেই ভাসমান আনন্দময় বস্তুর সহিত উন্মজ্জন-নিমজ্জনরূপ ক্রীড়া করিতে থাকুক।।১৪।।

অনুবাদ — মাধুর্যরাশির মত্ততারূপ তরঙ্গভঙ্গি দ্বারা যে শৃঙ্গার (বেশরচনা) তদ্দ্বারা সর্বতাপহর যে কিশোরবেশ এবং মৃদু হাসির দ্বারা সুললিত যে মুখচন্দ্রবিম্ব তা আনন্দপ্রবাহ, সেই প্রবাহে আমার মন বার বার হাবু ডুবু খাক।।১৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

তথা সস্মিতমুখোদ্‌গতভাবাদিনা তাং প্রেরয়ন্তং তদানন্দোচ্ছলিতং তং বীক্ষ্য সহর্ষমাহ -- ইদমানন্দসংপ্লবং সর্বাপ্লাবকোচ্ছলিতানন্দপ্রবাহং মে মনোঽনু প্লবতাম্ উন্মজ্জননিমজ্জনাদিভিরত্রৈবাক্রীড়তাম্। কীদৃশম্? — আমন্দোঽতিমন্দস্তয়ৈব গম্যো যো হাসস্তেন ললিতমাননচন্দ্রবিম্বং যস্য। তথা চন্দ্রাংশূচ্ছলিতো যো মাধুর্যবারিধিস্তত্রোদ্‌গতা যে কন্দর্পমদাস্ত এবাম্বুতরঙ্গা যস্মিন্। তাদৃশশ্চ ভঙ্গ্যা যঃ শৃঙ্গারো বেষরচনং তেন

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ হাস্যময় মুখোদ্‌গত ভাবাদি দ্বারা সকলের অলক্ষ্যে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে যেতে ইঙ্গিত করছেন। সেই আনন্দোচ্ছলিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে লীলাশুক সহর্ষে বলছেন — এই আনন্দসংপ্লবে (যে আনন্দের বন্যা সবকিছু প্লাবিত করে) উচ্ছলিত আনন্দপ্রবাহে আমার মন নিরন্তর উন্মজ্জন ও নিমজ্জন(হাবু ডুবু)রূপ ক্রীড়া করতে থাকুক। সেই হাস্য কেমন? আমন্দ — মৃদু মন্দ হাস্য, তা কেবল শ্রীরাধারই গম্য। এই রকম ললিত মুখচন্দ্রবিম্বের মন্দহাস্যরূপ কিরণে মাধুর্যবারিধি উচ্ছলিত হয়ে তরঙ্গমালা বিস্তার করেছে। অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণে (আকর্ষণে) সাগর যেমন উচ্ছলিত হয়, সেই রকম শ্রীকৃষ্ণের ললিত মুখচন্দ্রবিম্বের মন্দহাস্যরূপ কিরণে মাধুর্যবারিধি উচ্ছলিত হয় এবং সেই উচ্ছলিত মাধুর্যবারিধি থেকে উত্থিত কন্দর্পমদের তরঙ্গরূপ যে শৃঙ্গার, তাহাই হল

সংকুলিতো যুক্তশ্চ শীতঃ সর্বতাপহরশ্চ কিশোরবেষস্তদ্বপুর্যস্য। 'বেশো বপুষি চেতি' কোশাৎ। তত্তরঙ্গভঙ্গৈব শৃঙ্গারো বা। তত্তরঙ্গভঙ্গীশৃঙ্গারাভ্যাং সংকুলিত ইতি বা। বাহ্যে, — সম এবার্থঃ।। ১৪।।

শ্রীকৃষ্ণের বেশরচনা। এই শৃঙ্গারসংকুলিত মূর্তিই শ্রীকৃষ্ণ। তথাপি শ্রীকৃষ্ণমূর্তি সুশীতল — সর্বসন্তাপক কামের উত্তাপনিবারক বলে শীতল। আর এই কিশোর বেশই তাঁর বপু। কেননা, বেশ শব্দে বপুও বুঝায় (বিশ্বকোশ)। অতএব সেই মাধুর্যবারিধির তরঙ্গভঙ্গিরূপ শৃঙ্গারসংকুলিত (সৌন্দর্যময়) বপু। অথবা শৃঙ্গার শব্দে বেশরচনাও বুঝায়। অতএব সুন্দর বেশরচনার দ্বারা সংকুলিত (ব্যাপ্ত) শ্রীকৃষ্ণবপু।

বাহ্যার্থ — সর্বপ্লাবক আনন্দপ্রবাহ আমার মনকে ডুবিয়ে ও ভাসিয়ে নিরন্তর ক্রীড়া করুক। অন্য অর্থ সমান।।১৪।।

যদুনন্দন —

সখি হে, —
এই[১] যে[১] আনন্দসিন্ধুমাঝে।
মোর মন নিমজ্জন, উন্মজ্জন অনুক্ষণ,
বিহরহু[২] রসলীলা কাযে।। ধ্রুবপদ ।।
রসকেলি[৩] রসমাঝে[৩], শ্যাম নটবর-সাজে,
চন্দ্রবিম্ব বদন-সুষমা।
তাতে অতি মন্দস্মিত, রাই র অগম্য রীত,
যার সেই হাস্য মধুরিমা।।
সেই মুখচন্দ্র ছটা, বহু-চন্দ্রকান্তি-ঘটা,
উছলে মাধুর্যসিন্ধু তায়।
তাহাতে উদ্যত কত, কন্দর্পের মত[৪] যত,
সমুদ্রেতে[৫] জল সেই হয়।।
নানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই[৬] তরঙ্গের মাতে[৬],
মদন অনঙ্গ[৭] তার নাম।
তাহাতে রচনা[৮] বেশ, যাহাতে ভুলায় দেশ,
সেই মুক্তা[৯] অতি অনুপম।।
কিশোর বয়স বেশ, সর্ব তাপহরাশেষ,
অতি সুশীতল কৃষ্ণ-অঙ্গ।

শৃঙ্গার-তরঙ্গ-ভঙ্গী, তরঙ্গ শৃঙ্গার সঙ্গী,
সংগলিত মাধুর্য-তরঙ্গ।।
এতেক কহিতে পুনঃ, আর দেখে মনোরম,
সঙ্কেত মধুর বেণুধ্বনি।
রাইর অগম্য যাহা, প্রকাশে গোবিন্দ তাহা,
রাসমধ্যে শুনে সর্ব জনি[১০]।।
যমুনা-নির্মল জলে, প্রফুল্ল-কমল-ভরে,
তাহার নিকট তিরোপরে।
প্রফুল্ল অশোক কুঞ্জে, ঝঙ্কারে ভ্রমরা পুঞ্জে,
তথা যাইতে কহেন রাইরে।।
দেখিয়া গোবিন্দ-রীত, লীলাশুক হরষিত,
কহে নিজ সব[১১] সখীগণে।
অতিশয় শ্লাঘ্য[১২] মানি[১২], কহে কৃষ্ণ মর্মবাণী[১৩],
এক শ্লোক করি উচ্চারণে।। ১৪।।

পাঠান্তর — ১-১ সেই (ক); সে রস (খ) ২ বিহরয় (ক, খ) ৩-৩ রাসকেলি রস মাঝে (ক) ; রাসরসকেলি (খ) ৪ মদ ৫ সে সিন্ধুতে (ক, খ) ৬-৬ সেইত তরঙ্গ তাতে (খ) ৭ তরঙ্গ (ক, খ) ৮ চরণা (ক, খ) ৯ যুক্ত (ক, খ) ১০ প্রাণী (খ) ১১ সম (ক, খ) ১২-১২ শ্লাঘা মানি (ক, খ) ১৩ নর্মবাণী (ক, খ)।

অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈর্
আস্বাদ্যমান-নিজবেণুবিনোদনাদম্।
আক্রীড়তামরুণপাদসরোরুহাভ্যাম্
আর্দ্রে মদীয়হৃদয়ে ভুবনার্দ্রমোজঃ।। ১৫।।

অন্বয় — অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈরাস্বাদ্যমান-নিজবেণুবিনোদনাদং ভুবনার্দ্রমোজঃ অরুণ-পাদসরোরুহাভ্যাম্ আর্দ্রে মদীয়হৃদয়ে আক্রীড়তাম্।।১৫।।

অন্বয় অনুবাদ — স্বাভাবিক সুন্দর মুখপদ্মের মনোহর ভাববৃন্দসহ নিজবেণুর আনন্দদায়ক গীতআস্বাদনকারী জগৎস্নিগ্ধকর জ্যোতির্ময়মূর্তি আমার স্নিগ্ধ হৃদয়ে অরুণবর্ণপাদপদ্মদ্বারা নৃত্য করতে থাকুন।

অথবা, যাঁর সঙ্কেতরূপ বেণুনাদ শ্রীরাধা আস্বাদন করছেন এরূপ জগৎস্নিগ্ধকর জ্যোতির্ময়মূর্তি আমার স্নিগ্ধহৃদয়ে স্বাভাবিক সুন্দর মুখপদ্মের ভাববৃন্দসহ অরুণবর্ণ পাদপদ্ম দ্বারা নৃত্য করতে থাকুন।।১৫।।

অনুবাদ — স্বাভাবিক মনোহর মুখকমলের সুন্দর ভাবধারা থেকে অনুমিত হয় যে, যিনি স্বীয় বেণুর মধুর ধ্বনি নিজেই আস্বাদন করেন, সেই ওজঃব্যঞ্জক ভুবনার্দ্রকারী শ্রীকৃষ্ণ তার অরুণবর্ণ চরণকমল আমার সিক্ত হৃদয়ে স্থাপন করে ক্রীড়া করুন।।১৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ তয়ৈব গম্যৈঃ সঙ্কেতবেণুনাদাদ্যৈর্নীরজ-রাজিত-যমুনানীর-নিকট-তীর-বানীরকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তং বিলোক্য সশ্লাঘমাহ— পূর্বরীত্যা ইদমোজো মদীয়ানাং সখীজনানং হৃদয়ে তত্তুল্যায়াং রাধায়াং তদ্গুণ এব বা অরুণপাদসরোরুহাভ্যাম্ আ সম্যক্ ক্রীড়তাম্। কীদৃশে?— আর্দ্রে তৎপ্রেমস্নিগ্ধে। তাভ্যামার্দ্রে বা। বিচ্ছেদে প্রতপ্তহৃদস্তৎস্পর্শেনৈব স্নিগ্ধতোৎপত্তেঃ। তদুক্তম্ — 'তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি

টীকার অনুবাদ — অন্য গোপীগণের অগম্য, কিন্তু শ্রীরাধার বোধগম্য বেণুনাদাদি সঙ্কেতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কমলরাজিশোভিত যমুনার নিকট তীরস্থ বানীরকুঞ্জে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করছেন। তা দেখে শ্লাঘার সঙ্গে লীলাশুক বলছেন -- এই ওজ (ওজ শব্দে তেজোময় বস্তু, পূর্বশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রকারে জ্যোতি বলে উল্লেখ করেছেন, সেই প্রকার এই ওজ বলেছেন) বা তেজোময় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকল সখীর হৃদয়ে বা আমাদের সখীগণের হৃদয়তুল্য যে শ্রীরাধা, সেই শ্রীরাধার হৃদয়ে অরুণবর্ণ পদকমল স্থাপন করে সম্যক্ ক্রীড়া করুন। সেই হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য কেমন? আর্দ্র, কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা

হৃচ্ছয়মিতি'। তত্র হেতুঃ— ভুবনেতি। ভুবনমেবার্দ্রং যস্মাৎ। বেণুনাদাদেস্তদার্দ্রয়তীতি বা। তথা অব্যাজমঞ্জুলং যৎ কৃষ্ণমুখাম্বুজং তস্য সঙ্কেতরূপভ্রূনেত্রান্তচালননিরক্ষর-কথনাদিরূপমুগ্ধভাবৈঃ সহ শ্রীরাধয়ৈব আস্বাদ্যমানো নিজঃ স্বপ্রেরণনিমিত্তকো বেণোর্বিনোদনাদঃ, -- 'কাঞ্চনবল্লিসঙ্গিনি ত্বরয়াম্ভবনীং বিহায় ত্বা ভ্রমরীঃ, মধুপি মধুসূদনস্ত্বাং রময়িতুমেষ্যত্যসৌ নিভৃতম্' ইত্যাদিগূঢ়প্রেরণরূপো নাদো যস্য। কিং বা, তস্যাস্তৎপ্রেরণজ্ঞানজ্ঞাপকতাদৃশমুখাম্বুজভাবৈঃ সহাস্বাদ্যমানো নিজবেণোস্তাদৃশনাদো যেন। বাহ্যে — মম হৃদয়ে প্রকাশতাম্। হৃদয়স্য প্রাকৃতত্বমাশঙ্ক্য সমাদধাতি — তৎপাদাব্জাভ্যামার্দ্রে তৎপ্রকাশযোগ্যতাং নীতে। অন্যৎ সমম্।। ১৫।।

স্নিগ্ধ হয়েছে যে হৃদয় বা শ্রীকৃষ্ণের পদকমলযুগল স্পর্শহেতু স্নিগ্ধ হয়েছে। কেননা, যে হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রতপ্ত ছিল, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের স্পর্শ পেয়ে তা স্নিগ্ধ হয়েছে। কেননা ভাগবতে (১০/৩১/৭) ব্রজদেবীগণই বলেছেন -- "তোমার পদকমল আমাদের স্তনতটে অর্পণ কর, তা হলে আমাদের কামতাপ প্রশমিত হবে।" তাহার কারণ 'ভুবন' ইত্যাদি কথায় প্রকাশ পাচ্ছে'। এই পদকমল ভুবনকে আর্দ্র করে -- ভুবনের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করে। আরও বলছেন -- অব্যাজমঞ্জুল। অব্যাজ -- অর্থাৎ কাপট্যশূন্য সহজ অনুরাগযুক্ত যে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল তা শ্রীরাধাকে কুঞ্জে প্রেরণ করার জন্য যখন স্বীয় মুখে নিরক্ষর (কোন কথা না বলে) কেবল ভ্রূনেত্রাদি চালনা করে সঙ্কেত করেন, তখন তাঁর মুখে যে মুগ্ধভাব প্রকটিত হয় সেই মুগ্ধভাবে শ্রীরাধার সহিত নিজ বেণুর বিনোদনাদ নিজেই আস্বাদ করেন। সেই বেণুর বিনোদনাদের সঙ্কেত এইরূপ — "অয়ি কাঞ্চনবল্লিসঙ্গিনি ভ্রমরি! তুমি সত্বর কমলবন ও সঙ্গিনিগণকে ত্যাগ করে দ্রুতবেগে নিভৃত কুঞ্জে যাও। তথায় মধুসূদন তোমার সঙ্গে বিহার করবেন।" এই প্রকার গূঢ় প্রেরণসঙ্কেত দ্বারা গুপ্তস্থানে লীলা করবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করেন। কিংবা শ্রীকৃষ্ণের নির্বাক সঙ্কেতাদি অর্থাৎ শ্রীরাধাকে নিভৃত কুঞ্জে প্রেরণসঙ্কেত জ্ঞাপক যে ভাব, সেই ভাবসমূহ সহ শ্রীরাধার মুখ কমলের মাধুর্য আস্বাদ্যমান শ্রীকৃষ্ণ নিজবেণুর এইরকম সুমোহন নাদ নিজেই আস্বাদ করুন।

বাহ্যার্থ -- সেই ওজঃব্যঞ্জক মূর্তির অরুণবর্ণ পদকমল আমার হৃদয়ে স্থাপন করে ক্রীড়া করুন। তোমরা বলতে পার যে আপনার কঠিন ও প্রাকৃত হৃদয়ে তিনি ক্রীড়া করবেন কি করে। (হৃদয়ের প্রাকৃতত্ব আশঙ্কা করে সমাধান করছেন) আমার কঠিন ও প্রাকৃত হৃদয় তাঁর চরণস্পর্শে আর্দ্র হয়েছে। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের

স্বপ্রকাশযোগ্যতাই সূচিত হল। অন্য অর্থ সমান।।১৫।।

যদুনন্দন —

সখি হে,
গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম।
আমা সবাকার মনে, রাধিকার সখী সনে,
সর্বভাবে করউ ক্রীড়ন।। ধ্রুবপদ ।।
পদদ্বন্দ্ব মনোরম, অরুণ অম্বুজ সম,
অতি স্নিগ্ধ অতি সুকোমল।
বিরহে প্রতপ্ত কত, গোপাঙ্গনা কুচোন্নত,
ধরি তাপ নাশে যার তল।।
বেণুনাদে[১] যা সবারে, বিদ্ধ করে মৃদুস্বরে,[১]
তা[২] সবা[২] উরোজ তাপ নাশে।
ভুবন আর্দ্রতা তায়, এই হেতু মনে ভয়[৩],
ব্যাজ ত্যজি হৃদি করু বাসে।।
অব্যাজে মঞ্জুল সার, গোবিন্দ মুখাব্জ তার
ভুরু আর নেত্রান্ত-চালনে।
নিরক্ষর কথারূপ, সঙ্কেত-কথন-ভূপ,
রাই যাহা করে আস্বাদনে।।
তাহাতে বেণুর গান, রাধিকা-প্রেরণ সান
রাই বাহিনীর[৪] সে[৪] সন্ধান।
তাতে মুগ্ধ হইয়া ধনী, সুখী হয় যাহা শুনি,
কিবা বেণু গানের বন্ধান[৫]।।
বেণু কহে—শুন ভৃঙ্গী, কাঞ্চনলতার সঙ্গী,
শীঘ্র তুমি করহ গমন।
অম্ভবন ত্যাগ করি, গুপ্তলীলা মনে ধরি ,
মধুসূদন[৬] গেলা সেই স্থান।।
ইত্যাদি[৭] নিগূঢ় কথা, কহ যে সঙ্কেত মতা,
আকর্ষণরূপ যার ধ্বনি।
কিবা সেই ভাব সনে, রাই-মুখ আস্বাদনে,
তাদৃশ মুরলী[৮] সুমোহিনী[৯]।।

জানি[৯] সে সঙ্কেত গণে[৯] না দেখি[১০] অন্যজনে[১০]
রাই গেলা সেই কুঞ্জ-মাঝে।
তাহা দেখি অলক্ষিতে, কৃষ্ণ যান সে পশ্চাতে,
লীলাশুক চলে পাছে পাছে।।
কৃষ্ণের মঞ্জীর ধ্বনি, শ্রবণেও[১১] স্ফূর্তি মানি,
হর্ষে শ্লোক কৈল[১২] উচ্চারণ।
সেই শ্লোক অর্থ যাহা, পদবন্ধে লিখি তাহা,
যাতে সুখী ভক্তগণ-মন।। ১৫।।

পাঠান্তর — ১-১ যা সভার, হৃদি করে মৃদুসার (ক, খ) ২-২ তাহার (ক, খ) ৩ ভায় ৪-৪ জানে সেই ত (ক, খ) ৫ সন্ধান (ক) ৬ মধু পুনঃ ৭ এই আদি (ক, খ) ৮-৮ করয়ে বেণুধ্বনি (ক, খ) ৯-৯ সে সঙ্কেত গান জানি (ক, খ) ১০-১০ দেখিতে অন্যজনি (ক, খ) ১১ শ্রবণেতে (ক, খ) ১২ করে (ক, খ)।

মণিনূপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ।
ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ব্রজবীথিষু।। ১৬।।

অন্বয় — বিভোঃ মণিনূপুরবাচালং তৎ চরণং বন্দে যদীয়ানি ললিতানি লক্ষ্মাণি ব্রজবীথিষু (রাজন্তে)।।১৬।।

অন্বয় অনুবাদ — কৃষ্ণের মণিময় নূপুরের ধ্বনিযুক্ত সেই প্রসিদ্ধ শ্রীচরণের বন্দনা করি, যৎ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ যার মনোহর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নসকল ব্রজের পথে পথে শোভা পাচ্ছে।।১৬।।

অনুবাদ -- ব্রজের পথে পথে যে চরণের মনোহর চিহ্ন সকল বিরাজিত, সেই মণিনূপুরের ধ্বনিতে মুখরিত ভগবানের চরণ বন্দনা করি।।১৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ তজ্জ্ঞাত্বা কুঞ্জগতাং তামন্যালক্ষিতমনুগচ্ছন্তং তং পশ্চাদ্দূরতোঽনুগচ্ছত ইব স্বস্য তনূপুরধ্বনিশ্রবণস্ফূর্ত্যা, সহর্ষমাহ — বিভোস্তাদৃগলক্ষিতগতিসমর্থস্য তত্তাদৃশং তামনুগচ্ছচ্চরণং বন্দে। কীদৃশম্? মনিনূপুরাভ্যাং বাচালম্। মার্গে তচ্চিহ্নানি দৃষ্ট্বাহ, — যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ন কেবলমত্রৈব সর্বাসু ব্রজবীথিষ্বপি। বিরাজন্ত ইতি শেষঃ। কীদৃশানি? — ধ্বজবজ্রাদিভির্ললিতানি। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব।। ১৬।।

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত জ্ঞাত হয়ে শ্রীরাধা অন্যের অলক্ষ্যে কুঞ্জে গমন করলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুবর্তী হলেন; গমনকালে তাঁর শ্রীচরণের মণিনূপুরের ধ্বনি হতে লাগল। কিছু দূর থেকে তাহা শুনে লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করলেন, আর সেই নূপুরের ধ্বনি শ্রবণস্ফূর্তিতে সহর্ষে বললেন -- বিভুর এই রকম অলক্ষিত গতিসামর্থ অর্থাৎ রাধার পশ্চাৎগমনশীল শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করি। তাঁর চরণ কি রকম? মণিময়নূপুরবাচাল। অর্থাৎ ওই চরণে নূপুর ধ্বনিত হচ্ছে বলেই তা সুন্দর হয়েছে, অথবা সেই চরণই হয়েছে মণিময় নূপুরের ধ্বনিতে বাচাল বা শব্দময়। লীলাশুক ব্রজের পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, দেখলেন যে ব্রজের পথে পথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নসকল বিরাজিত, কেবল কুঞ্জের পথে নহে, ব্রজের সর্বত্র সেই পদচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। সেই চিহ্নসকল কি রকম? ধ্বজ - বজ্র - অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা পদকমল আরও ললিত হয়েছে।

বাহ্যার্থ স্পষ্টই ।।১৬।।

যদুনন্দন --

সেই রূপ অলক্ষিত, গতির[১] যে[১] প্রভুমত,
রাধিকার পাছে পাছে যাইতে।
বন্দি সে চরণদ্বন্দ্ব, সকল-আনন্দ-কন্দ,
মাধুর্যসকল বৈসে যাতে।।
যাহাতে বাচাল মণি, মঞ্জীরের রণরণি,
শ্রবণে আনন্দময় রসে[২]।
এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা চিত্তে,
দেখিয়া বিচারে সহরিষে।।
এই পদচিহ্নগণ, এই পথে নাহি[৩] হন[৩],
কিন্তু সর্ব্বব্রজপথময়।
ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ, মীন,[৪] স্বস্তিক, গোষ্পদ চিহ্ন,
অর্ধচন্দ্রাম্বুজ যাতে হয়।। ১৬।।

পাঠান্তর -- ১-১ গতি রহে (ক, খ); ২ ভাসে (ক); ৩-৩ নাহি হেন (ক); আগমন (খ) ৪ চিন (ক); মণি (খ)।

মম চেতসি স্ফুরতু বল্লবীবিভোর্মণিনূপুরপ্রণয়ি-মঞ্জুশিঞ্জিতম্।
কমলাবনেচরকলিন্দকন্যাকালহংসকণ্ঠকলকূজিতাদৃতম্।। ১৭।।

অন্বয় — কমলাবনেচর-কলিন্দকন্যকা-কলহংসকণ্ঠকলকূজিতাদৃতং বল্লবী-বিভোর্মণিনূপুরপ্রণয়ি মঞ্জুশিঞ্জিতং মম চেতসি স্ফুরতু।।১৭।।

অন্বয় অনুবাদ — গোপীনাথের কালিন্দীর পদ্মবনে বিচরণশীল রাজহংসগণের অস্ফুট মধুর কণ্ঠধ্বনিদ্বারা সমাদৃত অর্থাৎ প্রশংসিত মণিনূপুরের ধ্বনির সহিত সমস্বরে ধ্বনিত তাঁর মধুরমনোহর ভূষণধ্বনি অথবা শ্রীরাধার মধুরমনোহর নূপুরধ্বনি আমার চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হোক।।১৭।।

অনুবাদ — কালিন্দীর (যমুনার) কমলবনে বিচরণকারী কলহংসের কণ্ঠনিঃসৃত কূজন থেকেও সুমধুর গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের মণিময় নূপুরের মনোজ্ঞ ধ্বনি আমার চিত্তে স্ফুরিত হোক।।১৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ পদ্মষণ্ডমণ্ডিতযমুনা-সন্ন-বানীর-কুঞ্জে তয়া সহ রমমাণস্য তস্য নূপুরয়োর্ধ্বনিং সখীভিঃ সহাগত্য বহিঃ স্থিত্বা শৃণ্বন্নিব সলালসমাহ, — বল্লবী তচ্ছ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা তস্য বিভো রমণস্য শিঞ্জিতং ভূষণধ্বনির্মম চেতসি স্ফুরতু। কস্য ভূষণস্যেত্যাহ, — মণিনূপুর-প্রণয়ি। কেলিবিশেষেণোর্ধ্বস্থিতশ্রীচরণয়োর্নূপুরোদ্ভবমিত্যর্থঃ। অতো মঞ্জু মনোহরম্। কিং বা তস্যাঃ প্রণয়ঃ সূচ্যত্বেন বিদ্যতে যস্য তৎপ্রণয়ি। তচ্চ মঞ্জু মনোজ্ঞঞ্চ। তৎ তাদৃশং মণিনূপুরয়োর্যৎ শিঞ্জিতং তৎ। তথা কমলা লক্ষ্মীস্তস্যা

টীকার অনুবাদ — পদ্মশ্রেণীমণ্ডিত যমুনার তীরবর্তী বানীরকুঞ্জে শ্রীরাধা সহ রমমাণ শ্রীকৃষ্ণের বিহার হচ্ছে এবং বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলস্থিত নূপুরের ধ্বনি হচ্ছে। তৎকালে লীলাশুক নিজযূথের (দলের) সখীগণের সঙ্গে সেই কুঞ্জের বাইরে থেকে ওই ধ্বনি শুনে লালসার সহিত বলছেন — 'বল্লবীবিভোঃ' ইত্যাদি। বল্লবী শব্দে বুঝায় গোপরমণী, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধা। তাঁর বিভু বা রমণ শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীরাধারমণের ভূষণের ধ্বনি আমার চিত্তে স্ফুরিত হোক। কার ভূষণের ধ্বনি? মণিনূপুরের প্রণয়ী কেলিবিশেষে ঊর্ধ্বস্থিত শ্রীচরণের নূপুর থেকে উদ্ভূত ধ্বনি। অতএব মনোহর। কিংবা শ্রীরাধার প্রণয়, বিদ্যমান বলে উহা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ি, সুতরাং অতি মনোজ্ঞ। এই রকম মনিনূপুরের যে শিঞ্জন, তাহা অতি মধুর। তাৎপর্য এই, ভূষণধ্বনি মিশ্রিত। এর দ্বারা লীলাবিশেষ (বিপরীত বিহার) সূচিত হচ্ছে। আর কমলা (লক্ষ্মী), তাঁর আলয় কমলবন, সেই কমলবনে বিচরণকারী কলহংসের যে কলকণ্ঠকূজন, তা

বনেচরাঃ পদ্মবনেচরাঃ যে কলিন্দকন্যকায়াঃ কলহংসাস্তৈঃ কলকণ্ঠকূজিতৈরাদৃতং তৎসাম্যশিক্ষার্থমাদরেণাভ্যসিতম্। তেষাং কলকূজিতৈঃ শ্লাঘিতং বা। বাহ্যে — তৎস্ফূর্ত্ত্যোক্তিঃ। অর্থঃ স এব।। ১৭।।

অতি সুমধুর হলেও শ্রীরাধারমণের মণিনূপুরধ্বনির কাছে তা হার মানে অর্থাৎ কলহংসের কাকলি তো অতি তুচ্ছ বোধ হয়। কিংবা সূর্যকন্যা যমুনার কমলবনবিহারী কলহংস সেই নূপুরের ধ্বনির সাম্যশিক্ষার্থ আদরের সহিত অভ্যাস করে, অর্থাৎ সেই নূপুরধ্বনিকে সমাদর করে।

বাহ্যার্থ – বল্লবীবল্লভের সেই মণিময় নূপুরের মধুর ধ্বনি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হোক। অন্য অর্থ সমান।।১৭।।

যদুনন্দন —

যমুনার তীরকুঞ্জে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে,
আসি করে নানান বিলাস।
দোঁহার নূপুর ধ্বনি, কুঞ্জ মাঝে তাহা শুনি,
লীলাশুক[১] লালসা প্রকাশ।।
নিজসম-সখী-সনে, রহি কুঞ্জ বাহ্য স্থানে,
সেই স্ফূর্তি মানিয়া অন্তরে।
ভাবাবেশে নিজসুখে, শ্লোকবন্ধে পরকাশে,
যাহার শ্রবণে মন হরে।।
এই গোপাঙ্গনা-শ্রেণী, তাহার যে শিরোমণি,
রাধা সুধামুখী অতি ধন্যা।
তার প্রভু শ্যামচন্দ্র, সর্বানন্দ রসিকেন্দ্র[২]
সদা মোর চিত্তে স্ফুরু রম্যা।।
যে মঞ্জু মঞ্জীরমণি, রাধিকা প্রণয় ভণি,
যার ধ্বনি শ্রুতি-মনোহর।।
রাইর মঞ্জীরধ্বনি, শুনে যেই প্রণয়িনী,
সে স্ফুরুক আমার অন্তর।।
কালিন্দী কমলবন, চরে যেই হংসগণ,
তার কণ্ঠধ্বনি জিনি ধ্বনি।
তাহার আদর করে, সে মঞ্জীর ধ্বনিবরে,
সে ধ্বনি শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী।।

কিংবা সেই হংসগণ, স্বকণ্ঠ কূজিতগণ,
শ্লাঘা করে যেই সর্বক্ষণে।
সেই কৃষ্ণ-নূপুরধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি,
স্ফূর্তি হব[৩] স্বভাব-লক্ষণে।। ১৭।।

পাঠান্তর — ১ তবে তার (ক); ২ রসস্কন্দ; ৩ হউ (ক, খ)।

তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়তনয়নং
কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্।
মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্।। ১৮ ।।

অন্বয় — তরুণারুণ ... মুনিমানসনলিনং মধুরাধরমৃতং মম মদচেতসি খেলতু।।১৮।।

অন্বয় অনুবাদ — তরুণ রক্তবর্ণ করুণাব্যঞ্জক অর্থাৎ শ্রান্ত প্রিয়াকে দেখে করুণাপূর্ণ, স্ফীত ও বিস্তৃত নয়নবিশিষ্ট শ্রীরাধার কুচরূপকলসস্পর্শে বিপুল রোমহর্ষব্যাপ্ত মুরলীর দ্বারা জ্ঞানিগণের কঠিন হৃদয়কেও পদ্মের ন্যায় কোমলকারী অথবা মানে বা লজ্জায় মৌনশীলাদের মানসরূপ পদ্মকে কোমলকারী, সরস, স্বাদু ও মনোহর অধরবিশিষ্ট মধুর অপেক্ষাও মধুর শ্রীকৃষ্ণ আমার আনন্দমদপূর্ণ চিত্তে বিলাস করুন।।১৮।।

অনুবাদ — যাঁর নয়ন দুটি তরুণ অরুণবর্ণ, করুণাময়, বিপুল ভাবে বিস্তৃত, কমলার কুচকলসস্পর্শে যাঁর অঙ্গ বিপুল পুলকে পুলকিত, যাঁর মুরলীরবশ্রবণে মুনিদের মন নলিনের (পদ্মের) ন্যায় কোমল হয়, তাঁর (সেই কৃষ্ণের) মধুর অধরামৃত আমার মদমত্ত চিত্তে খেলা করুক।।১৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ সুরতান্তং জ্ঞাত্বা সখীভিঃ সহ কুঞ্জরন্ধ্রে মুখং দত্ত্বা তং পুষ্পতল্পোপর্যুপবিশ্য তস্যাঃ শ্রমাপনোদনং পুনর্মদনোদ্দীপনঞ্চ কুর্বন্তং পশ্যন্নিবানন্দোন্মত্তত্তমমৃতং মত্বাহ— ইদমমৃতং মম স্বসখীসৌভাগ্যানন্দমদযুক্তে চেতসি খেলতু ঈদৃগেব বিলসতু।

টীকার অনুবাদ — নূপুর ও ভূষণের ধ্বনি স্তব্ধ হয়েছে, সুতরাং রাধা এবং কৃষ্ণের সুরতলীলার অবসান হয়েছে জেনে সখীগণের সহিত লীলাশুক কুঞ্জগবাক্ষে চক্ষু দিয়ে দেখলেন যে, পুষ্পশয্যার উপর শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করে শ্রীরাধার শ্রম অপনোদন এবং অঙ্গমার্জন ও বীজনাদি দ্বারা (হাওয়া করে) পুনরায় মদন উদ্দীপনের জন্য চেষ্টা করছেন। এই লীলা দেখে লীলাশুকের মনে হল যে আনন্দোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অমৃত। তাই বললেন — এই অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণ আমার সখী শ্রীরাধার সৌভাগ্যানন্দে উন্মত্ত, ইনি এইরূপেই আমার চিত্তে খেলা করুন -- অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করতে থাকুন। শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা অমৃতাস্বাদ থেকেও মধুর ও সরস আস্বাদযুক্ত বলে প্রিয় ও মনোহর। মধুর অর্থে -

অমৃতসারাদপি মধুরঃ সরসঃ স্বাদুঃ প্রিয়ো মনোহরশ্চাধরো যস্য। 'মধুরং রসবৎস্বাদুপ্রিয়েস্বপি মনোহরে' ইতি বিশ্বাৎ। তথা অরুণে মদনমদোদ্‌গারিণী স্বতো মধুপানেন চারুণে চ বীজনাদিনা তচ্ছ্রমাপনোদনার্থং হৃদ্যুদ্‌গতা যা করুণা তন্ময়ে তদুদ্‌গারিণী স্বতস্তৎপ্রাপ্ত্যানন্দেন চ বিপুলে প্রোৎফুল্লে চ স্বতস্তন্মাধুরীদর্শনাদায়তে অতিবিস্তীর্ণে চ নয়নে যস্য। অঙ্কনিষণ্ণায়াঃ কমলায়াঃ পূর্বরীত্যা শ্রীরাধায়াঃ কুচকলশয়োর্ভরেণ স্পর্শাতিশয়েন বিপুলীকৃতঃ পুলকো যস্য। তথা তচ্ছ্রমাপনোদং কৃত্বা পুনঃ কেলিলালসোৎপাদনায় মুরলীং মৃদু বাদয়ন্তং তং বীক্ষ্য কৈমুত্যেনাহ — মুরলীরবেণ তরলীকৃতানি মুনীনাং পাদপতিতেঽপি তস্মিন্ মৌনশীলানাং গ্রহিলমানিনীজনানাং মানসনলিনানি যেন। কিমুত তাদৃশ্যাস্তস্যা ইত্যর্থঃ। বাহ্যে তু, মুনীনাং জ্ঞানিনাং মেরুবৎস্থিরকঠিনান্যপি, মানসানি নলিনবৎকোমলানি চঞ্চলানি কৃতানি যেনেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্।। ১৮।।

- বিশ্বকোশ গ্রন্থে রসবৎ স্বাদু, প্রিয়ত্বহেতু মনোহর লেখা আছে। আরও বলছেন - - শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল স্বভাবত তরুণ অরুণবর্ণ মদনমদউদ্‌গারী হলেও মধুপানে আরও অরুণ হয়েছে। তাতে আবার শ্রীরাধার রতিশ্রম অপনোদনার্থ বীজনাদি করায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্‌গত শ্রীরাধার প্রতি যে করুণাময় বিপুল অর্থাৎ সেই করুণা উদ্‌গীরণহেতু স্বভাবত বিপুল আয়ত নয়ন আরও বিস্ফারিত এবং শ্রীরাধার বিলাসশ্রম অপনোদনে সেই করুণা নয়নে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে শ্রীরাধা উপবিষ্ট। সুতরাং পূর্বরীতিতে 'কমলা' শব্দে শ্রীরাধাকে বুঝাচ্ছে। শ্রীরাধার কুচকলসস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিপুল পুলকাবলীতে শোভিত। আবার শ্রীরাধার রতিশ্রম অপনোদন করে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁর কেলিলালসা উৎপাদনের জন্য মৃদু মৃদু মুরলী বাদন করছেন। (বিহারকালে কান্তের সহিত কান্তার যে ক্রীড়া বা লীলা তাকে কেলি বলে) শ্রীকৃষ্ণের এই কেলিবিলাস দেখে লীলাশুক কৈমুত্য ন্যায়ে (আগের কথার অর্থ থেকে পরের কথার সমর্থন, এই যুক্তিতে) বললেন, যে মুরলীর শ্রবণে মুনিদের মন নলিনীর (পদ্মের) ন্যায় কোমল হয়। এখানে মুনি বলতে পদে পতিতজনের প্রতিও মৌনশীল তাপস বুঝায়। মুরলীরবে এতাদৃশ মুনির কঠোর মনও কোমল হয়; সুতরাং মুরলীরব শ্রবণে আগ্রহশীল মানিনীদিগের মন যে তরলিত হবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি আছে? অর্থাৎ শ্রীরাধা যখন মান করেন, তখন করযোড়ে মিনতি করে এমনকি পদতলে পতিত হয়েও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মানমুদ্রা ভেঙে তাঁকে অনুকূল করতে অসমর্থ। কিন্তু তাঁর মুরলীরব আপন প্রভাবে শ্রীরাধার মানসরূপ নলিনীকে তরলিত করে দেয়। এজন্য

মুরলীরবে শ্রীরাধার মনে কেলিবিলাসের লোভ হল।

বাহ্যার্থ — মুনি বলতে জ্ঞানী বুঝায়। জ্ঞানীদের হৃদয় পর্বতের ন্যায় স্থির ও কঠিন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব শ্রবণে তাঁদের চিত্তও পদ্মের নালের ন্যায় কোমল হয় বা চঞ্চল হয়। অন্য অর্থগুলি একই আছে।।১৮।।

যদুনন্দন —

অতঃপর লীলাশুক, অন্তরে বাড়িল সুখ,
জানি ক্রীড়া অবসান-কাজ।
সখীগণ-সঙ্গে করি, কুঞ্জরন্ধ্রে মুখ ধরি,
দেখে দোঁহা রতিশ্রম-সাজ[১]।।
মৃদু পুষ্পশয্যা মাঝে, রাইরে বসাঞা কাছে,
করে কৃষ্ণ শ্রম নিবারণ।
রতিশ্রম জলবিন্দু, ভাসিয়াছে[২] মুখ-ইন্দু,
করুণায় করেন জীবন[৩]।।
মদনোদ্দীপনা পুনঃ করে কৃষ্ণচন্দ্র যেন,
এই মত আনন্দ মানিয়া।
সুধাময় সুবিলাস, মানি মত্ত শুকোল্লাস,
প্রকাশয়ে শ্লোক যে পড়িয়া।।
সখি হে,
এই লীলা অমৃতের সার।
মোর সখী রাধিকার, সৌভাগ্য আনন্দ সার,
মো[৪] দেখেলু[৫] অন্তরে আমার।। ধ্রুবপদ ।।
অমৃত হইতে সুমধুর, কৃষ্ণের অধর পুর,
অতি রস সুমাধুর্যময়।
রাধার অধরপানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ষণে,
চিত্তে স্ফুরু সেই রসময়।।
তথা সে নয়ন যোগ[৬], তারুণ্য-মদন-মোদ,[৭]
উদগারিণী সহজে[৮] অরুণে।
তাতে হেন[৯] মধুপান, দ্বিগুণ অরুণ ঠাম,
এই শোভা খেল মোর মনে।।
তাতে রাই-শ্রম দেখি, করুণাতে ভরে আঁখি,

সে করুণায় বীজন করিলা।
সহজে করুণাময়, নেত্র অতি দীর্ঘ হয়,
তাতে রাই-মাধুর্য দেখিলা।।
দ্বিগুণ প্রফুল্ল দৃষ্ট, অখিল নয়ন[৯] ইষ্ট,
এইরূপ স্ফুরু মোর চিত্তে।
আর এক অপূর্ব দেখি, কহে অতি হইয়া সুখী,
দেখি কৃষ্ণ-চাপল্য-চরিতে।।
রায়কে লইয়া ক্রোড়ে, কুচ কলসের ভরে,
বিপুল পুলক কৈল যার।
রতিশ্রম করি দূরে, পুনঃ কেলি করিবারে,
কেলি লোভ বাড়ায় প্রিয়ার।।
করেন মুরলীগান, অতি-সুমাধুর্য-তান,
তাহা দেখি কহে পুনঃ আর।
যেই মৌনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে ধরি,
নারে মান দূর করিবার।।
সে সব মানিনী-মন, স্নিগ্ধ করে বংশীস্বন,
কি তাহে রাধিকা এ সময়ে।
কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অতি সুললিতা গাথা,
শুন ভাব যাতে প্রকাশয়ে।।
সে গানে রাধিকা-মন, পুনঃ হৈল[১০] দ্রবমান[১০],
পুনঃ তার কেলি লোভ হৈল।
তাহা হেরি শ্যাম রায়, বাম পার্শ্বে রাধা[১১] তায়,
দেখি অতি আনন্দ বাড়িল।।
কেলি লোভ বাড়ে যাতে কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে,
নেত্র-অন্তে নিরিখে রাধিকা।
তার শোভা দেখি হৈল[১২] লীলাশুক চঞ্চল[১২],
শ্লোক পড়ে যাতে রসাধিকা।। ১৮।।

পাঠান্তর -- ১ কাজ (ক, খ) ২ ভরিয়াছে (ক, খ) ৩ বীজন (খ) ৪-৪ দেখিল যে (খ) ৫ যুগ (ক, খ) ৬ মদ (ক, খ) ৭ সহজ (ক, খ) ৮ হৈল (ক, খ) ৯ ভুবন (খ) ১০-১০ দ্রব হৈল যেন (ক, খ) ১১ রাখে (ক, খ) ১২ ১২ লীলাশুক হৈলা চঞ্চলা (ক, খ)।

আমুগ্ধমর্ধনয়নাম্বুজচুম্ব্যমান-
হর্ষাকুলব্রজবধূমধুরাননেন্দোঃ।
আরব্ধবেণুরবমাত্তকিশোরমূর্তের্
আবির্ভবন্তু মম চেতসি কেঽপি ভাবাঃ।। ১৯ ।।

অন্বয় — আমুগ্ধমর্ধ .... কিশোরমূর্তেঃ কেঽপি ভাবাঃ মম চেতসি আবির্ভবন্তু।।১৯।।

অন্বয় অনুবাদ -- অতিশয় মনোহরভাবে অর্ধনিমীলিতনয়নদ্বারা হর্ষাকুল ব্রজবধূর—শ্রীরাধার—মধুর বদনচন্দ্র চুম্বনকারী অর্থাৎ নিরীক্ষণকারী বেণুরব আরম্ভপূর্বক নিজকিশোররূপ প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণের তৎকালিক অনির্বচনীয় ভাবসকল আমার চিত্তে আবির্ভূত হোক।।১৯।।

অনুবাদ — যিনি একেবারে মুগ্ধ অর্ধমুকুলিত নয়নের দ্বারা হর্ষাকুল ব্রজবধূদের মধুর মুখচন্দ্র চুম্বন করছেন এবং বেণুবাদন আরম্ভ করা মাত্র যিনি কিশোরমূর্তি প্রকাশ করেন, সেই কিশোরের অনির্বচনীয় ভাব সমূহ আমার চিত্তে আবির্ভূত হোক।।১৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ পুনর্জাতকেলিলালসাং তামুত্থাপ্য বামপার্শ্বে নিষণ্ণাং তদর্ধনেত্রান্তেন পশ্যন্তং তং বীক্ষ্যাহ — অস্য কেঽপ্যনির্বাচ্যা ইমে ভাবা মম চেতসি আবির্ভবন্তু। কীদৃশঃ? — পূর্বতোঽতিমধুরত্বেনারব্ধবেণুরবং যথা স্যাৎতথা আত্তা কোটিমন্মথমন্মথত্বেন প্রকাশিতা কিশোরমূর্তির্যেন। তথা, আ সম্যক্ মুগ্ধং যথা স্যাৎতথার্ধনয়নাম্বুজেন চুম্ব্যমানো হর্ষাকুলায়া ব্রজবধ্বাস্তচ্ছ্রেষ্ঠায়াস্তস্যা মধুরাননেন্দুর্যেন। বাহ্যে স্পষ্ট এবার্থঃ।।১৯।।

টীকার অনুবাদ -- শ্রীরাধার হৃদয়ে কেলিলালসা উৎপাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাদন করলেন, তাতে পুনরায় বিলাসবাসনা জাত হলে তাঁকে উঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনার শয্যার বামপার্শ্বে বসালেন এবং কেলিলালসাবর্ধক অর্ধনিমিলিত নেত্রকোণের কটাক্ষে তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এই লীলা দেখে লীলাশুকের হৃদয়ে লালসাময়ী প্রার্থনার উদয় হওয়াতে বললেন, ওই কিশোরের সেই অনির্বাচ্য ভাবসমূহ আমার চিত্তে আবির্ভূত হোক। সেই কিশোর কি করম? পূর্বদৃষ্ট মধুর থেকেও অতি সুমধুর। যেহেতু ইনি রাস লীলার আরম্ভে মধুর বেণু বাদন করে কোটি কোটি মন্মথের মনোমুগ্ধকারী সাক্ষাৎ মন্মথত্ব কিশোরমূর্তিতে প্রকাশ করেন। আমুগ্ধ -- অর্থাৎ সম্যক্ মুগ্ধ। যেহেতু রাসস্থলে সমাগত হর্ষাকুল ব্রজবধূগণের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীরাধার মধুর

মুখচন্দ্র স্বীয় সম্যক্ মুগ্ধ অর্ধনিমিলিত নয়নকমল দ্বারা পরমানন্দবশে চুম্বন করে তাঁর নয়নকমল মুকুলিত হয়েছে।

বাহ্যার্থ -- স্পষ্ট ।।১৯।।

যদুনন্দন --

সখি হে,
এইভাবে মোর চিত্ত মাঝে।
আবির্ভাব কুরু সদা, নির্বাচ্য না হয় কথা,
কোন রসময় মনোরাজে।। ধ্রুবপদ ।।
পূর্ব হৈতে অতিশয়, বেণুগান সুধাময়,
যাহা প্রকটিলা শ্যাম-রায়।
মন্মথ-মন্মথ কোটি, রূপে গুণে নাহি ত্রুটি,
কিশোরশেখর ব্যক্তি[১] যায়।।
মঞ্জু অর্ধ নেত্রাম্বুজে, বধূশ্রেষ্ঠা যাহা ব্রজে,
তার নাম রাধা সুধামুখী।
তার মুখচন্দ্র চুম্বে, পরম-লালসা রূপে,
সে ভাব স্ফুরুক চিত্তে থাকি।।
এরূপে[২] রাইর[২] মনে, বাড়ে কেলি-লোভগণে,
তাহা দেখি ব্রজযুবরাজ।
রসিকশেখর-গুণে, পুনঃ রাধিকার মনে,
বাড়াইছে[৩] সে লোভ অব্যাজ।।
রাসস্থানে গন্তু মনে, উঠে কৃষ্ণ সেইক্ষণে,
কোন[৪] ছদ্ম[৪] করিয়া গোবিন্দ।
রাইর উৎকণ্ঠা চেষ্টা, দেখিতে[৫] মনে[৫] ইষ্টা,
তাহা[৬] লাগি এই পরবন্ধ।।
গোবিন্দ রোধন[৭] রাই, দেখি অতি সুখ পাই,
লীলাশুক কহে সখীগণে।
কৃষ্ণাকর্ণামৃত এই, লীলাশুক কহে যেই,
শুন সবে করি এক মনে।। ১৯।।

পাঠান্তর -- ১ ব্যক্ত ২-২ এইরূপে রাই (ক,খ) ৪-৪ কেলি চুম্ব (খ) ৫-৫ দেখিতে মনের (ক) ; দেখিতেই মনে (খ) ৬ এই (ক,খ) ৭ রোধেন (ক,খ)।

কলক্কণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং
ক্লমপ্রসৃতকুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ।
পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভুজাযন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতম্।। ২০।।

অন্বয় — মদনকেলিশয্যোত্থিতং কলক্কণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং ক্লমপ্রসৃতকুন্তলং পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভুজাযন্ত্রিতং মম মানসে স্ফুরতু।।২০।।

অন্বয় অনুবাদ — বিহারকালে বস্ত্রপরিবর্তনহেতু শ্রীরাধাপরিহিত পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আকর্ষণ ও শ্রীরাধাকর্তৃক তাহা নিবারণযুক্ত তদুত্থিত উভয়ের কঙ্কণের মধুরধ্বনিযুক্ত ক্লান্তিবশত উভয়ের বিলুলিত কেশভারবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছনির্মিত ভূষণের স্খলনযুক্ত উভয়ের স্বাভাবিক চাপল্যযুক্ত শেষে শ্রীরাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ়আলিঙ্গনযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মদনকেলিশয্যা থেকে উত্থানরূপ লীলা আমার চিত্তে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হোক।।২০।।

অনুবাদ — কাঁকণের মধুর ধ্বনিমুখরিত হাত দিয়ে শ্রীরাধা পীতাম্বর আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণকে যেতে নিষেধ করছেন, বিলাসক্লান্তিতে তাঁদের কেশরাশি এলিয়ে পড়েছে - - শিখিপুচ্ছ ও ভূষণ স্খলিত হয়েছে। পুনরায় স্বভাবচাপল্যবশত প্রণয়িণীর ভুজবন্ধনে আবদ্ধ ভগবানের মদনকেলিশয্যার উত্থান লীলা আমার মনে স্ফুরিত হোক ।।২০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ তস্যাঃ কেলিলালসাং বীক্ষ্য রসিকশেখরত্বাৎ পুনস্তামত্যুদ্দীপয়িতুং তদুৎকণ্ঠাচেষ্টিতং দ্রষ্টুঞ্চ রাসস্থানগমনচ্ছদ্মনা তদুত্থানং তয়া তন্নিরোধনঞ্চ দৃষ্ট্বাহ বিভোস্তৎতৎকেলিসমর্থস্য মদনকেলিশয্যাৎ উত্থিতমুত্থানং মম মানসে স্ফুরতু। ভাবে ক্তঃ। কীদৃশম্? পূর্বকৃতলীলাবিশেষে বেষপরিবর্ত্তনেন তয়া পরিহিতপীতাম্বরস্য

টীকার অনুবাদ — অনন্তর শ্রীরাধার কেলিলালসা দেখে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই কেলির ইচ্ছা বিশেষভাবে উদ্দীপিত করলেন এবং বিলাসবাসনায় উৎকণ্ঠিত শ্রীরাধাকে রাসস্থলী গমনের আবশ্যকতা বুঝাবার ছলে তিনি তাহাকে বিলাসশয্যা থেকে উঠিয়ে স্বয়ং উঠতে চেষ্টা করলেন কিন্তু শ্রীরাধা সেই রতিশয্যা থেকে উঠতে শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করছেন। অর্থাৎ তাঁর বস্ত্র জড়িয়ে ধরলেন। এই লীলা দেখে লীলাশুক বলছেন -- ভগবানের সেই সেই কেলিসমর্থ অর্থাৎ মদনকেলিশয্যোত্থান লীলা আমার মানসে স্ফুরিত হোক। তা কিরকম? পূর্বকৃত লীলাবিশেষে উভয়ের বেশ পরিবর্তন হয়েছিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর (কাপড়) শ্রীরাধা পরিধান করেছিলেন

তেনাকর্ষণাৎতয়া রোধনাচ্চ দ্বয়োঃ করৈর্নিরুদ্ধং পীতাম্বরং যস্মিন্। অতঃ কলকণিতানি দ্বয়োঃ কঙ্কণানি যস্মিন্। পূর্বং সৃতাপি ক্রমেন প্রকর্ষেণ সৃতা বিলুলিতাস্তস্যাশ্চূড়াত্বেন তস্য বেণীত্বেন বদ্ধাঃ কুন্তলা যস্মিন্। অতো গলিতে স্রংসিতে তয়োর্বর্হভূষে যত্র তত্র। তস্যাশ্চূড়ায়াং বর্হং তস্য বেণীমূলেঽবতংসরত্নং জ্ঞেয়ম্। তথা, প্রকৃত্যা স্বভাবেন দ্বয়োশ্চাপলং যস্মিন্। অতঃ পুনঃ প্রণয়িনীভুজাভ্যাং কান্তকণ্ঠস্য যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যস্মিন্। তয়া বস্ত্রং ত্যক্ত্বা ভুজাভ্যাং কণ্ঠে গৃহীত্বা তল্প উপবেশিতঃ স ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রকৃষ্টা কৃতিঃ প্রকৃতিঃ স্তনাধরাদিগ্রহণং তত্র চাপলং কৃষ্ণস্য যত্র। অতঃ প্রোদ্যৎকুট্টমিতাখ্যানুভাবেন প্রণয়িনীভুজাভ্যাম্ অবিরোধিতবাঞ্ছং যথা তথা কৃষ্ণকরয়োর্যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যত্র। তল্লক্ষণম্ —'স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং

এবং শ্রীরাধার নীলাম্বর (কাপড়) শ্রীকৃষ্ণ পরিধান করেছিলেন। এখানে শ্রীরাধার পরিহিত পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করছেন, তাতে শ্রীরাধা বাধা দিচ্ছেন, তাই পীতাম্বর দুইজনের হস্তেই রুদ্ধ হয়েছে। অতএব পরস্পরের আকর্ষণে উভয়ের হস্তস্থিত কঙ্কণের মধুর কন্ কন্ ধ্বনি হচ্ছে। পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত লীলাবিলাসের অতিরিক্ত রতিশ্রম থেকে সঞ্জাত অঙ্গগ্লানি দ্বারা তাঁদের কেশকলাপ এলোমেলো হয়ে গেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চূড়াবদ্ধ কুন্তলরাশি এবং শ্রীরাধার বেণীবদ্ধ কুন্তলরাশি এলিয়ে পড়েছে; সুতরাং চূড়ার ময়ূর পুচ্ছ ও বেণীমূলের রত্নরাজি স্খলিত হয়েছে। আর স্বভাববশে উভয়ে অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছেন। অর্থাৎ প্রেমরসের উচ্ছলিত তরঙ্গে উভয়ই স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য হারা হয়েছেন। অতএব পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িনীর ভুজদ্বয় নিয়ে স্বীয় কণ্ঠে বেষ্টিত করে দিলেন। তারপর শ্রীরাধা পীতাম্বর ছেড়ে দিয়ে ভুজদ্বয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ গ্রহণ করে তাঁকে শয্যায় বসালেন। অথবা শ্রীরাধার সঙ্গজাত পরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত সম্ভোগ লীলায় স্তনঅধরাদি গ্রহণরূপ শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যলীলা প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু প্রণয়িনীর ভুজবন্ধনদ্বারা, অতএব প্রকৃষ্টরূপে উদ্যত, কুট্টমিত নামক অনুভাব প্রকাশ পেয়েছে, যেহেতু প্রণয়িনীর ভুজবন্ধন দ্বারা যেরূপ অবিরোধী কান্তবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সেই রূপ কান্ত শ্রীকৃষ্ণের করদ্বারা কান্তা আবদ্ধ হলে কান্তারও বাঞ্ছাপূর্তি হয়। উহার (কুট্টমিতের) লক্ষণ হল (উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাবপ্রকরণ ৪৪) --

"স্তনদ্বয় ও অধরাদির গ্রহণকালে নায়িকার হৃদয়ে প্রীতিসঞ্চার হলেও সম্ভ্রমবশত বাইরে ক্রোধ প্রকাশকে কুট্টমিতভাব বলে"।

'মহঃ স্ফুরতু' পাঠান্তর হলে অর্থ হবে -- কেলিশয্যা থেকে উত্থিত এই তেজঃপুঞ্জ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হোক।

বাহ্যার্থ -- এই কেলিশয্যোত্থান লীলা আমার চিত্তে স্ফুরিত হোক। কেহ কেহ এই

বুধৈরিতি'। মহঃ স্ফুরতু ইতি পাঠে, কেলিশয্যোত্থিতং মহঃ স্ফুরতু ইতি। বাহ্যে — তথা স্ফূর্ত্যোক্তম্। নিশান্তে কৃষ্ণস্য শয্যোত্থানমিতি কেচিৎ।। ২০।।

লীলাকে নিশান্তে শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান লীলা বলে থাকেন।।২০।।

যদুনন্দন --

মদনকেলি-শয্যোত্থান, মোর চিত্তে অবিরাম,
স্ফূর্তি হউ অতি দীপ্তি[১] রূপে।
সেই সেই লীলার প্রভু, শ্যামচন্দ্র অঙ্গ বিভু,
মন রহু এই সুধা কূপে।।
কিশোর কিশোরী রসে, নিমগন নিশি দিশে,
কোন রসে বেশ ফিরাইয়া।
নীল বাস পরে শ্যাম, পীতবাস হেমধাম,
রাই কেলি[২] কৈল তাহা[২] লৈয়া।।
সেই পীতবাস লৈতে, কৃষ্ণ অতি হর্ষচিত্তে,
করে ধরি করে আকর্ষণ।
ধনি তাহা নাহি ছাড়ে, পীতবাস দুঁহু করে,
আকর্ষিতে ঝঙ্কারে[৩] কঙ্কণ।।
কেলিক্রমে গলিয়াছে, দুঁহার দুকূল[৪] পাছে,
রাই [৫]-বেণী গোবিন্দের চূড়ে।[৫]
চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ, বেণীতে রত্নের গুচ্ছ,
খসিয়াছে[৬] নেত্র মন জুড়ে[৭]।।
প্রকৃতি চঞ্চল দুঁহু, মুখে হাস্য লহু লহু,
পুনঃ রাধিকার ভুজ লৈয়া।
নিজ কণ্ঠে ধরে[৮] শ্যাম, শোভা হৈল অনুপাম,
তেহোঁ কণ্ঠ ধরে বস্ত্র থুয়া।।
বসিলেন পুষ্প শেষে, শোভাতে ভুবন মজে,
কান্ত্যের প্রবাহ বহি যায়।
এই কেলি শয্যোত্থান, শোভা স্ফুরু হৃদি[৯] স্থান,
এ যদুনন্দন দাস গায়।। ২০।।

পাঠান্তর -- ১ দীপ্ত (ক) ২-২ তাহে কেলি করে (ক) ৩ ঝঙ্করে (ক, খ) ৪ কুন্তল (খ) ৫-৫ গোবিন্দের বেণী রাই চূড়া (ক, খ) ৬ সখী পাছে (ক) ৭ জুড়া (ক, খ) ৮ যাতে (ক, খ) ৯ দিব্য(খ)

স্তোকস্তোকনিরুধ্যমানমৃদুলপ্রস্যন্দিমন্দস্মিতং
প্রেমোদ্ভেদনিরর্গলপ্রসৃমরপ্রব্যক্তরোমোদ্গমম্।
শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং
মিথ্যাস্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ।। ২১।।

অন্বয়— স্তোকস্তোকনিরুধ্যমানমৃদুলপ্রস্যন্দিমন্দস্মিতং প্রেমোদ্ভেদনিরর্গল-প্রসৃমরপ্রব্যক্তরোমোদ্গমং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং শ্রোতুং ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ ভগবতঃ মিথ্যাস্বাপম্ উপাস্মহে।২১।।

অন্বয় অনুবাদ -- মনের ও শ্রুতির সুখকর ব্রজবধূদিগের পরস্পর কৌতুকপূর্ণ প্রেমালাপ শ্রবণের ইচ্ছায় কৌতুকে নিমীলিতনয়ন শ্রীকৃষ্ণের অল্প অল্প নিরোধের চেষ্টাযুক্ত অথচ প্রকৃষ্টরূপে বিকসিত কোমল মন্দহাসযুক্ত প্রেমোদ্রেকবশত নিবারণে অসমর্থ, প্রসরণশীল ও স্পষ্টপুলক সমন্বিত কপট নিদ্রাকে উপাসনা করি বা দর্শন করি বা সেবা করি।। ২১।।

অনুবাদ — ব্রজবধূবর্গের কৌতুকভরে পরস্পর কথিত কর্ণের সুখকর গোপন জল্পনা (রহস্যময় কথা) শোনার ইচ্ছায় ছলনায় মুদ্রিতনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওই কপটনিদ্রারই আমরা উপাসনা করি -- যাতে তিনি (কপট ঘুমের অবস্থায়) মৃদুমন্দ হাস্য ধীরে ধীরে রুদ্ধ করলেও কিন্তু প্রেমাবির্ভাবে উদ্দাম ও প্রসরণশীল রোমাঞ্চকে আর গোপন রাখতে পারেন নি।।২১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনর্বিলাসারম্ভং দৃষ্ট্বা সখীভিঃ সহ দূরং গত্বা লীলাবসানং জ্ঞাত্বা পুনঃ কুঞ্জমাগত্য বহিঃ সখীনাং নূপুরাদিধ্বনিং শ্রুত্বা তাভিঃ সহ তস্যা নর্মশুশ্রূষয়া কপটসুপ্তং কৃষ্ণমালোক্য সবিতর্কমাহ — ভগবতঃ সর্বসৌন্দর্যাদিশ্রীযুক্তস্যাস্য ব্রজবধূনাং লীলয়া

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত পুনরায় বিলাসারম্ভ হয়েছে দেখে লীলাশুক সখীদের সঙ্গে দূরে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বিলাস অবসান জেনে পুনরায় সখীগণের সহিত কুঞ্জদ্বারে এসে বাইরে থেকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসান্তমাধুরী দর্শন করতে লাগলেন। কুঞ্জের বাইরে থেকে অন্যান্য গোপীগণের নূপুরাদি ভূষণের ধ্বনি শ্রবণ করে শ্রীরাধা সখীগণের আগমন অনুমান করে বিলাসকুঞ্জের বাইরে এসে সখীগণের সহিত মিলিত হলেন। এই সময় লীলাশুক কুঞ্জমধ্যে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, গোপীগণের সহিত শ্রীরাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি অর্থাৎ তাঁদের পরস্পর জল্পনা কল্পনা শ্রবণ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে নিদ্রার ভান করে পুষ্পশয্যায় সুপ্ত রয়েছেন। এই কপট

যন্মিথোজল্পিতং তৎ শ্রোতুং মিথ্যাস্বাপং কপটশয়নং উপাস্মহে পশ্যামঃ। কীদৃশং জল্পিতম্? — তস্য শ্রোত্রং মনশ্চ হরতি তৎ। অয়ি কিমস্মান্ হিত্বা পুন্নাগসুমনোহরণায় একিকা বনে প্রবিষ্টাসি, দিষ্ট্যা বনাবকাৎ তে পরাভবো ন জাতঃ, অয়ি শ্রুতং সুদ্যুম্নশিখণ্ডিভ্যামত্রাগতং তয়োর্বিদ্যা চ ভবদ্ভ্যাং শিক্ষিতেতি কিং সত্যম্ ইত্যাদি সখীনাং নর্ম শ্রুত্বা স্তোকস্তোকমল্লাল্লং তেন নিরুধ্যমানং মৃদুলং প্রস্যন্দি প্রকর্ষেণ বিকশচ্চ মন্দস্মিতং যস্মিন্। আ ভোঃ শিখণ্ডিশিক্ষিতবিদ্যাচার্যাঃ আত্মবৎ কলঙ্কিনীং কর্তুং দৃগ্‌ভঙ্গেনাস্য হস্তে মাং বিক্রীয় প্রচ্ছন্নাসু যুষ্মাসু মদ্ধর্মরক্ষিণ্যা প্রিয়সখ্যা নিদ্রয়ালিঙ্গিতেঽস্মিন্ যুষ্মন্নাগরে একাকিনা শিখণ্ডিনাগত্যোক্তম্ — হ্যঃ স-

---

নিদ্রায় নিমীলিত-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বিতর্কের সঙ্গে বলছেন — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বসৌন্দর্যাদিপূর্ণ এবং শ্রীযুক্ত হয়েও ব্রজবধূদের পরস্পর জল্পিত মধুর নর্মবিলাসকাহিনী শ্রবণ করতে ইচ্ছা করে কপট নিদ্রাচ্ছলে শয়ান রয়েছেন। এই কপট নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে আমি উপাসনা করব। সেই জল্পিত নর্মপরিহাস (হাসিঠাট্টা) কি রকম? এই নর্মপরিহাস শ্রীকৃষ্ণের কর্ণবৃত্তি ও মনকে হরণ করে। তা এই রকম -- কোন সখী শ্রীরাধাকে বলছেন -- ওলো সুধামুখি, কিজন্য তুমি আমাদের ছেড়ে পুন্নাগপুষ্প আহরণের জন্য একা একা বনে প্রবিষ্ট হয়েছিলে? সৌভাগ্যবশত বনে বকারি তোমার সন্ধান পায় নাই, তাই রক্ষা; নতুবা তার হস্তে পরাভব — তৎকর্তৃক লাঞ্ছিত হতে, বোধহয় তোমার সে ধারণা নাই। ওহে চন্দ্রমুখি, আর একটি কথা শুনেছ কি? ওই বনে (কৃষ্ণের সখা) সুদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী এসেছে। তুমি নাকি তাদের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্যই ওই কুঞ্জে প্রবিষ্ট হয়েছিলে, ইহা সত্য কি? এইরূপ ছিল সখীগণের নর্মউক্তি। এখানে শ্লেষার্থ এই যে, গোপনে কুঞ্জের ভিতরে বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েছিলে, ইহা সত্য কি? এইরূপ বিহারপর অর্থ শুনে শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যকে অল্প অল্প রুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেও প্রচণ্ড প্রেমোদ্রেকবশত অর্থাৎ প্রণয় পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় উদ্দাম ও প্রসরণশীল রোমাঞ্চকে আর গোপন করে রাখতে পারেন নাই। অতঃপর শ্রীরাধা সখীগণের সেই পরিহাস বাক্যের উত্তরে বলিলেন -- আহা, হে শিখণ্ডিশিক্ষিতবিদ্যার আচার্যগণ, সত্যই তোমরা শিখণ্ডিবিদ্যার মহাচার্য, আমাকে তোমরা নিজেদের মতন কৃষ্ণকলঙ্কে কলঙ্কিণী করবার জন্য নির্জনে আমাকে ত্যাগ করে নয়নভঙ্গিতে (চোখের ইসারায়) ধৃষ্টের হাতে বিক্রয় করে প্রচ্ছন্নভাবে অন্যস্থানে থেকে এখন আবার আমাকেই ছলবাক্যে পরিহাস করছ? সদ্ধর্মরক্ষিণী আমার প্রিয়সখী নিদ্রাদেবী এসে তোমাদের এই নাগরকে আলিঙ্গন করল। আমি কি আর সে কথা শুনি নাই? এমন সময় শিখণ্ডী একা এসে আমাকে বলে গেল যে, কৃষ্ণ

কৃষ্ণযুষ্মৎসখীগণাধিষ্ঠিতকুঞ্জে সখ্যা সুদ্যুম্নেন সহাহমগমং, ততস্তাভিঃ প্রার্থ্য মত্তো মদ্বিদ্যা শিক্ষিতা তেন চ মৎসখ্যুঃ, সম্প্রতি তদ্বিদ্যানৈপুণ্যপরীক্ষার্থমাগতোঽহম্, তাভিস্ত্বদ্দীক্ষার্থং প্রার্থ্য প্রেষিতোঽস্মি, তৎ তথা কুর্বিতি শ্রুত্বা যুষ্মাসু সরুষা ময়া ভর্ৎসিতোঽসৌ বো গুরুর্গতস্তন্মদন-প্রেক্ষকাভির্দুর্মুখীভির্যুষ্মাভিঃ সহ সংলাপোঽপি ময়া ন কার্য ইতি, তন্নর্ম শ্রুত্বা প্রেমোদ্ভেদেন নিরর্গলা যত্নৈরপি নিরোদ্ধুমশক্যাঃ প্রসৃমরাশ্চ তস্য রোমোদ্গমা যস্মিন্। বাহ্যে তু, তস্য শ্রোত্রস্য মনো হরতি। তথা হি — 'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীত্যাদি' ব্রহ্মসংহিতায়াম্। সমমন্যৎ।। ২১।।

গতকাল সখীদের সঙ্গে কুঞ্জে ছিলেন, সে সময় আপনার সখীবৃন্দ পরিবেষ্টিত কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ নিজসখা সুদ্যুম্নের সঙ্গে আগমন করে সখীগণের প্রার্থিত আমার সর্ববিদ্যা শিক্ষা করেছেন। সম্প্রতি আমার সখার সেই বিদ্যানৈপুণ্য পরীক্ষা করার জন্য আজ আমি এখানে এসেছি। আর সেই সখীগণও আপনাকে দীক্ষার্থ (বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত) প্রার্থনা করে যত্নপূর্বক আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছেন; এখন আমাকে যেরূপ আদেশ করবেন, আমি সেইরূপ করব। তাহার এই কথা শুনে আমি তোদের প্রতি ক্রোধ করে ওকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলাম। তাতে দুঃখিত হয়ে সুদ্যুম্ন নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করল। এখন বুঝেছি যে, মদন অপেক্ষা ওকেই তোমরা গুরু করেছ। হে দুর্মুখী সকল, এখন থেকে তোমাদের সঙ্গে আর আমি কোন কথাই বলব না। এইরূপ মজার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রেমের শিহরণে প্রসরণশীল রোমোদ্গম প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। সেইজন্য তাঁর পক্ষে রোমাঞ্চ গোপন করা অসম্ভব হল। তিনি কপট নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করলেও তা বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

বাহ্যার্থ — এই রকম রহস্যালাপ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ ও মনোবৃত্তিকে হরণ করে। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে, "যাঁর বিগ্রহের প্রত্যেক অঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিদ্যমান", সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রসরণশীলতা ও অব্যাহত ক্রিয়াশীলতা দৃষ্ট হয়। অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণের ওই কপট নিদ্রারই আরাধনা করব। অন্য অর্থ সমান।।২১।।

যদুনন্দন —

এই মতে দুইজনে রতিকেলি-রসে।
আরম্ভিলা দেখি লীলাশুক মনোল্লাসে।।
সখীসনে অন্যস্থানে গেলা শীঘ্রগতি।
পূর্ব রঙ্গ দুই সঙ্গ আলাপয়ে অতি
কেলিকাম অবসান জানি পুনর্বারে।

শীঘ্রগতি হর্ষমতি আইলা কুঞ্জদ্বারে।।
রাই অতি সূক্ষ্মমতি[১] নূপুর শুনিয়া।
কুঞ্জবাহ্যে সখীসহ[২] মিলিলা আসিয়া।।
সখীসনে নর্মভণে রাই তা শুনিতে।
নিদ্রাছলে কুঞ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতে[৩]।।
তাহা দেখি হইয়া সুখী লীলাশুক রঙ্গে।
তর্ক করি হর্ষ ভরি কহে সেই রঙ্গে।।
নব ব্রজবধূগণে[৪], মৃদুবাক্য[৫] অনুপমে[৫],
কহে লীলা-পরিহাস কথা।
শুনিতে কপট করি, যে রহে শয়ন করি’,
সেই কৃষ্ণ দেখিব সর্বথা।।
সেই[৬] ব্রজবধূবাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী,
যাতে কর্ণ মন হরি লয়।
এমতি মধুর বাণী, কৃষ্ণ[৭] যাহে সুখ মানি[৭],
শুনিতে কপটে[৮] শ্রুতি[৮] রয়।।
রাই প্রতি কহে সখী, শুন ওহে সুধামুখি!
কেনে তুমি আমা সবা ছাড়ি।
একা বনে প্রবেশিতে, পুন্নাগ সুমনো নীতে,
শীঘ্র গেলা সেই পুষ্পবাড়ী।।
ভাগ্যে বনরক্ষি[৯]-হাতে, না ঠেকিলা বনপথে,
পরাভব না হইল তায়।
শুনিল সুদ্যুম্না[১০] আর, শিখণ্ডীর সমাচার,
এথা তার আগমন হয়।।
কিশোর[১১] কিশোরী দুই, এথা সদা বিহরই[১১],
সুদ্যুম্না শিখণ্ড সহ পাঞা।
দোঁহা স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়া পরম সুখী,
বিদ্যাভ্যাস কৈল কুঞ্জে যাঞা।।
করিলা বিহার দোঁহে, আপনি দেখিলে অহে,
তা[১২] সবার স্থান যত্ন করি।[১২]
এই মত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দহাস,

অল্প অল্প রোধে সুখ ভরি।।
তা সবার বাণী শুনি, রাধিকা কহেন পুনি,
শুন ওহে চঞ্চলার গণ।
তোমরা শিখিলা বিদ্যা, শিখণ্ডী সুদ্যুম্না পদ্মা,
তা[১৩]তে গুরু হৈলা সর্বজন।।[১৩]
করিতে[১৪] কলঙ্কি মোরে, নয়নের ভঙ্গীদ্বারে,
তুমি সবে কৃষ্ণ-ধৃষ্টকরে।[১৪]
আমাকে বিক্রয়[১৫] করি, লুকাইলে অন্যস্থলী,
ছদ্মবাক্য কহ পুনঃ মোরে।।
সদ্ধর্মরক্ষিণী মোর, প্রিয়সখী নিদ্রাঘোর,
কৃষ্ণচন্দ্রে[১৬] আসি কৈল কোলে।
তবে মাত্র একাকিনী, এথা আইলা শিখণ্ডিনী,
পূর্বাহ্নিক কহিল আমারে।।
কালি কৃষ্ণ তুয়া সখী- গণ সঙ্গে হইয়া সুখী,
সর্ববিদ্যা শিখে দুঁহু স্থানে।
আজি মোরে যত্ন করি, পাঠাইলা সহচরী,
বিদ্যার নৈপুণ্য সঙ্গোপনে[১৭]।।
তেঞি আমি আইনু তথা[১৮] তুয়া সখীগণ যথা,
তা[১৯]রা মোরে বহু যত্ন করি।
পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখিবার[২০] ভাণে[২০],
দেহ[২১] বিদ্যা উপদেশ বলি।।
এই বাক্য শুনি তার, রোষচিত্ত যে আমার,
অনেক ভর্ৎসনা কৈল তারে।
বহু দুঃখী হৈয়া[২২] পাছে[২২], গেলা আপনার বাসে,[২৩]
তোমরা বলহ গুরু যারে।।
তস্মাৎ অপেক্ষা মোর, না করিব[২৪] সঙ্গ তোর[২৪],
দুর্মুখী তোমরা সব সখী।
সত্য[২৫] তোমাদিগ[২৭] সঙ্গে, আলাপন পরবন্ধে,
আমাকে[২৬]ও জানিহ বিমুখী[২৫]।।
এই পরিহাস-বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি,

প্রেমোদ্ভেদ হৈল নিরগলা[28]।
যত্নেহ রাখিতে নারে, প্রকট বাহিরে ধরে,
প্রতি অঙ্গে[29] ফুল্ল রোমমালা।।
রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হৈল আগমন,
তার লাগি সব সখীগণ।
লীলাশুক কহে বাণী,[30] শীঘ্র যাহ বাহ্যে[31] তুমি[31],
তারা কোথা জান বিবরণ।।
যাঞা[32] পথে চম্পকাদি- পুষ্প লৈয়া কার্য সাধি,
শীঘ্র এথা কর আগমন।
এই মত সখীবাণী, লীলাশুক কর্ণে শুনি,
আনন্দিত হৈল নিজমন।।
সখীর বচন ধরি, বাহ্য গন্ত মনে করি,
দুই তিন সখী লইয়া সঙ্গে।
কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী-সঙ্গে বসি,
কহে কিছু নর্মের তরঙ্গে।।
সে কালে অভীষ্ট-সেবা, না পাইয়া দেখ[33] যেবা[33],
কহে সব সখীগণমাঝে।
সখী স্নেহামৃত[34] পাঞা[34], কহে আনন্দিত হৈয়া[35],
উচ্চারিয়া এক শ্লোকরাজে।। ২১।।

পাঠান্তর — ১ স্থূল (ক, খ) ২ সঙ্গে (খ) ৩ শুতে (ক, খ) ৪ গণ (ক, খ) ৫ দুহু বাক্য অনুপম (ক, খ) ৬ এই (ক) ৭-৭ তাহে আর কণ্ঠধ্বনি (ক, খ) ৮-৮ কপট শুতি (ক, খ) ৯ পক্ষি (ক, খ) ১০ সুসত্য (ক) ১১-১১ কিশোর কিশোরী দুহে বিদ্যা কি দেখিলে ওহে, (ক, খ) ১২-১২ তা সভার স্থানে যত্ন করি (ক, খ) ১৩-১৩ তাতে হৈলা সর্বযোগ্যজন (ক, খ) ১৪-১৪ আম্মরত সুকলঙ্কি, করিতে নয়নভঙ্গী, করি সভে কৃষ্ণ দৃষ্টি করে। (ক, খ) ১৪ বিক্রম ১৬ কৃষ্ণচন্দ্র (ক, খ) ১৭ সংজ্ঞাপনে (ক, খ) ১৮ এথা (ক, খ) ১৯ তাহে (ক); তবে (খ) ২০-২০ শিক্ষার কারণে (খ) ২১ শিখি (ক, খ) ২২-২২ হঞা সেহ (ক, খ) ২৩ গেহ (ক, খ) ২৪-২৪ কৈল সভে চোর (ক) ; করিলে কেহ চোর (খ) ২৫-২৫ তোমার ঘরের (ক, খ) ২৬ আমি তাতে (ক, খ) ২৭ কি দুঃখী (খ) ২৮ নিকালা (ক, খ) ২৯ অঙ্গ (ক, খ) ৩০ তুমি (ক, খ) ৩১-৩১ বাহ্য ভূমি (ক, খ) ৩২ ওই (ক, খ) ৩৩-৩৩ দেখে কেবা (ক, খ) ৩৪-৩৪ স্নেহামতা হঞা (ক, খ) ৩৫ হিয়া (ক, খ)

বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালি বালাস্তনান্তরং যাম বনান্তরং বা।
অপাস্য বৃন্দাবনপাদলাস্যমুপাস্যমন্যং ন বিলোকয়াম।। ২২।।

অন্বয় — বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালি বালাস্তনান্তরং অপাস্য বনান্তরং বা যাম? বৃন্দাবনপাদলাস্যং অপাস্য অন্যং উপাস্যং ন বিলোকয়াম।।২২।।

অন্বয় অনুবাদ — বিচিত্র পত্রাঙ্কুরাদিদ্বারা অঙ্কিত শ্রীরাধার স্তনযুগল যাঁর অন্তরে অর্থাৎ হৃদয়ে, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাব অথবা বিচিত্রপত্রপুষ্পাদিপূর্ণ বনমধ্যে পুষ্পচয়ন করতে যাব? বৃন্দাবনে যাঁর পাদপদ্মের বিলাস তাঁকে ত্যাগ করে অর্থাৎ তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য ব্যক্তি দেখছি না।।২২।।

অনুবাদ — বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি গোপবালার স্তনদ্বয় যাঁর হৃদয়ে বর্তমান বা যিনি ওই স্তনদ্বয়ের মধ্যে বর্তমান, তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথায় তাঁর অন্বেষণে যাব? বা বিবিধ পত্রপুষ্প শোভিত বনান্তরে (বৃন্দাবনে) যাব? (কিন্তু) শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন ভূষিত বৃন্দাবন ছেড়ে অন্য উপাস্যের সন্ধান আর দেখছি না।।২২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ রাসে ত্যক্তগোপীনাং তত্রাগমনশঙ্কয়া তাঃ কুত্রেতি জ্ঞাত্বা তত্রৈব চম্পকাদিপুষ্পাণ্যাদায় শীঘ্রমাগম্যতামিতি সখীনাং প্রেরণয়া দ্বিত্রিসখীভিঃ সহ বহিরাগত্য স্বাভীষ্টতৎকালীনস্বসখীসেবানবাপ্ত্যা স্বস্য সখীস্নেহাধিকসখীত্বাৎ সবিচারমাহ -- তেনৈব কুঞ্জে ভূষিতত্বাদ্বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিনৌ যৌ বালায়াঃ কিশোর্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্তনাবেবান্তরে

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী থেকে শ্রীরাধাকে নিয়ে অন্তর্হিত হলে বিরহিণী গোপীগণ তাঁদের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বনে বনে ভ্রমণ করছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় সমস্ত গোপীকে ত্যাগ করে এসেছিলেন, সম্প্রতি "তাঁরা কি এসেছেন?" এই আশঙ্কায় বললেন — "তাঁরা কোথায়?" তাঁদের অনুসন্ধান করতে হবে। এই সময় কুঞ্জের বাইরে সখীদের সহিত লীলাশুক (সিদ্ধদেহে) অবস্থান করছেন এবং সখীদের আদেশানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। সখীগণ বললেন "সখি, তুমি তাদের সংবাদ জেনে এবং শ্রীরাধার শৃঙ্গারার্থ চাঁপা ও অন্য পুষ্প চয়ন করে শীঘ্র এখানে ফিরে আসবে।" এই প্রকার সখীর আদেশ পেয়ে লীলাশুক দুই তিনজন নিজযূথের (দলের) সখীর সহিত কুঞ্জের বাইরে গিয়ে "সখীস্নেহাধিকা" ভাবে বিচার করতে লাগলেন, "আমি এখন কি করব?" স্বাভীষ্টসেবা অপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ যে সময় স্বীয় সখী শ্রীরাধার সেবা অপ্রাপ্তিতে নিজের সখীস্নেহাধিকাভাবে বিচার করে অন্য

হৃদি যস্য তম্। তয়া সহ রমমাণং কৃষ্ণং বা। যাম তন্নিকটে তিষ্ঠাম। পুষ্পাদ্যর্থং বনান্তরং বা যাম। বৃন্দাবনপথং কৃষ্ণমাদভ্তে বশীকরোতি তদ্বৃন্দাবনপাদম্। দায়াদবৎ; তাদৃশং লাস্যং যস্য তং বৃন্দাবনেশ্বরীরূপং স্বস্য উপাস্যমপাস্যান্যমুপাস্যং ন বিলোকয়াম। কিমুতোপাস্মহ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রথমাগতত্বাৎ তন্নিষ্ঠাজ্ঞানায় হে সখি দুঃখিতা এতা গোপীঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গময্য সুখয়াম ইত্যন্যসখীনাং বচঃ শ্রুত্বা সমস্নেহসখীগুণমাশ্রিত্য সনিশ্চয়মাহ — কৃষ্ণেন সহাপ্রাপ্তরহঃকেলিত্বাদ্বিচিত্রপত্রাঙ্কুর-

---

সখীকে বলছেন, -- কুঞ্জমাঝে কস্তুরি কুম্‌কুমাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে বিচিত্র পত্রাঙ্কুর অঙ্কিত করে দিয়েছেন, সেই বিবিধ লতাপাতায় শোভিত কিশোরী শ্রীরাধার স্তনদ্বয়ের মধ্যে হৃদয় বর্তমান যাঁর বা যিনি শ্রীরাধার সঙ্গে রমমাণ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়ে অবস্থান করব? এই প্রকার বিচার করতে করতে কিছুদূর অগ্রসর হলে বৃন্দাবনের ভূমিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখতে পায়ে লীলাশুক হর্ষভরে বললেন, যে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের এমন চরণচিহ্ন বর্তমান, সেই বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না -- এই বৃন্দাবনে থেকেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করব।

অভিপ্রায় এই যে, এই বৃন্দাবনরূপ বৃন্দাবনেশ্বরীই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করে থাকেন। আর এই বৃন্দাবনের ভূমিতে শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করেন এবং নৃত্যকালীন তাঁদের পদচিহ্নবিলাসিত বৃন্দাবন 'দায়াদবৎ' (দায় অধিকার প্রাপ্ত স্বরূপ)। এই শ্রীবৃন্দাবন ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না -- অন্য কোন উপাস্য অবলোকন করব না -- উপাসনা ত দূরে থাকুক। সখীস্নেহাধিকাভাববিশিষ্ট লীলাশুক নিজের ওই প্রকার উপাসনার দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন।

অথবা প্রথম আগত লীলাশুকের উপাসনানিষ্ঠা জানবার জন্য অন্য সখীগণ বললেন, " হে সখী, আমরা সেই দুঃখিত রাসপরিত্যক্ত কৃষ্ণবিরহিণী সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করিয়ে তাঁদিগকে সুখী করব।" লীলাশুক 'সমস্নেহা' সখীর গুণ আশ্রয় করে নিশ্চয় করে বললেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রহঃকেলি অপ্রাপ্তিবশতঃ বিচিত্র পত্রপুষ্প দ্বারা চিত্রিত যে সমস্ত গোপকিশোরীরা শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে পাণ্ডুবর্ণ ছবির ন্যায় হয়েছেন এবং যাঁদের হৃদয় শরৎকালীন মেঘের ন্যায় কেবল বিলাপধ্বনিতে পূর্ণ, সেই গোপকিশোরীবর্গকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে সুখী করব? কিংবা পুষ্প আহরণ করতে বনান্তরে (বৃন্দাবনে) যাব? এই প্রকার বিতর্ক করতে করতে বৃন্দাবনের পথে চলতেই সেই নবীন যুবদ্বয়ের (ইহা বলতে উদ্যত হলে) পথিমধ্যে অঙ্কিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই হর্ষের সহিত বলছেন -- বৃন্দাবনের ভূমিতে নৃত্যকালীন তাঁদের

শালিন্যো যা এতা ব্রজবালা আসাং বিয়োগ-নীরস-পাণ্ডুচ্ছবীনাং স্তননমেব স্তনঃ শরদভ্রস্ত-স্তনিতমিব বিলপনধ্বনিস্তং বা যাম তন্মধ্যে পতাম। কিং বা, পুষ্পাণ্যাহর্তুং বনান্তরং বা যাম। তন্নবীনযুবদ্বন্দ্বমিতি বক্তুমুদ্যতঃ পথি তয়োঃ পাদচিহ্নান্যালোক্যাহ — বৃন্দাবনে পাদলাস্যং যয়োস্তং যুবদ্বন্দ্বরত্নমপাস্য ত্যক্ত্বা অন্যমুপাস্যং সেব্যং ন বিলোকয়াম। কিমুতোপাস্মহে। তয়োর্লক্ষণম্ — কৃষ্ণাদপ্যধিকো যাসাং স্নেহস্তাঃ সখীস্নেহাধিকা ইতি, কৃষ্ণে সখ্যাং চ সমস্নেহাৎ সমস্নেহা ইতি।। বাহ্যে তু — মূর্ছিতং পথি পতিতং তং দৃষ্ট্বা অয়ে স তে দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্বান্তর্যামিতয়া সর্বত্রাস্তে তথা বিঠ্ঠলশ্রীরঙ্গাদিরূপশ্চ ত্বয়া দৃষ্ট এব, তমেব স্মর পশ্য বা ইত্যাশ্বাসনপরান্ স্বান্ প্রতি

পদচিহ্ন বর্তমান। এই পদাঙ্কিত বৃন্দাবন ছেড়ে বা তাদের উপাসনা ত্যাগ করে আর অন্য কোথাও যাব না — অন্য কোন উপাস্য অবলোকন করব না — উপাসনা করা দূরে থাকুক। সখীস্নেহাধিকা এবং সমস্নেহার লক্ষণ — যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা প্রিয়সখী শ্রীরাধাতে কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহ বহন করেন, তাঁরা হলেন সখীস্নেহাধিকা। আর যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও স্বীয় প্রিয়সখী শ্রীরাধাতে সমান ও সুব্যক্ত স্নেহ বহন করেন, তাঁরা হলেন সমস্নেহা সখী।

বাহ্যার্থ — মূর্ছিত অবস্থায় পথে পতিত লীলাশুককে দেখে সঙ্গীয় বৈষ্ণব তাঁকে সচেতন করে বললেন, হে প্রভু, আপনার দয়িত শ্রীকৃষ্ণ সর্বান্তর্যামী -- সর্বত্র বর্তমান। আর এই বিঠ্ঠলনাথ ও রঙ্গনাথরূপেও তিনি এখানে বিরাজমান রয়েছেন। অতএব আপনি এই সকল শ্রীমূর্তি দর্শন করুন বা স্মরণ করুন। এই প্রকার আশ্বাসদানকারী বৈষ্ণবকে লীলাশুক নিশ্চয় করে বললেন, তাদৃশ ব্রজবালাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, শ্রীরাধা-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ বিনা আমার অন্য কোন উপাস্য নাই। বৃন্দাবনবিহারী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য কোন উপাস্য দেখব না, — ইহাই আমার নিষ্ঠা। নিজের মহাবিষয়নিমগ্ন চিত্ত বা নিজে বৃন্দাবনবাসের অযোগ্য হলেও আমি বৃন্দাবনেই গমন করব। 'বনান্তরং' বলতে বৃন্দাবন বুঝায়। এস্থলে "বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি" পদকে 'স্তন' ও 'বনান্তরম্' এই উভয় পদের বিশেষণরূপে যোজনা করলে অর্থ হবে যে, কস্তুরীকুম্কুমাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রচিত পত্র ও অঙ্কুরাদির (ফুলের) চিত্র সংবলিত শ্রীরাধার স্তনদ্বয়। আর বৃন্দাবনের বিশেষণে অর্থ হইবে যে, বিচিত্র পত্রাপুষ্পশোভী বৃন্দাবন। ইহাই তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ উক্তি জানতে হবে।

তাৎপর্য এই, বৃন্দাবনে বাস করে যেরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা সখীগণ করেন, সেইরূপ প্রেমসেবা সূচিত হয়েছে। সেবাপর সখীগণের চরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা কখনো একা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার সেবা বাঞ্ছা করেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত

স্বনিশ্চয়মাহ — তাদৃশবালাস্তনমধ্যং বা যাম। মহাবিষয়মগ্না ভবাম ইত্যর্থঃ। বনান্তরং বৃন্দাবনমধ্যম্। কিং বা স্বস্য বৃন্দাবনযোগ্যত্বাদ্ বনান্তরং বা যাম। তাদৃশং তমপাসেতি পূর্ববৎ। অত্র বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালীতি স্তনবনয়োর্বিশেষণম্। বৃন্দাবনেতি বিশেষণ এব তাৎপর্যাদ্বিশেষ্যানুক্তিঃ।।২২।।

ও আনন্দিত শ্রীরাধার সেবা তাঁদের বাঞ্ছনীয়। লতামূল জলদ্বারা অভিসিক্ত হলে যেরূপ পত্রপল্লবাদি ও জীবনলাভ করে, সেইরূপ শ্রীরাধার সুখেই সখীগণ সুখী হন।।২২।।

যদুনন্দন --

বিচিত্রা[১]-বলিত যুত, শোভা অতি অদ্ভুত,
রাধিকার কুচমধ্যস্থলে[২]।
রসে[৩] সেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দ-কন্দ,
যাব[৪] কি তাহার রম্যস্থানে।।[৫]
কিংবা যাব বৃন্দাবনে, পুষ্প-আদি-আহরণে,
উপাসনা করিব রাধার।
বৃন্দাবন-মাঝে যার, পদচিহ্ন নৃত্যসার,
তাহা বিনু না দেখিব আর।।
অন্য উপাসকগণে, না দেখিব এই মনে,
উপাসনা কি করিব তার।
এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাশনে,
কহে অর্থ অতিশয় সার।।
বনে যাই[৫] লীলাশুক, দেখি সব সখীমুখ[৬],
কহে নিষ্ঠা জানিবার তরে।
হে সখি! দুঃখিতাগণ, রাসে ত্যাগী যত জন,
সুখী করি সঁপি কৃষ্ণকরে।।
এই মত[৬] কহি বাণী[৭], লীলাশুক মনে গণি,
পুনঃ[৮] কহে[৯] সমস্নেহ মত।
রাসে কৃষ্ণত্যক্ত নারী[৯], চিত্রপত্রাঙ্কুরশালী,
বিলাপ বৈবর্ণ্যগণ যত।।
তার মধ্যে যাব[১০] কিংবা[১০], পুষ্প আহরিব কিবা[১১]
বনমধ্যে করিব প্রবেশে।
যুবদ্বন্দ্বরত্ন বিনা, অন্য নাহি উপাসনা,

এই নিষ্ঠা মোর হৃদি দেশে।।
এতেক কহিতে পথে, দেখে পদচিহ্ন তাতে,
রাধাকৃষ্ণ একত্র ঘটনা।
এই পাদলাস্য যার, পথে দেখি মনোহর,
তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা।।
এত[১২] কহি আর এক শ্লোক কৈল পাঠ।
শ্রীলীলাশুকের বাণী সুধাময় ঠাট।।[১২] ২২।।

পাঠান্তর — ১ বিচিত্র পত্রাবলী (ক, খ) ২ স্থানে (ক, খ) ৩ বামে (ক, খ) ৪-৪ আর কিবা তার বন্যস্থানে (ক, খ) ৫ আইলা (ক, খ) ৬ সুখ (খ) ৭-৭ সখী বাণী শুনি (ক, খ) ৮-৮ কহে নিষ্ঠা (ক, খ) ৯ বালি (ক, খ) ১০-১০ আর কিবা (ক, খ) ১১ কিংবা (ক, খ) ১২

১২ এত কহি লীলাশুক, আনন্দে ভরল বুক,
আর এক শ্লোক করে পাঠ।
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা, মোর চিত্তে করু খেলা,
স্ফুরু এই সুধাময় ঠাট।। (খ)

সার্ধং সমৃদ্ধৈরমৃতায়মানৈরাতায়মানৈর্মুরলীনিনাদৈঃ।
মূর্ধাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে।। ২৩।।

অন্বয় — সমৃদ্ধৈঃ অমৃতায়মানৈঃ আতায়মানৈঃ মুরলীনিনাদৈঃ সার্ধং মধুরাকৃতীনাং মূর্ধাভিষিক্তং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে।।২৩।।

অন্বয় অনুবাদ — অমৃতের ন্যায় সুমধুর ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত প্রসরণশীল নানা স্বরবিন্যাস ও মূর্ছনাদি দ্বারা পুষ্ট মুরলীনিনাদের সহিত অর্থাৎ মুরলীবাদনকারী সর্বমধুরাকৃতিগণের অর্থাৎ সৌন্দর্যশালিগণের চক্রবর্তী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুন্দর সেই কিশোরমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে কবে অবলোকন করব? ।।২৩।।

অনুবাদ— যাঁর মুরলীধ্বনি অমৃতরস বর্ষণ করে, যা সমৃদ্ধ রাগরাগিণীদ্বারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যিনি মধুরমূর্তিধারীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সেই নবকিশোরকে কবে আমি দেখতে পাব? ।।২৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ পুষ্পাণ্যাদায় তাভিঃ সহ পুনস্তৎকুঞ্জমাগচ্ছন্তমাত্মানং ভাবয়ন্ পথি অত্যন্তস্বাধীনভর্তৃকতয়া সৌভাগ্যগর্বমানাভ্যাং রসাস্বাদকোৎকণ্ঠারহিতাং রসপোষ-কান্যোন্যদৌর্লভ্যরাহিত্যেন পর্যুষিতরসামিব তাং স্বঞ্চ দৃষ্ট্বা, কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন তদ্বর্ধনায় তদুৎকণ্ঠাপ্রলাপশুশ্রূষয়া চ কুঞ্জাৎতিরোহিতে রসিকশেখরে তমন্বেষ্টুং বহির্নির্গতয়া সসখীবৃন্দয়া বিকলয়া শ্রীরাধয়া মিলিত্বা, তমন্বিষ্য ভ্রমন্তীনাং সর্বাসাং তাসাং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠাপ্রলপিতশ্রবণোদ্গতয়া স্বস্য বাহ্যান্তর্দশাদ্বয়েঽপি তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তাসাং

টীকার অনুবাদ — তারপর লীলাশুক পুষ্প আহরণ করে সখীগণের সঙ্গে পুনরায় সেই কুঞ্জে ফিরে আসলেন। বাইরে থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ লীলা করে শ্রীরাধা অত্যন্ত স্বাধীনভর্তৃকাভাব অবলম্বনে সৌভাগ্যগর্বমানদ্বারা রসাস্বাদে উৎকণ্ঠারহিত হয়েছেন। কিন্তু রসপোষক বিরহ বিনা রসের পুষ্টি হয় না, এস্থলে দুর্লভতার অভাবের কারণে, অর্থাৎ পরস্পর অত্যন্ত (ঘনঘন) মিলনহেতু রস পুষ্টির অভাবে, বাসি বা বৈচিত্র্যহীন হয়েছে। সেই সুযোগ দেখে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ সেই চমৎকারিত্বময় রস আস্বাদন করবার জন্য কুঞ্জের কিছু দূরে লুকোবার ইচ্ছা করলেন। কেননা, তাতে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা বাড়বে এবং তার সেই উৎকণ্ঠাময় প্রলাপ শুনবার সুযোগ হবে। এই মনে করে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ থেকে তিরোহিত হলেন। রসিকশেখরকে দেখতে না পেয়ে শ্রীরাধা বিরহে ব্যাকুল হয়ে নিজ সখীদের সঙ্গে মিলে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হলেন। বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎকণ্ঠায় যে

প্রলাপমেবানুবদন্নাহ ত্রয়স্ত্রিংশতা শ্লোকৈঃ। অতঃ অত্রার্থত্রয়মনুসন্ধেয়ম্। উক্তং চ — 'সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধো মতঃ'। তত্র চ 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে।।' ইতি। বিপ্রলম্ভোঽপি চতুর্ধা —পূর্বরাগো মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চেতি। প্রবাসশ্চ বুদ্ধিপূর্বাবুদ্ধিপূর্বভেদেন দ্বিধা। বুদ্ধিপূর্বোঽপি কিঞ্চিদ্দূরসুদূরগমনাদ্দ্বিধা। তত্র কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসাখ্যবিপ্রলম্ভেঽস্মিন্ তাসাং বিরহোৎপন্না দশ দশাঃ স্যুঃ — 'চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশেতি'। এতাস্তৎতৎশ্লোকেষু ব্যাখ্যাস্যন্তে। তত্র -- সার্ধমিত্যাদিভিশ্চিন্তা। অধীরম্ ইত্যাদিভিঃ প্রলাপঃ। ত্বচ্ছৈশবম্ ইত্যাদিভিরুদ্বেগঃ যাবন্ন মে ইত্যত্র মোহো ব্যাধিশ্চ। যাবন্ন মে ইত্যত্র মৃতিঃ। হে দেব ইত্যাদিভিশ্চোন্মাদঃ।

প্রলাপ বলেছেন তা শুনে লীলাশুক (নিজেকে কৃষ্ণান্বেষণরত সখীগণের মধ্যে একজন মনে করে) বাহ্য ও অন্তর্দশায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনের উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে শ্রীরাধার প্রলাপের অনুসরণ করে তেত্রিশটি শ্লোকে এই প্রকার বিরহব্যাকুলতাময় আর্তিভাব প্রকাশ করেছেন; সুতরাং পরবর্তী বত্রিশটি শ্লোকেরও পূর্ববৎ তিনপ্রকার অর্থ করতে হবে। অর্থাৎ অন্তর্দশা, স্বান্তর্দশা ও বাহ্যদশা – এই তিন প্রকার দশা অনুসারে তেত্রিশটি শ্লোকের তিনপ্রকার অর্থ করতে হবে।

অলঙ্কার শাস্ত্রে উক্ত আছে, সম্ভোগ (মিলন) ও বিপ্রলম্ভ (বিরহ) ভেদে শৃঙ্গার রস দুই প্রকার। "বিরহ বিনা সম্ভোগরস পুষ্টি লাভ করে না। কাষায়িত বস্ত্রাদিতে যেমন পুনর্বার রঞ্জন হলেই অধিকতর উজ্জ্বলতারই বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিপ্রলম্ভ (বিরহ) ব্যতিরেকে সম্ভোগের (মিলনের) উৎকর্ষ হয় না।" এই বিপ্রলম্ভ (বিরহ) চার প্রকার – পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। তার মধ্যে বুদ্ধিপূর্বক (স্বেচ্ছায়) ও অবুদ্ধিপূর্বক (বাধ্য হয়ে) ভেদে প্রবাস দ্বিবিধ। এর মধ্যে ইচ্ছাকৃত প্রবাসরূপ বিরহ, একটু দূরে যাওয়া এবং অনেক দূরে যাওয়া হিসাবে, দু রকম হয়ে থাকে। এমন কি সামান্যমাত্র দূর গমনে অর্থাৎ কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে ব্রজগোপীগণের বিরহোৎপন্ন হলে দশ রকম দশা হয় – চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব (রোগা হওয়া), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু -- এই দশবিধ দশা হয় (উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ ১৫৩)। এদের ব্যাখ্যা প্রতিশ্লোকের শেষে করা হবে। তার মধ্যে এই আলোচ্য (২৩) অর্ধশ্লোকে 'চিন্তা' নামক দশা বর্ণিত হবে। 'অধীরম্' ইত্যাদি (২৭) শ্লোকে প্রলাপ। 'তচ্ছৈশবম্' ইত্যাদি (৩২) শ্লোকে উদ্বেগ। 'যাবন্ন মে' ইত্যাদি (৩৭) শ্লোকে মোহ, ব্যাধি। 'হে দেব' ইত্যাদি (৪০) শ্লোকে উন্মাদ। 'আভ্যাম্' ইত্যাদি (৪৩) শ্লোকে গ্লানিলক্ষণ তানব বর্ণিত হবে। তার মধ্যে প্রথমে নিজ

আভ্যাম্ ইত্যাদিভির্ম্লানিলক্ষণং তানবম্। তত্র প্রথমং নিজাশ্বাসনপরসখীঃ প্রতি তাসাং তদ্দর্শনচিন্তোৎকণ্ঠপ্রলপিতমনুবদন্নাহ -- মুরলীনিনাদৈঃ সার্ধং তং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে। তন্নাদমুদ্গিরন্তং তমিত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? সমৃদ্ধৈঃ তানমূর্ছনাদিমাধুর্যৈঃ পুষ্টৈঃ। অমৃতবদাচরন্তীতি তথা তৈঃ। আতায়মানৈঃ স্বমাধুর্যেণ ব্রহ্মাণ্ডং নির্ভিদ্য বৈকুণ্ঠপর্যন্তপ্রসরণশীলৈঃ। লক্ষ্ম্যা অপ্যাকর্ষণাৎ। তদুক্তম্— 'রুন্ধন্নম্বুভৃত' ইত্যাদৌ 'ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিরিতি'। কীদৃশং তং -- মধুরাকৃতীনাং মূর্ধাভিষিক্তম্। শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্বান্তর্দশায়াং, তৎপ্রেরকসঙ্কেতমুরলীনিনাদমুদ্গিরন্তং তমিতি। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে তু, স্বাশ্বাসনপরান্ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। অর্থঃ স এব।। ২৩।।

আশ্বাসনঅভিলাষী সখী ললিতাদির প্রতি শ্রীরাধার উক্তি -- শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্তির চিন্তা ও উৎকণ্ঠাযুক্ত বিলাপ বাক্যের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বলছেন -- যাঁর মুরলীর নিনাদ অমৃত বর্ষণ করে, সেই কিশোরকে কখন আমি অবলোকন করব?

তাঁর মুরলীনিনাদ নিরন্তর নাদরূপে উদ্গীরণ হচ্ছে। তাঁর মুরলীর নিনাদ কি রকম? সমৃদ্ধ, তানমূর্ছনাদির মাধুর্যে পুষ্ট এবং অমৃতের মত আচরণশীল। অমৃত যেমন জীবন দান করে, ইহাও সেইরূপ জীবন দান করে। 'আতায়মান' -- স্বমাধুর্যের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত প্রসরণশীল হয়ে লক্ষ্মী প্রভৃতিকেও আকর্ষণ করেন। তা বিদগ্ধমাধবে (১/৪৪) উক্ত আছে -- "শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘের গতি রোধ করে, মুহুর্মুহু গন্ধর্বরাজ তুম্বুরুর চমৎকারিত্ব সম্পাদন করে, সনন্দন প্রভৃতি মুনিগণকে ধ্যান থেকে বিচ্যুত করে, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন করে, ঔৎসুক্যাবলীর দ্বারা বলিরাজের চঞ্চলতা সম্পাদন করে, নাগরাজ বাসুকীর মস্তক বিঘূর্ণিত করে এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহের আবরণের ভিত্তি ভেদ করে সেই বংশীধ্বনি চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে।" এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তারশীল বংশীধ্বনি ক্রমশ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে উর্ধ্বগত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। আচ্ছা, সেই মুরলীনিনাদকারীর আকৃতি কেমন? সকল মধুর আকৃতিশালীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা তিনি মধুরাকৃতিশালীদের মাথার মণি।

স্বান্তর্দশার অর্থ -- (সিদ্ধদেহে লীলাশুক অন্য সখীকে বলছেন) শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর নিনাদদ্বারা শ্রীরাধাকে কুঞ্জে গমনের সঙ্কেত করে থাকেন। কবে আমি সেই মুরলীর নিনাদ শুনে মুরলীর নিনাদকারীকে দর্শন করব? অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ -- আশ্বাসনরত সঙ্গী বৈষ্ণবদের প্রতি একই উক্তি। সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে কবে আমি দেখতে পাব? যাঁর মুরলীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত চলে গেছে।।২৩।।

যদুনন্দন —

ত্রিবিধ ইহার অর্থ, অন্তর্দশা এক।
দ্বিতীয়ে স্বান্তর্দশা বাহ্যে তিন রেখ।।
এইরূপে লীলাশুক সখীগণ-সঙ্গে।
দিব্য-পুষ্পমাল্য-আদি গাঁথিলেন রঙ্গে।।
তাহা লৈয়া সখী ফিরি কুঞ্জে আইসে।
এইমত জানে তেহোঁ মনের বিলাসে।।
এথা রাই কৃষ্ণ-সনে কৈল নানা লীলা।
স্বাধীনভর্তৃকা-আদি বহু সুখ পাইলা।।
তাহা হৈতে গর্ব আর মান উপজিল।
রসের উৎকণ্ঠা-গণ রহিত হইল।।
অন্যোন্য দুর্লভ বিনে রস[১] পুষ্ট নহে।[১]
পর্যুসিত রস হৈল কৃষ্ণ মনে[২] লয়ে।।[২]
অন্য গোপীগণ পায় বিচ্ছেদ যাতনা।
তাহা জানি লুকাইতে হইল বাসনা।।
রাধিকার অতিশয় উৎকণ্ঠা বাড়াঞা।
উৎকণ্ঠা প্রলাপ শুনি ইহা[৩] হৈল হিয়া।।
তেঞি লাগি কুঞ্জান্তরে কৃষ্ণ লুকাইলা।
তারে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইলা।।
কৃষ্ণ অন্বেষিতে রাই সখীগণ লৈয়া।
গমন করেন কুঞ্জ বাহির হইয়া।।
সেই সঙ্গে লীলাশুক নিজ সখী লৈয়া।
রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে[৪] কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।।
কৃষ্ণ দরশন লাগি প্রলাপয়ে রাই।
তাহা শুনি লীলাশুক দুঃখ বহু পাই।।
বাহ্য আর অন্তর্দশায় মন বসাইয়া।
প্রলাপানুসারে[৫] তাহা[৫] প্রলাপয়ে ইহা[৬]।।
তেত্রিশ শ্লোকের অর্থ এমতে[৭] জানিবে।
রাধিকা প্রলাপ কথা কৃষ্ণোদ্দেশে[৮] সবে।।
এইরূপ[৯] শৃঙ্গার এক সম্ভোগ প্রকার।
বিপ্রলম্ভ মত আর খ্যাত পরকার।।

বিপ্রলম্ভে° চারিমত—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রেমবৈচিত্ত্য আর প্রবাস আখ্যান।।
সে প্রবাস দুই মত 'উজ্জ্বল'-প্রচার।
'বুদ্ধিপূর্ব' 'অবুদ্ধিপূর্ব' আখ্যান যাহার।।
বুদ্ধিপূর্ব দুইরূপ খ্যাত শাস্ত্রমত।
'কিঞ্চিদ্দূর' 'সুদূর-গমন' খ্যাত যত।।
এই ত প্রবাস হয় কিঞ্চিদ্দূর নাম।
এই বিপ্রলম্ভ হয় বিরহ-বিধান।।
তাহাতে রাধিকা-আদি সব সখীগণে।
দশ দশা উপস্থিত হৈল সেইক্ষণে।।
চিন্তা জাগরণ আর উদ্বেগ তানব।
মলিন প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদাদি সব।।
মোহ মৃত্যু আদি করি এই দশ দশা।
রাধিকাতে উপজিল কহি সেই ভাষা।।
তাহার প্রথম দশা চিন্তা উপজিলা।
কৃষ্ণ-দরশন-কাজে চিত্তোৎকণ্ঠা হৈলা।।[১১]
আশপাশ সব সখী ললিতাদি করি।
তাহা প্রতি কহে রাই এই শ্লোকোচ্চারি।।
সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া লীলাশুক এথা।
সেই সব[১২] ভাব মত[১২] কহে সেই কথা।।
এই ত শ্লোকের এই কহিল আভাস।
এবে কহি শুন ইহার অর্থ পরকাশ।।
মুরলীর নাদসঙ্গে কিশোরশেখর।
কবে নিরখিব আমি শ্যামলসুন্দর।।
তানব মূর্চ্ছা আদি গান সমৃদ্ধ সহিতে।
মাধুর্য পুষ্টতা যার অমৃত চরিতে।।
অতি-দীর্ঘ ধ্বনি যাতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়।
যে ধ্বনি বৈকুণ্ঠ যাঞা লক্ষ্মী আকর্ষয়।।
মধুর আকার যত আছে ত্রিভুবনে।
তার শিরোধার্যরূপ সর্বমনোরমে।।

অন্তর্দশার এই অর্থ কৈল প্রকটনে।
স্বান্তর্দশার অর্থ এবে শুন করি[১৩] মনে।।
সখীভাবে লীলাশুক কহে সখীগণে।
কবে সে দেখিব শ্যামকিশোরমোহনে[১৪]।।
*মুরলীর নাদ যাতে মাধুর্যের সীমা।
রাই আকর্ষণ করে অতি মনোরমা।।
সে শব্দে সঙ্কেতবাণী[১৫] কহেন রাইরে।[১৫]
কবে[১৬] তাহা শুনি সুখী হইব অন্তরে।।[১৬]
স্বান্তর্দশার এই অর্থ বাহ্যদশা আর।
সঙ্গী প্রতি কহে সেই ভক্তি অর্থ সার।।
কবে সে কিশোর কৃষ্ণ দেখিব নয়নে।
শিরোধার্য হয় সেই মাধুর্যের গণে।।
অমৃত মুরলীধ্বনি সমৃদ্ধের সনে।
কবে সে দেখিব শ্যাম মদনমোহনে।।*
এই তিন মত অর্থ কৈল প্রকটন।
এই মত জানিহ তেত্রিশ শ্লোকে ক্রম।।
অন্তর্দশার অর্থ এথা কহিব বিবরি।
সংক্ষেপে জানিহ দুই অর্থের চাতুরী।। ২৩।।

পাঠান্তর — ১-১ রস নহে পুষ্ট (খ) ২-২ হন তুষ্ট (খ) ৩ ব্যস্ত (খ) ৪ কুঞ্জে (খ) ৫-৫ সে প্রলাপ অনুসারে (ক, খ) ৬ হিয়া (ক) ৭ এমত (ক, খ) ৮ কৃষ্ণক্লেশ (খ) ৯ দুইরূপ (ক, খ) ১০ বিপ্রলম্ভ (ক, খ) ১১-১১ লাগি উৎকণ্ঠা হৈয়া (ক); লাগি উৎকণ্ঠা বাড়ি গেলা (খ) ১২-১২ দশা উৎকণ্ঠাতে (খ) ১৩ এক (ক); দিয়া (খ) ১৪ মদন (খ) * (খ) পুথিতে নাই। ১৫-১৫ রাইরে কহে বাণী (ক) ১৬-১৬ তবে তাহা শুনি রাই সেই বেণুধ্বনি (ক)।

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ শিখিপিচ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ।
যুগলং বিগলন্মধুদ্রবস্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা।। ২৪।।

অন্বয় — বিগলন্মধুদ্রবস্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা শিখিপিচ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ যুগলং কদা নু নঃ শিশিরীকুরুতে।।২৪।।

অন্বয় অনুবাদ — কবে সেই শিখিপিচ্ছভূষণ অর্থাৎ শিখিপিচ্ছমৌলি কিশোরমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ বিগলিত মধুররসের ন্যায় তাঁর সুমধুর মন্দহাস্যভঙ্গিযুক্ত কোমল মুখচন্দ্র দেখিয়ে আমাদের নয়নযুগল শীতল করবেন? ।।২৪।।

অনুবাদ — যাঁর মুখচন্দ্রের মৃদুহাস্যে মধু বিগলিত হয়, যাঁর মস্তকে শিখিপুচ্ছের আভরণ, সেই কিশোর কখন আমাদের নয়নদুটিকে দর্শনদানে শীতল করবেন? ।।২৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ পুনর্মূর্হ্যন্তীনাং করুণার্দ্রোঽসাবধুনৈব দর্শনং দাস্যতি, মা খেদং গচ্ছতেতি সখিভিরাশ্বাসিতানাং তদ্দর্শনবহ্নিজ্বালাবলীঢ়নেত্রাণাং তাং প্রতি তথোক্তিমনুবদন্নাহ — নু ভোঃ সখ্যঃ স শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মাকং দৃশোর্যুগলং মুখেন্দুনা কদা শিশিরীকুরুতে তথা করিষ্যতি। কীদৃক্? শিখিপিঞ্ছৈরাভরণং মৌলির্যস্য। কীদৃশেন তেন? বিগলন্তো মধুদ্রবা যস্মিন্ তাদৃশস্মিতস্য মুদ্রয়া ভঙ্গ্যা মৃদুনা। স্বান্তর্দশায়াং, — প্রেয়সীপ্রেরণহর্ষজতাদৃশস্মিতস্যান্যতো যন্মুদ্রণং গোপনং তেন মৃদুনা। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে তু পূর্ব্ববৎ।।২৪।।

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহবিধুর শ্রীরাধা পুনরায় মূর্ছিত হলে ললিতাদি সখীগণ বললেন, 'করুণার্দ্রহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ এখনই এসে দেখা দিবেন, খেদ করিও না।' এই আশ্বাসবাণী শ্রবণে শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব অনুমান হওয়ায় তাঁর অদর্শনজনিত বিরহবহ্নিজ্বালা আরও বৃদ্ধি হল এবং জ্বালাময় নেত্রে আশ্বাসদনকারী সখীর প্রতি যে বিরহবেদনাময় প্রলাপ বললেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বলছেন — হে সখীগণ, সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখচন্দ্রদর্শনদানে কখন আমাদের তাপিত লোচনদ্বয় শীতল করবেন? তিনি কেমন? শিখিপুচ্ছাভরণধারী। তাঁর মুখচন্দ্র কিরূপ? মুখচন্দ্রের মৃদু হাস্যে মধু বিগলিত হয়, সেই রকম স্মিতভঙ্গিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন করে কখন আমাদের নয়নদুটি শীতল হবে?

স্বান্তর্দশার অর্থ -- হে সখি, প্রেয়সী শ্রীরাধার প্রেরণজাত হর্ষ ও সেই রকম মৃদুস্মিত অন্যান্য গোপীর অলক্ষ্যে সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীরাধার প্রেরণজাত স্মিতভঙ্গিময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে কবে আমার তৃষিত নয়নদুটি তৃপ্ত হবে? অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ -- পূর্ববৎ সঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি উক্তি। কবে সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে আমার নয়নদুটি শীতল করবেন? ২৪।।

যদুনন্দন —

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই,
গোবিন্দের বিরহ-বেদনে।
তাহা দেখি সখীগণ,[১] কহে[২] কৃষ্ণ এই ক্ষণ,[২]
তোমাকে[৩] তোষিবে দরশনে।।[৩]
খেদ না বাড়াহ সখি, দেখি তোমা সবে দুঃখী,
ক্ষণেক ধৈরয কর মনে।
এই আশ্বাসয়ে তারা, অন্তরে বিরহজ্বালা,
নেত্র জ্বালা কৃষ্ণ-অদর্শনে।।
তা সবাকে ধনী কহে, বিরহবেদনাচয়ে,
সেই কথা লীলাশুক কহে।।
কহিল আভাষ এই, এবে শুন শ্লোক যেই[৪],
অর্থগণ সুধা[৫] সব হয়ে।।[৫]
সখি হে,
শ্যামধাম কিশোরশেখর।
দেখাইয়া মুখচন্দ্র, দিবে মোরে সুখানন্দ,
নেত্র কবে করিবে শীতল।। ধ্রুবপদ ।।
শিখিপিচ্ছ ভূষা যার, স্মেরমুদ্রা মনোহর,
যাতে গলে মধুদ্রবধার।
স্মিতভঙ্গী মৃদু অতি, মাতায় যুবতীমতি,
হেন মুখচন্দ্র শোভা যার।।
এই অন্তর্দশা অর্থ, শুন স্বান্তর্দশা অর্থ,
লীলাশুক মনে যাহা লয়।
রাধিকা-প্রেরণ সার, এই স্মিত মনোহর,
কবে সে জুড়াবে নেত্রদ্বয়।।
বাহ্যে সঙ্গীপ্রতি কহে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্র ময়ে,
তাতে মৃদুস্মিত মধুদ্রবে।

শিখিপিচ্ছ ভূষাকেশ, মোর নেত্রযুগ দেশ,
সুশীতল করিবেন কবে।।
তথা অতি উৎকণ্ঠাতে, পৃথক্ পৃথক্ রীতে,
গোবিন্দ প্রার্থনা করে সবে।
তাহাতে রাইর মন, হৈল অতি উচাটন,
সেই বাক্যে পড়ে শ্লোক লোভে।। ২৪।।

পাঠান্তর — ১ সখী কহে (ক, খ) ২-২ যে কৃষ্ণ করুণাময়ে ৩-৩ অবহি দিবেন দরশন (ক, খ) ৪ কই (ক, খ) ৫-৫ সুধামুখী কহে (ক, খ)।

কারুণ্যকর্বুরকটাক্ষনিরীক্ষণেন
তারুণ্যসংবলিতশৈশববৈভবেন।
আপুষ্ণতা ভুবনমদ্ভুতবিভ্রমেণ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরু লোচনং মে।। ২৫।।

অন্বয় — কারুণ্যকর্বুরকটাক্ষনিরীক্ষণেন তারুণ্যসংবলিতশৈশববৈভবেন অদ্ভুত বিভ্রমেণ ভুবনাপুষ্ণতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মে লোচনং শিশিরীকুরু।।২৫।।

অন্বয় অনুবাদ — হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তারুণ্যমিশ্রিত শৈশব অর্থাৎ কৈশোরের মৃদু স্মিতাদি বৈভববিশিষ্ট ভুবনপোষণকারী অদ্ভুত বিলাস সংবলিত করুণরসদ্বারা চিত্র-বিচিত্রিত নেত্রান্তদৃষ্টিদ্বারা আমার নয়ন শীতল করুন।।২৫।।

অনুবাদ — কারুণ্যপূর্ণ বিচিত্র কটাক্ষ দৃষ্টির দ্বারা, তারুণ্যযুক্ত কৈশোরবৈভব দ্বারা এবং অদ্ভুত বিভ্রম (বিলাস) দ্বারা, নিখিল ভুবন পোষণকারী হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার লোচন শীতল করুন।।২৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথাত্যুৎকণ্ঠয়া শ্রীকৃষ্ণমেব পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থয়মানানাং বচোঽনুবদন্নাহ — হে কৃষ্ণচন্দ্র কারুণ্যেন কর্বুরং চিত্রং যৎ কটাক্ষনিরীক্ষণং তেন মে লোচনং শিশিরীকুরু। করুণরসস্য চিত্রবর্ণত্বাৎ কর্বুরত্বম্। কীদৃশেন? তারুণ্যসংবলিতং শৈশবং কৈশোরং তস্য বৈভবেন সম্পদ্রূপেণ। তথা, ভুবনমপ্যাপুষ্ণতা সম্যক্ স্থূলীকুর্বতা। তথা, অদ্ভুতো বিভ্রমো বিলাসো যস্য তেন। কৃষ্ণস্য চন্দ্ররূপকত্বেন স্বলোচনয়োর্বিরহার্কপ্রতপ্তকুমুদত্বং

টীকার অনুবাদ — তারপর অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকেই পৃথক্ পৃথক্ রীতিতে প্রার্থনা করছেন। সেই প্রার্থনার পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন, হে কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার করুণাপূর্ণ বিচিত্র (কর্বুর) কটাক্ষদৃষ্টির দ্বারা আমার লোচনদ্বয়কে শীতল করুন। করুণরসের বর্ণ বিচিত্র বলে 'কর্বুরত্ব (স্বর্ণত্ব)' বলা হয়েছে। কি প্রকারে? তারুণ্যযুক্ত কৈশোরবৈভবের অদ্ভুত বিলাসসম্পদরূপে। আরও প্রার্থনা করলেন, তুমি নিখিল ভুবন পোষণ কর; সুতরাং মধুরিমার অদ্ভুত বিলাসদ্বারা আমার নয়নদ্বয়কে শীতল কর। শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্ররূপকত্বহেতু শ্রীরাধার নয়নদ্বয় বিরহরূপ সূর্যের দ্বারা তপ্ত কুমুদ। ইহাই ধ্বনিত হচ্ছে। ভাবার্থ এই, চন্দ্র যেরূপ কুমুদকে শীতল করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও অদ্ভুত বিলাসের দ্বারা শ্রীরাধার চক্ষুকে শীতল করুক। চন্দ্র কুমুদকে শীতল করে থাকে, তা হলে তুমিই বা আমার নয়নকে শীতল করবে না কেন। 'আপুষ্ণতা' ইত্যাদি তিনটি

ধ্বনিতম্। যদ্বা, নিরীক্ষণেন বৈভবেন বিভ্রমেণ চ মে লোচনং তথা কুরু। আপুষ্ণতেতি ত্রয়াণাং বিশেষণম্। চন্দ্রোঽপি তথা করোতি ইতি রূপকম্। স্বান্তর্দশায়াং তু-- প্রেয়সীপ্রেরণরূপং তন্নিরীক্ষণম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে স্পষ্টম্।। ২৫।।

পদ (যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ, তেমন চন্দ্রেরও) তিনটি বিশেষণ; কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে রূপক মাত্র।

লীলাশুকের স্বান্তর্দশার অর্থও হল — প্রেয়সী শ্রীরাধার প্রেরণরূপ করুণাপূর্ণ নিরীক্ষণ দ্বারা আমার নয়নদ্বয়কে শীতল কর। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ — মূলানুবাদে স্পষ্ট হয়েছে।।২৫।।

যদুনন্দন —

সখি হে,
কৃষ্ণের করুণাময় আঁখি।
বিচিত্র কটাক্ষ তার যাতে নানা ভাবোদ্গার,
নিরিখিয়া নেত্র করু সুখী।। ধ্রুবপদ।।
কৈশোর-বিলাস যাতে, বিভ্রম বিলাস তাতে,
অদ্ভুত বৈভব মধুরিমা।
অখিল ভুবনজন, সুখপুষ্টি অনুক্ষণ,
করে যার কটাক্ষের কণা।।
কৃষ্ণচন্দ্র-রূপরাশি, মাধুর্যতরঙ্গ হাসি,
তাতে আর তারুণ্যের ঘটা।
বিলাস-বিভ্রম তাতে, অপাঙ্গ-মাধুরী যাতে,
স্নিগ্ধ করু মোর নেত্র ছটা।।
এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই,
তাহা দেখি সব সখীগণ।
আশ্বাস করিয়া কহে, ধৈর্য ধর সখী ওহে!
কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন।।
মুরলীবাদন করি, কটাক্ষে তোমারে হেরি,
অতি সুখী করিবে তোমারে।
এরূপ আশ্বাস শুনি, চেতন পাইলা ধনী,
প্রলাপ করিয়া পুছে তারে।। ২৫।।

কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামতরলাঃ
কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিতাঃ।
কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ
কমপ্যন্তস্তোষং দধতি মুরলীকেলিনিনদাঃ।। ২৬।।

অন্বয় — কালিন্দীকুবলয়দল-শ্যামতরলাঃ করুণাবীচিনিচিতাঃ কটাক্ষাঃ কদা বা কিমপি লক্ষ্যন্তে। কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ মুরলীকেলিনিনদাঃ কদা বা কমপি অন্তস্তোষং দধতি ।।২৬।।

অন্বয় অনুবাদ — শ্যাম ও চঞ্চল, অনির্বচনীয় করুণালহরী খচিত অর্থাৎ করুণাপরিপূর্ণ, কিংবা (শ্যামলতরাঃ) পাঠান্তরে, কালিন্দীর নীলোৎপল অপেক্ষা অতিশয় শ্যামবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষসমূহ, কবেই বা দেখব, কবেই বা কামেশ মহাদেবের জটাস্থিত চন্দ্র অপেক্ষাও শীতল — তাপহর — মুরলীর কেলিনিমিত্ত আহ্বানকারী ধ্বনিসমূহ আমার হৃদয়ে অনির্বচনীয় সুখ প্রদান করবে? ।।২৬।।

অনুবাদ — কবে বা কালিন্দীর নীলকমলতুল্য শ্যাম ও তরল করুণালহরীখচিত কটাক্ষ দেখিতে পাব? আর কবেই বা কন্দর্পের ধ্বংসকারী মহাদেবের জটাস্থিত চন্দ্রের শীতল গঙ্গাজলধারার ন্যায় কেলিনিনাদ আমার চিত্তে অনির্বচনীয় সন্তোষ বিধান করবে? ২৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনর্মূর্চ্ছন্তীনাং মা খেদং গচ্ছতাধুনৈব মুরলীং বাদয়ন্ কৃষ্ণঃ কটাক্ষাবলোকেন বঃ প্রীণয়িষ্যতীত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠপ্রশ্নপ্রলাপাননুবদন্নাহ — তে কটাক্ষাঃ কদা বা লক্ষ্যন্তে লক্ষিষ্যন্তে। তৎ কথয়েতি শেষঃ। ইত্যুৎকণ্ঠোক্তিঃ। কিং বা — 'নালীকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং ক্ষিপ্ত্বা বৃতীরতনুবন্যগজঃ ক্ষুণত্তি। অত্রানুরাগিণি

টীকার অনুবাদ — পুনরায় শ্রীরাধা মূর্ছিতপ্রায় হলে সখীগণ চেতন করে বললেন, "হে রাধা, খেদ করো না, এখনই কৃষ্ণ আসবেন, মোহনমুরলী বাজাতে বাজাতে মধুরকটাক্ষে সকলকে অবলোকন করবেন। হে রাধা, তিনি তোমার অন্তঃকরণের সন্তোষ বিধান করবেন।" সখীর এই আশ্বাসবচনে চেতনা পেয়ে শ্রীরাধা সখীদের প্রতি উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্নসূচক যে প্রলাপ বলেছেন, তা অনুসরণ করে লীলাশুক বললেন, (অন্তর্দশায় শ্রীরাধিকার উক্তি) সেই কটাক্ষভঙ্গি কবে দেখতে পাব? দেখতে পাবই কি? (ইহাই উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা সখীকে জিজ্ঞাসা করলেন) শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রাণবিয়োগ হলে আর কখন তাঁকে দর্শন করব? কিংবা, "হায় সখি, রজনীযোগে নির্ভয়ে

চিরাদুদিতেঽপি ভানৌ হা হন্ত কিং সখি সুখং ভবিতা বরাক্যাঃ'।। ইতিবৎ। ইদানীং ম্রিয়ামহে; কদা বা তে কটাক্ষা লক্ষ্যিষ্যন্তে, তে বা কদা তোষং ধাস্যন্তীতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। কীদৃশঃ? কালিন্দীকুবলয়ানাং দলতোঽপি শ্যামলতরা অতিশ্যামাঃ। শ্যামতরলা ইতি পাঠে – ততোঽপি শ্যামাস্তরলাশ্চ। অত্র কুবলয়শব্দেন শ্যামলশব্দসাহচর্যাৎ নীলোৎপলমেবোচ্যতে। কিমপ্যনির্বচনীয়া যাঃ করুণাবীচয়ঃ তাভির্নিচিতাঃ খচিতাঃ। তথা ভাগ্যং নাস্তি চেৎতদা দূরতোঽপি তে মুরল্যাঃ কেলিনিনদাঃ কমপ্যন্তস্তোষং কদা বা দধতি ধাস্যন্তি। তেষাং বিয়োগজকামাগ্নিদাহনাশকাতিশৈত্যমাহ — কন্দর্পপ্রতিভটস্য রুদ্রস্য জটাস্থিতচন্দ্রতোঽপ্যতিশিশিরাঃ। জটারণ্যচ্ছায়াশীতল-গঙ্গাজল-প্লাবিতত্বাৎ চন্দ্রস্যাতিশৈত্যমুক্তম্। তথা কন্দর্পপ্রতিভট-শব্দেন কামাপযানং চ সূচিতম্। স্বান্তর্দশায়াং, প্রেয়সীপ্রেরণকটাক্ষবেণুনাদা জ্ঞেয়াঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ২৬।।

যদি কন্দর্পরূপ বন্যহস্তী উৎকলিকা-পদ্মিনীর আবরণ মোচন করে তাকে দলিত করে দেয়, তবে অতি অল্পকাল পরে প্রভাতে অনুরাগী রবি উদিত হলে ওই বরাকীর কি সুখ সাধিত হবে?" (বিদগ্ধমাধব নাটক ৩/১৩) এই ভাবে শ্রীরাধা স্বীয় সখীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সখি, শ্রীকৃষ্ণবিরহে এখন মৃত্যুমুখে পতিত হতে বসেছি, আর কখন তিনি আমায় দেখবেন? আর কখনই বা আমার সন্তোষ বিধান করবেন? এই ত মৃত্যু আসন্ন, তাঁর মুরলীর কেলিনিনাদ শুনবার আর আশা নাই" (ইহা নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি)। সেই কটাক্ষ কিরূপ? যমুনার কুবলয়দল (নীলপদ্মদল) থেকেও অতি শ্যামল। 'শ্যামতরলা' এই পাঠান্তরে অর্থ হবে নীলোৎপল অপেক্ষাও শ্যামল ও তরল কটাক্ষ। এস্থলে শ্যামল শব্দের সাহচর্যে "কুবলয়" শব্দের অর্থ নীলোৎপল বুঝতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের ওই কটাক্ষ কোন এক অনির্বচনীয় কারুণ্যামৃতের লহরীখচিত বলে বিবিধ রস বর্ষণ করে। হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের সেই কটাক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য আমার যদি না হয়, তা হলে অন্তত দূর থেকেও তাঁর মুরলীর কেলিনিনাদ যেন আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করে, তা হলেও বহুভাগ্য মনে করব। শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত কামাগ্নিদাহনাশক অতিশয় শীতলতা ওই মুরলীধ্বনিতে বর্তমান। উহা কন্দর্পের শত্রু যে রুদ্র, তাঁর জটাস্থিত যে চন্দ্র, তা অপেক্ষাও শৈত্যের প্রয়োজন। তা শিবজটারণ্যছায়াশীতল গঙ্গাজলপ্লাবিত চন্দ্রের শীতলতা বিশেষ ফলপ্রদ বলে বললেন – জটা গঙ্গাজলদ্বারা প্লাবিত বলে সহজেই শীতল যে চন্দ্র, সেই চন্দ্র অপেক্ষাও অতিশীতল মোহন মুরলীর কেলিনিনাদ। সেই মুরলীর নিনাদ আর কবে আমার চিত্তে সন্তোষ বিধান করবে? 'কন্দর্পপ্রতিভট' শব্দের দ্বারা কামদেবের পলায়ন সূচিত হয়েছে।

স্বান্তর্দশার (লীলাশুকের নিজস্ব অন্তর্দশার) অর্থ — প্রেয়সী শ্রীরাধার প্রতি প্রেরণরূপ কটাক্ষ এবং তদনুরূপ বেণুর নিনাদ কবে আমার চিত্তে অনির্বচনীয় সুখ দান করবে।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট ।।২৬।।

যদুনন্দন —

সহি হে,
সত্য মোরে কহ সুনিশ্চয়।
কৃষ্ণের কটাক্ষধারা, সুধারস সত্যপারা,
কবে জুড়াইবে[১] নেত্রদ্বয়।।
কবে বা আসিবে হরি, সে কটাক্ষভঙ্গী করি,
আজি মোর প্রাণ অন্ত হয়।
কবে বা দেখিব তারে, শুন প্রিয়া[২] সখী আরে,
না দেখিলে প্রাণ নাহি রয়।।
কালিন্দীর কুবলয়-দল করে পরাজয়,
অতি শ্যাম তরল কটাক্ষ।
করুণা তরঙ্গ[৩] তাতে, সংযোগ উত্তম রীতে,
তা দেখিতে কোথা মোর ভাগ্য।।
কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, ত্রিভুবন বিমোহিনী,
অতি সুশীতল সুকোমলা।
কামবৈরি রুদ্রজটা, চন্দ্র হৈতে শৈত্য[৪] ঘটা,
কবে সে শুনিব গানকলা।।
জটাস্থিত জাহ্নবীর, সদা স্থিতি শৈত্য তার,
তাতে ঢাকা যেই চন্দ্র আছে।
তাহার স্নিগ্ধতা জিনি, মুরলীর কলধ্বনি।।
তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে।।
এতেক কহিতে রাই, দিব্যোন্মাদ দশা পাই,
মোহিতা হইলা সেইক্ষণে।
ললিতাদি সখীগণ, করাইলা সচেতন,
কৃষ্ণ-কণ্ঠ-মাল্য-গন্ধার্পণে।।
চেতন করাএগ কহে, শুনহ সরলা ওহে,

শঠ কৃষ্ণ অতিদুঃখ-দায়ী।
তার চিন্তা ত্যাগ করি, সুখী হও চিত্ত ভরি,
কেনে দুঃখী চিন্তা করি স্থায়ী।।
এমত সখীর বাণী, শুনি রাই সুনয়নী,
যত্ন করে চিন্তা ছাড়িবারে।
এই কালে রাসে ত্যক্ত, বিরহিণীগণ যত,
কৃষ্ণগুণ গান উচ্চৈঃস্বরে।।
তাহা শুনি সুধামুখী, ব্যাকুল হইয়া[৫] দুঃখী,
সখী প্রতি কহেন বচন।
ইহা সবাকারে সখি! মান্য কর এবে দেখি,
কহিতে হৈল দিব্যোন্মাদগণ।।
তাহাতে সাক্ষাৎ হেন, কৃষ্ণচন্দ্র দেখে যেন,
অন্য নারী ভোগ করি আইলা।
নিজ-কুচ[৬]-কুঙ্কুমে ত, মানে অন্য-নারী-ভুক্ত,
এইরূপ[৭] কৃষ্ণকে[৭] দেখিলা।।
যেন কৃষ্ণ আসি কহে, শুন প্রাণপ্রিয়ে[৮] ওহে,
আইলাঙ আমি শুনি তুয়া গান।
সুপ্রসন্না হও মোরে, যেরূপ[৯] বিনয় করে,
রাইর সাক্ষাৎ হেন জ্ঞান।।
ঈর্ষা করি কহে কথা, যেন উদাসীন মতা,
প্রলাপে স্বাভিজ্ঞ[১০] প্রকাশয়।
লীলাশুক তাহা শুনি, কহেন রাইর বাণী,
এক[১১] শ্লোক অতি অর্থময়।। ২৬।।

পাঠান্তর — ১ ডুবাইব (ক) ২ প্রিয় (ক, খ) ৩ কত না তরঙ্গ ৪ সত্য (ক, খ) ৫ হৈলা (ক, খ) ৬ উরজ (ক, খ) ৭-৭ এইরূপে কৃষ্ণেরে (ক, খ) ৮ প্রিয়া (ক, খ) ৯ এরূপ (ক, খ) ১০ স্বভঙ্গী (খ) ১১ এই (ক)।

অধীরমালোকিতমার্দ্রজল্পিতং
গতং চ গম্ভীরবিলাসমন্থরম্।
অমন্দমালিঙ্গিতমাকুলোন্মদ-
স্মিতং চ তে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ।। ২৭।।

অন্বয় — নাথ! গোপিকাঃ তে অধীরমালোকিতম্ (দৃষ্টি) আর্দ্রজল্পিতং গম্ভীরবিলাসমন্থরং গতং চ অমন্দমালিঙ্গিতম্ আকুলোন্মদস্মিতং চ বদন্তি।।২৭।।

অন্বয় অনুবাদ— হে নাথ, তোমার চঞ্চল বা মনোজ্ঞ ঈষৎ দৃষ্টি অর্থাৎ কটাক্ষ, সরস কথা ও গম্ভীর বিলাসযুক্ত ও আবেশ বৈবশ্যহেতু ধীরগতি, গাঢ় আলিঙ্গন, বিহ্বল ও উন্মত্তকারী মৃদুহাস্য, গোপবধূগণ জানেন বা গান করেন, অর্থাৎ ওই সকলগুণের প্রভাব জানেন বা গান করেন।।২৭।।

অনুবাদ — হে নাথ, তোমার অধীর কটাক্ষ দৃষ্টি, সরস কথাবার্তা, গম্ভীর বিলাসমন্থর চালচলন, গাঢ় আলিঙ্গন ও আকুল উন্মাদক মৃদুহাস্য কেবল গোপীগণই অনুভব করে থাকেন ।।২৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ইতঃ পরং শ্রীরাধায়া উন্মাদাবস্থোত্থপ্রলাপানুবদনং যাবৎ কৃষ্ণদর্শনম্। তত্র প্রথমং তস্যাশ্চিত্রজল্পাখ্যপ্রলপিতমনুবদন্নাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ। অথান্যা ব্রজদেব্যো, 'জয়তি তেঽধিকং জন্মনেত্যাদিবৎ', তদ্গুণগানাবলম্বনা বভূবুঃ। শ্রীরাধা তু মূর্চ্ছন্তী সখীভিঃ

টীকার অনুবাদ — ইহার পর কৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার উন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হবে। এই শ্লোকের পর যতক্ষণ কৃষ্ণদর্শন না হয় সেই পর্যন্ত, অর্থাৎ এই একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে শ্রীরাধার চিত্রজল্প নামক উন্মাদ দশা থেকে উত্থিত প্রলাপ বর্ণিত হবে। এই প্রলাপের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — (রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলে সকল গোপী মিলিত হয়ে তাঁকে অন্বেষণ করতে করতে) হে দয়িত, "তোমার জন্মদ্বারা এই ব্রজ সমধিক উৎকর্ষশালী হয়েছে", ইত্যাদি শ্লোকে (ভাগবত ১০/৩১/১) শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করছেন, এ সময় কিন্তু শ্রীরাধিকা মূর্ছিত, সখীগণ তাঁর নাসাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের পুষ্পমালার সৌরভ আঘ্রাণের দ্বারা প্রবোধিত করে (জ্ঞান ফিরিয়ে) বললেন, "ওহে সরল শ্রীরাধিকা, তুমি, সেই শঠ কৃষ্ণের অতিদুঃখদায়কচিন্তা ত্যাগ করে এখন সুখী হও।" সখীদের বাক্যে শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ত্যাগে যত্ন করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখনও সেই বিরহিণী গোপীরা পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করছিলেন। তাঁদের সেই গান শ্রবণে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি হল। তিনি নিজ সখীগণকে বললেন, "তোমরা আমাকে বলছ -- শ্রীকৃষ্ণচিন্তা থেকে নিবৃত্ত হও —

শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠমালাং নাসায়াং ন্যস্য প্রবোধিতা। তথা, অয়ি সরলে শঠস্যাতিদুঃখদাং চিন্তাং বিহায় ক্ষণং সুখিনী ভবেতি সখীবচনাৎ তথা প্রযত্নং কুর্বন্তী, তাভির্বর্ণিত-তদ্গুণশ্রবণ-বিকলা, এতা বারয়তেতি সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যেব দিব্যোন্মাদোন্মত্তা পুরঃ স্থিতং স্বকুচঘুসৃণাঞ্চিতমপ্যন্যাসংভুক্তং প্রিয়ে তব মদ্গুণগানশ্রবণাদাগতোঽস্মি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব তং মত্বা সের্ষ্যৌদাসীন্যং স্বাভিজ্ঞত্বপ্রকাশং যৎ প্রললাপ তদনুবদন্নাহ — হে নাথেত্যৌদাসীন্যেন। গোপিকা এব। নিন্দার্থে ক-প্রত্যয়ঃ। এতা অবিদগ্ধা এব। তে অধীরং সর্বত্যাগেণাশ্রিতায়ামপি কস্যাঞ্চিৎ স্থৈর্যরহিতম্, আ ঈষৎ লোকিতম্। অধীরং মদিরনর্তনমিব মনোজ্ঞম্। 'শরদুদাশয়ে' ইত্যাদিনা বদন্তি গায়ন্তি। বিদন্তীতি পাঠে —

কিন্তু এখন ওদের কৃষ্ণগুণ গান করতে নিষেধ করছ না কেন? ওরা যেন এ গান আর না করে।" এই কথা বলতে বলতেই আবার তাঁর দিব্যোন্মত্ততা বেড়ে গেল। তিনি উন্মত্ত হলেন — "এই আমার প্রিয়" এই বলে তিনি অতিশয় উদ্‌ভ্রান্ত হলেন। শ্রীরাধা তাঁর সামনে দেখছেন — অন্য গোপী সংভুক্ত কুম্‌কুমাদি ভোগ চিহ্ন ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন — "অয়ি প্রিয়ে, তোমার সদ্‌গুণগান শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে আমি তোমার নিকট এসেছি, আমায় ক্ষমা কর।" এইরূপ অনুনয় করে প্রসাদ প্রার্থনা করছেন। যদিও সেই কুম্‌কুম স্বীয় কুচদ্বয়স্পৃষ্ট। তথাপি অন্য নায়িকা সংভুক্ত মনে করে ঈর্ষ্যা ও ঔদাসীন্যের সহিত শ্রীরাধা নিন্দার্থপ্রকাশক বাক্যে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক যে প্রলাপ বলেছিলেন, তা অনুসরণ করে লীলাশুক বলছেন — হে নাথ (ঔদাসিন্যে নাথ শব্দের প্রয়োগ), গোপিকারা (নিন্দার্থে 'ক' প্রত্যয়) অবিদগ্ধ (অনভিজ্ঞ) বলে তোমার চরিত্র এরা জানে না; তাই তোমার অধীর (চঞ্চল) দৃষ্টিতে সর্বত্যাগ করে এবং তোমার আশ্রিত হয়েও কেহ কেহ স্থৈর্যরহিত হয়েছে। আর তোমার আলোকিত (আ - ঈষৎ লোকিত) অধীর দৃষ্টিকেও খঞ্জন পাখির নর্তনের ন্যায় মনোজ্ঞ বলে "শরদুদাশয়ে" ইত্যাদি (ভাগবত ১০।৩১।২) বাক্যে তোমার ওই নয়নের প্রশংসা করে থাকে। পাঠান্তরে 'বিদন্তি' ক্রিয়াপদের অর্থ হল "জানছে"। আর 'বদন্তি' ক্রিয়াপদের অর্থ হল "বলছে"। আরও বলি, ধূর্তের জল্পিত যে বচন, তা ঈষৎ আর্দ্রগুণ মুখে মাত্র; কিন্তু অন্তঃকরণে ব্যাধের ন্যায় বিপরীত আচরণ — মর্মঘাতি প্রজল্পনা - - গম্ভীরবিলাস — নারীবধের বাসনাযুক্ত গূঢ় অভিসন্ধি, ইহা পূতনাবধের ব্যাপারে দৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ ছোটকাল থেকেই তুমি যে স্ত্রীবধ-ব্রতে দীক্ষিত, তা প্রকাশ পেয়েছে। এখন সেই স্ত্রীবধবাসনা কার্যে পরিণত হয়েছে। এখন আবার বিলাসহেতু মন্থরগতি অর্থাৎ স্নিগ্ধ-গম্ভীর (গূঢ়) নর্মসূচক শব্দার্থ ধ্বনিরূপ বিলাসের দ্বারা মন্থরগতি বলে তারা প্রশংসা করে। তোমার বাক্যাবলীর প্রতি অক্ষরে মধু ক্ষরণ হয় বলে গোপিকারা "মধুরয়া গিরা" (ভাগবত ১০/৩১/৮) বলে থাকে। অর্থাৎ তোমার মধুর বাক্য সুন্দর

জানন্তি। তথা, ধূর্তস্য তে জল্পিতম্ আ ঈষদার্দ্রম্। ব্যাধানামিব মুখ এবার্দ্রং যজ্জল্পিতং গম্ভীরবিলাসেন পূতনাবধবাসনৈধিতস্ত্রীবধেচ্ছাস্বরূপেণ মন্থরং স্থগিতমপি স্নিগ্ধগম্ভীরনর্মসূচকশব্দার্থ-ধ্বনিরূপবিলাসেন মন্থরং বদন্তি 'মধুরয়া গিরেত্যাদিনা' গায়ন্তি। উক্তঞ্চ — 'মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযূষশীতলাঃ হৃদয়ং কর্তরীতুল্যং ত্রিবিধং ধূর্তলক্ষণমিতি'। তথা, গতং গমনং রাসাৎ কুঞ্জতশ্চালক্ষিতান্তর্ধানাৎ জ্ঞাতুমশক্যো যো বিলাসস্তেন মন্থরমপি মত্তগজস্যেব গম্ভীরবিলাসমন্থরং 'বর্হ্মধুর্যগতিরিত্যাদিনা' গায়ন্তি। তথা, আলিঙ্গিতম্ অমন্দম্। ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং গাঢ়ং পীনস্তনীগণসুখদং বদন্তি, 'আলিঙ্গনস্থগিতমিত্যাদিনা' গায়ন্তি। তথা,

---

পদাবলীর দ্বারা সম্যক্ অলঙ্কৃত এবং জ্ঞানিগণের মনোজ্ঞ বলে তারা প্রশংসা করেন। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, যার মুখ পদ্মদলের আকারবিশিষ্ট, বাক্য পীযূষের ন্যায় সুশীতল, কিন্তু হৃদয় কর্তরী (ছেদনার্থ অস্ত্রবিশেষ — কাটারি) তুল্য, এই ত্রিবিধ গুণ ধূর্তের লক্ষণ। আরও বলি, তোমার গমনও তেমনি অদ্ভুত। তুমি যে রাসমণ্ডল থেকে সহসা অন্তর্হিত হয়ে কুঞ্জমধ্যে, আবার কুঞ্জ থেকে অলক্ষিতে অন্যস্থানে (এখন এখানে তখন সেখানে) অন্তর্ধান কর, ইহা তোমার বিলাস হলেও অতি গম্ভীর — এই গূঢ় অভিপ্রায় কেহ বুঝিতে পারে না। অথচ অজ্ঞ গোপিকারা তোমার ওই গতিকে বিলাসহেতু মন্থর গমন বলে প্রশংসা করে। গম্ভীর শব্দের অন্য অর্থ গজেন্দ্র। মত্ত গজেন্দ্রতুল্য বিলাস বলে গোপীরা "বর্হ্মধুর্যগতিঃ" (ভাগবত ১০/৩৫/১৬), অর্থাৎ গজেন্দ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে লীলা সহকারে গমনশীল বলে, তোমার ওই গতির প্রশংসা করে থাকে। অজ্ঞ গোপিকারা বলে, তোমার আলিঙ্গন অমন্দ; আমিও বলি তোমার আলিঙ্গন অমন্দই বটে। কেননা, এমন পরদাহক আলিঙ্গন আর কারও নাই, এইরূপ হলেও উহা পীনস্তনীদের সুখদায়ক বলা হয়। "আলিঙ্গনে তোমার পদযুগল স্থগিত (ভাগবত ১০/২১/১৫)।" এই মত আলিঙ্গনে গাঢ় আবেশবশতঃ 'বিলাসমন্থরগতি' বলেও গান করে। আরও বলি, তোমার মন্দহাসি দর্শককূলকে আকুলিত বা উন্মাদিত করে দেয়; সুতরাং মৃদু হাস্যও তেমনি পরচিত্তদাহক; কিন্তু এমন পরচিত্তদাহক হলেও অবাধে গোপিকারা প্রশংসা করে থাকে। সেই মৃদুহাস্য কি রকম? অমন্দ, যা থেকে আর মন্দ (খারাপ) নাই, যেহেতু পরচিত্তদাহক। কিন্তু তেমন হলেও সেই অমন্দহাস্য সর্বসুখপ্রদ। কেননা ওই হাস্য "নিজজনের কামদাহ ধ্বংস করে" (ভাগবত ১০/৩১/৬) এই বাক্যে সেই হাস্যেরও গুণানুসরণ করে থাকে। এস্থলে "মদীধাতোর্গ্লেপনার্থে" এই সূত্র প্রয়োগ হয়েছে, যেহেতু মদী ধাতু গ্লেপনার্থে (বিপরীত অর্থ) ও ক্রিয়াদি প্রকাশ করে। কিংবা "সোল্লুণ্ঠ" বা উপহাসের সহিত প্রশংসা করে বলছেন — এই সকল গোপীরা তোমার অবলোকনকে (দৃষ্টিকে) অধীর বলে কিন্তু আমি মনোজ্ঞ বলেই মনে করি — এইরূপ

প্রেক্ষকানাকুলয়তীত্যাকুলং তচ্চ তানেবোন্মদয়তি গ্লেপয়তীত্যুন্মদঞ্চ তাদৃশং যৎ স্মিতম্। কীদৃশম্? অমন্দম্। ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং সর্বসুখদম্, 'নিজজনস্ময়ধ্বসংসন-স্মিতেত্যাদিনা' গায়ন্তি। মদীধাত্যোর্গ্লেপনাখ্যে ঘটাদিত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ। কিং বা সোল্লুণ্ঠমাহ — এতা এব তবালোকিতাদিকমধীরমধৈর্যং বদন্তি। অহং তু মনোজ্ঞং বদামীতি বিপর্যয়েণ ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র দিব্যোন্মাদলক্ষণং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ । পূর্বোক্তো যঃ প্রেম্ণঃ পরাবস্থারূপো ভাবঃ স দ্বিবিধঃ, রূঢ়োঽধিরূঢ়শ্চ। অধিরূঢ়োঽপি দ্বিধা মোদনো মাদনশ্চ। মোদন এব বিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবতি। 'এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী

বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যা করলেন; ইহা দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। উজ্জ্বলনীলমণি (স্থায়িভাবপ্রকরণ ১৪২-১৬৪) গ্রন্থে উক্ত আছে, পূর্বোক্ত যে প্রেম, তাহাই পরম অবস্থারূপে ভাব ও মহাভাব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই মহাভাব দ্বিবিধ -- রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় আবার দুই প্রকার -- মোদন ও মাদন। তার মধ্যে মোদন বিশেষ দশায় মোহন নামে কথিত হয়। 'এই মোহনাখ্য ভাবের গতি কোনও অনির্বচনীয় বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত হয়ে "ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী" এই ভাব প্রাপ্ত হলে দিব্যোন্মাদ নামে কথিত হয়। ইহার উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক ভেদ আছে' (উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাব ১৭৪-১৭৫)। চিত্রজল্পের লক্ষণ — প্রিয়জনের সুহৃদের সহিত দেখা হলে অবহিত্থা অবলম্বনে অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধে প্রকাশিত গর্ব, অসূয়া, দৈন্য, চাপল্য ও ঔৎসুক্যাদি নানাভাবময় এবং অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট আলাপকে চিত্রজল্প বলে। উজ্জ্বলনীলমণির (১৭৪-১৭৮) এই শ্লোকে সুহৃদালোকে এই পদে উপলক্ষণে প্রিয়তমের সঙ্গী নিজরহস্যজ্ঞ জনকে বুঝায়। এই চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প এই দশবিধ চিত্রজল্পের ভেদ ভাগবতের দশম স্কন্ধেও কথিত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্ধবকে দেখে শ্রীরাধা যে প্রলাপ বলেছিলেন তাতেই চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদ প্রকটিত হয়েছে। রসিকসমাজে এই দশটি শ্লোক 'ভ্রমরগীতা' নামে অভিহিত। চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদের মধ্যে প্রথমটি হল 'প্রজল্প'। এর লক্ষণ— অসূয়া, ঈর্ষ্যা ও মদযুক্ত গর্ব, ইত্যাদি সঞ্চারিভাবের সহিত অনাদর প্রকাশে (অবজ্ঞার ভঙ্গিবিশেষ) শ্রীকৃষ্ণের অচতুরতার প্রকাশকে প্রজল্প কহে। ভাগবতে ১০/৪৭/২২ শ্লোকে 'মধুপ' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে প্রজল্প প্রকাশ পেয়েছে। আর আলোচ্য শ্লোকে 'আর্দ্রজল্পিত' শব্দে প্রজল্পের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। আর যাতে নির্বেদবশত শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও পীড়াদায়কতা এবং ব্যপদেশে অন্যের সুখপ্রদত্বাদি প্রকাশ পায় তা 'আজল্প' নামে অভিহিত হয়। ভাগবতে ১০/৪৭/১৯ শ্লোকে 'বয়মমৃত' পদে 'আমরা ত আর বিচক্ষণ নহি', এই বাক্যে

দিব্যোন্মাদ ইতীর্যতে। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ' ইতি। তত্র চিত্রজল্পঃ 'প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্পশ্চিত্রজল্পঃ স উচ্যতে'। সুহৃদালোক ইতি তস্য তদীয়ানাং চোপলক্ষণম্। স চ দশাঙ্গঃ। প্রজল্প-পরিজল্প-বিজল্পোজ্জল্প-সংজল্পাবজল্পাভিজল্পাজল্প-প্রতিজল্প-সুজল্পাঃ। এষ শ্রীদশমে ভ্রমরগীতায়াং ব্যক্ত এব। তত্র শ্লোক এবায়ং প্রজল্পঃ। তল্লক্ষণম্ — 'অসূয়েৰ্য্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্‌গারঃ স প্রজল্প ইতীর্যতে'।। যথা 'মধুপেত্যাদি' গোপিকা এব বদন্তি। তথার্দ্রজল্পিতমিত্যাজল্পোঽপি। তল্লক্ষণম্ — ভঙ্গ্যান্য-সুখদপ্রিয়জৈক্ষোদ্‌গার আজল্পঃ। যথা 'বয়মমৃতমিবেত্যাদি'। এতা এব নাহমিতি

পরোক্ষভাবে নিজের বিচক্ষণতা ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'পরিজল্পের' লক্ষণ — প্রভুর নির্দয়তা, শঠতা ও চপলতা প্রতিপাদন করে ভঙ্গিপূর্বক যেখানে নিজের বিচক্ষণতা জানান হয়, তাহাই 'পরিজল্পিত' নামক চিত্রকল্পের দ্বিতীয় ভেদ। ভাগবতে ১০/৪৭/১৩ শ্লোকে 'সুমনস ইব' পদে ভ্রমর যেমন পুষ্পের মধু পান করে পুষ্পগুলিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ সুন্দরচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ জোর করে অধর সুধা পান করে আমাদিগকে ত্যাগ করেছেন, ইত্যাদি। আলোচ্য শ্লোকের 'অধীর' এই বাক্যে সংজল্পের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এর লক্ষণ হল — যাতে আক্ষেপভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা, কঠিনতা ও শঠতা প্রভৃতির কথা থাকে, আর থাকে গূঢ়ভাবে ব্যক্ত সোল্লুণ্ঠবচন, তাকে বলে 'সংজল্প'। সোল্লুণ্ঠবচনের অর্থ উপহাসের সহিত প্রশংসা বাক্য। ভাগবতে (১০/৪৭/১৬) "পা থেকে মাথা সরিয়ে নে" — এই বাক্যে আক্ষেপভঙ্গি আছে, অকৃতজ্ঞার কথা স্পষ্টই আছে। 'অকৃতজ্ঞাদি' এই আদিপদে কঠোরতা, উপকারীকে পীড়া দেওয়ার প্রচেষ্টা ও হৃদয়শূন্যতার কথা বুঝায়। এই সবগুলিই রয়েছে আলোচ্য শ্লোকের প্রথম ভাগে। আর আলোচ্য শ্লোকের "অমন্দম্ আলিঙ্গিত" পদে আছে "অবজল্প" নামক ষষ্ঠ ভেদ। ইহার লক্ষণ — কাঠিন্য, কামিত্ব, ধূর্ততা ও তাঁতে আসক্তির অযোগ্যতা। যেমন সূর্পণখার নাক কান ছেদনে ও বালিবধে কাঠিণ্য, স্ত্রীজিৎ হয়েও স্ত্রীর দ্বারা পরাজিত, তপস্বী হয়েও সীতাসঙ্গি, এই কথায় কামিত্ব, বালির প্রতি সত্যাচারে ধূর্ততা, ইত্যাদি। আলোচ্য শ্লোকে "আকুলোন্মদস্মিত" পদে 'উজ্জল্প' নামক চতুর্থ চিত্রজল্পটি প্রকটিত হয়েছে। এর লক্ষণ — গর্বমিশ্রিত ঈর্ষ্যার সহিত শ্রীহরির কপটতার বর্ণনা এবং অসূয়ার সহিত তাঁর প্রতি কটূক্তিকে উজ্জল্প বলে। যেমন ভাগবতে (১০/৪৭/১৫) 'কপটরুচিরহাস' ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কপটসুন্দর হাস্যসহ কৃতভ্রবিজৃম্ভশীল শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলির সেবা করে থাকেন -- এই বাক্যে গর্বভরা ঈর্ষ্যা রয়েছে। আর দীনজনই তাঁকে "উত্তমশ্লোক" বলে থাকে; কিন্তু আমাদের মত গোপীগণ তা পারে

স্ববৈচক্ষণ্যব্যক্ত্যাগতঙ্কেতি চ পরিজল্পশ্চ তল্লক্ষণম্ — তন্ নির্দয়তা-শাঠ্যাদ্যুক্ত্যা স্ববিচক্ষণতাব্যক্তিঃ পরিজল্পঃ। যথা 'সুমনসঃ'— ইত্যাদি। অধীরমিতি সংজল্পঃ। তল্লক্ষণম্ -- সোল্লুণ্ঠয়াক্ষেপমুদ্রয়া। তদকৃতজ্ঞতোদ্গারঃ সংজল্পঃ। যথা, 'স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টেত্যাদি'। অমন্দমালিঙ্গিতমিত্যবজল্পঃ। তল্ লক্ষণম্ — সভয়ের্ষ্যয়া তৎ কাঠিন্যকামিতোদ্গারোঽবজল্পঃ। যথা 'স্ত্রিয়মকৃত বিরূপামিত্যাদি'। আকুলোন্মদস্মিতমিত্যুজ্জল্পঃ। তল্লক্ষণম্ – সগর্বের্ষ্যয়া তৎ কুহকতাখ্যানেন তদাক্ষেপ উজ্জল্পঃ। যথা 'কপটরুচিরহাসেত্যাদি'। স্বান্তর্দশায়াম্— শ্রীরাধাত্যাগজ-রোষাত্তথোক্তিঃ। বাহ্যে, — গোপিকা এব মধুরত্বেন বর্ণয়িতুং জানন্তি ।। ২৭।।

না -- এই বাক্যে অসূয়াপূর্ণ আক্ষেপ রয়েছে। এইরূপে কুহকতার কথাই এই শ্লোকে সুব্যক্ত। স্বান্তর্দশার অর্থ – শ্রীরাধাকে ত্যাগ করার জন্য রোষবশত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গোপীগণের এই রকম উক্তি। বাহ্যার্থ – হে নাথ, তোমার ধৈর্যরহিতদৃষ্টি, স্নিগ্ধবাক্য, গম্ভীর বিলাসমন্থর অতিগাঢ় আলিঙ্গন ও মধুর গুণাবলী শ্রীরাধিকার সখী গোপিকারাই জানেন, অন্যে নহে।। ২৭ ।।

যদুনন্দন —

দিব্যোন্মাদ উপজিল, রাই সর্ব পাসরিল,
কৃষ্ণচন্দ্র[১] সাক্ষাৎ মানিয়া।
ঈর্ষা করি কহে বাণী, নাথ প্রতি[২] উদাসীনী,
নিন্দা অর্থ প্রকট করিয়া।।
শুন নাথ কহি যে নিশ্চয়।
অঙ্গ গোপাঙ্গনাগণ, না জানে তোমার মন,[৩]
দোষগুণে গুণ বিস্তারয়।। ধ্রুবপদ।।
সর্বত্যাগী যেই জন, করে তারা[৪] আশ্রয়ণ,
তাতে[৫] তুয়া ধৈর্য আলোকন।
অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, কহে নৃত্য-খঞ্জন,
হেন তোমার কমললোচন[৬]।।
বচন কোমল তেন, ওহে[৭] আর্দ্রগুণ হেন,[৮]
মুখে মাত্র কোমল বচন।
বধিয়া পূতনা নারী, বধিতে বাসনা ভারি,
নারীবধ ইচ্ছা প্রপূরণ।।
অজ্ঞ গোপাঙ্গনা কহে, তোমার বচন ওহে,

স্নিগ্ধ সুগম্ভীর নর্মময়।
শব্দ-অর্থ-ধ্বনি-রূপ, বিলাসের স্বরূপ,
প্রত্যক্ষরে মাধুরী স্রবয়।।
গমন তেমনি তোমা, রাস হৈতে কুঞ্জ-ভূমা,
কুঞ্জ হৈতে পুনঃ অন্য স্থানে।
জানিতে বিষম[৯] যার, বিলাসের সুবিস্তার,
তেমন মন্থরগতি মানে।।
অন্য গোপাঙ্গনা বোলে, মদ-মত্ত গজবরে
জিনিয়া মন্থরগতি অতি।
আলিঙ্গন হয় তেন, এই লয় মোর মন,
পর-পোড়াইতে মন্দ অতি।।
অন্য[১০] কহে শ্যামধাম, আলিঙ্গন অনুপাম,
পীনস্তনীগণ[১১] সুখদায়ী।
তেমনি[১২] তোমার স্মিত, উন্মাদয়ে নিরীক্ষিত,
জনে সদা ব্যাকুল করয়ী।।[১২]
পরের[১৩] দাহক যেই, মন্দ নহে স্মিত সেই,
অন্য নারী কহে সুখদায়ী।
অমৃত মাধুরী ঘটা, কহে মন্দস্মিতচ্ছটা,
যাতে করে ধ্যানের বিষয়ী।।[১৩]
এই মত অর্থ এক, শ্লোক দেখি[১৪] পরতেক,
আর যত[১৫] অর্থ শুন সার।
কহেন সোল্লুণ্ঠ বাণী, কৃষ্ণ প্রতি সুনয়নী,
যাতে অতি মাধুর্য প্রচার।।
অধীর[১৬] আলোক মধু, বাণী তেন স্নিগ্ধ সীধু[১৭]
ধৈর্যগতি গম্ভীর বিলাস।
আলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত তেন সদানন্দ,
গোপী কহে, নারী-দুঃখ-ফাঁস[১৮]।।
দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
উজ্জ্বলে আছয়ে ব্যক্ত তাহা।
পূর্বোক্ত প্রেম যেহ, পরাবস্থ ভাব সেহ,
দুইরূপ সদা[১৯] স্থিতি ইহা।।

রূঢ় অধিরূঢ় নাম, ব্যক্ত হয় আখ্যান,
অধিরূঢ় দুই মত হয়।
মোহন মাদন নাম, বিচ্ছেদ দশার স্থান,
মাদন[২০] মোহন উপজয়।।
এই যে মোহন নাম, কোন গতি অনুষ্ঠান,
ভ্রম-আভা বৈচিত্রী প্রকাশে।
দিব্যোন্মাদ কহি তারে, উদ্‌ঘূর্ণাদি যাতে ধরে,
চিত্রজল্প-আদি ভেদভাষে।।
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ, ভ্রমরগীতা-প্রসঙ্গ,
ব্যক্ত আছে প্রতি স্থানে স্থানে।
দশমে প্রকট তাহা, উদ্ধব দেখিয়া যাহা,
কহিলেন ব্রজদেবীগণে।।
গোবিন্দের প্রিয় দেখি, ভূরিভাব অঙ্গে মাখি
যেই জল্প সেই চিত্রজল্প।
অসূয়ের্ষা[২১] মদ গর্ব, কুহকতা কহে সর্ব,
সোল্লুণ্ঠন কহেন অনল্প।।
এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে তাই,
কৃষ্ণ যেন অবজ্ঞা[২২] -বচনে।
অন্যত্র চলিয়া গেলা, এই মনে উপজিলা,
তাপোৎকণ্ঠা হৃদি প্রকাশনে[২৩]।।
চতুঃশ্লোকে কহে কথা, সদৈন্য গাম্ভীর্য-মতা,
সচাপল্য উৎকণ্ঠা সহিতে।
সেই ভাবে লীলাশুক, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
ভক্তসুখ যাহাকে শুনিতে ।। ২৭।।

পাঠান্তর -- ১ কৃষ্ণচন্দ্রে (ক, খ) ২ বণি (ক, খ) ৩ গুণ (ক) ৪ তার (ক, খ) ৫ তবে (ক, খ) ৬ নয়ন (ক, খ) ৭-৭ আহে-বারগণ হেন (ক, খ) ৮ হেন (ক, খ) ৯ ঐক্যতা ১০ তারা (ক, খ) ১১ গণে (ক, খ) ১২-১২ অমৃত মাধুরী ঘটা, তাহে মন্দস্মিত ছটা, যাতে করে ধ্যানের বিষয়ী। (ক, খ) ১৩-১৩ 'তেমতি তোমার স্মিত, উন্মাদয়ে নিরিখিত, জনে দশা ব্যাকুল করই। পরের দাহক যেই, মন্দ নহে স্মিত সেই, অজ্ঞ লহরী সুখদাই।।' (ক)-খ পুথিতে নাই। ১৪ দেখ (ক, খ) ১৫ মত (ক, খ) ১৬ অধিক ১৭ সিন্ধু (ক, খ) ১৮ পাশ (ক, খ) ১৯ সমঃ (খ) ২০ মদনে (ক, খ) ২১ উযসূক্যাইয (খ) ২২ অবিজ্ঞ (খ) ২৩ প্রকটনে (ক, খ)।

অস্তোকস্মিতভরমায়তায়তাক্ষং
নিঃশেষস্তনমৃদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ।
নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারং
দৃশ্যাসং ত্রিভুবনসুন্দরং মহস্তে।। ২৮।।

অন্বয় — তে অস্তোকস্মিতভরম্ আয়তায়তাক্ষং ব্রজাঙ্গনাভিঃ নিঃশেষস্তনমৃদিতং নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারং ত্রিভুবনসুন্দরং মহঃ দৃশ্যাসম্।।২৮।।

অন্বয় অনুবাদ — হে নাথ, তোমার অনল্প মন্দহাস্যাতিশয়যুক্ত অতিবিস্তৃতচক্ষুবিশিষ্ট, ব্রজাঙ্গনাগণের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গিত, স্তনস্থ চন্দন, কুঙ্কুম, যাবকাদি দ্বারা অপর্যাপ্তভাবে চিহ্নিত নীলকান্তিময়, অথবা চন্দন কুঙ্কুম, যাবকাদি দ্বারা চিত্রিত স্তনচিহ্নরূপ স্তবক (পুষ্পগুচ্ছ) বিশিষ্ট নীলকান্তিলতারূপ (দেহযুক্ত) ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠসুন্দর জ্যোতি অথবা যে জ্যোতিকে স্মরণ করলে ত্রিভুবনসুন্দর বোধ হয়, এইরূপ জ্যোতি যেন দেখতে পাই ।।২৮।।

অনুবাদ— হে ত্রিভুবনসুন্দর, তোমার চাপা হাসি, বিশাল চোখ দুটি এবং ব্রজনারীদের স্তনদ্বারা গাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত ও নিঃশেষে চিত্রিত নীল আভা যুক্ত তোমার জ্যোতির্ময় রূপ আমি দেখতে চাই।। ২৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ ক্ষণান্তং তত্রাপশ্যন্তী অবধীরণয়া গতমিব মত্বা জাতপশ্চাৎতাপা সোৎকণ্ঠং চতুঃশ্লোকীমাহ। সৈব সুজল্পঃ। তল্লক্ষণম্ — 'যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্যং সদৈন্যং সহচাপলম্। সোৎকণ্ঠং চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্প ইতি স্মৃতঃ'।। যথা, 'অপি বতেত্যাদি'। তত্র যথা

টীকার অনুবাদ — দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধা মনে করলেন, আমারই অবজ্ঞাবচনে শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র চলে গেলেন। ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে এবং অবহেলিত মনে করে অনুতপ্ত শ্রীরাধা উৎকণ্ঠার সহিত চারটি শ্লোকে যে প্রলাপ বলেছেন, তাতে 'সুজল্প' ভাব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সুজল্পের লক্ষণ — সরলতাহেতু গাম্ভীর্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত হরির বিষয়ে যে কথা তাকে সুজল্প বলে (উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাবপ্রকরণ ১০০)। অর্থাৎ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিচিত্রতাময় প্রলাপ বলতে বলতে যখন সরলতা আসে এবং গাম্ভীর্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত দূতকে প্রিয়ের বিষয় প্রশ্ন হয়, তখন তাকে 'সুজল্প' বলে। তাহাই ভাগবতে (১০/৪৭/২১) "অপি

চতুর্ষু পাদেষু গাম্ভীর্যাদ্যাশ্চত্বারো ভাবা ব্যক্তাস্তথাত্র চতুর্ষু শ্লোকেষু। তত্র প্রথমং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া 'অপি বতেতি' প্রথমপাদবৎ সগাম্ভীর্যং তৎপ্রলপনমনুবদন্নাহ — তে তব মহঃ সৌন্দর্যপূরমপ্যহং দৃশ্যাসম্। যথা তত্র মথুরাস্থিত্যা কদাচিদাগমনমপি সম্ভবেত্তথাত্রাপি তৎকান্তিদর্শনে জাতে তদ্দর্শনমপি সম্ভবেদিতি গাম্ভীর্যম্। কীদৃশম্?— নিঃসীমং সৌন্দর্যাদিনাবধিশূন্যম্। মাং ত্যক্ত্বান্যত্র গমনান্নির্মর্যাদমপি। অতোঽন্যাসঙ্গ-

---

কত' ইত্যাদি শ্লোকে 'আর্যপুত্র কি এখনও মথুরায় আছেন?' এই বাক্যে পিতার কথা, বন্ধুজনের কথা, আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করেও নিজের কথা জিজ্ঞাসা না করায় গাম্ভীর্য প্রকাশ পেল। "এই দাসীদের একটি কথাও উচ্চারণ করেন কি?" এই প্রশ্নে দৈন্য আছে। "কবে আর তিনি এসে আমাদের শিরে হস্ত স্থাপন করবেন?" এই বাক্যে চাপল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। "আবার কবে আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করবেন"— এই কথা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলের স্ফূর্তি হওয়ায় শ্রীরাধার অঙ্গে সুদীপ্ত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ বিকাশ হল। তাহাই ভাগবতের ওই শ্লোকের চারিপাদে যথাক্রমে গাম্ভীর্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। আর এই আলোচ্য শ্লোকে এবং পরবর্তী তিনটি শ্লোকে গাম্ভীর্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎকণ্ঠায় ওই "অপি বত" শ্লোকের প্রথমপাদের ন্যায় গাম্ভীর্যের সহিত প্রলাপ বর্ণিত হয়েছে। এই প্রলাপের অনুসরণ করে লীলাশুক বললেন — হে কৃষ্ণ, তোমার মহঃ (নীলকান্তিযুক্ত সুন্দর জ্যোর্তিময় বপু) কবে আমি দর্শন করব? ইহার দ্বারা বৃন্দাবনে রাসরসোন্মত্ত ব্রজাঙ্গনাদের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে। সেই রাসক্রীড়ায় রসোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আশা করছেন — মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও এখানে আগমন হলে, তাঁর সেই কান্তি দর্শনজাত অর্থাৎ সেই কান্তিদর্শনে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের সম্ভাবনা; ইহা গাম্ভীর্যপূর্ণ উক্তি। তিনি কিরূপ? নিঃসীম (অনন্ত) অবধিপ্রাপ্ত সৌন্দর্যাদি পরিপূর্ণ নীলকান্তি যিনি ধারণ করেছেন। আর আমাকে ত্যাগ করে তাঁর যে অন্যত্র গমন তা অপমানকর হলেও, অতএব অন্য নায়িকার অঙ্গসঙ্গজনিত চন্দনকুঙ্কুমযাবকাদি চিহ্নদ্বারা স্তবকিত (বিস্তারপ্রাপ্ত) নীলকান্তিধারার পরম চমৎকারত্ব আছেই। তথাপি অন্য নায়িকার সঙ্গ গোপনের নিমিত্ত আমাকে প্রতারণাজনিত চাপল্যহেতু তাঁর আনন অল্পহাসিযুক্ত এবং প্রীতি বিস্ফারিত তাঁর নয়নযুগল অত্যন্ত বড় হয়েছে। (এই উক্তিদ্বারা চপলতা প্রকাশিত হয়েছে) তবে যদি বল, অন্যঅঙ্গনা সংভুক্ত জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে পুনরায় কিজন্য দেখতে ইচ্ছা করছ? এই আশঙ্কা মনে করে সদৈন্যে বললেন -- 'নিঃশেষ'। অর্থাৎ যখন সমস্ত ব্রজাঙ্গনার স্তনদ্বারা তোমার কলেবর গাঢ় আলিঙ্গিত, তখন আমার

লগ্নচন্দনকুঙ্কুমযাবকাদিনা স্তবকিতা নীলকান্তিধারৈব লতা যস্মিন্। অন্যাসঙ্গগোপনেন মৎপ্রতারণায়াস্তোকোঽনল্পঃ স্মিতভরো যস্মিন্। তথা, তেনৈব হেতুনা আয়তায়তেঽত্যায়তে অক্ষিণী যত্র। নন্বন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং মামবধীর্য পুনঃ কিমিতি দিদৃক্ষস ইতি মনস্যুট্টঙ্ক্য সদৈন্যমাহ — নিঃশেষৈঃ স্তনৈঃ সর্বাভির্ব্রজাঙ্গনাভিরপি, কিমুতৈকয়া, মৃদিতমপি। মম সুখদমিত্যর্থঃ। সর্বত্র হেতুঃ— ত্রিভ্বিতি। ত্রিভুবনমেব সুন্দরং যস্মাৎ। স্বান্তর্দশায়াম্; — প্রেয়সীপ্রেরণায় স্মিতায়তাক্ষাদিবিশিষ্টং তদিত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব।। ২৮।।

একার স্তনদ্বারা মৃদিত (গাঢ় ভাবে আলিঙ্গিত) হলেই বা কি হবে? তথাপি তুমি আমার সুখপ্রদ জীবনবল্লভ। সর্বত্র এই তিনটি কারণ রয়েছে। যথা, ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কলেবর, ত্রিভুবনমোহকর মৃদুহাস্য এবং সুচপল নয়নভঙ্গি।

লীলাশুকের নিজস্ব অন্তর্দশা বা স্বান্তর্দশার অর্থ — কুঞ্জে প্রেয়সী প্রেরণের নিমিত্ত নিরন্তর মৃদুহাস্যে পরিপূর্ণ মুখ এবং বিস্ফারিত নয়নযুগল কবে আমি দর্শন করব? বাহ্যার্থ অনুবাদেই স্পষ্ট হয়েছে ।।২৮।।

যদুনন্দন —

প্রাণনাথ!
শুন মোর এই নিবেদন।
কুঞ্জেতে প্রেরণ-রূপ, যে কটাক্ষ অপরূপ,
পুনঃ আসি দেহ দরশন[১]।। ধ্রুবপদ ।।
রাসমণ্ডলীর মাঝে, সঙ্কেত বংশীর নাদে,
সঙ্গে যেই কটাক্ষে প্রেরণ।
অতি সুমাধুরী তার, আহ্লাদয়ে নেত্র আর,
চিত্তে হয় আনন্দ পরম।।
যদি বল,- "অন্য নারী জানিবেন[২] এ চাতুরী[২],
তাঁরা মোরে করিবেন রোষ।
নিজ-সখীগণ-সঙ্গে, রহ অন্য-পর-সঙ্গে,
কটাক্ষ প্রার্থনা অতিদোষ।।"
তবে শুন কহি আমি, মন দিয়া শুন তুমি,
তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া।
সেইরূপ বেশ[৩] ধর[৩], সে[৪] রূপ কটাক্ষ কর[৪],

এই মোর নিকটে আসিয়া।।
অপর গোপিকা অন্য, সহস্র যে আছে ধন্য,
কিবা কার্য তাতে আছে মোর।
কি করিবে রোষ করি, তোমা না দেখিলে মরি,
তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর।।
তুমি অপ্রসন্ন যবে, দর্শন না দিবা[৫] তবে,
অন্য গোপী নিজ সখীগণ।
তাহাতে বা কিবা কাজ, দুঃখদায়ী সব সাজ.
অতএব দেহ দরশন।।
এতেক কহিতে রাই, চিত্তে মহোৎকণ্ঠা পাই,
গোবিন্দের দর্শন লাগিয়া।
সগাম্ভীর্য-প্রলাপন, পড়ে শ্লোক মনোরম,
লীলাশুক তাতে মগ্ন হৈয়া।। ২৮।।

পাঠান্তর — ১ পরশন (ক, খ) ২-২ কটাক্ষ কর (ক, খ) ৪-৪ যেই দেশ কলেবর (ক, খ) ৫ দিলা (ক, খ)।

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈর্বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।
ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নস্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ।। ২৯।।

অন্বয় — বংশীনিনাদানুচরৈর্মধুরৈঃ কটাক্ষৈঃ ময়ি প্রসাদং বিধেহি। ত্বয়ি প্রসন্নে নঃ ইহ অপরৈঃ কিম্। ত্বয়ি অপ্রসন্নে নঃ ইহঃ অপরৈঃ কিম্?।।২৯।।

অন্বয় অনুবাদ — সঙ্কেতরূপ বংশীধ্বনির অনুসরণকারী মনোহর বা কুঞ্জপ্রেরণরূপ হ্লাদককটাক্ষদৃষ্টিদ্বারা আমাকে অনুগ্রহ কর। কারণ, তুমি প্রসন্ন, অর্থাৎ সুমুখ হলে আমাদিগের এই বৃন্দাবনে বা এই জন্মে জননী, সখী, প্রভৃতির কোন প্রয়োজন নাই। তুমি অপ্রসন্ন অর্থাৎ বিমুখ হলে আমাদের এই বৃন্দাবনে বা এই জন্মে অপরের প্রসন্নতায় কোন প্রয়োজন নাই।।২৯।।

অনুবাদ — হে কৃষ্ণ, বংশীনিনাদের অনুচরস্বরূপ মধুর কটাক্ষ দ্বারা আমার প্রতি প্রসাদ বিস্তার কর। তুমি প্রসন্ন হলে আর অন্যে অপ্রসন্ন হলেও আমাদের ক্ষতি নাই। তুমি অপ্রসন্ন হলে আর অন্যে প্রসন্ন হলেই বা আমাদের কি লাভ হবে? ২৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ পূর্বকৃতকুঞ্জপ্রেরণস্মৃত্যা জাতাতিলালসত্বাৎ ক্রমমপ্যুল্লঙ্ঘ্য "ভুজমগুরু-সুগন্ধমিতি" বৎ সোৎকণ্ঠং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — হে প্রাণনাথ কুঞ্জপ্রেরণরূপৈঃ কটাক্ষৈঃ ময়ি প্রসাদং বিধেহি। আগত্য তথা তৈঃ পুনঃ প্রেরয়েত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? সঙ্কেতরূপং বংশীনিনাদমনুচরন্তীতি তথা তৈঃ। তথা, মধুরৈরাহ্লাদকৈঃ। ননু পুনঃ

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ যে কটাক্ষ (অপাঙ্গ দৃষ্টি) দ্বারা শ্রীরাধাকে বিলাস কুঞ্জে প্রেরণ করেন, সেই পূর্বকৃত কুঞ্জপ্রেরণস্মৃতি মনে হওয়াতে অতিলালসায় শ্রীরাধা ক্রম লঙ্ঘন করে শ্রীকৃষ্ণের সেই কটাক্ষ দর্শন প্রার্থনা করছেন। ভাগবতে (১০/৪৭/২১) "অগুরু হইতে অধিকতর সুরভিত শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগল" — এই রকম শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলের স্মরণ হওয়ায় উৎকণ্ঠার সহিত যে প্রলাপ বলেছেন, তাহা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — হে প্রাণনাথ, কুঞ্জে প্রেরণরূপ কটাক্ষসমূহ দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হও। অর্থাৎ সেখান থেকে আগমন করে পুনরায় সেইরূপ কটাক্ষ (অপাঙ্গদৃষ্টি) দ্বারা আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ কর। কেমন কটাক্ষ? সঙ্কেতরূপ বংশীনিনাদের দ্বারা যখন সঙ্কেত করেন, তখন তাঁর কটাক্ষ দৃষ্টি বংশীনিনাদের অনুসরণ করে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে যাবার জন্য সঙ্কেত করেন। আর সেই বংশীনিনাদও অতি মধুর আনন্দদায়ক। যদি বল, রাসে সমাগত সমস্ত গোপীর মধ্যে পুনরায় ঐরূপ সঙ্কেত করলে অর্থাৎ ঐরূপ বংশীনিনাদের কটাক্ষদ্বারা তোমায় বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করলে

সর্বাসাং মধ্যে তথা কৃতে, "তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভমিত্যাদিবৎ" "কামিন্যাঃ কামিনা" ইত্যাদিবচ্চ তাস্ত্বাং মাং চ প্রতি ক্রুধ্যেয়ুঃ, তৎসখীভিরেবাত্মানং সুখয়, অলমনয়া প্রার্থনয়েত্যাশঙ্ক্য সগর্বদৈন্যমাহ — ত্বয়ীতি। ত্বয়ি প্রসন্নে তথা কৃতে, নিকটাগতে বা, ইহ দেশে কালে বা অপরৈরন্যৈর্গোপীসহস্রৈরপি কিমস্মাকম্? ন কিমপীত্যর্থঃ। তথা ত্বয্যপ্রসন্নে ইহ এতদ্দশায়াং দর্শনমপ্যদত্তবতি, অপরৈর্নিজৈরপি সখীকুলৈঃ কিম্। তা অপ্যতিদুঃখদা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং জয়দেবৈঃ — "রিপুরিব সখীসংবাসোঽয়মিতি"। "প্রিয়সখীমালাপি জ্বালায়ত" ইতি চ। স্বান্তর্দশায়াম্— আগত্য পুনস্ত্বৎপ্রেরণমেব মে প্রসাদঃ। নন্বন্যাস্ত্বয্যেতৎ প্রার্থনয়া ক্রুধ্যেয়ুঃ তত্রাহ — ত্বয়ি প্রসন্নে অন্যৈঃ কিম্। ত্বয়ি অপ্রসন্নে এতন্নিকটমপ্যনাগতে নিজৈরপি প্রিয়সখীপ্রভৃতিভিঃ কিম্। তা অপি দুঃখদা

অপর গোপীগণ তোমার ও আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবে, তাতে আমার কেলিরসে বিঘ্ন হবে; সুতরাং কটাক্ষ দৃষ্টি প্রার্থনা না করে সখীদের মধ্যে অবস্থান কর। "তাতে তাদের ক্ষোভ হবে না (ভাগবত ১০।৩০।৩০)।" "কামুকের কামিনীময় জগৎ দর্শন" এই ন্যায়ে (পদ্ধতিতে) তারা সকলকে নিজেদের মত দর্শন করবে (ভাগবত ১০।৩০।৩৩) তা হলে আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবে না, সখীদের সহিত মিলিত হয়ে আত্মসুখের প্রার্থনা কর, যেহেতু সেই সখীরাও নিজ নিজ সুখের আলম্বনরূপে আমাকে (কৃষ্ণকে) পাবার জন্য ঐরূপ প্রার্থনা করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার উত্তর আশঙ্কা করে সগর্বে ও দৈন্যের সহিত বললেন, তুমি প্রসন্ন হলে অন্য সকলে যদি অপ্রসন্ন হয়, তাতে আমাদের কি আসে যায়? অর্থাৎ আমার নিকট আগমন করে ঐপ্রকার কটাক্ষদ্বারা আমাকে বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করলে এই বৃন্দাবনে রাত্রিকালে সমাগত অন্যান্য সহস্র সহস্র অপ্রসন্ন গোপীর সহিত আমার কি প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। আর তুমিই যদি অপ্রসন্ন হও অর্থাৎ এই দশায় তোমার দর্শন যদি না পাই, তবে এই সকল প্রিয় সখীকুলের দ্বারা আমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? বরং এই দশায় প্রিয়জন দর্শন আমার পক্ষে অতি দুঃখপ্রদ হবে। জয়দেবের উক্তি — প্রিয়বিরহে সখীসঙ্গ রিপুসংসর্গবৎ দুঃখপ্রদ (গীতগোবিন্দ ৭/৪০)এবং প্রিয়সখীদের প্রদত্ত মালা আগুনের মত জ্বালাপ্রদ হয়ে থাকে (গীতগোবিন্দ ৪/১০)।

স্বান্তর্দশার অর্থ — (সখীভাবে লীলাশুকের উক্তি) হে কৃষ্ণ, তুমি পুনরায় শ্রীরাধার নিকট আগমন করে স্বীয় কটাক্ষদৃষ্টির দ্বারা তাঁকে কুঞ্জে প্রেরণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ বিধান কর। যদি বল, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করলে অন্যান্য সখীগণ ক্রুদ্ধ হবে। তাতে বললেন, তুমি প্রসন্ন হলে অন্য সকলে যদি অপ্রসন্ন হয়, তাতে আমাদের কি আসে যায়? কিন্তু তুমিই যদি অপ্রসন্ন হও বা শ্রীরাধার নিকট না আসিলে নিজ প্রিয় সখী প্রভৃতির দ্বারা আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? বরং তাঁরা দুঃখপ্রদ হবে। সমস্নেহসখীদের

এব। সমস্নেহসখীনাং স্বভাবোঽয়ং যৎ কৃষ্ণরহিতসখীদর্শনে দুঃখং স্যাৎ। যথোজ্জ্বলনীলমণৌ — 'বিনা কৃষ্ণং রাধা ব্যথয়তি সমন্তান্মম মনো, বিনা রাধাং কৃষ্ণোঽপ্যহহ সখী মাং বিক্লবয়তি। জনিঃ সা মে ভূৎ ক্ষণমপি ন যত্র ক্ষণদুহৌ; যুগেনাক্ষ্ণোর্লিহ্যাং যুগপদনয়োর্বক্ত্রশশিনৌ।।' বাহ্যে — স্পষ্ট এবার্থঃ।। ২৯।।

স্বভাবই এইরূপ, কৃষ্ণরহিত শ্রীরাধার দর্শনে তাঁদের মন ব্যথিত হয়। আবার শ্রীরাধাবিরহিত কৃষ্ণদর্শনেও তাঁরা ব্যথিত হন। উজ্জ্বলনীলমণিতে (সখীপ্রকরণ ১২৮) উক্ত আছে, (সমস্নেহসখীর উক্তি) "কৃষ্ণ বিনা রাধা আমার অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে ব্যথিত করেন। আবার রাধা বিনা কৃষ্ণও আমাকে অতিশয় ব্যাথা প্রদান করেন। তাই প্রার্থনা করি, যে পরজন্মে যুগপৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উৎসবপ্রদ মুখচন্দ্র নয়নদ্বয়ের আস্বাদনীয় না হয়, সেই রকম জন্ম যেন আমার না হয়।"

বাহ্যার্থ — মূলানুবাদে স্পষ্ট হয়েছে।।২৯।।

যদুনন্দন —

প্রাণনাথ!
এই তোমার সৌন্দর্য-বৈভবে।
দর্শন করিব আমি, মধুপুরী হইতে তুমি,
কভু যদি আপনে আসিবে ।। ধ্রুবপদ ।।
মোরে ছাড়ি অন্য নারী, ভোগে যাহ অন্য বাড়ী,
এই কার্য অমর্যাদ অতি।
অন্যা-অঙ্গ-সঙ্গ-লগ্ন, চন্দন-কুঙ্কুম-মগ্ন,
নীলকান্তি বাধা[১] যাতে অতি।।
করিতে মোরে প্রতারণ, অন্য সঙ্গ-সঙ্গোপন,
তাতে অল্প নহে যেই স্মিত।
তাতে যে বদন-শোভা, কামিনীর মনোলোভা
দর্শন করিব[২] সেই রীত।।[২]
সেই প্রতারণা হৈতে, চাপল্য যে নেত্র[৩] রীতে,
অতি দীর্ঘ শোভা মনোরম।
সে শোভা দেখিব অমি, যখন আসিবে তুমি,
জুড়াইব এ দুই নয়ন।।
তবে যদি বল তুমি, অন্য-নারী-ভুক্ত আমি,

গেল[৪] যবে[৪] নিকটে তোমার।
অবজ্ঞা করিয়া[৭] মোরে, এবে কেন দেখিবারে,
চাহ তুমি সেইরূপ আর।।
মনে উট্টঙ্কিতে ইহা, দৈন্য বাড়ি, গেল হিয়া,
অতি দৈন্যে কহেন বচন।
সর্ব ব্রজাঙ্গনাগণ, শুনে[৬] অঙ্গ সুমার্জন,
একা হৈতে না হয় মার্জন।।
ত্রিভুবন-বিমোহন, অঙ্গ অতি মনোরম,
ত্রিভুবন মোহে স্মের মুখে।
ত্রিভুবনের সৌন্দর্য, নেত্র সুচাপল্যবর্য,
দর্শন করিব আমি সুখে।।
এইকালে পূর্বকৃত, কুঞ্জলীলা সুখ যত,
তাতে লোভ বাড়ি গেল মন।
অতিশয় দৈন্য করি, কহেন প্রলাপ ভারি[১],
এক শ্লোক করিয়া পঠন।। ২৯।।

পাঠান্তর — ১ ধারা (ক, খ) ২-২ করিতে মনোরীত (খ) ৩ অন্য (ক) ৪-৪ গেলে মাত্র (ক, খ) ৫ করিলা (ক, খ) ৬ করে (ক) ৭ ভরি (ক, খ)।

নিবদ্ধমূর্ধাঞ্জলিরেষ যাচে নীরন্ধ্রদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠম্।
দয়াম্বুধে দেব ভবৎকটাক্ষদাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ।। ৩০।।

অন্বয় — হে দেব দয়াম্বুধে নীরন্ধ্রদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠং নিবদ্ধমূর্ধাঞ্জলিঃ এষ যাচে ভবৎকটাক্ষদাক্ষিণ্যলেশেন সকৃৎ নিষিঞ্চ।।৩০।।

অন্বয় অনুবাদ — হে দেব, হে দয়ার সাগর, এই আমি মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করে অকপট দৈন্যাতিশয়ের সহিত মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করছি আপনি আপনার কটাক্ষরূপ ঈষৎ ঔদার্যদ্বারা আমাকে একবার অভিষিক্ত করুন।।৩০।।

অনুবাদ — হে দেব, হে দয়ার সাগর, আমি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক অতিশয় দৈন্যের সহিত মুক্তকণ্ঠে এই প্রার্থনা করছি যে, একবারও আপনার কারুণ্যকটাক্ষদৃষ্টি দিয়ে আমাকে অভিষিক্ত করুন।।৩০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ প্রগাঢ়লালসয়াতিদৈন্যোদয়াৎ 'স্মরতি, স পিতৃগেহানিত্যাদিবৎ', 'দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে' ইত্যাদিবচ্চ সদৈন্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — হে দেব বহ্বীভিঃ ক্রীড়ারসিক, এযোঽহং নিবদ্ধো মূর্ধাঞ্জলির্যেন তাদৃশস্তব দাসীজনো নীরন্ধ্রং নিশ্ছিদ্রং যদ্দৈন্যং তস্য যোন্নতিঃ তয়া মুক্তকণ্ঠং যথা স্যাৎতথা যাচে। কিং যাচসে — যদি তে রাসক্রীড়াবিঘ্নঃ স্যাৎতর্হি তাদৃশকটাক্ষপ্রেরণাদিকং দূরেঽস্তু, ভবৎকটাক্ষস্য যদ্দাক্ষিণ্যমৌদার্যং তস্য লেশেনাপি সকৃদপি নিষিঞ্চ। তল্লেশেনাপি দুঃখাগ্নির্নির্বাপকো নিতরাং সেকঃ স্যাদিত্যর্থঃ। আগত্য সর্বাভিঃ সহ

টীকার অনুবাদ — তারপর প্রগাঢ় লালসায় অতিদৈন্যের উদয় হওয়াতে (ভাগবত ১০/৪৭/২১) "আর্যপুত্র এখন পিতৃগৃহ স্মরণ করেন কি?" এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ দৈন্য ও উৎকণ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে শ্রীরাধা নয়নজলের সহিত প্রার্থনা করলেন " হে সখা, (ভাগবত ১০/৩০/৪০) আমি তোমার দীন দাসী, তোমার বিরহে একান্ত কাতর হয়েছি; তুমি নিকটে এসে দাসীকে দেখা দাও।" ইত্যাদি কথা সদৈন্যে শ্রীরাধার প্রলাপের পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — হে দেব, আপনি ক্রীড়ারসিক — বহুগোপীর সহিত ক্রীড়া (লীলা) করেন; সুতরাং আপনার দর্শন দুর্লভ। এই আমি আপনার কৃপাকটাক্ষদৃষ্টি পাবার জন্য মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করে দৈন্যের সহিত মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ আপনার দীন দাসী নিশ্ছিদ্র দৈন্য সহকারে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করছি। কি প্রার্থনা করছি? মধুর কটাক্ষ (অপাঙ্গ) দৃষ্টি দানে আমাকে অনুগ্রহ করুন; কিন্তু এই রকম অনুগ্রহ করলে যদি আপনার রাসক্রীড়ায় বিঘ্ন হয়, তাহা হলে সেই কটাক্ষ দূরে থাকুক অর্থাৎ কটাক্ষদ্বারা আমাকে কুঞ্জে প্রেরণাদিরূপ অনুগ্রহ দূরে থাকুক। আপনার কৃপাকটাক্ষের কণামাত্র পেলেও আমি কৃতার্থ হব। এখন আমি প্রার্থনা করছি, আপনার ওই কৃপাকটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য (ঔদার্য) তার লেশমাত্র

রাসং কুর্বিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যয়ং জনোঽপরাধী তথাপি তবৈতদ্‌যোগ্যমিত্যাহ — হে দয়ানিধে ইতি। স্বান্তর্দশায়াম্ — ইমাং মৎসখীং নিষিঞ্চ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৩০।।

(কণামাত্র) দ্বারা আমাকে একবার সিঞ্চিত করুন। উহার দ্বারা আমার দুঃখাগ্নি নির্বাপিত হবে — ওতে আমার পরম তৃপ্তি হবে। বেশি করে সিঞ্চিত করুন, অর্থাৎ এই রাসস্থলে পুনরায় আগমন করে সকল গোপীর সহিত রাসবিহার করুন। যদিও আমি অপরাধী, তথাপি আপনি দয়ার সাগর, সুতরাং এই প্রার্থনা পূর্ণ করার যোগ্যতা আপনার আছে।।৩০।।

যদুনন্দন —

ওহে গোপীক্রীড়া-রসরাজে।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, নিবন্ধ দৈন্যের রীতে,
তোর দাসী ভিক্ষা তোরে যাচে ।। ধ্রুবপদ ।।
মুক্তকণ্ঠ হইয়া বলি, শুন মোর পদ্যাবলী,
ওহে প্রাণনাথ দয়ানিধি।
কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রসে বিঘ্ন যদি করে,
রহু তবে সে কটাক্ষ-বিধি।।
কটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য, ঔদার্যের প্রাবীণ্য,
তার লেশ অতি অল্পকণা।
তাহা দিয়া সিঞ্চ মোরে, দুঃখাগ্নি নির্বাণ করে,
শুন বন্ধু অকিঞ্চন জনা।।
পুনঃ আইস রাস-মাঝে, নটবর-বেশ-সাজে,
ক্রীড়া কর গোপাঙ্গনা-সনে।
যদি অপরাধী আমি, তবু দয়ানিধি তুমি,
সেই রূপে দেহ দরশনে।।
তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি,
এখনি অবজ্ঞা কৈলে মোরে।
এবে কেন দৈন্য কর, লজ্জা কিবা নাহি ধর,
অন্যাঙ্গনা উপহাস করে।।
এই কৃষ্ণের নর্মভঙ্গী, চিত্তে উট্টঙ্কিয়া ব্যঙ্গী[1],
নেত্রের চাপল্য সঞ্চারিয়া[2]।
কহিতে লাগিলা রাই, প্রলপিয়া সেই ঠাঁই,
অদ্ভুত শ্লোক উচ্চারিয়া।। ৩০।।

পাঠান্তর-- ১ রঙ্গি (ক, খ) ২ সংক্রামিয়া (ক, খ)

পিচ্ছাবতংস-রচনোচিত-কেশপাশে
পীনস্তনী-নয়নপঙ্কজ-পূজনীয়ে।
চন্দ্রারবিন্দ-বিজয়োদ্যতবক্ত্রবিম্বে
চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবে নঃ।। ৩১।।

অন্বয় — শৈশবে পিচ্ছাবতংসরচনোচিতকেশপাশে পীনস্তনীনয়নপঙ্কজপূজনীয়ে চন্দ্রারবিন্দবিজয়োদ্যতবক্ত্রবিম্বে নঃ নয়নং চাপল্যমেতি।।৩১।।

অন্বয় অনুবাদ — ময়ূরপুচ্ছনির্মিত শিরোভূষণরচনযোগ্য কেশকলাপযুক্ত অথবা রতির আবেশবশত বিগলিত কেশপাশযুক্ত চন্দ্র ও পদ্মকে পরাজয় করতে উদ্যত মুখমণ্ডলবিশিষ্ট এবং পীনস্তনী গোপযুবতীগণের নয়নপদ্মদ্বারা অর্চনীয় তোমার কৈশোর অর্থাৎ কিশোরাকৃতি ও সেই রকম বেশভূষাদি দর্শন করতে আমাদের নয়ন চঞ্চল হয়েছে। অথবা কৈশোর চাপল্য আমাদের নয়নে প্রবেশ করেছে ।।৩১।।

অনুবাদ — যা সুন্দর কেশপাশে শিখিপুচ্ছশোভিত, পীনস্তনী গোপবালাদের নয়নকমল দ্বারা পূজিত, মুখবিম্ব চন্দ্র ও পদ্মের শোভা পরাজিত করতে উদ্যত, এই রকম তোমার কৈশোর আমাদের নয়নকে চঞ্চল করছে ।।৩১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ননু ধীরাণাং মানিনীনাং মূর্ধন্যাসি, ইদানীং মামধবধীর্য কিমিতি দৈন্যং কুরুষে, অন্যাস্ত্বামুপহসিষ্যন্তীতি তন্নর্ম মনস্যুট্টঙ্ক্য, 'কচিদপি স কথাং নঃ' ইতিবৎ স্বচাপলং নেত্রে সংক্রময্য প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — নোঽস্মাকং সর্বাসামেব নয়নং তব শৈশবে কৈশোরে তৎসম্বন্ধিবেশলীলাদৌ চাপল্যমেতি। "চর্মণি দ্বীপিনং হন্তীতি"বৎ। তদ্দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ কিং কর্তব্যমিতি ভাবঃ। অথবা, বরাকানাং নেত্রাণাং কো বা

টীকার অনুবাদ — আগের শ্লোকে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৈন্য বচন শুনে শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন, হে রাধা, তুমি ধীরা মানিনীদের শিরোমণি, কিছুক্ষণ পূর্বে মানভরে আমাকে অবজ্ঞা করেছ, এখন আবার দৈন্যের সহিত আমার দর্শন প্রার্থনা করছ কেন? তোমার এই ভাব দেখে অন্যান্য গোপীরা যে উপহাস করবে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার নর্মপরিহাস মনে চিন্তা করতেই (ভাগবত ১০/৪৭/২১) — "কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীগণের সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন?" এই রকম নিজ হৃদয়ের চাপল্য নয়নে সংক্রামিত হলে শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপ বলেছিলেন, তা অনুসরণ করে লীলাশুক বললেন —"পিচ্ছাবতংস" ইত্যাদি।

দোষো যদ্ এতাদৃশমেতৎ। কীদৃশে? — পিঞ্ছাবতংসেন তন্মুকুটেন যা রচনা তস্যামুচিতঃ কেশপাশো যস্মিন্। তথা, চন্দ্রারবিন্দয়োর্বিজয়োনোদ্যতমুর্দ্ধপুং বক্ত্রবিম্বং যস্মিন্। অতঃ পীনস্তনীনাং যুবতীনাং তাভির্বা নয়নপঙ্কজৈঃ পূজনীয়ে তদ্‌যোগ্যে। অন্যোঽপি বিজয়ী বদ্ধমুকুটঃ সম্রাণ্ নাগরযুবতিভির্নেত্রাব্জৈঃ পুষ্পবৃষ্ট্যা চ পূজ্যো ভবতি। অতো দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াম্ — শৈশবে শ্রীরাধয়া সহ বিলাসোচ্ছলিতকৈশোরে। পীনস্তনী রাধা তন্নেত্রপঙ্কজাভ্যাং পূজার্হে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব।। ৩১।।

(শ্রীরাধার উক্তি) হে কৃষ্ণ, আমাদের সকলেরই নয়ন তোমার ওই কিশোরমূর্তি ও তৎসহ বেশলীলাদি দেখবার জন্য চঞ্চল হয়েছে। মহাভাষ্য (কাশিকাবৃত্তি ১।৩।৩৬) ধৃত বচন "চর্মের জন্য ব্যাধ ব্যাঘ্র বধ করে" — এই ন্যায়ে (যুক্তিতে) যেমন কর্ম-সংযোগে নিমিত্তার্থে সপ্তমী হয়েছে, তেমনি এই শ্লোকের ১ম, ২য় ও ৩য় পাদে সপ্তমী হয়েছে। অতএব কিশোর বয়স ও তৎসহ বেশ ও লীলাদি চাপল্যের চমৎকারিত্ব দেখে আমাদের সকলেরই মন চঞ্চল হয়েছে; এখন বল দেখি, আমাদের কর্তব্য কি? অথবা অধম এই নয়নেরই বা কি দোষ? যেহেতু এই রকম সৌন্দর্যমাধুর্যপূর্ণ তোমার দিব্যকিশোরমূর্তি আমাদের নয়নকে চঞ্চল করে তুলেছে। কিরূপে? শিখিপুচ্ছরচিত মুকুট রচনযোগ্য সুমোহিনী কেশপাশ; চন্দ্র ও পদ্মের শোভা বিজয়ে উদ্যত মুখবিম্ব, পীনস্তনী ব্রজসুন্দরীদের নয়নকমলের দ্বারা পূজিত বা পূজনযোগ্য। এরূপ যাবতীয় উপমাবিজয়ী সম্রাটস্বরূপ তোমার মুখবিম্ব। এজন্য তা নগরের যুবতিবৃন্দের নেত্রকমলরূপ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা পূজ্য হয়েছে। অতএব এই কিশোরমূর্তির মাধুর্যের চমৎকারিতায় জগতে কে না ভুলে? অতএব দর্শন দাও।

স্বান্তর্দশার অর্থ — শৈশবে শ্রীরাধার সহিত বিলাসহেতু উচ্ছলিত তোমার কিশোরমূর্তি, যাহা পীনস্তনী শ্রীরাধার নয়নকমলদ্বারা পূজার যোগ্য হয়েছে, সেই কিশোরমূর্তি দর্শনের জন্য আমাদের নয়ন চঞ্চল হয়েছে।

বাহ্যার্থ — অনুবাদেই অর্থ স্পষ্ট হয়েছে।। ৩১।।

যদুনন্দন —

শুন ওহে ব্রজরাজসুত।
তোমার কৈশোর বেশ, লীলায়ে মোহয়ে দেশ,
মোর নেত্র চাপল্যের দূত।। ধ্রুবপদ ।।
চঞ্চল আমার দিঠি, পাইয়া কৈশোর মিঠি,
সদাই দেখিতে করে আশ।

তথাপি[১] কি দোষ তার, যাহাতে কৈশোরসার,
জাতি-কুল-শীল-ধর্মনাশ।।
ভৃঙ্গকান্তিপুঞ্জ জিনি, কেশপাশ সুমোহিনী,
তাতে অবতংস শিখি[২] পাখা[২]।
পিঞ্ছের মুকুটশোভা, কামিনী[৩] নয়ন[৩]-লোভা,
উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা[৪]।।
মদন[৫]-মাধুর্য তায়, চন্দ্রপদ্ম জিনি যায়,
হেন দর্প তাহার সুষমা।
এই লাগি পীনস্তনী, নয়নপঙ্কজ গণি,
পূজনীয় যোগ্য মনোরমা।।
এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি,
ওহে শ্যামসুন্দরশেখর।
এতেক কহিতে রাই, সমুদ্ঘূর্ণা দশা পাই,
ভ্রমে[৬] কৃষ্ণ দেখে নেত্র ওর।।[৬]
তার যে উদ্বেগ-দশা, চারি শ্লোক পরকাশা,
মনে মনে চিন্তে এই রাই।
কৃষ্ণ যেন আসি কহে, কেন বা চাপল্য ওহে[৭],
হেন আর[৮] কভু দেখি[৮] নাই।।
তুমি সাধ্বী সুপ্রবরা, ধৈর্য হয় সুগম্ভীরা,
শুন এই আমার বচন।
দেখ তোমার সখীগণ, প্রবোধয়ে ক্ষণে ক্ষণে[৯],
তবে[১০] কেন ব্যস্ত কর মন।।
কৃষ্ণের এ মর্মবাণী, শুনি ধ্বনি-শিরোমণি[১০]
নিজ মনে নর্ম উট্টঙ্কিয়া।
কহিতে লাগিলা রাই, চিত্তেতে উদ্বেগ পাই,
অতিশয় প্রলাপ করিয়া।।৩১ ।।

পাঠান্তর — ১ অথবা (ক, খ) ২-২ পাখা শিখি (ক, খ) ৩-৩ কামিনীরমণ (ক, খ) ৪ পাখি (ক, খ) ৫ বদন (ক, খ) ৬-৬ যাবৎ কৃষ্ণ দর্শন সুন্দর (ক, খ) ৭ নহে (ক, খ) ৮-৮ বৈকল্য আর কারও (ক, খ) ৯-৯ এই মন (ক, খ) ১০-১০ (ক, খ) পুথিতে নাই।

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্।। ৩২।।

অন্বয় -- ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যম্। তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্।। ৩২।।

অন্বয় অনুবাদ -- তোমার কৈশোর ত্রিভুবনে অদ্ভুত ইহা জেনো। তোমার দর্শনাভিলাষবশত আমার চাপল্যও ত্রিভুবনে অদ্ভুত। এই চাপল্য বা এই দুই তোমার দ্বারা উৎপাদিত অথবা আমার ইহা বিবেচ্য বা জ্ঞাতব্য বা তোমার জ্ঞাতব্য। সেই হেতু তোমার অতুলনীয় বা অনন্যগোচর মনোহর মুরলীবিলাসযুক্ত মুখপদ্ম নেত্রদ্বারা উত্তমরূপে দর্শন করতে কি উপায় অবলম্বন করব? ৩২।।

অনুবাদ -- হে শ্রীকৃষ্ণ তোমার কৈশোর ও আমার চাপল্য উভয়ই ত্রিভুবনে অদ্ভুত, তা তুমি জানো, আমিও তা জানি। এখন উপদেশ কর, তোমার অতুলনীয় মুরলীবিলাসি মুখকমল একটি বার এই নয়ন ভরে দর্শন করবার জন্য কোন্ প্রকার সাধন করব? ৩২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ তস্যা উদ্‌ঘূর্ণা দশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্। তত্রৈবোদ্বেগদশা চতুর্ভিঃ। তত্র প্রথমম্। ননু ভবতু নাম নেত্রচাপল্যম্, কাপ্যন্যৈতাদৃক্ বিক্লা ন দৃশ্যতে। ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদ্‌গম্ভীরা ভব, সখ্যোঽপ্যেবং ত্বাং বোধয়ন্তীতি তস্য নর্মোপালম্ভং মনস্যুট্টঙ্ক্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — ত্বচ্ছৈশবং তব কৈশোরং

টীকার অনুবাদ -- তারপর শ্রীরাধার উদ্‌ঘূর্ণা দশা বর্ণিত হচ্ছে। (এই শ্লোক থেকে যে পর্যন্ত কৃষ্ণদর্শন না হয়, সেই পর্যন্ত) তাহার মধ্যে প্রথমে "উদ্বেগদশা" এবং পরবর্তী চারিটি শ্লোকে 'জাগর্যাদি' দশা বর্ণিত হবে। এই শ্লোকে উদ্বেগদশায় শ্রীরাধার এই প্রকার ভ্রম হল যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর নিকট এসে বলছেন, হে রাধা তোমার এই নেত্র চাপল্য কেবল চিত্তের লঘুতা থেকে জাত হয়েছে; কিন্তু এমন বিক্লতা অন্য কোথাও দেখা যায় না। তুমি সাধ্বীপ্রবর ও অতি গম্ভীর এবং তোমার সখীরাও তোমাকে নিরন্তর প্রবোধ দিচ্ছে, তবে কেন তুমি আমার অদর্শনে ব্যাকুল হচ্ছ? শ্রীকৃষ্ণের এই চাপা উপহাস (তিরস্কার) বাক্য শুনে শ্রীরাধা নিজের মনের ভাব উদ্‌ঘাটন করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উদ্বেগের সহিত যে প্রলাপ বলেছিলেন তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক

মাধুর্য্যাদিভির্মাদকত্বাকর্ষকত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনে অদ্ভুতমবেহি জানীহি। স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপলং চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি। এতদ্দ্বয়ং তব বাধিগম্যং মম বা। যদ্বা, মচ্চাপলং চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যম্। 'অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলমি'ত্যাদিন্যায়াৎ। সখ্যোঽপি সম্যঙ্ ন জানন্তি যত এবং বদন্তীতি ভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছোলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ — তদিতি। তৎতস্মাত্ত্বন্মুখাম্বুজমীক্ষণা-ভ্যামুচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি। যৎকৃতে তদ্দৃষ্টংস্যাৎতত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। ননু ন দৃষ্টং তৎতেন কিং তত্রাহ — মুগ্ধং মনোহরম্। তদদর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ। 'অক্ষণ্বতাং

বললেন — হে মুরলীবিলাসি, তোমার শৈশব (কৈশোর) মূর্তির মাধুর্যাদি, মাদকত্ব ও আকর্ষকত্বাদি ত্রিভুবনে অদ্ভুত বলে জেনে রাখো। অর্থাৎ এই কৈশোরমাধুর্য এক দিকে যেমন মাদক, অপর দিকে তেমনই আকর্ষক। ইহা তুমি ত জান, স্মরণ কর। আর তোমার কৈশোরমাধুর্য দর্শন করবার জন্য আমার যে অভিলাষজনিত চাপল্য, ইহাও ত্রিভুবনে অদ্ভুত, এটাও তোমার জানা আছে, আমিও তা জানি। অর্থাৎ এই দুটি বিষয় তুমি বা আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। অথবা আমার যে চাপল্য, তা তোমা কর্তৃক উৎপাদিত বলে আমার বা তোমার অধিগম্য। "অন্যের মনের যে দুঃখ, তা অন্যজন জানে না" (জগন্নাথবল্লভ নাটক ৩।৯)। একের বেদনা অন্যে কি করে বুঝবে? এই ন্যায়ানুসারে আমার প্রিয়সখীও তা সম্যক্ জানে না। এই কারণে তারা আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিচ্ছে। এই কথা বলতে বলতে পুনরায় চিত্তের প্রগাঢ় উচ্ছলিত উদ্বেগভরে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করবার জন্য অত্যন্ত দৈন্যের সহিত বললেন, এখন বল দেখি কি করব? তোমার দুর্লভ মুরলীবিলাসি মুখকমল দুই নয়ন ভরে দেখবার জন্য আমি কি উপায় অবলম্বন করব? তা উপদেশ কর। যদি বল, আমার মুখকমল না দেখলে ক্ষতি কি? উত্তরে বললেন, হে মুরলীধর তোমার মনোহর মুখকমল একটিবার দুই নয়ন ভরে না দেখলে নয়নধারণ বিফল। যেহেতু তোমার দর্শনই "চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চক্ষুর সাফল্যই এইরূপ দর্শনে — চক্ষুলাভের একমাত্র ফল" এই শাস্ত্রোক্তি (ভাগবত ১০/২১/১) দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এখন মহানুভবের অনুভূতির কথা বলছি — "হে সখি, আমার কথা শ্রবণ কর, যে কর্ণ মাধবের গুণাকীর্তন শ্রবণ করে নাই, সে কান বধির হওয়াই শ্রেয়, আর যে চোখ দুটি মাধবের রূপ দেখে নি সেই চোখের অন্ধত্বই ভাল। ইহাই আমার অনুভব" (দানকেলিকৌমুদী পঃ ৩২)। যদি বল, এখন না হয় নাই দেখলে, পরে দেখো। তাতে বললেন — আমাদের মত কুলবধূগণের পক্ষে তোমার মুখকমল দর্শন অতিশয় বিরল। কেননা তুমি গোচারণাদি উপলক্ষে দূরে দূরে অবস্থান কর। আর আমরাও লজ্জা ও গুরুজনভয়ে নিরন্তর গৃহমধ্যে অবস্থান করি; সুতরাং তোমার দর্শন

ফলমিদমি'ত্যাদেঃ। তথা দানকেলিকৌমুদ্যাম্ —"ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্মম। তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োঃ" ইত্যাদেশ্চ। ননু নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ — বিরলং কুলবধূনাং নস্তত্রাপি তব গোচারণাদিনা দুর্লভদর্শনম্। অতোঽধুনা লব্ধেঽবসরেঽপি যন্ন দর্শয়সি তৎতব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিং বা, ননু তৎসমং কিমপি পশ্য তত্রাহ — বিরলং সাম্যরহিতম্। তত্র হেতুঃ — মুরলীবিলাসি। স্বান্তর্দশায়াম্, — পূর্ববৎ তৎসঙ্গোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ম্। তদ্ দ্রষ্টুং মচ্চাপলং চ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ।। ৩২।।

দুর্লভ; কিন্তু এখন কোন বাধা নাই — তোমার মুখকমল দর্শন করবার অবসর ঘটেছে। এখন কেন তোমার ওই মুখকমল দর্শন করাচ্ছ না? ইহা তোমার নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কি বলব? কিংবা যদি বল, আমার মুখের তুল্য অন্যের মুখ দর্শন কর। তাতে বললেন, তা বিরল বা তুলনাহীন। তার কারণ তোমার মুরলীবিলাসী মুখকমল ত্রিভুবনে দুর্লভ; সুতরাং তোমার মুখকমল দুই নয়ন ভরে দেখবার জন্য এখন আমি কি করব?

স্বান্তর্দশার অর্থ — পূর্ববৎ শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদ্দীপিত শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল, দুই নয়ন ভরে দেখবার জন্য আমি কি করব? তোমার সেই কৈশোররূপ দর্শন করবার উৎকণ্ঠাই আমার চিত্তের চাপল্য।

অন্য অর্থ সমান। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৩২।।

যদুনন্দন —

নাগরেন্দ্র!
শুন মোর সত্য এই বাণী।
তোমার কৈশোর সার, মাধুর্য-মদেক[১] তার,
মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী।। ধ্রুবপদ ।।
এ তিন ভুবনে যে[২], অদ্ভুত না[৩] জানে[৩] কে,
সেই[৪] তুমি জান[৪] নিজ মনে।
তোমাতে[৫] আমার মন, অদ্ভুত চাপল্যগণ,
ইহা তুমি করহ স্মরণে।।
কৈশোরমাধুর্য তোর, মনের চাপল্য মোর,
এই দুই তুমি আমি জানি।
অন্যের বেদনা মনে, অন্য তাহা নাহি জানে,
সখীই[৬] না জানে এই বাণী।।

যাতে ধৈর্য করিবারে, কহে মোরে নিরন্তরে,
তেঞিও না[৭] জানয়ে[৮] মনব্যথা।
কহিতেই অতিশয়, বাড়িল উদ্বেগময়,
সদৈন্য কহয়ে ধনী কথা।।
তোমার মুখাম্বুজ[৮] লাগি, মোর নেত্র অনুরাগী,
দেখিবারে করে বহু আশ।
আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে যাতে,
তুমি তার বল উপদেশ।।
যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিবা হৈলা,
তবে তার শুন বিবরণ।
না দেখি[৯] সে চাঁদমুখ,[৯] না মিটয়ে যার[১০] দুঃখ,
বিফলতা হয় সে নয়ন।।
তোমার মধুর বাণী, শ্রুতি-মর্ম[১১]-রসায়নী,
না শুনিল সে কানে কি কাজ।
মনোহর মুখচ্ছটা, চাঁদের লহরী-ঘটা,
না দেখিলে আঁখি-মুণ্ডে[১২] বাজ[১২]।।
তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিবা হবে,
বিলম্বে করিহ দরশন।
তবে তার কথা শুন, না কহিয় হেন পুন,
মোরা অতি কুলবধূজন।।
বিরল নহিলে[১৩] তোমা, দরশনে নাহি ক্ষমা,
ব্রজমাঝে সুলভ না হয়।
এই ত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম,
নহে অতি নিষ্ঠুরতা হয়।।
পুণঃ যদি বল আন, দেহ মুখতুল্য ঠাম,
মুখতুল্য আর কিছু নাই।
মুরলীর বিলাস যাতে, আর কেবা সাম্য তাতে
তুল্য দিতে না দেখিয়ে ঠাঁই।।
এতেক কহিতে মনে, পূর্ব্বে যাহা কৃষ্ণ-সনে,
হইয়াছে চাতুর্য আলাপন।

নিজ-সখীগণ-সনে, পুষ্প-আদি-আহরণে,
দানঘাটি পথের বর্জন।।
*সনর্ম কলহ তাতে স্ফূর্তি হৈল নিজচিত্তে,
সেই ভাব হইল মনেতে।
বাড়িল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদ-মতি,
নানা ভাব উপজিল তাতে।।*
তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহা সুনাগরী,
সেই ভাবে মগ্ন লীলাশুক।
তেমনি[১৪] বিষাদ করি, কহে এক শ্লোক পড়ি,
শুনিতে শ্রবণে লাগে সুখ।। ৩২।।

পাঠান্তর - ১ মাদক (ক, খ) ২ সে (ক, খ) ৪-৪ তুমি জান স্মর (ক, খ) ৫ তাহাতে (ক); যাহাতে (খ) ৬ সখীগণে (ক); সখীও (খ) ৭-৭ সে না জানে (ক, খ) ৮ মুখাব্জ (ক, খ) ৯-৯ দেখিলে সেই মুখ (ক, খ) ১০ তার (ক, খ) ১১ নর্ম (ক, খ) ১২-১২ জন্ম বাজ (ক, খ) ১৩ হইলে (ক, খ)।* ক পুথিতে নাই।
১৪ তেমতি (ক, খ)

পর্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-বল্‌গূনি
বল্‌গিতবিশালবিলোচনানি।
বাল্যাধিকানি মদবল্লবভাবিনীভির্ভাবে
লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি।। ৩৩।।

অন্বয় — সুকৃতাং তব পর্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গীবল্‌গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি বাল্যাধিকানি জল্পিতানি মদবল্লবভাবিনীভির্ভাবে লুঠন্তি।।৩৩।।

অথবা — পদার্থভঙ্গীবল্‌গূনি পর্যাচিতামৃতরসানি বল্গিতবিশালবিলোচনানি বাল্যাধিকানি মদবল্লবভাবিনীভিঃ তব জল্পিতানি সুকৃতাং ভাবে লুঠন্তি।।৩৩।।

অন্বয় অনুবাদ — পদবিন্যাস ও অর্থভঙ্গিবশত মনোরম, শৃঙ্গাররসাদি বা হাস্য রসব্যাপ্ত আয়তলোচনের নর্তনযুক্ত ও কিশোরস্বভাবজ চাপল্যবশত নিরবচ্ছিন্ন হর্ষযুক্ত গোপবনিতাগণের সহিত তোমার জল্পনা অর্থাৎ কথা কাটাকাটি বা তর্কবিতর্ক সুকৃতিবানদিগেরই ভাবাক্রান্তচিত্তে স্ফুরিত হয়।।৩৩।।

অনুবাদ — সম্পূর্ণভাবে অমৃতরসে সিঞ্চিত তোমার বাক্য সমূহ পদবিন্যাসে ও অর্থসম্পদে মনোহর এবং সুন্দর বিশাল নেত্রদ্বয় ও মদমত্ত বল্লবভাবিনীদের সহ তোমার কৈশোররঞ্জিত কথাবার্তা পুণ্যবানদের ভাবাক্রান্ত চিত্তেই স্ফূর্ত হয়ে থাকে। ।৩৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ মনসি তস্য তৎতৎপ্রতিবচনোট্টঙ্কণাৎ পুষ্পাদ্যাহরণে দানবর্ত্মন্যাদৌ চ স্বেন স্বসখীভিশ্চ সহ কৃষ্ণস্য নর্মকলহস্ফূর্ত্যা অত্যুদ্বেগেন তৎস্মরণেঽপ্যসমর্থায়াঃ 'তব কথামৃতমি'ত্যাদিবৎ সবিষাদং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — মদবল্লবভাবিনীভিঃ সহ তব

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীরাধা মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেই নর্ম (রহস্যময়) বচনের প্রতি বচন উদ্‌ঘাটনপূর্বক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেই নর্মবাণীর প্রত্যুত্তর, যা তিনি সখীগণের সহিত পুষ্পাদি আহরণে ও দানঘাটিরোধন সময়ে বলতেন, সেই চাতুর্যময় নর্মকলহ এখন চিত্তে স্ফূর্তিহেতু অতিশয় উদ্বেগে তাহা স্মরণ করতেও অসমর্থ হয়ে "তোমার কথামৃত সংসারতপ্তজনের জীবনপ্রদ" ইত্যাদি (ভাগবত ১০/৩১/৯) উক্তির মত শ্রীরাধা বিষাদের সহিত যে প্রলাপ বকেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন —

(শ্রীরাধার উক্তি) হে শ্রীকৃষ্ণ, মদবিহ্বলা ভাবিনীদের সহিত নির্জনে তোমার জল্পনা

জল্পিতানি মিথো বাকোবাগ্‌রূপাণি সুকৃতাং ভাবে ভাবাক্রান্তচিত্তে লুঠন্তি স্ফুরন্তি। মম পুনরুদ্বিগ্নে চেতসি তদপি দুর্লভমিতি ভাবঃ। 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তী'তি ন্যায়াৎ। তথা, "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহমি"ত্যত্র ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলমিতিবৎ। মদেতি ভামিনীভিশ্চেত্যনেন বয়ং পরকীয়া রমণ্যঃ স্বচ্ছন্দং বনে বিহরামঃ, কথময়মস্মান্নিরুণদ্ধীতি গর্বোদ্রিক্তপ্রণয়রোষযুক্তা যাস্তাভিরিতি, তাসাং কিলকিঞ্চিত-ভাবোদ্‌গমঃ কথিতঃ। তৎ তু — 'গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিত'মিতি। কীদৃশানি? পদানামর্থানাঞ্চ ভঙ্গীভির্বল্‌গুনি মনোজ্ঞানি। তত্র পদানাং যথা বিলাসমঞ্জর্যাম্; "পরিজ্ঞাতমদ্য প্রসূনালিমেতাং, লুনীষে ত্বমেব

(পরস্পরের কথাবার্তা) পুণ্যবানদের (মদবিহ্বল বল্লবভাবিনীদের ভাবে বিভাবিত — ভাবাক্রান্ত) চিত্তেই নিয়ত স্ফূর্তি পেয়ে থাকে। এখন উদ্বিগ্নচিত্তে উহার স্মরণও দুর্লভ হয়েছে, 'কুন্ত (অস্ত্র) প্রবেশ করছে বলতে কুন্তধারী (সশস্ত্র) পুরুষের প্রবেশ বুঝায়' এই যুক্তি অনুসারে এবং ভগবান ভক্তগণের ভাবরূপ হৃদয়-কমলাসনে কথারূপে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন (ভাগবত ২/৮/৫)। এই শ্লোকের "ভাবসরোরুহ" পদে হৃদয়কমল বুঝতে হবে। এই অনুসারে "মদবল্লবভাবিনী" পদের "মদ" ও "ভাবিনী" এই শব্দদ্বয় দ্বারা ভাবগত চমৎকারিত্ব ধ্বনিত হয়েছে। ভাবার্থ এই যে, সৌভাগ্য ও যৌবনের গর্বহেতু চিত্তের বিকারকে "মদ" বলে। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনেই সেই গর্বের সার্থকতা; প্রশস্তভারবতী ভাবিনীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনই তাঁদের পরম সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্য হেতু তাঁরা নিয়ত বিহ্বল। সেই সৌভাগ্যবতী গোপরমণীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে জল্পনা (কথাবার্তা), তাহা এইরূপ— আমরা পরকীয়া রমণী, স্বচ্ছন্দে এই বনে বিহার করি, তুমি কেন আমাদের পথ রোধ করছ? গোপীদের এইরূপ সগর্ব উক্তিদ্বারা প্রণয়রোষ, অসূয়া, প্রভৃতি ভাব প্রকাশিত হয়েছে। ইহার দ্বারা তাঁদের কিলকিঞ্চিত (সংমিশ্রিত) ভাবের লক্ষণ (উজ্জ্বলনীলমণি, অনুভাবপ্রকরণ ৩৯) — "হর্ষজনিত গর্ব, অভিলাষ, রোদন, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের একই কালে সংমিশ্রণ হলে মনোজ্ঞ শোভা ধারণ করে"। একে কিলকিঞ্চিত বলা হয়। সেই বাক্য কিরূপ? পদ বিন্যাস ও অর্থভঙ্গির জন্য মনোরম। তার মধ্যে পদবিন্যাস — যথা, স্তবমালা, স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা বিলাসমঞ্জরী গ্রন্থে (শ্লোক ৩৬।৩৩) শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অদ্য জানলাম যে প্রত্যহ তুমিই চুপি চুপি এসে আমার উদ্যানে পুষ্প চুরি করে থাক; কিন্তু হে ফুলচোর, হে হেমগৌরি, আজ তোমাকে ধরেছি। তুমি কেমন করে ঘরে যাবে। তোমাকে কুঞ্জকারাগৃহে প্রবেশ করিয়ে পুষ্পচুরির প্রতিফল দিব। হে চোর, আর বেশি বাক্য ব্যয় না করে এই কুঞ্জকারাগারে স্বয়ংই প্রবেশ কর।" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে শ্রীরাধা বললেন,

প্রবালৈঃ সমেতাম্। ধৃতাসৌ ময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি, প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরি। সদাত্র চিনুমঃ প্রসূনমজনে, বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে। ন কোঽপি কুরুতে নিষেধবচনং, কিমদ্য তনুষে প্রগল্ভরচনম্"। অর্থানাং যথা দানকেলিকৌমুদ্যাম্ — "কৃষ্ণকুণ্ডলিনশ্চণ্ডি কৃতং ঘট্টনয়ানয়া। ফূৎকৃতিক্রীড়য়া যস্য ভবিতাসি বিমোহিতা। ধর্ষণেন কুলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ কথম্। যদেতা দশনৈরেষ দশন্নাপ্নোতি শোভনমিতি"। অতঃ, পরি সর্বতঃ আচিতানি অমৃতানি রসা শৃঙ্গারাদয়শ্চ যৈঃ। তথা বল্লিতানি তস্য তাসাঞ্চ বিশালবিলোচনানি যৈর্যেষু বা। তথা বাল্যেন কিশোরস্বভাবচাঞ্চল্যেনাধিকানি মিথো জিগীষয়ানবচ্ছিন্নানি। স্বান্তর্দশায়াম্ — কর্ণদ্বারা তাদৃশচিত্তে প্রবিশ্য তদানন্দয়তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৩৩।।

"আমরা প্রত্যহ এই নির্জন বনে পুষ্পচয়ন করে দেবতার ভজনা করে থাকি, কখনও কেহ আমাদের নিষেধ করে না। আজ তুমি কি জন্য নিষেধ করছ?" এই এইরূপ অর্থবিন্যাস দানকেলিকৌমুদিতেও (পঃ ২০৩।৩৯) দৃষ্ট হয়। যথা, শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে চণ্ডি, কৃষ্ণসর্পের ছোবল মারিবার প্রয়োজন নাই, ইহার ফুৎকার দ্বারা সকলে বিমোহিত হয়ে যায়" (ইহার দ্বারা চুম্বন আলিঙ্গনাদি লক্ষিত হয়েছে)। এর উত্তরে শ্রীরাধা শ্লেষভঙ্গিতে বললেন, "নকুলের স্ত্রীগণকে আক্রমণ করতে কৃষ্ণসর্পরাজের ক্ষমতা আছে কি? যেহেতু এই ভুজঙ্গরাজ নকুলবধূগণকে দংশন করলে তারাও ত প্রতিদংশন করে বিষ ঢাললে সর্পরাজেরই প্রাণহানি ঘটবে।" এস্থলে অভিযোগ পক্ষে অর্থ এই যে, নায়ক কুলবধূদিগকে আক্রমণ করিতে কেন পারবে না? যেহেতু কুলবধূদিগকে দন্তাঘাত করলেই তাঁর শোভা বৃদ্ধি হবে। এইরূপ রচনাপরিপাটিযুক্ত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নর্মোক্তি (মজার কথাবার্তা) সর্বতোভাবে সর্বদিকে যেন অমৃতরস বা শৃঙ্গারাদি রস সিঞ্চন করায় পরম মনোহর হয়েছে। আরও বললেন, এরূপ নর্মোক্তি কালে শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল বিশাল নয়নদ্বয় বা তাঁদের বিশাল নেত্রযুগল আরও বিস্ফারিত হয়ে থাকে। আর এই উক্তি সমূহও উভয়ের কৈশোরসুলভ চাঞ্চল্যব্যঞ্জক; ইহা আবার সর্বদাই অধিক থেকেও অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। অভিপ্রায় এই যে, শৃঙ্গারাদি অমৃতরসে সিঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-পূর্ণ বচনচাতুর্য পরস্পর (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা) জয়েচ্ছু বলে উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি সমৃদ্ধ ও অনবরত হয়ে থাকে।

স্বান্তর্দশার অর্থ — শ্রীকৃষ্ণের নর্মোক্তিসমূহ সুকৃতিবানদের কানের ভিতর দিয়ে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে পরমানন্দ বিস্তার করে। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ — স্পষ্ট ।।৩৩।।

যদুনন্দন —

প্রাণনাথ!
তুয়া সঙ্গে পরিহাস-বাণী।
পদ-অর্থ-ভঙ্গীগণ, সুধা করি নির্মঞ্ছন,
সঙ্গে মদ[১] বল্লভ-ভাবিনী।। ধ্রুবপদ ।।
দুঁহু দুহাঁ বাকোবাক্, অতি মনোহর[২] ভাক্
ভারাক্রান্ত মনে সদা স্ফুরে।
তারা পুণ্যবতীগণ, উদ্বিগ্ন আমার মন,
সে কথা স্মরণ[৩] ভেল দূরে।।
গর্ব করি বলে তারা, পরের রমণী মোরা,
পথ রুদ্ধ কর কেন তুমি।
প্রণয় সরোষ[৪] কহে, সহাস্য রোদনময়ে,
অসূয়া সভয় ক্রোধ বাণী।।
তুমি বল-আজি আমি, জানিলাম নিতি তুমি,
পুষ্প তুল পল্লব ভাঙ্গিয়া।
চৌরী[৫] হেমগৌরী, আজি লাগ পাইল তোরি,
প্রবেশাব[৬] কুঞ্জ[৬] গৃহে যাঞা।।
তারা কহে,—সদা মোরা, এই বনে পুষ্প তুলা,
সুরদেব ভজন লাগিয়া।
কাহার নিষেধ-বাণী, কভু ইহা নাহি শুনি,
কেনে বল প্রগলভ বলিয়া[৭]।।
তুমি বল তারে বাণী, কৃষ্ণ কুণ্ডলিন্ আমি,
শুন চণ্ডী না ডরাহ[৮] মোরে।
ফুৎকৃতি ক্রীড়ায়ে যার, মোহ হয়[৯] সবাকার,
হিতকথা কহিলাম তোরে।।
তিহ[১০] কহে কুলনারী, ধরিবারে গর্ব ভারি,
ভুজঙ্গে সক্ষম কি আছয়।
দশনে[১১] দংশন[১১] তার, দূরে মাত্র[১১] গর্ব ভার,
অতি সুমঙ্গল[১২] প্রকাশয়।।

এই মত মনোহর, নর্মবাণী[১৪] রসধর,
প্রফুল্ল বিশাল[১৫] বিলোচনে।
কৈশোর-বয়স দুহু, চাপল্য স্বভাব মুহু,
অন্যে অন্যে জিনিবার মনে।।
ইত্যাদি বিলাসগণে, কৃতপুণ্যপুঞ্জ মনে,
সদা স্ফূর্তি হয় মনোহর।
আমার উদ্বেগী মনে, সেহ নাহি বিস্ফুরণে,
এই মোর অভাগ্য প্রবল।।
কহিতে কহিতে রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই—
মনে হৈল, উদ্বেগে পীড়িত!
সম্ভাস করিতে নারে, উদ্বেগ আসিয়া ধরে,
তাতে ধনী হইলা মূৰ্ছিত।।
তাহা দেখি সখীগণ, কহে ধৈর্য কর মন,
কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন।
শুনিয়া তাহার বাণী, সখীগণে পুছে ধনী,
লীলাশুক কহে সে বচন।। ৩৩।।

পাঠান্তর - ১ নব (ক, খ) ২ রসময় (ক, খ) ৩ স্মৃতিও (ক, খ) ৪ সরোষে (ক, খ) ৫ পুষ্পচৌরী (ক, খ) ৬-৬ প্রবেশিবে কৈছে (ক, খ) ৭ করিয়া (ক, খ) ৮ ঘাঁটাহ (ক, খ) ৯ পাবে (ক, খ) ১০ সে (ক, খ) ১১-১১ দর্শনে অলস (ক, খ) ১২ যায় (ক, খ)১৩ মঙ্গলসূত্র (ক); অমঙ্গল (খ) ১৪ বাণী আদি (ক, খ) ১৫ বিলাস (ক, খ)।

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা পুরোঽবতীর্ণস্য কৃপামহাম্বুধেঃ।
তদেব লীলামুরলীরবামৃতং সমাধিবিঘ্নায় কদা নু মে ভবেৎ।। ৩৪।।

অন্বয় — পুরোঽবতীর্ণস্য কৃপামহাম্বুধেঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা তদেব লীলামুরলীরবামৃতং সমাধিবিঘ্নায় কদা নু মে ভবেৎ।।৩৪।।

অন্বয় অনুবাদ — পূর্ণচন্দ্রানন ও কান্তিসহ সম্মুখে উদিত করুণাসাগর কৃষ্ণচন্দ্রের সেই লীলাসূচক মুরলীরবরূপ অমৃত পুনরায় কবে আমার সমাধিনাশ (ধ্যান ভঙ্গ) করবে? ।।৩৪।।

অনুবাদ — আবার আমার সম্মুখে অবতীর্ণ হয়ে কৃপার মহাসাগর শ্রীকৃষ্ণ, প্রসন্ন চন্দ্রের মত দীপ্ত আননে লীলামুরলীরবামৃতের দ্বারা কবে আমার সমাধির (ধ্যানের) বিঘ্ন উৎপাদন করবেন?।।৩৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ তদ্দর্শনোদ্ভূতমনঃপীড়োদ্বিগ্নায়া মূর্ছন্ত্যা আশ্বাসনপরসখীঃ প্রতি সলালসং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — পুনঃ পুরোঽবতীর্ণস্য তস্য যেন মাং কুঞ্জে প্রেষিতবান্, তদেব লীলাসূচকমুরলীরবামৃতং প্রসন্নেন্দুমুখেন তদ্রূপেন তেজসা কান্তিপূরেণ সহ মম সমাধেঃ সম্যঙ্মনঃপীড়ায়া বিঘ্নায় নাশায় কদা ভবেৎ। অহো দুর্ঘটমেতদিতি ক্ষণং বিচিন্ত্য, অথবা

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত মনঃপীড়ায় অতিশয় উদ্বেগে শ্রীরাধা মূর্ছিত হলে সখীগণ আশ্বাসদানে প্রবোধিত করলেন। সেই আশ্বাস দানকরী সখীদের প্রতি লালসার সহিত শ্রীরাধা যা জিজ্ঞাসা করলেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — পুনঃ ইতি।

(অন্তর্দশায় শ্রীরাধার উক্তি) হে সখি, কবে আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে পূর্বের মত মুরলীরবামৃতের দ্বারা আমাকে সঙ্কেতকুঞ্জে প্রেরণ করবেন? আর সেই লীলাসূচক মুরলীরবামৃত এবং প্রসন্ন চন্দ্রের মত দীপ্ত মুখ, অর্থাৎ কুঞ্জে প্রেরণরূপ লীলাবিলাসতরঙ্গে উদ্বেলিত কান্তিপূর্ণ মুখে মোহন মুরলী ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে এসে কখন দাঁড়াবেন এবং আমার সমাধি বা ধ্যান ভেঙ্গে দিবেন? আবার সম + আধি - সমাধি -- সম্যক্ মনঃপীড়া, অর্থাৎ তাঁর অপ্রাপ্তিজনিত আমার মনঃপীড়া কবে নাশ করবেন? অহো, এখন আমার মনঃপীড়া দূর হওয়া দুর্ঘট। একটু চিন্তা করে বললেন, তাঁর প্রকট সম্ভব হলেও হতে পারে। যেহেতু তিনি কৃপার মহাসাগর, তাঁর কৃপাতেই তাঁকে পাওয়া যায়; সুতরাং আমার আশা পূর্ণ হতেও বা পারে।

সম্ভাব্যেতেত্যাহ — কৃপেতি। স্বান্তর্দশায়াম্ -- তদেব তৎপ্রেরণরূপং মুরলীরবামৃতম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে — সমাধের্ধ্যানস্য। অন্যৎ স্পষ্টম্।। ৩৪।।

স্বান্তর্দশার অর্থ — এই প্রকারে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে প্রেরণরূপ মুরলীরবামৃতে কবে তিনি আমার চিত্তসন্তাপ দূর করবেন? অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ — সমাধি (অন্তঃকরণের লয়) থেকে আমার মনকে মুরলীরবামৃতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কবে ধ্যানের বিঘ্ন সম্পাদন করবেন? আর কবেই বা নিজের নিকটে আকর্ষণ করবেন? অন্য অর্থ স্পষ্ট।।৩৪।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
কবে মোর হবে শুভ দিনে।
মোর আগে কৃষ্ণ আসি, দরশন দিবে হাসি
পুনঃ কি দেখিব এই চিহ্নে।।
প্রসন্ন বদনচন্দ্র, বেণু গানামৃত মন্দ,
যাতে মোরে কুঞ্জে পাঠাইলা।
সেই-কান্তিপুঞ্জ সঙ্গে, সে মুখ দেখিব রঙ্গে,
কবে হবে[১] সেই শুভ বেলা[২]।।
উদ্বেগে আমার মন, পীড়া পায় অনুক্ষণ,
তাহা নাশ কবে হবে মোর।
পুনঃ তার দরশন, অতিশয় দুর্ঘটন,
কৈছে হবে না পাইয়ে ওর।।
এত কহি বিমর্ষণ[৩], ক্ষণ এক রহে[৪] মৌন[৪],
কহে পুনঃ বিচার বচন।
অথবা হইতে পারে, মহাকৃপা সিন্ধুবরে,
অঘটন হয় সুঘটন[৫]।।
শুনি সখীগণ কহে, শুন সুনাগরী ওহে,
যদ্যপি কৃপালু হয় হরি।
আপনি আসিবে হেথা, তুমি কেন পাও ব্যথা,
অতিশয় চাপল্য আচরি।।
রাই[৬] কহে, শুন সখি, তুমি ত[৭] না জান দেখি,

তারি অতি দোষ ইথে[৮] হয়।
চাপল্য করায় তেঁহ, ইহা নাহি বুঝে কেহ,
শুন তাহা কহি যে নিশ্চয়।।
এতেক কহিতে রাই, মনের সোয়াস্তি নাই,
কহিতে লাগিলা বিবরিয়া।
লীলাশুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে,
শুন সবে একমন হৈয়া।। ৩৪ ।।

পাঠান্তর - ১ পরশন (ক) ২-২ শুভক্ষণ হবে মোরা (ক, খ) ৩ বিমর্ষয়ে (ক, খ) ৪-৪ মন রহে (ক, খ) ৫(ক, খ) সঘটন ৬ তারে (ক, খ) ৭-৭ নাহি (ক, খ) ৮ তাথে (ক, খ)

বালেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন
মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তম্।
লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন
লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্মঃ।। ৩৫।।

অন্বয় — বালেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন, লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন মন্মানসে চাপলমুদ্বহন্তং লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্মঃ ।।৩৫।।

অন্বয় অনুবাদ — কোমল মনোহর ও চঞ্চল অবলোকনদ্বারা আমার চিত্তে একরূপ চাঞ্চল্য উৎপাদনকারী নয়নের প্রীতিপদ লীলাপর কিশোর কৃষ্ণকে চঞ্চল ও লুব্ধ চক্ষুদ্বারা আলিঙ্গন করতে আমরা উৎসুক হয়েছি।।৩৫।।

অনুবাদ — যে কিশোর বালক মুগ্ধ চপল দৃষ্টিদ্বারা আমার মনে অনির্বচনীয় চঞ্চলতা উৎপাদন করেছেন, এখন সেই লোচনরসায়ন লীলাকিশোরকে সতৃষ্ণ নয়নের দৃষ্টিদ্বারা আলিঙ্গন করতে আমরা উৎসুক হয়েছি।।৩৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অয়ি সখি স চেৎ কৃপালুস্তদা স্বয়মায়াস্যতি কিমিতি চপলাসীতি বদন্তীঃ সখীঃ প্রতি তস্যৈবায়ং দোষ ইতি বদন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — লীলা মৎপ্রেরণলীলা তদ্যুক্তং কিশোরং তং সাক্ষাৎতদ্ভাগ্যরাহিত্যাদীক্ষণেনাপ্যুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্মঃ। ন কেবলমেকৈবাহং ভবত্যোঽপীতি বহুত্বম্। কীদৃশেন, লোলেন তং দ্রষ্টুমতিচঞ্চলেন লুব্ধেন বা। তত্র হেতুঃ — কীদৃশম্? লোচনং রসায়নম্। তৎ সন্তর্পকম্। ননু সাধ্বনুষ্ঠিতং নো বচো যদ্

টীকার অনুবাদ — "ওহে সখি, শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপালু হন, তাহা হলে তিনি স্বয়ংই আসবেন, তার জন্য চাপল্য প্রকাশ করে কেন তুমি ব্যথিত হচ্ছ?" সখীগণের এই কথা শুনে প্রণয়রোষভরে শ্রীকৃষ্ণের দোষ প্রদর্শন করে শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বললেন, তাহা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বলছেন, 'বালেন' ইতি।

(অন্তর্দশায় শ্রীরাধিকার উক্তি) হে সখি, আমার কুঞ্জে প্রেরণলীলাযুক্ত অর্থাৎ শত শত গোপীর মধ্য থেকে নয়নকটাক্ষে আমায় কুঞ্জে প্রেরণরূপ লীলাবিলাসী কিশোরকে সাক্ষাৎ দর্শন করবার ভাগ্য আমার নাই। কিছুক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, সেই লীলাকিশোরকে কেবল দর্শনের দ্বারা আলিঙ্গন করতে উৎসুক হয়েছি। কেবল আমি একা নই; তোমরা সকলেই তাঁর দর্শনের জন্য উৎসুক হয়েছ। সেই লীলাময় কিশোর কি রকম? লোচনের রসায়ন -- চোখের আহ্লাদক। তাৎপর্য এই যে চোখের দোষ থাকলে ভাল দেখতে পাওয়া যায় না; শ্রীকৃষ্ণ লোচনের রসায়নস্বরূপ (চোখের

দ্বিগুণীকৃতং চাপলমিত্যত্র স্বনির্দোষতামাহ — মদিতি। মন্মানসে বিলোকিতেন কুঞ্জপ্রেরণরূপালোকেন কিমপ্যনির্বচনীয়ং চাপলমুদ্বহন্তমুৎপাদয়ন্তম্। সাক্ষাদ্দর্শনমদত্ত্বা মনস্যাবির্ভূয় তথা কুর্বন্তমিতি তস্যৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কীদৃশেন? বালেন কোমলেন। কিং বা অন্যাভ্যঃ সঙ্কোচেন দরাবলোকনাৎ সূক্ষ্মেণ। ময়ৈব জ্ঞেয়েনেত্যর্থঃ। তথা মুগ্ধঞ্চ তচ্চপলঞ্চ তেন। স্বান্তর্দশায়াং তু — তৎ প্রেরণাবিলোকিতেন হৃদি স্ফুরিতেন মাং চঞ্চলয়ন্তং তং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুমুৎসুকাঃ স্মঃ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৩৫।।

অসুধ) বলে তিনি স্বয়ং তাঁর রূপমাধুর্য গ্রহণের অন্তরায়কে অপনীত করে দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আসক্তি আনয়ন করেন — চিত্তে দর্শনোৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেন। তোমরা যদি বল, 'ইহা ত' সাধু অনুষ্ঠান। না, একথা বলিও না। কারণ সাক্ষাৎ দর্শন না দিয়ে তিনি আমার মানসে আবির্ভূত হয়ে চপল নয়নের চঞ্চল চাহনির দ্বারা হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎকণ্ঠা উৎপাদন করছেন, ইহা তাঁর দোষই। কিরূপ দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করছেন? কোমল দৃষ্টিদ্বারা, কিংবা তিনি লীলায় আবিষ্ট বলে কোমল, মুগ্ধ ও মনোহর দৃষ্টির সহিত আমার মনে আবির্ভূত হয়ে অন্য নারীগণের ভয়ে সঙ্কোচবশত ঈষৎ অবলোকনের দ্বারা নিজেকে সাক্ষাৎ দর্শন জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ইহা কেবল আমি জানি, অন্য কেহ জানে না। এজন্যই আমি তাঁর সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছি। কখন সেই মুগ্ধ চপল কিশোরকে দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করব?

স্বান্তর্দশার অর্থ — সেই লীলাময় কিশোর বালক মুগ্ধ চপল দৃষ্টিতে আমাদের মনে চাঞ্চল্য উৎপাদন করেছেন, এখন তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন করবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়েছি। অন্য অর্থ সমান। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৩৫।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
দর্শনেও ভাগ্যহীন আমি।
মোরা আকর্ষণ-লীলা, যুক্ত যে কৈশোর কলা[১],
আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহা জানি[২]।। ধ্রুবপদ ।।
একা মোরে আকর্ষয়, শুনি সখি সেহ নয়,
তুয়া সবাকেও আকর্ষয়ে।
লোচনের রসায়ন, রূপ অতি মনোরম,
দেখিবারে আঁখি লোলা হয়ে।।
লোভের কারণ এই, আর শুন কহি যেই,

নয়নের তৃপ্তি করে সদা
সখী কহে,— ভাল বল, দ্বিগুণ চাপল্য হৈল,
অনুষ্ঠানে জানিল সর্ব্বথা ।।
ইহা শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দ্দেশ[৩] হয়ে
শুন সখী মোর দোষ নাই।
আমার মনে সে আসি[৪], বিলোকয়ে মন্দ হাসি,
* প্রেরয়ে নয়ন- প্রান্তে চাই।।
তাহে যে নেত্রের ভঙ্গী, দেখি চিত্ত হয় রঙ্গী,
বর্ণন না হয় রূপ শোভা।*
চাপল্য জন্মায় তাতে, নির্ব্বাচ্য না হয় যাতে,
অদর্শনে[৫] মনে দৃষ্ট[৬] লোভা।।
অতএব তারি দোষ, মোরে কেন কর রোষ,
সখীগণ দেখ বিচারিয়া।
অন্য নারীগণ ভয়ে, আমি জানি হেন হয়ে,
অল্প দেখে মানসে পশিয়া।।
কহিতেই পূর্ব্বে যেন, কৃষ্ণ কৈল সুপ্রেরণ,
স্মৃতি হৈতে উন্মাদ বাড়িল।
গোবিন্দ কহেন যেন, আমি তুয় মনে করি কেন,
সুচাপল্যগণ বাড়াইল।।
এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শনাদর্শন[৭] মন্দ,
বৈকল্য উদ্বেগ বাড়ি গেলা।
গোবিন্দের উপলম্ভে, কথা[৮] কহে[৮] মহারম্ভে,
পুনঃ এক শ্লোক পাঠ কৈলা।। ৩৫।।

পাঠান্তর - ১ কৈলা (ক, খ) ২ বাণী (ক, খ) ৩ নির্দ্দোষ (ক, খ) ৪ পাশি (ক, খ) *ক, খ পুথিতে নাই ৫ (খ) দর্শনে ৬ এই (ক); হয় (খ) ৭ দর্শনাকর্ষণ ৮-৮ (ক, খ) তথা কবে (ক, খ)

অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ হর্ষার্দ্রবেণুস্বর-সম্পদা চ।
অনেন কেনাপি মনোহরেণ হা হন্ত হা হন্ত মনো দুনোষি।। ৩৬।।

অন্বয় — হা হন্ত হা হন্ত! অনেন কেনাপি অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ হর্ষার্দ্রবেণুস্বরসম্পদা চ মনো দুনোষি।।৩৬।।

অন্বয় অনুবাদ — এই অনির্বচনীয় মনোহর চঞ্চল বিম্বাধরের মৃদুহাস্যাদি শোভা দ্বারা ও হর্ষদ্বারা স্নিগ্ধবেণুর স্বরসম্পত্তি দ্বারা হায় হায় আমার মনকে পীড়া দিচ্ছে বা প্রলোভিত করে আকুল করছে।।৩৬।।

অনুবাদ — হে অধীর, তোমার চঞ্চল বিম্বাধরের বিভ্রম, যা কেহ নির্ণয় করতে পারে না, এবং হর্ষহেতু আর্দ্রীভূত বেণুর স্বরসম্পদের মনোহর বিলাস তা হায় হায় আমার মনকে সন্তপ্ত করছে।।৩৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ পূর্বস্বপ্রেরণাস্মৃত্যোন্মাদদশারূঢ়ায়াঃ কথং ময়া তে মনশ্চপলং কৃতমিতি বদতস্তস্য পূর্ববদ্দর্শনাদর্শনোত্থবৈক্লব্যোদ্বিগ্নায়াস্তমুপালভমানায়াঃ প্রলাপমনুবদন্নাহ — নিরক্ষরসঙ্কেতকথনেনাধীরো যো বিম্বাধরস্তস্য বিভ্রমেণ মনো দুনোষি দুঃখয়সি। হে ধূর্ত ইতি শেষঃ। হা খেদে, হন্ত বিষাদে, তয়োরতিশয়ে বীপ্সা। ননু ভ্রান্তাসি তত্রাহ -- অনেন সাক্ষাদ্ দৃশ্যমানেন। নন্বেবং চেৎ তদা কুঞ্জং গচ্ছ তত্রাহ, — কেনাপি প্রতীয়মানস্যাপ্যসত্যত্বাৎ নির্বক্তুমশক্যেন। অতো মনোহরেণ মনোমাত্রং হরতি, কার্যং ন

টীকার অনুবাদ — আগে শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ প্রেরণায় শ্রীরাধাকে সঙ্কেত কুঞ্জে প্রেরণ করেছিলেন, এখন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সেই অতীত প্রেরণস্মৃতিহেতু তিনি উন্মাদ দশায় উপস্থিত হয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁর মনে হল যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে এসে বলছেন, হে প্রিয়ে, আমি কি করে তোমার মন চঞ্চল করেছি? গতসুখ স্মৃতিতে তোমার চিত্ত উন্মত্ত হয়েছে, এজন্য কি আমি দায়ী? শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসবাক্য শুনে ও তাঁকে সম্মুখে দেখে শ্রীরাধার মনে কখনো দর্শন ও কখনো অদর্শন থেকে উত্থিত বিহ্বলতা ও উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হল। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ করে যে প্রলাপ বলেছেন, তাহা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — অধীর ইত্যাদি।

এই উন্মাদ অবস্থায় শ্রীরাধা বললেন, হে ধূর্ত, নিঃশব্দ সঙ্কেত জ্ঞাপনের জন্য অধীর তোমার বিম্বাধরের বিভ্রম, সেই বিভ্রম (বিলাস) আমার মনকে অতিশয় সন্তপ্ত করছে। 'হা' শব্দ খেদে, 'হন্ত' শব্দ বিষাদে, অর্থাৎ অতিশয় খেদ ও বিষাদবশত হা হন্ত হা হন্ত দুবার প্রয়োগ হয়েছে। যদি বল, ইহা তোমার ভ্রান্তিমাত্র, তাতে বললেন ইহা আমার ভ্রম

সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদ্ যৎ তেন। তথা হর্ষৈরার্দ্রয়তীতি হর্ষার্দ্রস্তাদৃশো যঃ সঙ্কেতবেণুস্বরস্তৎসম্পদা চ তাদৃশ্যা তথা করোষি। অতঃ কুলস্ত্রীবধরঙ্গিনস্তব তত্র কা ভীতিরিতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়ামনুভবেঽপি মিথ্যাত্বান্মনো দুনোষি মাত্রম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে — স্ফূর্ত্যা তথোক্তিঃ। অর্থঃ স্পষ্ট এব।। ৩৬।।

নহে — সাক্ষাৎ দৃশ্য। ("অনেন" শব্দে সাক্ষাৎ দৃশ্যমান বুঝাচ্ছে) শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, এই প্রকারই যদি হয়, তা হলে তুমি কুঞ্জমধ্যে গমন কর। তাতে বললেন, এই দৃশ্যমান তোমার বিম্বাধরের বিভ্রম কেহ নির্ণয় করতে পারে না, ইহা সত্যরূপে প্রতীয়মান হলেও অসত্যহেতু অনির্ণেয় — নির্ধারণ করে বলা যায় না; ইহা মনমাত্রই হরণ করে; কিন্তু কার্যসিদ্ধি করতে অক্ষম — উহা ইন্দ্রজালবৎ মায়াময়। আরও বললেন, তাদৃশ হর্ষহেতু ঈষৎ আর্দ্র যে বেণুর স্বর, সেই সঙ্কেতরূপ বেণুর স্বর সম্পদ দ্বারা আমার মনকে সমধিক আকুলিত — সন্তাপিত করছি, তা তুমি বুঝতে পার না। অতএব হে কুলস্ত্রীবধরঙ্গিন, স্ত্রীবধে তোমার কি ভয়? এই ভাবই ব্যক্ত হচ্ছে।

লীলাশুকের নিজের অন্তর্দশার অর্থ — হর্ষহেতু আর্দ্র যে বেণুনাদ তার স্বরসম্পদ অনুভব হলেও মিথ্যা; উহা মনকে অতিশয় সন্তাপিত করে। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ — বাহ্যে স্ফূর্তিহেতু এই রকম উক্তি। অন্য অর্থ শ্লোকানুবাদেই স্পষ্ট হয়েছে।। ৩৬।।

যদুনন্দন —

হা হা ধূর্ত।
এই তোমার কেমন চরিত।
নিরক্ষর[১] সঙ্কেতে[২] যে[২] বিম্বাধর অধীর সে,
তাহার বিভ্রম[৩] জানে চিত্ত[৩]।। ধ্রুবপদ।।
দেখ[৪] সবিষাদ[৪] মেলা, উন্মাদ বাড়িয়া গেলা,
পুনঃ পুনঃ কহে সেই বাণী।
যদি বল ভ্রান্তা তুমি, মন দিয়া শুন বাণী,
সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি।।
যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুঞ্জ-মাঝে
সেইখানে পাবে দরশন।
কেবা তুয়া এই বাণী[৫], প্রতীত করয়ে[৬] জানি[৬],
সব[৭] তুয়া অসত্য বচন।।

বলিবার শক্য নহে, হেন তুয়া বাণী হয়ে,
এই লাগি মনোহর বলি।
মন মাত্র হরি লও, কার্যসিদ্ধি না করাও,
ইন্দ্রজাল প্রায় এ সকলি।।
সঙ্কেতে[৮] বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ গণি,
হর্ষে মাত্র আর্দ্র করে চিত্ত।
সকল কুহক হেন, সদা লাগে মোর মন,
নারীবধ রঙ্গ[৯] লাগে[৯] ভীত ।।
কহিতে কহিতে রাই, চিত্তের সোয়াস্থ নাই,
বিচ্ছেদার্ক[১০] তাপ বাড়ি গেল।
সে তাপে মন, মোহ হৈল উপশম[১১],
পূর্বপ্রায় প্রলাপি বলিল।।৩৬।।

পাঠান্তর - ১ নিরক্ষণ (ক, খ) ২-২ সঙ্কেতেয়ে (ক, খ) ৩-৩ বিভ্রমে জ্বলে চিত (ক, খ) ৪-৪ স্বেদ আর বিষাদে (ক, খ) ৫ বোলে (ক, খ) ৬-৬ করিয়া তুলে (ক, খ) ৭ অব (ক, খ) ৮ সঙ্কেত (ক, খ) ৯-৯ রঙ্গে নাহি (ক, খ) ১০ বিচ্ছেদাগ্নি (ক, খ) ১১ উপসন্ন (ক, খ)

যাবন্ন মে নিখিলমর্মদৃঢ়াভিঘাতং
নিঃসন্ধিবন্ধনমুপৈতি ন কোঽপি তাপঃ।
তাবদ্বিভো ভবতু তাবকবক্ত্রচন্দ্র-
চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্তধারা।। ৩৭।।

অন্বয় — বিভো! যাবন্ন কোঽপি তাপঃ মে নিখিলমর্মদৃঢ়াভিঘাতং ন নিঃসন্ধিবন্ধনমুপৈতি তাবৎ তাবকবক্ত্রচন্দ্রচন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্তধারা।।৩৭।।

অন্বয় অনুবাদ — সর্বসন্তাপহরণে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ যে পর্যন্ত কোন অনির্বচনীয় মোহ আমার সর্বমর্মস্থানের অর্থাৎ, সমস্ত চিত্তেন্দ্রিয়গণের দৃঢ়ভাবে অভিঘাতকারী ও সকল সন্ধিবন্ধন শিথিলকারিরূপে উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত আমার চিত্তপ্রবাহ তোমার মুখচন্দ্ররূপ চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) দ্বারা দ্বিগুণিতরূপে আচ্ছাদিত থাকুক।।৩৭।।

অনুবাদ — হে ভগবান, যে পর্যন্ত কোন অনির্বচনীয় তাপ আমার নিখিল মর্মস্থলে দৃঢ় আঘাত করে ভেদ না করে, সে পর্যন্ত আমার চিত্তধারা যেন তোমার মুখরূপ চন্দ্রাতপে দ্বিগুণ (ভাল ভাবে) আচ্ছাদিত থাকে।।৩৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ তদ্বিচ্ছেদার্কতাপাবলীঢ়ায়া মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ প্রগাঢ়মোহোৎপত্তেঃ পূর্বমেব প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। তল্লক্ষণম্ —'মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তঃ' ইতি। হে বিভো সর্বতাপহরণসমর্থ যাবৎ কোঽপ্যনির্বচনীয়স্তাপঃ। আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ মোহহেতুত্বাৎতপ এব মোহঃ। মে নিখিলমর্মণাং চিত্তেন্দ্রিয়াণাং দৃঢ়াভিঘাতং যথা স্যাৎতথা নিঃসন্ধিবন্ধনং চ। অতিগাঢ়তামিত্যর্থঃ। ন উপৈতি। তাবৎ মম চিত্তধারা তাবকবক্ত্রচন্দ্র এব চন্দ্রাতপো

টীকার অনুবাদ — কৃষ্ণবিচ্ছেদরূপ প্রচণ্ড সূর্যতাপে মোহগ্রস্ত শ্রীরাধা পুনর্বার প্রগাঢ় মোহোৎপত্তির পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন। এর লক্ষণ হল ঃ "অচেতন অবস্থাকে মোহ বলা হয়" (উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ ৪২)। শ্রীকৃষ্ণকে না পেয়ে তীব্র বিরহতাপে উত্তপ্ত শ্রীরাধা বলছেন, হে ভগবান, তুমি সর্বতাপ হরণে সমর্থ। যে পর্যন্ত কোন অনির্বাচ্য বিরহতাপ আমার চিত্তবৃত্তিকে স্তম্ভিত না করে, কিংবা নিখিল মর্মস্থলে দৃঢ় অভিঘাতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সন্ধিবন্ধন বিয়োগ রূপ অতিগাঢ় দশম দশা (মৃত্যু দশা) যে পর্যন্ত আমাকে সন্তপ্ত না করে, সে পর্যন্ত তোমার মুখরূপ চন্দ্রাতপ আমাকে দ্বিগুণভাবে (ভালভাবে) আচ্ছাদিত করুক। 'ঘৃতই হল জীবন' এই ন্যায়ানুসারে, ঘৃতসেবনে আয়ুর বৃদ্ধি হয় বলে যেমন আয়ু ও ঘৃতের অভেদ সম্বন্ধ হয়, তদ্রূপ মোহহেতু তাপ এবং তাপহেতু মোহ -- উভয়ে অভেদ, তাপবিয়োগের দশাবিশেষ। এইরূপ তাপ

বিতানং তেন দ্বিগুণিতাচ্ছাদিতা ভবতু। মুখচন্দ্রং দর্শয়িত্বা তাপং বারয়েত্যর্থঃ। চিত্তস্য বৃত্তিবাহুল্যাদ্ধারাত্বম্। তথানেন ব্যাধিরপ্যুক্তঃ। স্বান্তর্দশায়াম্ — তৎপ্রেরণভাব-মধুরবক্ত্রচন্দ্র ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে — পথি ভূমৌ পতিতঃ প্রাহ। অর্থঃ স্পষ্ট এব।। ৩৭।।

যতদিন না যায়, ততদিন যেন তোমার মুখচন্দ্র দেখতে পাই – ইহাই ধ্বনিত হচ্ছে। চিত্তের বৃত্তিবাহুল্যের জন্য 'ধারা' (স্রোত) শব্দ প্রয়োগ হয়েছে, এতদ্দ্বারা ব্যাধিও উক্ত হল।

স্বীয় অন্তর্দশার অর্থ – শ্রীরাধাকে বিলাসকুঞ্জে প্রেরণভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুখচন্দ্র যেন দেখতে পাই। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ – পথের মধ্যে মাটিতে পতিত লীলাশুকের স্বসঙ্গীর প্রতি এই উক্তি। অন্য অর্থ অনুবাদে স্পষ্ট হয়েছে।।৩৭।।

যদুনন্দন –

সর্বতাপ নাশিবার তুমি প্রভু-রূপ।
মোর বোল শুন মোর করুণার ভূপ।।
অনির্বাচ্য কোন তাপ হইয়া উদয়।
যাবৎ সে চিত্ত দুঃখে[১] ঘাত [১] নাহি দেয়।।
সে প্রগাঢ় অতি বাঢ় নিঃসন্ধি বন্ধন।
যাবৎ না উপজয় তাবৎ এই ক্ষণ।।
মোর চিত্তধারা নিত্য তব মুখচন্দ্র।
চন্দ্রাতপ হৈয়া তাপ বাড়য়ে[২] অমন্দ[২]।।
আচ্ছাদন দুই গুণ করি রাখ চিত্ত।
ভাব এই দেখা দেই মোর[৩] মনোবৃত্ত।।
কহিতেই মোহ হই[৪] মনেন্দ্রিয় ঝাপ।
মৃত্যুভয়ে দৈন্য কহে অতিশয় কাঁপ।।৩৭।।

পাঠান্তর - ১-১ দৃঢ়াঘাত (ক, খ) ২-২ বারুণয়ে মন্দ (ক, খ) ৩ এই (ক, খ) ৪পাই (ক, খ)

যাবন্ন মে নরদশা দশমী কুতোঽপি
রন্ধ্রাদুপৈতি তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবা।
লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব
লক্ষ্যাসমুৎক্বণিতবেণুমুখেন্দুবিম্বম্।। ৩৮।।

অন্বয়— যাবৎ মে তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবা দশমী নরদশা কুতোঽপি রন্ধ্রাৎ ন উপৈতি, তাবদেব তব লাবণ্যকেলিসদনম্ উৎক্বণিতবেণুমুখেন্দুবিম্বং লক্ষ্যাসম্।।৩৮।।

অন্বয় অনুবাদ — যে পর্যন্ত আমার দেহেন্দ্রিয়কে অন্ধকারময়কারী আমার নবম দশা, অর্থাৎ মূর্ছা, কোন ছিদ্রে অর্থাৎ ছিদ্র পেয়ে, দশম দশা অর্থাৎ মৃত্যুকে প্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত তোমার সকল লাবণ্যের ক্রীড়াস্থানস্বরূপ উচ্চবেণুনিনাদযুক্ত মুখচন্দ্রমণ্ডল আমি যেন দেখতে পাই।।৩৮।।

মন্তব্য — এই দশটি দশা হল — ইচ্ছা, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা বা মূর্ছা ও মৃত্যু।।

অনুবাদ — হে ভগবান, যে পর্যন্ত আমার দশম দশা (মৃত্যু) কোনও ছিদ্র পেয়ে সমস্ত জগৎ অন্ধকার করে এসে উপস্থিত না হয়, সে পর্যন্ত সকল লাবণ্যবিলাসের আধার বেণুবাদনশীল তোমার মুখচন্দ্র যেন দেখতে পাই।।৩৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ মোহেনাবৃতচিত্তেন্দ্রিয়ায়া উপস্থিতাং মৃতিমাশঙ্ক্য সদৈন্যং তমুদ্দিশ্য প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। মৃতেরমাঙ্গল্যাজ্জাতপ্রায়াং তাং বর্ণয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ। অত্র স্বীয়তদ্বর্ণনেন সুতরাং পূর্বদশৈব যোগ্যা। যাবন্ন মে দশমী নরদশা মৃতিঃ কুতোঽপি রন্ধ্রাৎ ছিদ্রাৎ ন উপৈতি তাবদেব তব মুখেন্দুবিম্বং লক্ষ্যাসং দৃশ্যাসমিত্যাত্মানমাশাস্তে। ননু কিমিত্যুৎকণ্ঠসে, স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি, তত্রাহ — তিমিরীকৃতসর্বভাবা দেহেন্দ্রিয়াদিনাশিনী। ননু

টীকার অনুবাদ — তারপর মোহদ্বারা চিত্তেন্দ্রিয়বৃত্তি আবৃত হলে শ্রীরাধা স্বীয় মৃত্যু উপস্থিত আশঙ্কা করে সদৈন্যে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে যে প্রলাপ বললেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন, 'যাবন্ন মে' ইত্যাদি। মৃত্যু অমঙ্গলজনক বলে রসশাস্ত্রে উহার বর্ণনা করার নিয়ম নাই, তবে বিরহিণী নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপনাদির প্রসিদ্ধ উপায় অবলম্বনের দ্বারাও যদি কান্তের সমাগম না হয়, তা হলে তীব্র বিরহবেদনায় কান্তার মরণের যেমন উপক্রম হয়ে থাকে এস্থলে শ্রীরাধার অবস্থাও সেই রকম। সুতরাং তাঁর বিরহতাপ বর্ণনে মৃত্যুর পূর্বদশা (নবম দশা) বর্ণন যোগ্য।

মৃতিশ্চেত্তন্ন দৃষ্টং তেন কিম্। তত্র সোৎকণ্ঠমাহ। কীদৃশং তৎ — লাবণ্যানাং কেলিসদনম্। তথা, উৎক্বণিতো বেণুর্যস্মিন্। তন্মধুরমুখদর্শনাভাবাৎমরণমপ্যধন্যমিতি ভাবঃ। তাদৃশপ্রেমাক্রান্তচেতসাং স্বভাবোঽয়ং যদত্যন্তবিচ্ছেদভিয়া মরণমপি নেচ্ছন্তি। তথাহি: 'ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়'মিত্যাদি।

স্বান্তর্দশয়াম্ — তৎপ্রেরণভাবমধুরমুখেন্দুবিম্বম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যর্থঃ স্পষ্টঃ।।৩৮।।

তাই বলছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মৃত্যু কোন এক ছিদ্র পেয়ে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ওই মুখচন্দ্র যেন দেখতে পাই। নবদশা স্থানে নরদশা পাঠ হলে অর্থ হবে নরদেহের ধর্মবশত মৃত্যু অবশ্যই ঘটবে; কিন্তু তোমার মুখেন্দুর দর্শন করে যদি মৃত্যু হয় তবে তা সার্থক, অন্যথা নিজেকে অধন্য (দুর্ভাগা) মনে করব। যদি বল, এত উৎকণ্ঠিত কেন? স্থির হয়ে আমাকে দর্শন কর। তাতে বললেন, সর্বভাব অন্ধকার-করা দেহেন্দ্রিয়াদিনাশক মৃত্যু উপস্থিত হলে কেমন করে তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করব? যদি বল, মৃত্যুই যদি অবধারিত হয়, তবে মুখচন্দ্র দর্শন না করলেই বা কি হল? তাতে উৎকণ্ঠার সহিত বললেন, তোমার মুখচন্দ্রের চমৎকারিত্বময় অমৃত আস্বাদন ব্যতীত জীবন ব্যর্থ। সেই রকম মুখচন্দ্র কি রকম? লাবণ্যের কেলিসদন (বিলাসস্থল)। তোমার মুখচন্দ্রে মধুর মুরলীধ্বনি; সুতরাং তোমার বেণুশোভিত মধুর মুখচন্দ্র দর্শন করে যদি মরতে না পারি, তবে সেই মরণ অধন্য (দুর্ভাগ্যজনক) মনে করব, ইহাই পরিতাপের বিষয়। এই রকম প্রেমাক্রান্তচিত্ত বিরহিনীর স্বভাব এই যে, কান্তের সহিত অত্যন্ত বিচ্ছেদভয়ে মরণও ইচ্ছা করেন না। ভাগবতে (১০/১৭/২৪) গোপীদের উক্তি, "আমরা তোমার অভয়চরণ ত্যাগ করতে অসমর্থ। মৃত্যু হলে আমাদিগকে তোমার চরণ পরিত্যাগ করতে হবে; তা কিন্তু আমাদের পক্ষে দুঃসহ।"

স্বান্তর্দশার অর্থ — যে পর্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয় তত দিন শ্রীরাধার কুঞ্জপ্রেরণভাবযুক্ত তোমার মধুর মুখচন্দ্র যেন দেখতে পাই। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৩৮।।

যদুনন্দন --

প্রাণনাথ!
নিবেদন এই অবগাও।
যাবৎ দশমী দশা, না উঠয়ে প্রাণনাশা,
মুখেন্দু তাবৎ দরশাও ।। ধ্রুবপদ ।।

তবে যদি তুমি বল, উৎকণ্ঠাতে কেন ভুল[১],
থাকিয়া করহ দরশন।
তবে তার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ
অতি তাপ বাড়ি যাবে মন।।
তিমির করিবে ভাবে, দেহেন্দ্রিয় নাশে সবে,
তাতে কৈছে হবে দরশন।
তবে যদি বল হেন, মৃত্যু যদি হবে জান,
না দেখিলা তাতে[২] কি দূষণ[২]।।
মনে এই উট্টঙ্কিতে, চিত্ত হৈল উৎকণ্ঠিতে,
কহিতে লাগিলা উৎকণ্ঠায়।
লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন[৩] সে,
মুরলী মধুর ধ্বনি তায়।।
সে বদন সুমাধুরী, না দেখিয়া যদি মরি,
মরণ অধন্য করি মানি।
প্রেমাক্রান্ত চিত্ত যার, মৃত্যু ইচ্ছা নাহি তার
জীবনে দর্শন হয়[৪] জানি।।
এতেক কহিতে রাই, মূর্চ্ছা উপস্থিত তাই,
ললিতা বিশাখা শীঘ্র যাঞা।
কৃষ্ণমুখোদগীর্ণ পান, তার মুখে কৈল দান,
কহে,—কৃষ্ণ আইলা দেখ অসিয়া।।
শুনিয়া চেতন পাঞা, দুঃখভরে[৫] আউলাইয়া,
যত্নে নেত্র মেলিবারে নীরে[৬]।
নয়ন মুদিয়া কহে, সত্য কহ সখী ওহে,
আইলা নাকি কৃষ্ণ মোর পুরে।। ৩৮।।

পাঠান্তর - ১ ডাল (ক, খ) ২-২ তবে একি ভণ (ক) তবে কি হে পুনঃ (খ) ৩ দর্শন (ক, খ) ৪ হবে(ক, খ) ৫ দুঃখভাব (ক, খ) ৬ নারে (ক, খ)।

আলোললোচনবিলোকিতকেলিধারা-
নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্বুরাশেঃ।
আর্দ্রাণি বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদপূরৈ-
রাকর্ণয়ামি মণিনূপুরশিঞ্জিতানি।। ৩৯।।

অন্বয় — করুণাম্বুরাশেঃ বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদপূরৈঃ আলোললোচনবিলোকিত-কেলিধারানীরাজিতাগ্রচরণৈঃ আর্দ্রাণি মণিনূপুরশিঞ্জিতানি আকর্ণয়ামি।।৩৯।।

অন্বয় অনুবাদ — চঞ্চল লোচনদ্বয়ের অবিচ্ছিন্ন কটাক্ষপ্রবাহদ্বারা আরতিকৃত সম্মুখচরণের তাল বলয়কিঙ্কিণীর প্রতিধ্বনি এবং বেণুগীতের সহিত মিশ্রিত মধুর মণিময় নূপুরের ধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি।।৩৯।।

অনুবাদ — করুণার সাগর (শ্রীকৃষ্ণ) নাদ ও প্রতিনাদে পূর্ণ বেণুধ্বনির তালে তালে নৃত্যশীল চরণাগ্রে বিলোলদৃষ্টি নিক্ষেপ করে নৃত্য করছেন, তাঁর মণিময়নূপুরের মধুর শিঞ্জন আমি শুনতে পাচ্ছি।।৩৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

ইতি বদন্ত্যেব মূর্চ্ছিতাসীৎ। ততঃ সখীভিঃ কৃষ্ণতাম্বূলোদ্গারং তন্মুখে ন্যস্য আগতোঽয়ং তে প্রিয়ঃ পশ্যেতি প্রবোধিতায়া গ্লানিভাবান্নেত্রে নিমীল্যৈব সত্যং কথয়েতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — নৃত্যন্নিবাগচ্ছতস্তস্য মণিনূপুরশিঞ্জিতানি আকর্ণয়ামি, তৎ সত্যমাগতোঽয়ম্। আকর্ণয়ানীতি পাঠে আগতশ্চেৎতদ্ আকর্ণয়ানি, তদৈব মে প্রতীতিরিত্যর্থঃ। আগমনে হেতুমাহ — করুণাম্বুরাশেঃ। কীদৃশানি —

টীকার অনুবাদ — "তোমার মুখচন্দ্র যেন দেখতে পাই" বলতে বলতে শ্রীরাধিকা মূর্ছিত হলে ললিতা প্রভৃতি সখীগণ কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বূল (পান) তাঁর মুখে দিয়ে মোহগ্রস্ত শ্রীরাধাকে চেতন করে বললেন, " সখি, ওই দেখ তোমার প্রিয় (কৃষ্ণ) এসেছেন, দর্শন কর।" এই কথায় শ্রীরাধা প্রবোধিত হলেন (চেতনা ফিরে পেলেন) বটে, কিন্তু বিরহজনিত মনঃপীড়ায় নিদারুণ গ্লানি হেতু মুদিত নয়নেই বললেন, "সখি, সত্যই কি তিনি এসেছেন?" এই প্রকার প্রলাপের পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — আলোল ইত্যাদি। হে সখি, যদি শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যপ্রায় গতির জন্য তাঁর চরণের মণিময় নূপুরের মধুর শিঞ্জন শুনতে পাই, তবেই বুঝব যে তিনি সত্যই এসেছেন। "আকর্ণয়ানি" এই পাঠান্তরের অর্থ হবে, শ্রীকৃষ্ণ যদি আগমন করেন তা হলে তাঁর নৃত্যশীল চরণযুগলের নূপুরের ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করলে জানা যাবে যে তিনি এসেছেন। আগমনের কারণ বলছেন, তিনি করুণাসাগর বলে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবার অভিপ্রায়ে দর্শন দিতে এসেছেন, কিরূপে? বেণুনিনাদের দ্বারা দ্রবীভূত অর্থাৎ চরণ যুগলের নৃত্য দিয়ে, নূপুরের বাদ্যে ও মুরলীনিনাদে স্নিগ্ধ। তাতে

বেনুনিনদৈরার্দ্রাণি। কীদৃশৈস্তৈঃ — পাদতালবলয়কিঙ্কিণীনাং প্রতিনাদপূরো যেষু তৈঃ। তৈর্মিশ্রিতৈরিত্যর্থঃ। তথা, আলোললোচনয়োর্বিলোকিতকেলিধারাভির্নীরাজিতৌ তস্যৈবাগ্রচরণৌ যৈঃ। সবংশীবাদননৃত্যে তালোন্নয়নায় চরণাগ্রদর্শনাৎ। কিং বা ব্রজদেবীনাং নেত্রাণি জ্ঞেয়ানি। স্বান্তর্দশায়াম্ — শৃণোমি কিমিত্যর্থঃ! বাহ্যে, কদা কিং বেত্যধ্যাহার্যম্।। ৩৯।।

আবার পাদতালে, বলয় ও কিঙ্কিনীর প্রতিনাদপূরিত অর্থাৎ সেই প্রতিধ্বনি মুরলীর শব্দের সহিত মিশে চারিদিকের সকল স্থান পূর্ণ করে এসেছেন। আলোল (আ -- চারিদিক, লোল -- চঞ্চল) চঞ্চললোচনের দর্শনরূপ কেলিধারার (বিলাসসমূহের) দ্বারা আরতিকৃত চরণাগ্রভাগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন সময়ে চরণের নৃত্যে তাল তুলবার জন্য চরণাগ্রভাগের দ্বারা নৃত্য, নূপুরের দ্বারা বাদ্য এবং মুরলীর দ্বারা সুর সাধিত হচ্ছে। কিংবা কেবল ব্রজদেবীগণের নেত্র সেই অদ্ভুত মনোরম বিলাস দর্শনে সমর্থ জানতে হবে।

স্বান্তর্দশার অর্থ -- বেণুধ্বনির সহিত মণিময়নূপুরের ধ্বনি, আমি তা কি শুনব?

বাহ্যার্থ -- কবে আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাদন করবেন? এরূপ অর্থ করতে হবে।। ৩৯।।

যদুনন্দন --

সখি হে!
সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ।
সে মণিনূপুরধ্বনি, নৃত্যপ্রায় যদি শুনি,
তবে হয় প্রতীতের বন্ধ[১] ।।ধ্রুবপদ।।
আগমন হেতু এই, করুণাসমুদ্র সেই,
তাহাতেই প্রতীত জনমে।
তথাপিহ কি জানিয়ে, মোর ভাগ্য কি করিয়ে,[২]
করুণা বা না হয় উদ্যমে[৩] ।।
নৃত্য গতি পদ ভাগ[৪], বেণু -ধ্বনি মৃদু তান[৫],
বলয় কিঙ্কিণী নাদ সঙ্গে।
প্রতি নাদ পূর যবে, শ্রবণে শুনিয়ে তবে,
প্রতীত জনমে তবে রঙ্গে।।
বংশীগানামৃত তাল, রাখিবার লাগি ভাল,
চরণাগ্র-দর্শন হইতে।
আলোল লোচনদ্বয়, কেলিধারা বিলোকয়,

চরণাগ্র নির্মঞ্ছয়ে তাতে।।
অন্য তাহা নাহি জানে, জানে ব্রজনারীগণে,
অদ্ভুত বিলাস মনোরম।
আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ হা হা,
বল সখি! করিয়া নিয়ম।।
এত কহি উঠে রাই, মনের সোয়াস্থ নাই,
চতুর্দিকে করি নিরীক্ষণ।
কাঁহা[7] নূপুরের ধ্বনি, সবে মাত্র কানে শুনি,
হেথা না আইসে কি কারণ।।
অতিশঠ ধূর্তরাজ, হেন বুঝি কুঞ্জ মাঝ,
কারো সঙ্গে করয়ে রমণ[8]।
সুখে বিলাসয়ে তথা, এ লাগি না আসে এথা
মোরে কৈছে দিবে দরশন।।
কহিতে কহিতে পুনঃ, উন্মাদ বাড়িল মন,
আইলা কৃষ্ণ মনে হেন দেখে।
অন্যাঙ্গনা-ভোগচিহ্ন, প্রতি অঙ্গে পরবীণ,
আঘূর্ণ নয়ন হাস্যমুখে।।
দেখিতেই তার মতি, সেহ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি,
অতিশয় ক্রোধ উপজিল।
তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, তারে ছাড়ি গেলা পুনঃ,
পাছে তাপে ঔৎসুক্য হইল[9]।।
এই দুই ভাবে মেলি, ভাবসন্ধি করি বলি,
অমর্ষ[10] বিক্ষেপ[10] অপমান।
ঔৎসুক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যোন্য[11] না করে ইচ্ছা,[11]
শাবল্যের এই ত লক্ষণ।।
অমর্ষা অনুগাত্রয়া, অসূয়োগ্রাবহিত্থয়া,
ঔৎসুক্যে অনুগা আর তিন।
অতি[12] দৈন্য সচাপল, মোহোন্মাদ মহাবল,
সন্ধি শাবল্যের[13] এই চিহ্ন[13]।।৩৯।।

পাঠান্তর - ১ কন্দ (ক, খ) ২ করয়ে (ক, খ) ৩ উদ্গমে (ক, খ) ৪ তাল (ক, খ) ৫ ভান (ক, খ) ৬ পূরে (ক, খ) ৭ কহে (ক, খ) ৮ ক্রীড়ন (ক, খ) ৯ বাড়িল (খ) ১০-১০ অপরাধী ক্ষেম (ক) ১১-১১ অন্যে নাহি করে তুচ্ছা (ক, খ) ১২ মতি (ক, খ) ১৩-১৩ শাবল্য কহে চিন (ক, খ)

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।। ৪০।।

অন্বয় – হে দেব .... নয়নাভিরাম হা হা কদা নু মে দৃশঃ পদং ভবিতাসি।।৪০।।

অন্বয় অনুবাদ -- হে ক্রীড়াশীল, হে প্রিয়, সকল ভুবনের একমাত্র বন্ধু হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণার একমাত্র সমুদ্র, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নানন্দ, আহা কবে আমার নয়নপথের পথিক হবে, অর্থাৎ আমার দৃষ্টিগোচর হবে?।।৪০।।

অনুবাদ – হে দেব, হে প্রিয়, হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণার সিন্ধু, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, আহা, আহা, তুমি কবে আমার নয়নগোচর হবে?।।৪০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথোত্থায় দিশোঽবলোক্য, অয়ি সখ্যো নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে, স ন দৃশ্যতে; তদত্র কুঞ্জে কয়াপি রমমাণঃ শঠোঽয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাদন্যসম্ভোগচিহ্নাঙ্কং তমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যাস্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ। পুনর্গতমিব মত্বা জাতপশ্চাৎতাপাদৌ-

---

টীকার অনুবাদ -- তারপর শ্রীরাধিকা উত্থিত হয়ে চারিদিক দেখে বললেন, ওহে সখি, নূপুরের শব্দ শুনছি, কই তাঁকে ত দেখতে পাচ্ছি না? নিশ্চয়ই নিকটস্থ কোন কুঞ্জে সেই শঠ অন্য কোন রমণীর সহিত বিহার পরায়ণ হয়ে অবস্থান করছেন। এই কথা বলতে বলতে শ্রীরাধার আবার উন্মাদভাব প্রবল হল। সেই আবেশে দেখলেন, সে যেন অপর রমণীসম্ভোগ চিহ্ন স্বীয় গাত্রে অঙ্কিত অবস্থায় তাঁর সম্মুখে সমাগত। তাঁকে দেখে শ্রীরাধার অসহিষ্ণু ভাবের উদয় হল। তখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখেও তিনি সেই জন্য কোন কথাই বললেন না; শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্তর্ধান করলেন। তাঁর অদর্শনে শ্রীরাধার তাপ ও ঔৎসুক্য জাত হল। পরে ওই ভাবদুটির সন্ধি (সজাতীয় বা বিজাতীয় দুটি ভাবের পরস্পর মিলনকে 'ভাবসন্ধি' বলে – ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২/৪/২০৫) আর অধিক্ষেপ অর্থাৎ তিরস্কার ও অপমানাদির অসহিষ্ণুতাকে 'অমর্ষ' বলে। ইষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা তাকে 'ঔৎসুক্য' বলে। এই ভাবসকলের পরস্পর মিশ্রণের নাম 'ভাবশাবল্য' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২/৪/২৪৪)। এই ভাবশাবল্যে এক ভাব দ্বারা অন্য ভাবের আলোড়ন ঘটিয়ে ভাবান্তরের উদয় করায়। কিন্তু

ৎসুক্যোদয়ঃ। অতস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি — 'স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ'। ইতি। 'অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ'। তথা তাবেব ভাবাবাশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণম্ — 'শবলত্বং তু ভাবানাং সম্মর্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্'।। অত্রামর্ষানুগা অসূয়ৌগ্র্যাবহিৎথাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি। অত উন্মাদোদ্গতাভ্যাং ভাবসন্ধিভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মত্বামর্ষোদয়াৎ সহজনিজধীরাধীরমধ্যাত্বগুণমাশ্রিত্য সবাষ্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি — হে দেব।

ভাবসন্ধিতে দুইভাবের একই সময়ে স্থিতি বুঝায়। এস্থলে অসহিষ্ণুতার অনুগামী রোষ, উগ্রতা ও ভাবের গোপনতা আর ঔৎসুক্যের অনুগামী মতি, দৈন্য ও চপলতা, ইত্যাদি বুঝতে হবে। এস্থলে শ্রীরাধার অমর্ষ ও ঔৎসুক্য এই ভাবদ্বয়ের সন্ধি হয়েছে। এই ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য উন্মাদের অনুগত বলে শ্রীরাধা কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা, কখনও স্তুতি, কখনও বা মান, কখনও গর্ব, কখনও বা ব্যজস্তুতিব্যঞ্জক প্রলাপ বলছেন। এই প্রলাপের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — হে দেব ইত্যাদি।

অন্য অঙ্গনাসংভুক্ত কুম্কুমাদিরঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখে শ্রীরাধিকার মনে অসহিষ্ণুতার উদয়হেতু নিজের স্বাভাবিক 'ধীরাধীরমধ্যাত্ব' গুণ আশ্রয় করে বাষ্পপূর্ণ নয়নে বক্রোক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করলেন — হে দেব, তুমি অন্য গোপীর সহিত ক্রীড়া করছ (দিব্যসি), সুতরাং তুমি দেব! অতএব যার সহিত ক্রীড়া করছ তার নিকটেই যাও, এখানে কেন? 'ধীরাধীরমধ্যা' নায়িকার লক্ষণ — যে নায়িকা অশ্রু বিসর্জনপূর্বক প্রিয়তমকে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাকে 'ধীরাধীরা' বলে। অতঃপর শ্রীরাধিকার বক্রোক্তি শুনে শ্রীকৃষ্ণ অনাদরবশত যেন চলে গেলেন, এই মনে করে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনৌৎসুক্যবশত বললেন, হে দয়িত, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়, কেন আমাকে ত্যাগ করছ? আবার আমায় দর্শন দাও। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ যেন পুনরায় এসে অনুনয় করছেন। এই মনে করায় শ্রীরাধার অন্তরে অসহিষ্ণুতার ও তাহার অনুগামী ক্রোধ, ইত্যাদি উদিত হল। এখন "ধীরমধ্যা" নায়িকার ভাব আশ্রয় করে তিনি বক্রোক্তিতে উপহাসপূর্বক বললেন, "হে ভুবনৈকবন্ধো", হে জগতের একমাত্র বন্ধু -- তুমি কেবল একা আমারই বন্ধু নও -- সকল গোপীরই বন্ধু; আমার নিকট আগমন না করবার জন্য তোমার কোন দোষ নাই; কেননা সকল গোপীর নিকটই তোমাকে থাকতে হয়। আবার কেবল গোপীদের নিকট নহে। তুমি বেণুবাদনের দ্বারা ভুবনের স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করেছ; সুতরাং তাদেরও বন্ধু হয়েছ। সেই সমস্ত সমাধান নিমিত্ত তাদের কাছে যাও। যে নায়িকা অপরাধী প্রিয়কে

অন্যাভিঃ সহ দীব্যসীতি দেবস্তম্। অতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্ — 'ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়মিতি'। তদৈবাবধীরণাদ্ গতমিব তং মত্বা জাতপশ্চাৎতাপাৎ তদ্দর্শনৌৎসুক্যেনাহ — হে দয়িত। ত্বং তু মে প্রাণদয়িতোঽসি, কথং ত্যক্ষ্যসে, তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বামর্ষানুগাসূয়োদয়াদ্ ধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ — হে ভুবনৈকবন্ধো। তবাত্র কো দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব, বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদন্তর্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি। তৎ সর্বসমাধানানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্—'ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়মিতি'। পুনর্গতমিব মত্বৌৎসুক্যানুগমত্যাখ্যভাবোদয়াদাহ — হে কৃষ্ণ, হে শ্যামসুন্দর, চিত্তাকর্ষক। চিত্তং ত্বয়া হৃতং, কিং মে মানেন, তৎ সকৃদপি দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। পুনরাগত্য, প্রিয়ে! ময়া বহিরেব স্থিতং, ন কুত্রাপি গতং প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব

উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাকে "ধীরা" বলে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যেন পুনরায় অন্তর্হিত হলেন, এই মনে করে শ্রীরাধার পুনরায় ঔৎসুক্যের অনুগত "মতি' (নীতিজ্ঞান) নামক ভাবের উদয় হলে তিনি "ধীরমধ্যার" ভাব আশ্রয় করে দৈন্যের সহিত বললেন, হে কৃষ্ণ, হে শ্যামসুন্দর, তুমি সর্বজগতের চিত্তাকর্ষক — আমার চিত্ত হরণ করেছ, চিত্ত যখন অপহৃত হল, তখন অভিমানে কি প্রয়োজন? আমার অভিমানে প্রয়োজন নাই। তুমি কৃপা করে একবার আমায় দর্শন দাও। এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ যেন পুনরায় এসে বললেন, হে প্রিয়ে আমি কুঞ্জের বাহিরেই ত ছিলাম, অন্য কোথাও যাই নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুনয় বাক্য শুনে শ্রীরাধার অমর্ষের অনুগামী উগ্রভাবের উদয় হল এবং "অধীরমধ্যা" নায়িকার গুণ আশ্রয় করে রোষের সহিত বললেন, হে চপল, হে বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ, পরস্ত্রীচোর, যাও যাও, সেখানেই যাও। এই লক্ষণ হল— যে নায়িকা ক্রোধ করে কর্কশ বাক্যে বল্লভকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহাকে "অধীরা" বলে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যেন চলে গেলেন; এই মনে করে দৈন্যের উদয় হওয়াতে কাকুতির সহিত আবার বললেন, "হে করুণৈকসিন্ধো।" যদিও আমি অপরাধী, তথাপি তুমি করুণার সিন্ধু বলে কোমলহৃদয়, কৃপা করে দর্শন দাও। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ যেন এসে বললেন, প্রিয়ে, বৃথা মান করে কেন আমায় কটূক্তি করছ? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুনয়বাক্য শুনে শ্রীরাধার অমর্ষের (অসহিষ্ণুতার) অনুগামী 'অবহিত্থা' (গোপনতা) ভাবের উদয়হেতু তিনি "ধীর-প্রগল্‌ভা" নায়িকার গুণ আশ্রয় করে উদাসীনভাবে বললেন "হে নাথ", তুমি ব্রজবাসীদের রক্ষক, সুতরাং আমারও রক্ষক। কেন তোমার

মত্তৌগ্র্যোদয়াদধীরমধ্যাত্বগুণমাশ্রিত্য সরোষমাহ,— হে চপল, বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ। পরস্ত্রীচৌর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্ — 'অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা' ইতি। পুনর্গতমিব মত্বা হন্তাবধীরণাদ্গতোঽয়ং পুনর্নৈষ্যতীতি দৈন্যোদয়াৎ সকাকু প্রাহ— হে করুণৈকসিন্ধো। যদ্যপ্যহমপরাধিনী, তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাদ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য প্রিয়ে কিমিতি মুধা মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বামর্ষানুগাবহিৎথোদয়াদ্ ধীরপ্রগল্ভাগুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্যমাহ — হে নাথ। ত্বম্ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি, কা নাম হতধীস্ত্বাং ন সম্ভাষতে; কিন্তু ব্রাহ্মণীভির্ব্রতার্থং মৌনং গ্রাহিতাস্মি, তৎ ক্ষন্তব্যোঽয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ। তল্লক্ষণম্ — 'উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিৎথা চ সাদরেতি'। পুনর্গতমিব মত্বা মুহুর্নিরস্তোঽসৌ নায়াস্যত্যেবেতি চাপল্যোদয়াদ্ যদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি তদা স্বয়মেব তং কণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সদৈন্যমাহ — হে রমণ। সদা মাং রময়তীতি রমণস্ত্বম্। ইদানীমপ্যাগত্য তথা কুর্বিত্যর্থঃ। পুরাগতং

সহিত বাক্যালাপ করব না? তা ছাড়া, আমার মতন হতভাগ্য তোমার সঙ্গে কথা না বলিলে তোমার কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণীগণ মৌনব্রত ধারণ করবার জন্য আমাদিগকে নিযুক্ত করেছিলেন, এজন্য আমি চুপ করে ছিলাম (কথা বলি নাই); সুতরাং আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর – আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এর লক্ষণ (উজ্জ্বলনীলমণি, নায়িকাভেদপ্রকরণ ৫০) হল — যে নায়িকা মানিনী অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে সম্ভোগবিষয়ে উদাসীন এবং মনের ভাব গোপন করেও নায়কের প্রতি আদরান্বিত হয়ে থাকেন, তাঁকে "ধীরপ্রগল্ভা" বলা হয়। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ যেন চলে গিয়েছেন এই মনে করে শ্রীরাধা চিন্তা করলেন যে, পুনঃ পুনঃ আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছি, আর হয়ত তিনি আসবেন না। এইরূপ চিন্তার জন্য মন চঞ্চল হল, তিনি স্থির করলেন, কৃপা করে শ্রীকৃষ্ণ যদি পুনরায় দর্শন দান করেন, তবে আমি নিজেই তাঁর কণ্ঠ ধারণ করব। এই ভেবে দৈন্যের সহিত বললেন, হে রমণ! তুমি সদা আমার সহিত বিহার পরায়ণ, এখন এই কুঞ্জে আগমন করে তোমার বিহারবাসনা পূর্ণ কর। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ যেন সম্মুখে এসেছেন, এই মনে করে স্বাভাবিক প্রবল ঔৎসুক্যবশত আগন্তুক অসহিষ্ণুতাভাব তিরোহিত হলে তিনি কৃষ্ণমনস্ক হয়ে তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য স্বীয় বাহুদ্বয় প্রসারিত করলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে না পেয়ে, অর্থাৎ আলিঙ্গন ব্যর্থ হওয়ায় বাহ্য স্ফূর্তিতে পরম ব্যকুলতার সহিত বললেন, হে নয়নাভিরাম, হে নয়নানন্দ, তোমার নয়নাভিরাম রূপ আমার নয়নদ্বয়কে বিস্ময়ান্বিত করেছে। আহা, কবে তুমি আমার নয়নগোচর হবে? অতিশয় খেদে হা হা শব্দ দুবার উক্ত হয়েছে।

মত্বা তিরস্কৃতাগন্তুকামর্ষভাবেন প্রবলসহজৌৎসুক্যেনাক্রান্তমনস্তয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলব্ধ্বা জাতবাহ্যস্ফূর্তিঃ সবিক্লবমাহ — হে নয়নাভিরাম নয়নানন্দ কদা নু মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হা হা ইত্যতিখেদে। স্বান্তর্দশায়ং তু — শ্রীরাধাসঙ্গমার্থনমনুনয়ন্তমিব তং মত্বা তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ। গতমিব মত্বা তয়া সঙ্গমনা-যৌৎসুক্যম্। অন্যদ্ যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ম্। আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেঽপি তৎতদ্ভাবোদয়াৎ। বাহ্যে — যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যৌৎসুক্যাদিভাবো জ্ঞেয়ঃ।। ৪০।।

স্বান্তর্দশার অর্থ — শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনবাসনা পূরণের নিমিত্ত দর্শনোৎকণ্ঠা প্রকাশক অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি ভাবের উদয়ে এই প্রকার উক্তি করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানহেতু শ্রীরাধার সহিত পুনর্মিলনের জন্য ঔৎসুক্যাদি ভাবের যথাযথ উদয় বুঝতে হবে। অনুরাগ দশার উদয় হলে ভক্তের সাধকশরীরেও সেই সেই ভাবের উদয় হতে পারে।

বাহ্যার্থ — হে দেব, হে প্রিয়, প্রভৃতি যথাযথ সম্বোধনে দৈন্য ও ঔৎসুক্যাদি ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বুঝতে হবে।।৪০।।

যদুনন্দন —

শুন দেব ! এথা কেনে তুমি।
গোপাঙ্গনা-ক্রীড়ারৎ, সেই তোমার অভিমত,
তথা যাঞা বিলস আপনি।। ধ্রুবপদ।।
এই মত বক্র কথা, বাষ্পনেত্রে বক্রমতা,
শুনি যেন অবজ্ঞা-বচন।
পুনঃ যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপজিলা,
দরশনে ঔৎসুক্যাগমন।।
প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে মরি[১] আমি,
পুনর্বার দেহ দরশন।
ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুনঃ দিলা দরশন,
অনুনয় করে অনুমান[২]।।
দেখিয়া অমর্ষানুগা, অসূয়ানাদর[৩] রাগা,
সৌল্লুণ্ঠ কহয়ে বক্রবাণী।
ধীরমধ্যা সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়,
ওহে ভুবনের বন্ধু তুমি।।

কেবল আমার নও, সর্ব সমাধান চাও
যাঞা কর সর্বসমাধান ।
ভুবনের নারীগণ, আর যত গোপীজন,
বেণুগানে কর আকর্ষণ।।
পুনঃ যেন গেল কৃষ্ণ, মন হইল সতৃষ্ণ,
ঔৎসুক্য অনুগা মৃত্যুদয়।
সেই মত ভাবাবেশে, কহে ধনী সবিশেষে,
তাতে এই সম্বোধনত্রয়[৩]।।
ওহে কৃষ্ণ শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষহ যায়,
তাতে মোর মান[৪] কিবা কাজ।
তৎকাল আসিয়া যবে, অল্প দেখা দেহ তবে,
তাপ নষ্ট হয় ত অব্যাজ।।
পুনঃ যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মৃদুমন্দ,
প্রিয়ে আমি ছিলাম এথাই।
আমারে প্রসন্ন হও হাসি এক বাণী কও
তবে আমি মনে সুখ পাই।।
মনে ইহা বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদিতে,
ঔগ্র্যভাব হইল উদয়।
অধীর-মধ্যা-গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী[৫] হইয়া
তার বশে এই সম্বোধয়।।
শুনহ চপলরাজ, বল্লবীভুজঙ্গ সাজ,
পরনারীচৌর ধূর্তরাজ।
যাও যাও এথা হৈতে, চিনিলাম সঙরিতে,[৬]
বুঝিলাম যত তুয়া কাজ।।
অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুনঃ গেলা হেন,
মনে মনে করেন বিচার।
কহিতেই[৭] সেই কাল, উপজিল দৈন্য জাল,[৮]
তাতে কহে সম্বোধনসার।।
ওহে করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু,
যদ্যপিহ অপরাধী আমি।

নিজ করুণার বল, সদা তুমি সুকোমল,
কৃপা করি দেখা দেহ তুমি।।
পুনঃ যেন কৃষ্ণ আসি দেখা দিয়া কহে হাসি
প্রিয়ে কেনে মিছা মান করি।
কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি,
সুপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি।।
এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা-অনুগ ভণি
অবহিত্থা উপজিল আসি।
ধীরপ্রগল্ভা-গুণাশ্রয়ী, তাতে উদাসীনময়ী,
মৌন করি ঠারে কহে হাসি।।
ওহে নাথ ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী,
কত বা বিপদে না রাখিলা।
কেবা হত বাক্য[১০] হেন, না সম্ভাষি তুয়া[১১] মৌন।[১১]
কিন্তু জানি ব্রাহ্মণী কহিলা।।
তা সবার বাণী মানি, মৌন ব্রতে আছি আমি,
এই লাগি কথা না হইল।
এই অপরাধ তুমি, না লবে কহিল আমি,
ঠারে ঠোরো ইহা জানাইল।।
পুর্ন্বার ব্রজমণি, গেলা হেন মানি ধনী,
মনে মনে করয়ে বিচার।
বারে বারে আইলা হরি, এবে গেলা ক্রোধ করি
বুঝি এথা না আসিবা[১২] আর ।।
এতেক চিন্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্ষণে,
তাতে কহে, - যদি পুন্র্বার।
কৃপা করি আইসে হরি, তবে সব মান ছাড়ি,
যাঞা কণ্ঠ ধরিব তাহার।।
এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যর রঙ্গে,
হে রমণ! এই কুঞ্জে আসি।
রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি রঙ্গে,
পূর্ব্বে যৈছে বিহরিলা হাসি।।

পুনর্বার আইলা হরি, মনে মনে সুনাগরী,
আগন্তুকামর্ষে তিরস্করি।
সহজ ঔৎসুক্যভাব, মহাবলী পরতাপ,
তাতে চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি।।
দুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা,
যবে কৃষ্ণ লাগ না পাইলা।
বাহ্য স্ফূর্তি পাঞা রাই, কহেন বিক্লব পাই,
এই ক্ষণে তুমি কোথা গেলা।।
ওহে নয়নাভিরাম, নয়ন-আনন্দ-ধাম,
কবে হবে নয়ন-গোচর রে।
হা হা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
দরশন দেহ কৃপাভরে।।
কহিতে কহিতে পুনঃ, বিচ্ছেদাগ্নিজ্বালা হেন,
হইতে উদ্বেগ উছলিলা।
যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত-সম,
বৈকল্য প্রলাপ উপজিলা।।
তাহাতে যে কহে রাই, চিত্তে আসোয়াস্থ নাই,[১০]
সেই ভাবে লীলাশুক কহে।
কৃষ্ণকর্ণামৃত-কথা অমৃত হৈতে পরামৃতা,
এ যদুনন্দন দাস কহে[৪০]।।৪০।।

পাঠান্তর - ১ পুড়ি (ক, খ) ২ হেন মন (ক, খ) ৩ অসূয়া উদয় (ক, খ) ৪ হয় (ক, খ) ৫ মনে (ক, খ) ৬ ক্রোধ (ক, খ) ৭ সুচরিতে (ক) ৮-৮ ঈর্ষা না করিব আর, কহিতেই সেই কাল, (ক, খ) ৯-৯ কহিতে লাগিলা (ক, খ) ১০ বুদ্ধি (ক, খ) ১১-১১ তোমা যেন (ক, খ) ১২ আসিবে (ক, খ) ১৩ পাই (ক, খ)

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।।৪১।।

অন্বয় — অনাথবন্ধো, করুণৈকসিন্ধো, হরে, ত্বদালোকনমন্তরেণ অমূনি অধন্যানি দিনান্তরাণি হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।। ৪১।।

অন্বয় অনুবাদ — হে অনাথবন্ধু, হে করুণার একমাত্র সাগর, হে হরি, তোমার অদর্শনে এই বৃথা বা অধন্য দিনগুলি হায়, হায়, কেমন করে কাটাব? ।।৪১।।

অনুবাদ — হায়! হায়! হে হরি! হে অনাথবন্ধু! হে করুণার একমাত্র সিন্ধু! তোমার অদর্শনে এই মন্দভাগ্য দিনগুলি আমি কি করে যাপন করব?।।৪১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণান্মত্বা সবৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — হে হরে অমূনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি মধ্যগতানি। ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুমশক্যানীতি বা। হা খেদে। হন্ত বিষাদে। তয়োরতিশয়ে বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়াম্যতিবাহয়ামি।

টীকার অনুবাদ — পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহরূপ বহ্নিজ্বালার উচ্ছলিত উদ্বেগে শ্রীরাধা ক্ষণকালকেও যুগশত বলে মনে করছেন। এই অবস্থায় তিনি ব্যাকুলতার সঙ্গে যে প্রলাপ বকেছেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন, 'অমূনি' ইত্যাদি। হে হরি! তোমার বিরহে এই সকল দিনরাত্রির প্রতিটি ক্ষণ কোটিযুগের তুল্য দীর্ঘস্থায়ী বোধ হচ্ছে। তা আমি কাটাতে অসমর্থ। কি করে তোমা বিনা এই মন্দভাগ্য আমি দিনরাত অতিবাহিত করব? শ্লোকে 'হা' শব্দে খেদ, 'হন্ত' শব্দে বিষাদ এবং উহাদের অতিশয়তা বুঝাবার নিমিত্ত এ কথাগুলি বারং বার বলা হয়েছে। তোমাকে না দেখে আমি কেমন করে দিন কাটাব? সেই তত্ত্ব তুমিই উপদেশ কর। সেই জন্য (তোমার দর্শন বিনা) দিবারাত্রি দুর্ভাগ্যপূর্ণ। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তোমরা যদি অনঙ্গতাপে তপ্ত হয়ে থাক, তাহা হলে নিজ নিজ পতির অন্বেষণ কর — তাঁরাও তোমাদের খোজাখুজি করছেন। ভাগবতে (১০/২৯/২০) আছে 'পতয়শ্চ বঃ বিচিন্বন্তি'। তোমাদের পতি তোমাদের দেখতে না পেয়ে অন্বেষণ করছেন, সুতরাং সেখানে যাও। তাঁরা উত্তরে বললেন — কি বলব, সেই 'পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্' (ভাগবত ১০/২৯/৩৩) অর্থাৎ দুঃখাদায়ক পতিপুত্রাদিতে কি প্রয়োজন? অতএব হে অনাথের বন্ধু! আমরা অনাথ, পতি প্রভৃতি কর্তৃক পরিত্যক্ত। এই পতিপরিত্যক্ত বল্লবীদের তুমিই একমাত্র

তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাধন্যানি। ননু যদ্যনঙ্গতপ্তাসি তদা 'পতয়শ্চ বঃ। বিচিন্বন্তি' ইতি দিশা তমেব গচ্ছেত্যুক্তৌ 'পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিমিতি' বদন্ত্যাহ — হে অনাথবন্ধো! অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নস্ত্বমেব বন্ধুরসি। তে তু দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। ননু ভর্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র, 'চিত্তং সুখেন ভবতাংপহৃতমি'তিবদাহ — হে হরে! চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্! সোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। ননু কামিন্যো যূয়ং চপলা এব, ময়া কথং ধর্মস্ত্যাজ্যস্তত্র, 'তন্নঃ প্রসীদ' ইতিবৎ সদৈন্যমাহ — হে করুণৈকসিন্ধো! কৃপাসিন্ধুত্বাদ্ ধর্মামপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনান্ নোঽনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্বান্তর্দশায়ামনয়া তথা ক্রীড়তস্তব দর্শনং বিনা। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৪১।।

বন্ধু — আমাদের অন্য বন্ধু নাই। পতি প্রভৃতি ঐরূপ দুঃখপ্রদ বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন — 'ভর্তুঃ শুশ্রূষণম্' অর্থাৎ স্ত্রীগণের পরমধর্ম পতিসেবা। ইহার উত্তরে বললেন, 'চিত্তং সুখেন ভবতাংপহৃতম্' ইতি (ভাগবত ১০/২৯/৩৪)। আমাদের যে চিত্ত, যে করদ্বয় সুখে গৃহকার্যে ব্যাপৃত ছিল, তা তুমি হরণ করেছ, অতএব হে হরি! চিত্তেন্দ্রিয়হরণকারী, সে দোষ তোমারই — আমাদের নয়। পুনরায় যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তোমারা চপলা কামিনী; আমি ধর্মবিৎ, কিরূপে তোমাদের চিত্ত হরণ করে ধর্ম ত্যাগ করালাম? উত্তরে সদৈন্যে তাঁরা বললেন, 'তন্নঃ প্রসীদ' ইত্যাদি (ভাগবত ১০/২৯/৩৪), অর্থাৎ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে করুণৈকসিন্ধু! তুমি করুণার একমাত্র সিন্ধু বলে ধর্ম-উল্লঙ্ঘন করেও দীন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে সমর্থ।

স্বান্তর্দশার অর্থ— শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বিনা কি প্রকারে দিনরাত্রিগুলি যাপন করব? অন্য ব্যাখ্যা সমান। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৪১।।

যদুনন্দন —

ওহে কৃষ্ণ! তোমা না দেখিয়া।
এই রাত্রি-দিবা-মাঝে, যতক্ষণ সন্ধি আছে,
কৈছে আমি রহিব কাটিয়া।ধ্রুবপদ।।
কোটি-কল্প-তুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে,
তোমা বিনা নারি গোঙাইতে।
হাহা' তোমা দরশন, বিনা আমি ক্ষণগণ,
তুমি বল গোঙাই সে রীতে।।
অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন,
এই কাল কাটা নাহি যায়।

কেমনে কাটাব[২] কাল, তুমি কহ সে বিচার,
বিচারিয়া কহ সে উপায়।।
যদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা যবে,
তবে যাহ নিজপতি ঠাঁই।
সেহ[৩] অন্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা,
পতি সঙ্গে বিলাসহ যাই।।
তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা[৪] তুমি[৪],
সে লাগি অনাথাগণ মোরা।
তুমি অনাথার বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু
দরশন দেহ আসি ত্বরা।।
যদি বল পতি সেবা, ধর্ম কেনে উপেক্ষিবা,
যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে।
তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে তোর,
মনেন্দ্রিয় হরিয়াছ[৫] যাতে।।
তবে যদি বল হেন, আসিয়া[৬] তোমার কেন,
ধর্ম ছাড়াইব মন হরি।
চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া ঘোরা,
ধর্ম ছাড়ি ফির মোরে হেরি।।
তবে শুন তার বাণী, ধর্মত্যাগী যদি আমি,
তবে উদ্ধারিবে কেবা আর।
করুণাসমুদ্র তুমি, দেখ ধর্ম ছাড়া আমি,
কৃপা করি করহ উদ্ধার।।
উদ্বেগেতে প্রাবল্য, হৈল ভাবশাবল্য,
তাতে ধনী করয়ে প্রলাপ।
সেই-ভাব-বিভাবিত, লীলাশুক কহে রীত,
এ যদুনন্দন হিয়ে তাপ।।৪১।।

পাঠান্তর -- ১ ইহ (খ) ২ কাটিবে (ক, খ) ৩ তারা (ক, খ) ৪-৪ ছাড়া হইনু আমি (ক, খ) ৫ হরি নিল (ক, খ) ৬ আমি বা (ক, খ)

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।। ৪২।।

অন্বয় -- কিমিহ কৃণুমঃ। কস্য ব্রূমঃ। কৃতমাশয়া কৃতং অহো হৃদয়েশয়ঃ। অন্যাং ধন্যাং কথাং কথয়ত। মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে কৃষ্ণে কৃপণকৃপণা তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।।৪২।।

অন্বয় অনুবাদ — কি করি? কাকেই বা বলি? হায় হায়, হে আমার হৃদয়শায়ী, আমার আর বৃথা আশায় কাজ কি? অন্য সৎ কথা বল। মধুর হতেও মধুরতর, মৃদুহাস্যযুক্ত আকার যাঁর, সেই মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ কৃষ্ণে আমার উৎসুক তৃষ্ণা সর্বক্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।।৪২।।

অনুবাদ — এখন কি করি, কাকেই বা বলি, আর বৃথা আশায় কাজ কি? অন্য কোনও ভালো কথা বল। আহা! তিনি যে আমার হৃদয়শায়ী, কি রূপেই বা তাঁর কথা ত্যাগ করব? মধুর মধুর মৃদুহাস্যযুক্ত আকার যাঁর, সেই মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।।৪২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎ প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমমাবেগোদয়াদাহ — হে সখ্যঃ, ইহ বৈশসে তৎ কিং কৃণুমো যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ। ততস্তা অপি ব্যগ্রা দৃষ্ট্বা চিন্তোদয়াদাহ — কস্য ব্রূমঃ। যূয়মপি তুল্যাবস্থা এব তদন্যং কং যেন ভদ্রং স্যাৎতৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদৈব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াদ্, 'আশা

টীকার অনুবাদ — অনন্তর উদ্বেগের আবেগে পুনরায় বহু ভাবের সংমিশ্রণ হবার (ভাবশাবল্য) উদয় হওয়াতে শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বাক্য বলেছেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — 'কিমিহ' ইত্যাদি। প্রথমে উদ্বেগের আবেগ উদয় হওয়াতে শ্রীরাধিকা সখীগণকে বললেন, হে সখীগণ! এই বিপত্তির সময় আমি কি করব? কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব? শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সখীগণকেও অতিশয় ব্যগ্র দেখে চিন্তার উদয় হওয়াতে বললেন, কাকেই বা বলি? তোমরাও ত আমার মতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছ। এখন অন্য কার কাছে এই দুঃখের কথা বলব? আর কেই বা এমন ভদ্র আছে যে তাকে জিজ্ঞাসা করব? অতঃপর নানা ভাবের মিশ্রণকে ছাপিয়ে 'মতি' নামক

হি পরমং দুঃখমি'ত্যাদিবদাহ — আশয়া তদাশয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতমেব। অন্যন্ন কর্তব্যম্। কিং বা, তয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতং ব্যর্থম্। তৎ তাং ত্যজতেত্যর্থঃ। তদৈবামর্ষোদয়াদাহ — অতস্তস্যাকৃতজ্ঞস্য বার্তাং ত্যক্ত্বান্যাং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত। কথয়ত্বিতি পাঠে — একাং সখীং প্রত্যুক্তিঃ। ভবতীত্যর্থাৎ। তদৈব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্বিধ্যন্তং কামং মত্বা তমাচ্ছাদ্য ত্রাসোদয়াৎ সবৈক্লব্যমাহ,— অহো কষ্টং, হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুরয়ং মারয়তি, কিং কুর্ম ইত্যর্থঃ। কিং বা, হৃদি কৃষ্ণস্ফূর্ত্যা সাশ্চর্যবিষাদমাহ — অহো যৎকথামপি ত্যক্তুমিচ্ছামঃ স এব হৃদি বর্ততে। তৎ কথং তৎ ত্যাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ততস্তামাচ্ছাদ্য সহজৌৎসুক্যোদয়াৎ 'তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে' ইত্যাদিবৎ সবিষাদমাহ — মধুরেতি'। বত ইতি খেদে। অস্তু তাবৎত্যাগঃ প্রত্যুত কৃষ্ণে

ভাবের উদয় হওয়াতে (শাস্ত্রাদির বিচারজাত যথার্থ তত্ত্ব নির্ধারণকে 'মতি' বলে, ইহাতে কর্তব্য, করণ ও সংশয়াদি ভ্রমের ছেদন হয়)। শ্রীরাধিকা বললেন — 'আশা হি পরমং দুঃখম্' (ভাগবত ১১/৮/৪৪), আশাই পরম দুঃখ। এই শাস্ত্র বাক্য বিচার করে বললেন, তাঁর আশায় এতদিন যা কিছু করা গেল, সে কেবল আশাতেই করা হয়েছে; কিন্তু আশা সফল হল না, সুতরাং আশা ত্যাগ করা কর্তব্য। কিংবা কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত যা করেছি, সবই ব্যর্থ হয়েছে। এখন সে সব উপায় ত্যাগ করি। মতি-নামক ভাবের উদয়ে ওই রূপ সিদ্ধান্ত স্থির করবার পর তাঁর অন্তরে অসহিষ্ণুতাভাবের উদয় হলে তিনি বললেন —হে সখীগণ! সেই অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণের কথা ছেড়ে অন্য কোনও ভালো কথা বল। 'কথয়তু' পাঠান্তরে একা সখীর প্রতি উক্তি বুঝা যায়। এ কথা বলতে বলতেই শ্রীরাধার হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্তি হল এবং কামরূপী শ্রীকৃষ্ণের কামশরে বিদ্ধ হলেন। অর্থাৎ বানবিদ্ধ মৃগীর ন্যায় শ্রীরাধা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও ব্যাকুল হলেন, তাতে তাঁর অসহিষ্ণুভাব আচ্ছাদিত হল এবং ত্রাসভাবের উদয় হওয়াতে তিনি ব্যাকুলতার সঙ্গে বললেন, হায়, কি কষ্ট! যার কথা ত্যাগ করতে চাচ্ছি, সে যে (আমার) হৃদয়ে শুয়ে আছে — হৃদয়শায়িত শত্রুর ন্যায় কামরূপী তিনি আমাকে কামশরে বিদ্ধ করছেন, আমি কি করে তাকে ছাড়ব? এ কথা বলবার পর শ্রীরাধার হৃদয়ে (ত্রাসভাবকে ছাপিয়ে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ভাবের উদয় হওয়াতে) 'তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া' (ভাগবত ১০/৪৭/৪৭), অর্থাৎ পিঙ্গলার সেই উপদেশ মনে হল — 'নিরাশাভাবই পরমসুখ' ইহা জেনেও আমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে আশা ত্যাগ করা অসম্ভব হয়েছে। তাই তিনি বিষাদের সহিত বললেন, 'মধুরেতি'। মধু হতেও মধুর হাসিমুখযুক্ত কৃষ্ণের কথা ত্যাগ করা দূরে থাকুক, হায়! হায়! সেই কৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই তৃষ্ণা কেমন? 'কৃপণাদপিকৃপণা' অর্থাৎ

চিরং তৃষ্ণা লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। কীদৃশী? কৃপণাদপি কৃপণা। উৎকণ্ঠয়াতিদীনেত্যর্থঃ কীদৃশে? মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মদনমদাদিভিরুৎফুল্লশ্চাকার আকৃতির্যস্য তস্মিন্ অতো মনোনয়নয়োরুৎসবো যস্মাৎ তস্মিন্। স্বান্তর্দশায়াস্তু পূর্ববদর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৪২।।

গাঢ় উৎকণ্ঠাবহুল সেই তৃষ্ণা! কার প্রতি মধুর হতেও মধুরতর? স্মের অর্থাৎ মদন বা মদাদিদ্বারা উৎফুল্ল হাসিমুখ যাঁর সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ; সুতরাং মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ তাঁতে আমার তৃষ্ণা সর্বক্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখন কি উপায়ে তাঁকে পাব?

স্বান্তর্দশার অর্থ— আগের মত (শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে)। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৪২।।

যদুনন্দন —

প্রথমে আবেশ ভাব, মনে ভেল আবির্ভাব,
সেই ভাবে কহে সখী প্রতি
কহ সখী এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে,
কৃষ্ণ দরশন পাই[১] সতি।।[১]
কহিতেছি[২] সখীগণে, ব্যগ্র দেখি মনে গুণে,
তারে ঝাঁপি চিন্তা ভাব হৈলা।
কহয়ে পুছিব কারে, তুমি সব সখী আরে,
মোর প্রায় দুঃখিনী ভৈগেলা।।
মোর কেবা আছে আর, কারে বা পুছিব সার
কে কহিবে মঙ্গল উপায়।
এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদনে,
মতিভাব জন্মিল হিয়ায়।।
তাতে কহে কৃষ্ণ-আশা, সর্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-নাশা,
যে কৈল সে কৈল আর না।
কিংবা যত আশা কৈল, বৃথামাত্র দুঃখ পাইল,
আশা ছাড়ি রাখই আপনা।।
কহিতে সে ভাব ঝাঁপি, অমর্ষা জন্মিলা কাঁপি,
তাহে কহে শুন সখীগণ।
অকৃতজ্ঞ[৩] কৃষ্ণ-কথা, ছাড়িয়া অধন্য মতা,

কহ ধন্য অন্য সুকথন[৪]।।
এই কালে হৃদি মাঝে, স্ফূর্ত্তিরূপে কৃষ্ণসাজে,
কাম[৫] - শর বিদ্ধ হৈতে মনে।[৫]
সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়া ভরি,
বিক্লব পাইয়া পুনঃ ভণে।।
অহো কষ্ট কি করিল, কাম বৈরী উপজিল,
সদাই সুতিয়া[৬] আছে[৬] হিয়ে।
সদা হিয়ে বিন্ধে সেই, তিলেক না ছাড়ে যেই,
হইতে[৭] উপায় কি করিয়ে।।
কিবা হিয়ে কৃষ্ণ স্ফুরে, তাহাতে আশ্চর্য বোলে,
বিষাদ করিয়া কহে বাণী।
যারে চাহি তেয়াগিতে[৮], সেই সুতিয়াছে[৯] চিতে,
কোন রূপে না যায় ছাড়নি।।
তবে তাহা আচ্ছাদিয়া, সহজ ঔৎসুক্য হিয়া,
উদয় হইল শীঘ্র আসি।
বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল অতিশয়ে,
কৃষ্ণ আসে[১০] জানে মনে বসি।।
ছাড়িবার মন হৈলে, অতি তৃষ্ণা হিয়া বলে,
প্রতিক্ষণ বাড়ি তৃষ্ণা গণ
দুঃখভোরা[১১] দুঃখী হেন, বাড়ে তৃষ্ণা অনুক্ষণ,
বাড়িবার আছয়ে কারণ।।
মধুর হৈতে সুমধর, স্মের যাতে সুখপুর,
কামমদে প্রফুল্ল আকারে।
মন-নয়নের সেই, উৎসব-নিবন্ধ যেই,
কেবা পারে তারে ছাড়িবারে।।
এইকালে ব্যাধিভাব, আসি হৈল আবির্ভাব,
তাতে অতি কৃশ হৈল অঙ্গ।
তাতে গ্লানি উপজিল, ধনী চেষ্টা প্রকটিল,
তিন শ্লোক করিয়া প্রবন্ধ।।
হেম-অঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ সুদৈন্য করে,

ধনী নিজ নয়ন মুদিয়া।
আশ্বাসয়ে সখীগণ, ধৈর্য কর নিজ মন,
কৃষ্ণ এবে আলিঙ্গিবে সিয়া।।
সেই সখীগণে রাই, কহে মনোদুঃখ পাই,
আশা ত্যজি প্রলাপ বচন।
সেই শ্লোক পড়ি এথা, লীলাশুক কহে কথা,
কহে তাহা এ যদুনন্দন।।৪২।।

পাঠান্তর -- ১-১ শীঘ্রগতি (খ) ২ কহিতেই (ক, খ) ৩ সকৃতজ্ঞ (ক) ৪ পূণ্যগণ (ক, খ) ৫-৫ সবে বিদ্ধ হইতে কাম বাণে (ক, খ) ৬-৬ শুনিয়া (ক); স্ফুরয়ে (খ) ৭ ইহাতে (ক, খ) ৯ সুএগ্র আছে (ক, খ) ১০৯ আছে (ক, খ) ১১ দুঃখিতের (ক, খ)

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালম্।
দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী।। ৪৩।।

অন্বয় -- হন্ত! দূরে মম দৈবসামগ্রী। আভ্যাং দ্বাভ্যামপি বিলোচনাভ্যাম্ অম্বুরুহবিলোচনং বালং পরিরব্ধুং (কাময়ে)।।৪৩।।

অন্বয় অনুবাদ — হায় হায়, অন্য দিব্য বস্তু প্রাপ্তির কথা দূরে থাক। আমি দুই নয়ন ভরে সেই পদ্মলোচন কিশোরকে দেখতে ইচ্ছা করি।।৪৩।।

অনুবাদ — হায়, দৈবসম্পদ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করা দূরে থাক, আমি দুই চোখ দিয়ে সেই পদ্মলোচন কিশোরকে দেখতে ইচ্ছা করি।।৪৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ অত্যাধিভারোৎপন্নতানবাতিশয়াদ্ গ্লানিরুৎপন্না। তচ্চেষ্টা ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্য তদদর্শনোৎপন্নবিষাদদৈন্যাভ্যাম্ অধুনৈবাগতং তং পরিরপ্স্যসে ধৈর্যং কুর্বিত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি সনৈরাশ্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ— আগতোঽপ্যস্মিন্নশক্ত্যা ভুজচালনাদ্যসামর্থ্যাৎ সাক্ষাদালিঙ্গনং দূরে তাবদাস্তং, বিলোচনাভ্যামপি তং বালং কিশোরশেখরং পরিরব্ধুং মম দৈবসামগ্রী ভাগ্যরূপদর্শনসাধনং দূরে। নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। হন্ত বিষাদে। বিষাদে হেতুঃ — অম্বু ইতি। তত্রাপি ভাবোদ্গারিবামনেত্রপ্রান্তেন দর্শনমাস্তাম্ দ্ব্যাভ্যামপি ইতরজনবদ্দর্শনভাগ্যং

টীকার অনুবাদ -- অত্যন্ত মনঃপীড়ায় 'তানব' অর্থাৎ অঙ্গের কৃশতা হলে শ্রীরাধা যে চেষ্টা প্রকট করছেন তাহাই তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণের অদর্শন হতে উৎপন্ন বিষাদ ও দৈন্যদ্বারা আক্রান্ত শ্রীরাধা মাটিতে পড়ে চোখ বুজে অবস্থান করছেন। সখীগণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, হে রাধা, ধৈর্য ধর। এখনই কৃষ্ণ আসবেন, তুমি তাঁকে আলিঙ্গন করিও। এই সখীগণের প্রতি শ্রীরাধা নৈরাশ্যপূর্ণ যে প্রলাপ বললেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — 'আভ্যাম্' ইত্যাদি । (রাধিকার উক্তি) শ্রীকৃষ্ণ এলেও আমি যে তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারব, সে শক্তি আমার নাই — আমি ভুজচালনে অসমর্থ, বাহুদ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করা দূরে থাক, আমি নয়নদ্বারাও তাঁকে দেখতে পাব না। অতএব কিশোরশেখর কৃষ্ণের দর্শন আমার দৈবসামগ্রী (ভাগ্যরূপ সামগ্রী)। এই রকম ভাগ্যরূপ দর্শন সাধন দূরে থাক, হায়! আমি আর নয়ন ভরে তাঁকে দেখতে পাব না। 'হন্ত' শব্দ বিষাদজ্ঞাপক। বিষাদের কারণ হল — অম্বুজাক্ষ কিশোরকে দুই চোখ দিয়ে দর্শন করা দূরে থাক্, একটি নেত্রেই অর্থাৎ তার ভাবোদ্গারী বামচোখের কোনায়ও যদি দেখতে পেতাম, তা হলেও এ জীবন

নাস্তীত্যাহ — দ্বাভ্যামপি। নন্বধুনৈব দ্রক্ষ্যসি, কিমিতি খিদ্যসে, ইত্যত্র নেত্রোন্মীলনে প্রয়তমানা তদশক্ত্যাহ — আভ্যাম্। স চেদাগচ্ছেদাগচ্ছতু নাম; মম পুনরাভ্যাং তদ্দর্শনং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াম্ — তয়া সহ বিলসন্তং তম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।।৪৩।।

ধন্য হত। এমন কি, সাধারণভাবে দু চোখ দিয়ে দেখবার ভাগ্যও নাই; কিন্তু তোমরা ও অন্য সকলে তাঁকে যেমন দেখ সে সৌভাগ্য আমার আর হবে না। তোমরা বলতে পার, এখনি কৃষ্ণ আসবেন, তখন দেখো, কি জন্য খেদ করছ। কিন্তু সখি! আমি চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারছি না। তিনি যদি এখন আগমন করেন — আসিলেই বা কি? আমি ত আর তাঁকে দু চোখ ভরে দেখতে পারব না — সে সৌভাগ্য আমার নাই।

স্বান্তর্দশার অর্থ — শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার আর হবে না। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৪৩।।

যদুনন্দন —

সখী কৃষ্ণের যদি এথা, আগমন[১] হয় সর্ব্বথা,[১]
আইলে না যাবে মোর দুঃখ ।
বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহু দূরে,
নয়নের নাহি হবে সুখ।।
কিশোরশেখর রাজ, আঁখি[২] আলিঙ্গন কাজ
ভাগ্যরূপ দর্শন সাধন।
সেই মোর দূর হৈল, যাতে গ্লানি উপজিল,
মেলিবারে না পারি নয়ন।।
বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে,
বামনেত্র-অন্তে দরশন।
ভাবোদগারী বিলোকন, দূরে রহু সে দর্শন,
প্রায়[৩] না দেখিয়ে[৩] ইতর জন।।
সখীগণ কহে—কেনে খেদ পাও নিজ মনে,
এখনি দেখিবা[৪] শ্যাম রায়।
তাহা শুনি সুনয়নী, যতন করিয়া পুনি,
নিজ নেত্র মেলিবারে চায়।।

মেলিতে না পারি আঁখি, তাতে কহে হয়ে দুঃখী,
যবে আইসে তবে আইস[৫] হরি।
যে দেখিবে সে দেখউ, আমার কি করে জিউ
আঁখি আমি মেলিবারে নারি।।
মনে কৃষ্ণ-সুখ-স্ফূর্তি হৈতে বাড়ি গেল আর্তি,
বিষাদ- ঔৎসুক্য-ভাবে দোলে।
প্রলাপ করিয়া রাই, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'[৬] বলে তাই,
এথা লীলাশুক শ্লোক[৭] বলে।।৪৩।।

পাঠান্তর — ১-১ হয় আগমন কথা (ক) ২ আছু(ক); আয়ু (খ) ৩-৩ নহে দেখি প্রায় (ক, খ) ৪ নিরিখ (ক, খ) ৫ আসুক (ক, খ) ৬ প্রতি (ক, খ) ৭ কথা (ক, খ)।

অশ্রান্তস্মিতমরুণারুণধরোষ্ঠং
হর্ষার্দ্রদ্বিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতম্।
বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্ধমুগ্ধং
বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজং কদা নু।।৪৪।।

অন্বয় -- অশ্রান্তস্মিতং...... মুগ্ধং তব বদনাম্বুজং কদা বীক্ষিষ্যে।।৪৪।।

অন্বয় অনুবাদ- কবে আমি তোমার সদা মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত অরুণ অধর ওষ্ঠসমন্বিত, আনন্দস্নিগ্ধ, মনোহর বেণুগীতে দ্বিগুণ মনোহর, বিভ্রমশালী, অর্ধবিকশিত ভাবে সুন্দর বিপুল নয়নযুক্ত বদনকমল দেখতে পাব?।।৪৪।।

অনুবাদ— হে কৃষ্ণ, সর্বদা মৃদুহাস্যে উদ্ভাষিত অরুণবর্ণ অধর-ওষ্ঠ, আনন্দে আর্দ্র অত্যন্ত মনোজ্ঞ বেণুগীত, বিভ্রমশালী (ঘূর্ণায়মান) অর্ধবিকশিত বিপুল নয়নযুগলের অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা মনোহর তোমার মুখপদ্ম কবে আমি দেখতে পাব?।।৪৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

পুনঃ স্বপ্রেরকতচ্ছ্রীমুখস্ফূর্ত্যা বিষাদৌৎসুক্যাভ্যাং, 'জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশা শতজন্মভিঃ স্যাদি'তিবৎ, 'ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে' ইতিবচ্চ তং প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — নু ভো শ্রীকৃষ্ণ তব বদনাম্বুজমত্র জন্মনি ন দৃষ্টমেব, কদাপি জন্মান্তরেঽপি বীক্ষিষ্যে।। কীদৃশম্? অশ্রান্তং সততং স্মিতং যস্মিন্। ঈষৎ স্মিতং বা। অরুণারুণৌ অরুণাদপ্যরুণৌ গ্লানিতমোঘ্নাবধরোষ্ঠৌ যস্মিন্। মৎপ্রেরণহর্ষেণার্দ্রম্, অতো

টীকার অনুবাদ -- পুনরায় স্বীয় প্রেরকের (যিনি কুঞ্জে প্রেরণ করেন) শ্রীমুখ অন্তরে স্ফূর্তি হলে বিষাদ ও অতিষ্ঠতাবশত শ্রীরাধা বললেন "জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশা শতজন্মভিঃ স্যাৎ" (ভাগবত ১০।৫২।৪৩)। 'আমি যদি তোমার কৃপা লাভ না করি, তবে ব্রত-উপবাসাদি দ্বারা কৃশ হয়ে প্রাণত্যাগ করতে করতে শত জন্মেও যেন তোমাকে পাই।' আরও বললেন, (ভাগবত ১০।২৯।৩৫) 'হে সখা! ধ্যানের দ্বারা আমরা তোমার পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হব।' এই রূপ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকার প্রলাপ এবং এই প্রলাপের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — 'অশ্রান্ত' ইত্যাদি। রাধিকা বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বদনকমল দর্শন এজন্মে আর হবে না, কোনও জন্মে যেন দর্শনের ভাগ্য হয়। তাঁর বদন কমল কি রকম? সতত মৃদুহাস্যে উদ্ভাষিত বা ঈষৎ হাস্যময় অতিশয় অরুণ রাগে রঞ্জিত অধর ও ওষ্ঠদ্বয়, যা গ্লানি ও অন্ধকার নাশ করে, সেই রকম বদনকমল। আবার আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ করার জন্য যে আনন্দ, সেই আনন্দে সিঞ্চিত

দ্বিগুণমনোজ্ঞং বেণুগীতং যস্মিন্। মৎপ্রেরণার্থং বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনয়োর্যদর্ধং তেন মুগ্ধঞ্চ যৎ। স্বান্তর্দশায়াম্ — পূর্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।।৪৪।।

হওয়ায় দুই গুণ সুন্দর হয়েছে এমন মনোহর বেনুনাদ - মুখরিত। আমাকে কুঞ্জে পাঠাবার জন্য বিভ্রম সহকারে অর্থাৎ এদিক ওদিক ঘূর্ণায়মান বিশাল নয়নযুগলের মোহকারী যে অপাঙ্গদৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ বিভ্রমশালী অর্ধবিকশিত সুন্দর বিপুল নয়নদুটি, ভাবিনীগণের মনোমোহনরাগে মুগ্ধ, সেই বদনকমল কবে দেখব?

স্বান্তর্দশা — আগের মতন। বাহ্যার্থ স্পষ্ট।।৪৪।।

যদুনন্দন —

কৃষ্ণচন্দ্র!
শুন আমি কহি যে নিবন্ধ।
তোমার মুখাব্জ-শোভা, মোর নেত্রভৃঙ্গ-লোভা,
এ জন্মে দেখিতে ভেল অন্ধ।। ধ্রুবপদ।।
জন্মান্তরে তপ করি, আপনার ইচ্ছা ভরি,
মুখাব্জ করিব দরশন।
সদা যাতে মন্দহাসি, উপরে অমিয়ারাশি,
সদা ঝরে চন্দ্র জ্যোৎস্নাগণ।।
অরুণ হইতে যাতে, ওষ্ঠাধর অরুণিতে,
গ্লানি অন্ধকারগণ নাশে।
এমন সুন্দর মুখ, অখিল-নয়ন-সুখ,
তবে আমি দেখিব হরিষে।।
আমার প্রেরণ হর্ষে, মৃদুগান যেই বর্ষে,
সেই ত মুরলী তাহে শোহে।
তাহাতে দ্বিগুণ শোভা, কামিনী-অন্তর-লোভা,
বচন বর্ণন[১] তাহে নহে।।
পুনঃ পুনঃ প্রেরণার্থ, বিভ্রম লোচন আর্ত,
অতি দীর্ঘ অতি শোভাময়।
তাহার অর্ধেক[২] ভঙ্গি কামিনীমোহন রঙ্গি,
জন্মান্তরে দেখি[৩] ভাগ্য[৪] হয়।।

শুনি কহে সখীগণ, খেদ কর কি কারণ,
কৃষ্ণ আসি দেখিবে তোমায়।
অতে তুয়া শক্তি হবে, তাহাকে দেখিতে পাবে,
সুখী হবে তুয়া নেত্র তায়।।
এইরূপ সখীবাণী, শুনিতেই সুনয়নী,
তারে পুছে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
লীলাশুক সেই ভাবে, কহিতে লাগিলা তবে,
এক শ্লোক অপূর্ব করিয়া।।৪৪।।

পাঠান্তর -- ১ বর্ণিল (ক, খ) ২ ইঙ্গিত (খ) ৩-৩ দেখিব কি (ক, খ)।

লীলায়তাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাম্।
আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ।।৪৫।।

অন্বয় — কদা কালে কারুণিকঃ কিশোরঃ লীলায়তাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং নীলারুণাভ্যাং অদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাম্ আলোকয়েৎ।।৪৫।।

অন্বয় অনুবাদ — কবে সেই করুণাময় কিশোর তাঁর লীলায়িত রসশীতল নীলারুণ অদ্ভুত বিভ্রমশালী নয়নকমলের দ্বারা আমাকে দেখবেন?।।৪৫।।

অনুবাদ — কবে সেই কারুণিক কিশোর তাঁর লীলায়িত রসশীতল নীল এবং লাল অদ্ভুত বিভ্রমশালী (ঘূর্ণায়মান) নয়নকমল দ্বারা আমাকে অবলোকন করবেন?।।৪৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অতঃ সীদন্ত্যাঃ; অয়ি স এবাগত্য ত্বাং দ্রক্ষ্যতি, তবাপি শক্তির্ভবিষ্যতীতি সখীবাক্যাৎতাঃ সোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — স কিশোরো নয়নাম্বুজাভ্যাং কদা কালে আলোকয়েৎ। মামিতি শেষঃ। ইচ্ছাপ্রকাশনে লিঙ্। কিং বা, ইদানীং ম্রিয়ে কদা বালোকয়েদিতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। সকরুণপ্রেমরসশৃঙ্গাররসযোঃ প্রবাহেন শীতলাভ্যাম্। তথা, তারয়োর্নীলিম্না প্রান্তয়োররুণিম্না চ যুক্তাভ্যাম্। মদিরয়োরিবাদ্ভুতো বিভ্রমো যয়োস্তাভ্যাম্। অতো লীলাপ্রাচুর্যাল্লীলেবাচরতি লীলায়তে, তাভ্যাম্। অপরাধিনীং মাং পশ্যতি চেত্তদা হিত্বা কথং গত ইতি বিমৃশ্য সদৈন্যমাহ — কারুণিকঃ। কৃপয়া সম্ভবেদপি ইতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়ামেতাং — কদালোকয়েদিতি। বাহ্যে, কদা কৃপাবলোকনং করিষ্যতীতি।।৪৫।।

টীকার অনুবাদ — তারপর সখীরা অবসন্ন শ্রীরাধাকে বললেন, 'ওহে রাধা, অবসন্ন হইও না, এখনই তিনি নিজেই এসে দেখা দিবেন, তাঁকে দেখলেই তোমার দেহে শক্তি হবে।' এই সখীবাক্যে শুনে তিনি উৎকণ্ঠার সহিত যা জিজ্ঞাসা করলেন, সেই বচনের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — "লীলায়তাভ্যাম্" ইত্যাদি।

সখি! সেই ভাগ্য কি আমার হবে? সেই কিশোর তাঁর লীলায়িত অদ্ভুত বিভ্রমশালী নয়নমকলের দ্বারা কবে আমাকে দেখবেন? এই উক্তি দ্বারা তিনি আমাকে দেখুন — এই ইচ্ছাপ্রকাশ বুঝাচ্ছে। কিংবা এখনি যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আর কখন তিনি আমায় দেখবেন? ইহা নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি। তাঁর দেখা কি রকম? সকরুণ, প্রেমরস বা শৃঙ্গাররসের প্রবাহে শীতল।

আর ওই নয়নের মধ্যভাগ (তারকাদ্বয়) নীল, আর প্রান্তভাগ লালচে। সেই নয়নযুগলের কি অদ্ভুত বিভ্রম! অর্থাৎ অদ্ভুত বিভ্রমশালী নয়নকমল যেন মদিরের (খঞ্জন পাখির) মত সতত চঞ্চল। এই বিশেষণের দ্বারা নয়নের সুকোমলত্ব, দীর্ঘত্ব ও লীলারসময়ত্ব বুঝান হল। অতএব লীলার প্রাচুর্যতাবশত নয়নযুগল যেন লীলাই আচরণ করছে অর্থাৎ অপরাধিনী আমাকেই দেখছে, যদি তাই হয় তবে আমাকে ছেড়ে দূরে গেলেন কেন? এই বিবেচনা করে শ্রীরাধা দৈন্যের সহিত বললেন — 'করুণিকঃ'। তিনি করুণাময়, করুণা করে দর্শন দিতেও পারেন — কৃপাদ্বারা দর্শন সম্ভব হতেও বা পারে। স্বান্তর্দশায় — কখন তিনি দেখবেন। বাহ্যদশায়, কখন কৃপা অবলম্বন করবেন।।৪৫।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
সেই নব কিশোর-শেখর।
নয়নকমলবরে, কবে নিরীক্ষিবে মোরে
এ দশা দেখিবে সকল।।ধ্রুবপদ।।
এখনি মরিয়ে আমি, কিবা বল সখী তুমি,
কবে বা আসিবে সে দেখিতে।
এরূপ নৈরাশা বাণী, কহি খেদ করে ধনী,
যেবা খেদ কে পারে শুনিতে।।
শৃঙ্গার রসের যেই[১], প্রবাহ বহয়ে সেই,
শীতল নয়নপদ্ম-শোভা।
তাহাতে নীলিমা যার, অন্তে অরুণিমা আর,
পদ্মে নটখঞ্জনের লোভা।।
লীলাতে আয়ত আঁখি, তাহাতে চাপল্য সখি!
কবে তাহে হেরিব আমারে।
মুঞি অপরাধী জনে, দেখিত থাকিত মনে,
তবে ছাড়ি কেনে গেলা দূরে।।
এত কহি বিমর্ষিয়া, কহে যে আছয়ে হিয়া,
দেখিতেহ পারে আসি মোরে।
সহজে করুণাময়, কৃপাতে বা দেখা হয়,
মোর ভাগ্য না জানি কি করে।।

কহিতেই মূর্চ্ছা হৈলা, সখীরা সম্ভ্রম পাইলা,
কহে সখী দেখ আগে তারে।
আইলা কিশোর রায়, গজগতি সুলীলায়,
আঁখি মেল কেনে আর ভোরে।।
সখীর আশ্বাস শুনি, সম্ভ্রমে পাইলা ধনী,
যত্নে নেত্র মেলিয়া উঠিলা।
সর্ব্ব দিশা দেখি পুনি[২] , নাহি দেখে ব্রজমণি,
সখীগণে কহিতে লাগিলা।।৪৫।।

পাঠান্তর — ১ এই (ক, খ) ২ ধনী (ক, খ)

বহলচিকুরভারং বদ্ধপিচ্ছাবতংসং
চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরোষ্ঠম্।
মধুরমৃদুলহাসং মন্দরোদারলীলং
মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেষং মুরারেঃ।।৪৬।।

অন্বয় -- মুরারেঃ বহলচিকুরভারং বদ্ধপিচ্ছাবতংসং চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরোষ্ঠং মধুরমৃদুলহাসং মন্দরোদারলীলং মুগ্ধবেষং মে নয়নং মৃগয়তি।।৪৬।।

অন্বয় অনুবাদ — যে মুরারির দীর্ঘ কেশপাশ, ময়ূরপুচ্ছশোভিতমস্তকভূষণ, অতি চপল দৃষ্টি, চারু অধরোষ্ঠ ও মৃদুমধুর হাস্য, যাঁর মন্দার পর্বতের ন্যায় লীলাবিলাস ও মোহন বেশ, তাঁকেই আমার নয়ন খুঁজে বেড়াচ্ছে।।৪৬।।

অনুবাদ — যাঁর লম্বা চুল চূড়াকারে বদ্ধ, শিখিপুচ্ছশোভিত যাঁর মস্তকভূষণ, অতি চপল নেত্রযুগল, বিম্ব (তেলাকুচ) ফলের মত সুন্দর (লাল) অধরোষ্ঠ, মধুর মৃদুহাস্য, মন্দার পর্বতের মত যাঁর উদার লীলাবিলাস, সেই মুরারির মুগ্ধবেশ দেখবার জন্য আমার নয়ন অন্বেষণ করছে।।৪৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ পুনর্মূর্ছিত্যাঃ, সখি, উত্তিষ্ঠ পশ্যায়মাগতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি সখীনামাশ্বাসনৈঃ সসম্ভ্রমং নেত্রে উন্মীল্যোত্থায় দিশোঽবলোকয়ন্ত্যাস্তমপ্রেক্ষ্য তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ,— হে সখ্যঃ! মুরা কুৎসা তদরেঃ। পরমসুন্দরস্যেত্যর্থঃ। মুগ্ধং বেষং মে নয়নং মৃগয়তি। শীঘ্রং দর্শয়তেতি ভাবঃ। কীদৃশম্? বহলঃ স্নিগ্ধনিবিড়শ্চিকুরভারো

টীকার অনুবাদ -- পুনরায় শ্রীরাধিকা মূর্ছিতা হলে সখীগণ বললেন, 'ওহে রাধে! উঠ এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন।' সখীদের আশ্বাসবাক্যে তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্বক চক্ষু উন্মীলন করে চারিদিক চেয়ে দেখলেন; কিন্তু কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন না। তখন সখীদের প্রতি যে প্রলাপ বললেন, সেই বচনের পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন— 'বহলঃ' ইত্যাদি । (শ্রীরাধিকার উক্তি) মুরা শব্দের অর্থ কুৎসা, যিনি তার অরি, তিনি মুরারি। অর্থাৎ পরম সুন্দর। তাঁকে দেখবার জন্য আমার চোখ তৃষিত হয়ে আছে। সেই পরমসুন্দর মুরারির মনোহর বেশ দর্শন করাও! তিনি কেমন? তাঁর শিখিপুচ্ছ নির্মিত অবতংস (মুকুট), স্নিগ্ধ নিবিড় নীলবর্ণ চিকুরভার চূড়াকারে বদ্ধ, পুটি মাছ থেকেও চঞ্চল নেত্রযুগল। (চপল শব্দের প্রতিশব্দ হল পারদ, মাছ— বিশ্বকোশে। মাছের চোখ অতি চঞ্চল বলে কবি প্রসিদ্ধি আছে)। তেলাকুচ ফলের ন্যায় সুন্দর অধর-ওষ্ঠদ্বয়, মধুর মৃদুলহাস্যযুক্ত তাঁর মুখ। ইহার দ্বারা মুরারির বেশের গাম্ভীর্য ও লীলায় সকলের চিত্ত-ক্ষোভকত্ব কথিত হল । তিনি মন্দার পর্বতের ন্যায়

যস্মিন্। তত্রৈব বদ্ধঃ পিচ্ছাবতংসো যস্য। চপলান্মীনাদপি চপলে নেত্রে যস্মিন্। 'চপলঃ পারদে মীনে' ইতি বিশ্বাৎ। চারুবিম্বাধরোষ্ঠৌ যত্র। মধুরো মৃদুলশ্চ হাসো যত্র। বেষস্য গাম্ভীর্যং ক্ষোভকত্বং চাহ,— মন্দারাদ্রেরিবোদারা মহতী লীলা যস্য। তেন যথা দুগ্ধাব্ধিং সংক্ষোভ্য রত্নাদিকং হৃতং তথা তেনাস্মাকং হৃদয়ং সংক্ষোভ্য ধৈর্যাদিকম্। অতো মহাক্ষোভকমিতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াম্ — তৎসঙ্গমমধুরবেষম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।।৪৬।।

উদার মহান লীলাবিশিষ্ট। মন্দার পর্বত যেমন ক্ষীরসমুদ্রকে সংক্ষুব্ধ করে রত্ন ও অমৃতাদি আহরণ করেছে, সেই রকম ইনিও আমাদের হৃদয়কে ক্ষোভিত করে লজ্জা-ধৈর্যাদি রত্ন অপহরণ করেছেন। অতএব তাঁর কান্তি, বেশ, ও লীলাদি মহাক্ষোভকারী।

স্বান্তর্দশায় — তাঁর বেশ দেখার জন্য ও তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য আমার মন চাইছে। বাহ্য দশার অর্থ অনুবাদেই স্পষ্ট হয়েছে।।৪৬।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
মুরারির মোহন বেশ।
দর্শন লাগিয়া মোর, অন্বেষয়ে দিঠি ঘোর,
তৎকাল দেখাও নাগরেশ।। ধ্রুবপদ।।
ঘন স্নিগ্ধ কেশ ভার, পিঞ্ছ অবতংস আর,
নবাম্বুদে যেন ইন্দ্রধনু।
চঞ্চল[১] নয়ন ঘোর, অতি দীর্ঘ শ্রুতি কোর,
সফরী মীনের গতি জনু।।[১]
তাতে ওষ্ঠ বিম্বাধর, মৃদু হাস্য মধুচোর,
গাম্ভীর্য ক্ষোভক লীলাগণে।
মন্দর পর্বত যেন, স্নিগ্ধ সিন্ধু সুমহন,
করিয়া হরিলা রত্নধনে।।
হৃদয় গম্ভীর তেন, মথয়ে আমারে যেন,
কৃষ্ণলীলা বেশ[২] সুমন্দর[২]।
ধৈর্যরত্ন[৩] হরি লয়ে, শুন শুন সখি ! অয়ে,
দরশাও দেখি সে সুন্দর।।[৩]
সখী কহে আইলা হরি, তোহে পরিহাস করি,
কোন কুঞ্জে লুকাইয়া রহে।

চল তাহে অন্বেষিয়া, সেইখানে বিলোকিয়া,
শুনি ধনী সখী-সনে যায়ে।।
তুলসী মালতী জাতি, মাধবী মল্লিকা যূথী,
লতা তরু পশু পক্ষী স্থানে।
কৃষ্ণ কথা প্রশ্ন করে, তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে,
প্রলাপিয়া করে নির্ধারণে।।৪৬।।

পাঠান্তর-- ১-১ চপল তাহার মন, নেত্র দুই অনুক্ষণ, তাতে নৃত্য করয়ে ভ্রূধনু ।। ২-২ সুবেশ সুন্দর (ক) ৩-৩ তাতে মুরলীর তান, ডাকিয়া করায় পান, বংশীগান অতি সুমধুর।। (ক)

বহলজলদচ্ছায়াচৌরং বিলাসভরালসং
মদশিখিশিখালীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাম্বুজম্।
কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগন্
মধুরিমপরীপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে।। ৪৭।।

অন্বয় — বয়ং বহলজলদচ্ছায়াচৌরং বিলাসভরালসং মদশিখিশিখালীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাম্বুজং কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগৎ মধুরিম পরীপাকোদ্রেকং কমপি মৃগয়ামহে।।৪৭।।

অন্বয় অনুবাদ — ঘনমেঘের কান্তিহরণকারী; বিলাসভরে অতি ধীর, মদমত্তময়ূরপুচ্ছের চূড়াধারী, মনোহর মুখকমলযুক্ত স্বয়ং লক্ষীর কটাক্ষে জড়বৎ নিখিল জগতের মাধুর্যের উদ্রিক্ত পরিপক্ক ভাবস্বরূপ কোন এক বস্তুকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।।৪৭।।

অনুবাদ — যাঁর অঙ্গের কান্তি ঘনমেঘের শোভাকে হরণ করেছে, যিনি প্রেমবিলাসলীলায় অলস, মদমত্তশিখিপুচ্ছ যাঁর শিরোভূষণ, যাঁর মনোজ্ঞ মুখকমল, কমলার অপাঙ্গ চাহনিতে যিনি জড়বৎ স্তম্ভিত, নিখিল জগতের মধুরিমার পরিপাক স্বরূপ যাঁর মাধুর্য, এইরূপ কোন এক বস্তুকে আমরা অন্বেষণ করছি।।৪৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

নন্বাগতোঽয়ং ত্বাং পরিহসন্ ক্বাপি কুঞ্জে নিলীনস্তিষ্ঠতি, তদাগচ্ছ তমন্বিষ্য পশ্যামি ইতি সখীনাং গিরা তাভিস্তমন্বিষ্য ভ্রমন্ত্যাঃ; 'ক্বচিত্তুলসি', 'অপ্যেণপত্নীত্যাদিবৎ'

টীকার অনুবাদ -- সখীগণ বললেন, "হে রাধা! এই দেখ কৃষ্ণ এসেছেন, তোমাকে পরিহাস করার জন্য কুঞ্জ মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রয়েছেন, এস সেখানে গিয়ে আমরা তাঁকে দর্শন করি।" সখীদের এই কথা শুনে শ্রীরাধা সখীগণের সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগলেন! ইহা ভাগবতে (১০।৩০।৭-১১) বর্ণিত লীলার ন্যায়। যথা "হে কল্যাণি তুলসি! যিনি ভ্রমরকুলের সঙ্গে তোমাকে ধারণ করেন, তোমার সেই অতি প্রিয়তম কৃষ্ণকে তুমি দেখেছ কি?" "সখি হরিণি! কৃষ্ণ স্বকীয় সুন্দর মুখকমল দ্বারা তোমাদের নয়ন তৃপ্ত করতে করতে প্রিয়ার সহিত এখানে এসেছিলেন কি?" এই ভাবে স্থাবর জঙ্গম (গাছপালা এবং জীবজন্তু) সকলকেই কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে তাঁরা অনুসন্ধান করতে লাগলেন! রাসরজনীর বিরহিণী গোপীদের উদ্ঘাটিত প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরাদির পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন —'বহল' ইত্যাদি।

স্থিরচরান্ পৃচ্ছন্ত্যাস্তেষাং প্রশ্নমুট্টঙ্ক্য তান্ প্রতি প্রত্যুত্তরন্ত্যো বচোঽনুবদন্নাহ — ননু কিমর্থমুন্মত্তা ইব রাত্রৌ ভ্রমথ। তত্র সাবহিত্থমাহ — যস্য নামাপি চৌরত্বাদগ্রাহ্যং তং কমপি বয়ং মৃগয়ামহে। স জ্ঞায়ত এব, দৃষ্টশ্চেৎ কথ্যতাম্। আং শঠোঽয়ং ক্বাপি কয়াপি গোপ্যা রমমাণস্তিষ্ঠতি, তদন্বেষণং তু লাঘবায়ৈব, তন্নিবর্ত্তধ্বম্। তত্র সগর্বসাবহেলমাহ — কমলেতি। লক্ষ্ম্যা অপাঙ্গস্য য উদগ্রঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ং তদ্বশমপি। কিমুতাস্মদ্‌গোপ্যা রমমাণম্। ততোঽস্মন্মনোরত্নং হৃত্বা গতোঽয়ম্। তদেব প্রার্থ্যং কিং নস্তেনেতি ভাবঃ। ননু সদ্ধর্মশীলে কথং চৌরাপবাদং দত্থ, তত্র সহাসশিরোধূননমাহ — বহলেতি। বজ্রেন্দ্রধনুরাদিযুক্তনিবিড়জলদানামপি কান্তিশ্চৌরং, কিমুতাবলানাং নো মনোরত্নমিতি ভাবঃ। তথা, — মধ্বিতি। মধুরিম্ণাং পরীপাকো যেষু তে মধুরিমপরীপাকাঃ স্মরেন্দুপদ্মহংসমৃগমীনপল্লবাদ্যাস্তেষামুদ্‌গতো রেকঃ শঙ্কা যস্মাত্তম্। তেষামপি মাধুর্যাণাং চৌরমিত্যর্থঃ। 'মধুরং রসবৎ স্বাদু প্রিয়েষু' ইতি বিশ্বঃ। 'রেকো বিবেকে শঙ্কায়াং রেকঃ স্যাদধমেঽপি চেতি' বিশ্বঃ। নন্বেবং, চেদ্দূরে স্থাস্যতি

সেই সমস্ত বিরহিণী গোপীকে বনে বনে ভ্রমণ করতে দেখে বৃন্দাবনের তরুলতাসকল যেন প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এই গভীর রজনীতে কি জন্য বনে বনে উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণ করছ? এর উত্তরে অবহিত্থার সহিত (অন্তরের ভাব গোপন করে) গোপীগণ বললেন, " যার নাম চোর, (চোর বলে) তার নাম করব না। সেই কোনও এক চোরকে আমরা খুঁজছি, তাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। সে তোমাদের অজানা বা অচেনা নয়। তাকে যদি দেখে থাক, তা হলে বলে দাও। তারা যেন বলল, " তোমরা যাঁকে চোর বা শঠ বলছ, তিনি হয়ত কোথাও কোন কুঞ্জে গোপীসহ রমণে বিভোর হয়ে সেখানে আছেন; সুতরাং এখন তাঁর অন্বেষণে তোমাদের মানের লাঘবই হবে, সুতরাং অন্বেষণ থেকে নিবৃত্ত হওয়া ভাল।" এই কথা শুনে গোপীগণ সগর্বে অবহেলার সহিত বললেন — 'কমলা' ইত্যাদি। সে কথা আমরা জানি, সে হয়ত কমলার কটাক্ষে বিভোর হয়ে কোথাও অবস্থান করছে। কমলা-লক্ষ্মী, (এখানে কমলা অর্থে রাধা) তাঁর নেত্রান্তের অগ্রভাগের সঙ্গে প্রসঙ্গ (অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সঙ্গ) হওয়াতে জড়, অর্থাৎ তাঁর বশীভূত। অতএব আমাদের মত সামান্য গোপীদের সহিত বিহার করবেন কিরূপে? বিশেষত সে চোর, আমাদের মনোরত্ন চুরি করে পালিয়েছে, তা উদ্ধার করবার নিমিত্তই আমরা তাঁর অন্বেষণ করছি, তা না হলে তাঁর সঙ্গে আর আমাদের কি কাজ আছে? পুনরায় তরুরাজি যদি বলে, তোমরা সুশীল এবং শ্রীকৃষ্ণ সদ্ধর্মশীল, কি জন্য তাঁকে চোর অপবাদ দিচ্ছ? উত্তরে গোপীগণ মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন — 'বহল' ইত্যাদি। তাঁর গুণের কথা বলি শুন, বজ্র, ইন্দ্রধনুরাদি ঘনমেঘমালার যে কান্তি, সেই কান্তি তিনি চুরি করেছেন। তিনি যে আমাদের মত অবলার মনোরত্ন চুরি করবেন,

কথং দ্রক্ষ্যথ, তত্রাহ — মদেতি। পিঞ্ছমুকুটাদ্দূরতোঽপি দৃশ্যো ভবেদিতি ভাবঃ। ননু ততোঽপি ধাবিত্বাপসরিষ্যতি, তত্রাহ — বিলাসেতি । তদতিশয়জালসেন শীঘ্রং গন্তুমপ্যশক্তমিতি ভাবঃ। ননু ঘনতমসি কুঞ্জে নিলীয় স্থাস্যতি, তত্রাহ, — মনোজ্ঞেতি। কোটিচন্দ্রবন্মনোজ্ঞং মুখাম্বুজং যস্য। তৎ কান্তিপূরেণৈব দৃশ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু প্রাতর্ব্রজ এব তং লপ্স্যধ্বে, তদৈবাত্মধনং গ্রাহ্যং, সবলোঽসৌ রাত্রৌ কদাচিদ্দেহমপি বশ্চোরয়েৎ, তন্নিবর্তধ্বম্, তত্র আত্মানমনুক্ত্বা ভঙ্গ্যাহ — কমলানাং বরস্ত্রীণামাসাম-পাঙ্গস্যোদগ্রো যঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ম্। কিমপি কর্তুমসমর্থমিত্যর্থঃ। 'কমলা শ্রীবরস্ত্রিয়ো'রিতি বিশ্বঃ। স্বান্তর্দশায়াম্ — স্বসমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। হে সখ্যঃ ! আগচ্ছত, যেনোন্মাদিতেয়ং তমন্বেষয়ামঃ । ননু কথং রাত্রৌ লপ্স্যামহে, তত্রাহ পঞ্চভির্বিশেষণৈঃ। ননু প্রাপ্তেঽপি কথমায়াস্যতি, তত্রাহ — কমলা শ্রীরাধা, অস্যা অপাঙ্গপ্রসঙ্গেন তৎ প্রস্তাবেন জড়ং তদ্বশচিত্তম্। শ্রুত্বৈবৈষ্যতীত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৪৭।।

তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু কন্দর্প, চাঁদ, পদ্ম, হংস, মৃগ, মীন ও পল্লবাদি সকলের মধুরিমার পরিপাক স্বরূপ হওয়ার ফলে এদের শঙ্কার কারণ হয়েছেন তিনি, যেহেতু তিনি ওদের প্রত্যেকের মাধুরী চুরি করে নিজস্ব মধুরিমার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। মধু শব্দের প্রতিশব্দ সরবৎ, স্বাদু, প্রিয় — ইতি বিশ্বকোশ। 'রেকো' শব্দের অর্থ শঙ্কা, বিবেক, সংশয়, নীচ, অধম — বিশ্বকোশ। অতএব তিনি চোরদের মধ্যে চূড়ামণি, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। পুনরায় তাঁরা যদি বলে, ভাল, বুঝলাম; কিন্তু তিনি যদি এমনই প্রসিদ্ধ চোর, তাহা হলে ত দূরেই অবস্থান করবেন, তাঁকে দেখবে কি করে? তাতে বললেন — 'মদ' ইত্যাদি। তিনি মদমত্ত ময়ূরপুচ্ছের মুকুটধারী, সুতরাং দূর থেকে আমরা তাঁকে দেখতে পাব। পুনরায় যদি প্রশ্ন করে, দেখতে পেলেও তাঁকে ধরবে কি ভাবে? তাতে বললেন — 'বিলাস' ইত্যাদি। অতিশয় বিলাসভরে তাঁর অঙ্গ অবশ, তাঁর আর শীঘ্র পালাবার ক্ষমতা নাই — দ্রুতগমনে অক্ষম। পুনরায় যদি প্রশ্ন হয়, নিজেকে গোপন করবার নিমিত্ত তিনি যদি ঘনতিমিরাচ্ছন্ন কোন কুঞ্জে আত্মগোপন করেন? উত্তরে বললেন — 'মনোজ্ঞ' ইত্যাদি। তাঁর মুখের কান্তি কোটিচন্দ্রবৎ উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ; সুতরাং তিমিরাচ্ছন্ন কুঞ্জে আত্মগোপন করলেও আমরা তাঁকে খুজে বার করব। অথবা লতা ইত্যাদিরা যদি বলে, আগামী কাল সকালে ব্রজেই তাঁকে দেখতে পাবে, তখন তাঁর থেকে চুরি করা রত্ন অনায়াসে উদ্ধার করতে পারবে: এই গভীর রাত্রিতে তাঁর অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? বিশেষত তিনি সবল, এই রাত্রিতে হয়ত তোমাদের দেহ চুরি করিতে পারেন। যেহেতু তোমরা অবলা:

সুতরাং তাঁর অন্বেষণ থেকে নিবৃত্ত হও। পূর্বে (কমলা অর্থে বরস্ত্রী বুঝায় — বিশ্বকোশ) কমলার (বরস্ত্রী শ্রীরাধার) নেত্রান্তের অগ্রভাগের প্রসঙ্গে বা প্রকৃষ্ট সঙ্গ হওয়াতে তিনি জড়বৎ অবস্থান করেন — নিজের দেহভার নিজে বহন করতেই অসমর্থ; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর হলেও তিনি কিছু করতে পারবেন না, ইহাই অন্তর্দশার অর্থ। ব্যহ্যার্থ স্পষ্ট।।৪৭।।

যদুনন্দন —

তরুলতা কহে যেন, তোমার উন্মাদ হেন,
রাত্রে কেন ভ্রমিয়া বেড়াও।
আকার গোপন করি, তারে কহে সুনাগরী,
শুন[১] সবে একমন হও।।[১]
নাম[২] লৈতে নারি তার, নাম চৌরপ্রায় যার,
তারে সবে করে অন্বেষণ।
তোমরাও জান তারে, দেখি থাক কহ আরে,
তাতে কিছু আছে প্রয়োজন।।[২]
তারা যেন কহে তারে, তেঁহ মহাশঠবরে,
কোন কুঞ্জে কোন গোপী লৈয়া।
রমণ করয়ে সুখে, অন্বেষ[৩] লাঘব[৩] তাকে,
থাক মনে নিবৃত্তি হইয়া।।
এত উট্টঙ্কিতে মনে, কহে গর্ব- ভাব-সনে,
লক্ষ্ম্যাপাঙ্গ-নামে তেঁহ জড়।
সে লক্ষ্মীর সেব্য হয়ে[৪], মোর গোপী সঙ্গে কাহে,
রমণ করিবে সে চপল।।
তার সঙ্গে মো সবার, কি বা কাজ আছে আর,
মনরত্ন যে চুরি করিলা।
তাহা লব তাহা স্থানে, এ লাগিয়া অন্বেষণে,
ফিরি সবে হৈয়া সখী মেলা।।
তবে যদি বল হেন, স্বধর্মশীলেরে কেন,
চৌর্য অপবাদ দেও সবে।
তার কথা শুন কহি, সত্য[৫] যেন বাক্য এহি।
মো সবার চিত্ত অনুভাবে।।[১]

বজ্র ইন্দ্রধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি,
হেন যে নিবিড় জলধর।
তার কান্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা মোরা,
মনোরত্ন হরিতে কি ডর।।
আর শুন মধুরিমা, পরিপাক মনোরমা,
চন্দ্র-পদ্ম-হংস[১]-মৃগ-কাম।
পল্লবাদ্য শঙ্কা করে, এসবার মাধুরী হরে,
তেঁই চোর-চক্রবর্তী নাম।।
বৃক্ষলতা কহে যেন, যদি তেঁহ চৌর হেন,
তবে তেঁহ আছে দূর স্থানে।
লাগ পাব কোথা তার, কিবা অন্বেষহ আর,
ধৈর্য ধরি থাক নিজমনে।।
পুনঃ কহে সুনাগরী, তেঁহ শিখিপিচ্ছধারী,
দূরে হৈতে দেখা পাব তার।
লতাগণ কহে তবে, ধাঞা পালাইব যবে
তবে কৈছে লাগ পাব তার।।
লতা কহে অতিশয়, বিলাসে অলস গায়,
চলিতেই শক্তি নাহি ধরে।
লতা কহে ঘনকুঞ্জে, রহিব তিমির পুঞ্জে,
নিজ তনু গোপন আকারে।।
রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটি চন্দ্র জিনি কান্তি,
হেন মুখপদ্ম শোভা যার।
সেই কান্তিগণ তারে, দেখাইবে অন্ধকারে,
ইহাতে সন্দেহ নাহি আর।।
কিংবা যেন লতা বোলে, কালি প্রাতে ব্রজস্থলে,
লাগ পাবে লৈও নিজধন।
রাত্রিক্যালে তেঁহ ফিরি, দেহ পাছে করে চুরি,
তেঞি কহি হও নিবর্তন।।
রাই কহে বর নারী, অপাঙ্গে প্রসঙ্গ ডারি,

জড়প্রায় তনু মন হয়।
তেঞি আমা সবাকারে, না[৮] করিতে পারে আরে[৮],
নিজরত্ন লইব হেলায়।।
উন্মাদ দশায় ধনী, ভ্রমে কহে কত বাণী,
এই কালে কৃষ্ণের সমীপে।
স্ফূর্তে দেখে আইলা হরি, পুনঃ স্ফূর্ত্যে নাহি হেরি,
তাতে ধনী বৈকল্য বিলাপে।।
সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে,
এখনি না দেখিলা তাহারে।
সখীর আশ্বাস শুনি, তা সবাকে কহে ধনী,
প্রলাপ-বচন সুকাতরে।। ৪৭।।

পাঠান্তর — ১ -১ দেখি থাক এবে কিছু কও (ক) ২-২ ক পুঁথিতে নাই ৩-৩ অন্বেষহ যাএগ্র (ক, খ) ৬-৬ .... , মাথা তুলি কহে রাই , সহাস্য বিভ্রম অনুভবে।। (ক, খ) ৭ ত্রিনি (ক) ৮-৮ সহিতে বা কেবা পারে (ক)

পরামৃশ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধূ-
দৃশা দৃশ্যং শশ্বৎ ত্রিভুবনমনোহারিবদনম্।
অনামৃশ্যং বাচমনিশমুদয়ানামপি কদা
দরীদৃশ্যে দেবং দরদলিতনীলোৎপলরুচিম্।।৪৮।।

অন্বয় -- মুনীনাং পথি দূরে পরামৃশ্যং ব্রজবধূদৃশা পথি দৃশ্যং শশ্বৎ ত্রিভুবনমনোহারিবদনম্ অনিশমুদয়ানামপি বাচাম্ অনামৃশ্যং দরদলিতনীলোৎপলরুচিং দেবং কদা দরীদৃশ্যে?।।৪৮।।

অন্বয় অনুবাদ — যিনি মুনিদের ধ্যানপথে দূরস্থ, অথচ ব্রজবধূদের পথেই সাক্ষাৎ দর্শনীয় বস্তু, নিখিল ত্রিভুবনের মনোহরণকারী, মুনিদের ও যোগীদের বাক্যের অতীত, ঈষৎস্ফুট নীলকমলসদৃশ, সেই দেবকে কবে বার বার দেখতে পাব?।।৪৮।।

অনুবাদ — যিনি মুনিদের ধ্যানপথে দূরস্থ; কিন্তু ব্রজবধূদের চোখে দৃশ্যমান যাঁর মুখের সৌন্দর্য ত্রিভুবনমনোহারী, যিনি মুনিদের বাক্যাতীত, যিনি ঈষৎ বিকশিত নীলকমলের মতন সৌন্দর্যবিশিষ্ট, সেই দেবকে কখন বার বার দেখতে পাব? ।।৪৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ ক্বচিৎ কুঞ্জাভ্যর্ণে স্ফূর্ত্যা তং দৃষ্ট্বা পুনরস্ফূর্ত্যা বিক্লবায়াঃ ত্বয়া দৃষ্টোঽসৌ কিমিতি খিদ্যসে ইত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — হে সখ্যঃ, দেবং ক্রীড়াপরং কৃষ্ণং কদা দরীদৃশ্যে ভৃশং বাঞ্ছাপূর্ত্যা পশ্যামি। তত্র হেতুঃ — দরদলিতেতি ত্রিভুবনেতি চ। অতো মুনিসমুদয়ানাং মহাকবীন্দ্রাণাং ব্যাসাদীনাং বাচাপ্যনামৃশ্যমস্পৃশ্যম্। এতাদৃক্সৌন্দর্যবিশিষ্টতয়া বক্তুমশক্যমিত্যর্থঃ। কিং বা, ননু তবৈবায়ম্, কদাপি দ্রক্ষ্যসি, তত্র, 'অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃগি'তিবৎ তদ্দৌর্লভ্যমাহ — মুনীনাং বাচাপ্যনামৃশ্যম্। নন্বেবং চেৎ ত্বং কথং দিদৃক্ষসে, তত্রাহ—ব্রজেতি। ব্রজবধূনাং যুস্মাকং দৃশা দৃশ্যম্।

টীকার অনুবাদ — উন্মাদ অবস্থায় শ্রীরাধা বনে বনে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে করতে সহসা কোনও কুঞ্জে (স্ফূর্তিতে) তাকে দেখতে পেলেন; কিন্তু পুনরায় স্ফূর্তিতে আর দেখতে পেলেন না। এজন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত খেদ করতে লাগলেন। তা দেখে সখীগণ বললেন, 'হে রাধা! এইমাত্র তুমি তাকে দেখলে, তবে কেন খেদ করছ?' এই প্রকার আশ্বাসদানরত সখীর প্রতি শ্রীরাধার প্রলাপের পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন, 'পরামৃশ্যম্' ইত্যাদি। শ্রীরাধা বললেন, হে সখীগণ, ক্রীড়াপর কৃষ্ণকে আমি কখন ভালভাবে দেখতে পাব? বাঞ্ছাপূর্ণ করে দর্শন করব। তার কারণ, ঈষৎ

তত্রাপি শশ্বন্নিরন্তরম্। অত ইয়ং লালসেত্যর্থঃ। ননু কালে দ্রক্ষ্যসি ইদানিং ব লভ্যোঽসাবত্র, তদুদ্দেশং কথয়ন্ত্যাহ — মুনীতি। মুনিগণাঃ "বিহগাণাঃ বনেঽস্মিন্" হরিমুপাসতে ধৃতমৌনা ইত্যাদিদিশা মুনীনাং তদ্দর্শনেন জাতস্তম্ভমোহাদিতয়া ধৃতমৌনানাং পক্ষিমৃগাণাং পথি পথি পরামৃশ্যম্। তত্রাপি দূরে। দূরাদেবাত্রৈবাস্ত ইত্যনুমেয়ম্। স্বান্তর্দশায়াম্ — সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। দেবমনয়া সহ ক্রীড়ন্তং তং কদা দরীদৃশ্যো পুনঃ সাক্ষাৎপশ্যামি। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে — ভাবশাবল্যোদয়াদাহ — তং কদা দরীদৃশ্যো। তত্র হেতুঃ, দরেতি। পুনঃ সনৈরাশ্যমাহ — পরেতি। সর্বয়ামিত্বেনানুমেয়ম্। পুনর্বিচার্য সলালসমাহ — ব্রজেতি। অতস্তদ্ভাবশালিনা ময়াপি দৃশ্যো ভবেৎ। পুনঃ

বিকশিত নীলকমল সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট বদন ত্রিভুবনের মন হরণ করে; সুতরাং বার বার তাঁকে দর্শন করবার প্রার্থনা স্বাভাবিক, এজন্য মুনিরা তাঁর স্বরূপ বিচার করেন; কিন্তু নির্ধারিণ করিতে পারেন না। ব্যাসাদি শাস্ত্রকারগণও বাক্যের দ্বারা তাঁর স্বরূপ নিশ্চিতরূপে বর্ণনা করতে অসমর্থ। অর্থাৎ এমন সৌন্দর্যবিশিষ্ট কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। কিংবা যদি বল, কৃষ্ণদর্শন এত দুর্লভ হলে কেমন করে তুমি দর্শন করবে? তাতে বলিলেন, "অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্" (ভাগবত ১০।৩১।৪) এই ভাগবতবচন অনুসারে কৃষ্ণ অখিল প্রাণীর অন্তর্যামী বলে তাঁর দর্শন দুর্লভ। এমন কি মুনিদের বাক্যেরও অগোচর। যদি তাঁর দর্শন এই রকম দুর্লভ হয়, তা হলে তুমি কিরূপে তাঁকে দর্শন করবে? তাতে বলিলেন, 'ব্রজবধূদৃশা' ইত্যাদি। ব্রজবধূদের নয়নে সদা দৃশ্যমান — ব্রজবধূগণ কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে সমর্থ, তাও আবার পুনঃ পুনঃ, নিরন্তর। তোমরা ব্রজবধূ, সুতরাং তাঁর দর্শন অবশ্যই পাবে — অতএব এই লালসা। কিংবা যদি বল, যথাকালে দর্শন করিও, এখন দেখে কি লাভ? এখন তাঁর উদ্দেশ্য কি তা বল। তাতে বললেন, "মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন" (ভাগবত ১০।২১।২৪), এই বৃন্দাবনে যে সকল পাখি বাস করে, তাঁরা মুনিজন হবেন। " হরিমুপাসত ধৃতমৌনাঃ (ভাগবত ১০।৩৫।১১)", অর্থাৎ এই পক্ষীগণ মৌনভাব অবলম্বনে হরির উপাসনা করে বা তাঁর নিকট উপবেশন করে। এই উক্তি অনুসারে 'মুনি' বলিতে মৌনী পাখিদের বুঝাচ্ছে। পশুপাখিরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে আনন্দে স্তম্ভমোহাদি ভাববশত মৌনী হলেও পথে পথে কি যেন পরামর্শ করছে, এতে অনুমান হয় যে নিকটেই কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যাবে।

স্বান্তর্দশার অর্থ — স্বীয় সমপর্যায়ের সখীদের প্রতি উক্তি — হে দেব, রাধার সঙ্গে ক্রীড়ারত তোমায় কখন দেখতে পাব? অন্য অর্থগুলি একই।

সনৈরাশ্যমাহ — অনেতি। মুনীনাং বাগগোচরমহং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহো মূর্খোঽস্মি। পুনঃ সোৎকণ্ঠমাহ — ত্রিভুবনেতি। তথা, মুনীনাং দূরেঽনুমেয়ং বাগগোচরঞ্চ ব্রজবধূদৃশা দৃশ্যং নীলোৎপলরুচিমিত্যাশ্চর্যম্।।৪৮।।

বাহ্যার্থ — ভাবের মিশ্রণ হওয়াতে বলা হচ্ছে — তোমায় কখন বার বার দেখতে পাব? সে কেমন? না 'দরীদৃশ্যে' অর্থাৎ ভালভাবে দেখব। আবার হতাশ হয়ে বললেন, 'অনেন' ইত্যাদি। 'অনেন' শব্দে কৃষ্ণ দর্শন যে অতি দুর্লভ, তা কোন দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো যায় না, কারণ তিনি মুনিদেরও বাক্যের অগোচর। এমন দুর্লভ দেবতাকে দেখবার ইচ্ছা করছি, কাজেই আমি নিতান্ত বোকা। আবার উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন — 'ত্রিভুবন' ইত্যাদি, অর্থাৎ ত্রিভুবনের মনোহরণকারী। আবার বললেন — তিনি মুনিদের ধ্যানেরও অগম্য, কারণ তাঁরা কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করেন মাত্র কিন্তু ঠিক ধারণা করতে পারেন না। অথচ কৃষ্ণ ব্রজবালাদের কাছে সাক্ষাৎ দৃশ্যমান। তাঁরা নীলপদ্মের মতন উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট। এটাই আশ্চর্য।।৪৮।।

যদুনন্দন —

সখি হে !
ক্রীড়াবান্ কিশোরশেখর।
বাঞ্ছা[১] ভরি নেহারিমু, পুনঃ পুনঃ সুখ পাইমু,[১]
মুখ ত্রিভুবন-মনোহর।। ধ্রুবপদ।।
নীলোৎপল-দলকান্তি, ঈষৎ বিকাশ ভঁাতি,
তাহা নিজ[২] কান্তি মনোহর।
ব্যাস আদি মুনিগণ, যতেক কবীন্দ্র হন,
বচনের দূর রূপ ধর।।
সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয়[৩] তোরি,
এখনি[৪] দেখিবে চিন্তা নাহি।
দুর্লভ মানিয়া রাই, কহে সখী বুঝ নাই,
মুনি-বাক্যে-অগোচর সেই।।
তবে যদি বল ঐছে, তুমি তা দেখিবে কৈছে,
দেখিতে লালসা কেনে কর।
তবে শুন ব্রজনারী নেত্র-দৃশ্য সদা হরি,
তা লাগি দেখিতে আশা বড়।।

তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সখী,
একে[৫] তার দেখা পাবে[৫] কোথা।
তবে শুন পক্ষগণ, মৌন দেখ অনুক্ষণ [৬],
দূরে পরামৃশি[৭] কহে যথা।।
অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই,
পথে পথে তারা যুক্তি করে।
তাহার দর্শন পাঞা, স্তম্ভ মোহ উপজিয়া,
তাতে তারা সবে মৌন ধরে।।
কহিতেই পূর্বে[৮] যেন, অন্যে অন্যে দরশন,
সে সময়ে স্মৃতি হৈয়া গেল।
তার দরশন লাগি, চিত্ত হৈল অনুরাগি,
উৎকণ্ঠাতে পুছিতে লাগিল।।৪৮।।

পাঠান্তর — ১-১ বাঞ্ছা ভরি আর কব, পুনঃ পুনঃ নেহরব (ক) ; কবে আমি বাঞ্ছা ভরি, পুনঃ নিরখিব হরি (খ) ২ জিতি (ক, খ) ৩ তিহঁ (ক, খ) ৪ কল্যাণ (খ) ৫-৫ এথা তার লাগ পাবা (ক,খ) ৬ কি কারণ (খ) ৭ পরামর্শ (ক,খ) ৮ পুনঃ (ক) ; অপূর্ব (খ)

লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং
নর্মাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তম্।
দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং
দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে।।৪৯।।

অন্বয় — লীলাননাম্বুজম্ অধীরম্ উদীক্ষমানং বেণুবিবরেষু নর্মাণি নিবেশয়ন্তং, দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং দেবং দয়িতং কদা নু ব্যতিলোকয়িষ্যে।।৪৯।।

অন্বয় অনুবাদ — আমি কবে সেই লীলামাখামুখপদ্মবিশিষ্ট রসচাঞ্চল্যে অধীর নেত্রপাতকারী, বেণুগীতে প্রিয়বাক্যপ্রকাশশীল নয়নমনোহর সেই প্রিয় দেবকে দেখতে পাব?।।৪৯।।

অনুবাদ — যিনি লীলাময় মুখকমলবিশিষ্ট, রস-চাঞ্চল্যে অধীর, ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাতকারী, বাঁশির ফুটো দিয়ে গোপন সঙ্কেত যিনি পাঠান, দোলায়িত নয়ন যার, নয়নাভিরাম সেই প্রিয়তম দেবকে কবে আমি দেখতে পাব।।৪৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ পূর্বপ্রেরণকালান্যোন্যদর্শনস্মৃত্যা সোৎকণ্ঠং তাঃ পৃচ্ছন্ত্যা বচোনুঃবদান্নাহ — নু ভোঃ সখ্যস্তং মমৈব দয়িতং দেবং ক্রীড়য়ন্তং কদা ব্যতিলোকয়িষ্যে। স মাং কুঞ্জে প্রেরণার্থং দ্রক্ষ্যত্যহমপি তং তদঙ্গীকারজ্ঞাপনার্থং কদা দ্রক্ষ্যামি। কীদৃশম্? লীলা নানাভাবোদ্‌গারযুক্তনিরক্ষরসঙ্কেতকথনে ভঙ্গী তদ্‌যুক্তমাননাম্বুজং যস্য। অধীরং যথা

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যেমন শ্রীরাধাকে কুঞ্জে প্রেরণকালে নয়নের ইঙ্গিতে সঙ্কেত করতেন এবং শ্রীরাধাও নয়নের ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন, তাতে পরস্পর দেখা হত, এখন সেই স্মৃতি উদয় হওয়ায় তাকে দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা স্বীয় সখীগণকে জিজ্ঞাসা করছেন, সেই বচনের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — 'লীলাননাম্বুজ' ইত্যাদি। শ্রীরাধা সখীগণকে বললেন, হে সখীগণ! ক্রীড়ারত আমার প্রিয়তম দেবকে কখন দেখব? তিনিও আমাকে কখন দেখবেন। এই শ্লোকে 'ব্যতিলোকয়িষ্যে' (ব্যতিরেকেন পশ্যামি) এই ক্রিয়াপদের 'ব্যতি' শব্দ ক্রিয়া বিনিময় অর্থে ব্যবহার করা বুঝায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ করার জন্য দেখবেন এবং আমিও সম্মতি জানাবার জন্য তাঁকে দেখব। 'নু' শব্দ বিতর্কে । সেই দেব কেমন? লীলায় নানা ভাবোদ্‌গারযুক্ত, নিঃশব্দ সঙ্কেত কথনের ভঙ্গিযুক্ত মুখকমলবিশিষ্ট। অধীর চঞ্চল, অর্থাৎ আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ করবার নিমিত্ত 'উদীক্ষমাণ'

তথোদীক্ষমাণমূর্ধ্বনেত্রচালনয়া মাং কুঞ্জে প্রেরয়ন্তম্। অতোঽন্যতজ্জ্ঞানভিয়া দোলায়মানে নয়নে যস্য। তথা, নর্মাণি মৎপ্রেরণসঙ্কেতরূপাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তম্। অতো নয়নাভিরামম্। স্বান্তর্দশায়াম্ — তাং কুঞ্জায় নেতুং মাং সদ্রক্ষ্যত্যহমপি তজ্জ্ঞানার্থং তম্। অন্যৎ সমম্। 'বাহ্যে,— কৃপাবলোকনং তস্য, মমাপি বিস্ময়াবলোকনম্।।৪৯।।

অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিকে নেত্রচালনা করে ইঙ্গিত করেন; কিন্তু এই ইঙ্গিত যাতে অন্যান্য গোপাঙ্গনারা জানতে না পারে, তজ্জন্য দোলায়িত লোচন অর্থাৎ অন্যান্য ব্রজাঙ্গনার ভয়ে ঘূর্ণায়মান নয়নে আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ করেন এবং সেই গোপন সঙ্কেত অর্থাৎ আমার প্রেরণ সঙ্কেতরূপ মনোভাব বেণুর ছিদ্রের ভিতর সন্নিবেশিত করছেন যিনি, সেই নয়নাভিরাম দেবকে আমি কবে দেখতে পাব? স্বান্তর্দশায় — কুঞ্জে নেবার জন্য তিনি আমায় দেখছেন, আর সেই কথা জানবার জন্য আমিও তাঁকে লক্ষ্য করছি। অন্য ব্যাখ্যা সমান। বাহ্যদশায় — তাঁর কৃপাপূর্বক দৃষ্টি, আর আমারও বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি।।৪৯।।

যদুনন্দন —

সখি হে !
আমার দয়িত শ্যামরায়।
সেই ক্রীড়াযুক্ত করে, অন্যে অন্যে হবে,
হেন দিন হবে কি আমার ।। ধ্রুবপদ।।
মোর কুঞ্জে পাঠাবারে, কৃষ্ণ নিরখিবে মোরে,
আমি তাহা অঙ্গীকার কাযে।
জানাবার[১] তরে[১] তারে, হেরিব কি সখী আরে,
কবে রাসমন্ডলীর মাঝে।।
নানারস উদগারি, মুখপদ্ম মনোহারি,
নিরক্ষর[২] সঙ্কেত ভঙ্গি যাতে।
অধৈর্য লোচন তথা, ঊর্ধ্ব চালনে[৩] যে কথা[৩],
কহয়ে সঙ্কেত-কুঞ্জে যাইতে।।
অন্য-গোপাঙ্গনা-ভয়, যেন যে কৌতুকময়,
তাহাতে দোলায়মান আঁখি।
তথা নর্ম বেণু বিন্ধে, সঙ্কেত রূপের বন্ধে,
সঙ্কেতে পাঠায় নর্ম আঁখি[৪]।।

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধনপ্রাণ,
সেই লীলা সর্বরসময়।
কবে অন্যে অন্যে দেখা, হবে সেই প্রেম-লেখা,
কবে হবে মঙ্গল সময়।।
এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য-সমুদ্রে যাই,
সর্বেন্দ্রিয় মন ডুবি রহে।
পুনঃ মোহ উপজিলা, দেখি সব সঙ্গী মেলা,
কহে— সখি পাসরহ তাহে।।
ক্ষণেক বিস্মৃত হৈয়া, সুখী কর নিজ হিয়া,
কেনে দুঃখ পাও স্মৃতি করি।
তাহা শুনি কহে রাই, পাসরিতে শক্তি নাই,
এত কহি কহে তা বিবরি।।৪৯।।

পাঠান্তর — ১-১ আমা আনাবার (খ) ২ বংশীর (ক) নিরক্ষণ (খ) ; ৩-৩ চালনায় যথা (খ) ৪ ভাখি (ক, খ)

লগ্নং মুহুর্মনসি লম্পটসম্প্রদায়-
লেখাবলেহিনি রসজ্ঞমনোজ্ঞবেষম্।
রজ্যন্মৃদুস্মিতমৃদূল্লসিতাধরাংশু-
রাকেন্দুলালিতমুখেন্দু মুকুন্দবাল্যম্।।৫০।।

অন্বয় — মৃদুস্মিত-মৃদূল্লসিতাধরাংশু-রাকেন্দুলালিতমুখেন্দু মুকুন্দবাল্যং লম্পটসম্প্রদায়লেখাবলেহিনি রসজ্ঞমনোজ্ঞবেষং মনসি রজ্যন্ মুহুর্লগ্নম্।।৫০।।

অন্বয় অনুবাদ — মৃদুস্মিত মধুর হাস্যে যাঁর মুখচন্দ্র উদ্ভাসিত, সেই কিশোর মুকুন্দ, যিনি প্রেমিক সম্প্রদায়ের আকর্ষণীয় বস্তু, নিরসজ্ঞ ব্রহ্মবাদীরও চিত্তাকর্ষক যাঁর বেশ, তাতে আমার চিত্ত অনুরঞ্জিত হয়ে বার বার আসক্ত হচ্ছে।।৫০।।

অনুবাদ — লম্পট (প্রেমিক) সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি মহাপ্রেমিক, রসিকগণের মনোজ্ঞ বেশযুক্ত, রাগরঞ্জিত মৃদুহাস্যের সুন্দরতার দ্বারা উল্লসিত এবং পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা লালিত অধরের দ্যুতি যার, সেই মুকুন্দের কৈশোরচাপল্য সর্বদাই আমার মনে লেগে রয়েছে।।৫০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ তন্মাধুর্যার্ণবে সর্বেন্দ্রিয়মনোনয়েন পুনর্মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ, অয়ি সখি ক্ষণং তং বিস্মৃত্য সুখিনী ভবেতি সখীনামাশ্বাসাত্তাভ্যস্তদশক্তিং কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য তস্য মুকুন্দস্য বাল্যং কৈশোরং চাপল্যং বা মম মনসি, বস্ত্রে মাঞ্জিষ্ঠরাগ

টীকার অনুবাদ -- তারপর কৃষ্ণের মাধুর্যসমুদ্রে শ্রীরাধার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিমগ্ন হওয়ায় পুনরায় মোহদশা উপস্থিত হলে সখীগণ বললেন, "হে সখি! এখন তাকে ভুলে সুখী হও," সখীদের এই আশ্বাসবাক্যের উত্তরে শ্রীরাধা বললেন, 'ভুলবার শক্তি নাই,' এই বচনের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — 'লগ্নম্' ইত্যাদি।

শ্রীরাধা বললেন, ওহে সখীগণ! আমি কি তাঁকে ভুলতে পারি? যাঁর মুখে কুন্দপুষ্পের মত হাসি, সেই মুকুন্দের কৈশোর চাপল্য আমার মনের 'বস্ত্রে মঞ্জিষ্ঠারাগের মত' লেগে রয়েছে। আমি কি করব? আমি ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না। যদি বল, 'এর নিকট থেকে মন পরিবর্তিত করে অন্য কোথাও মনোনিবেশ কর।' আমি তারও চেষ্টা করেছি; কিন্তু আমার মন আমার বশ নয়, কেন? প্রেমিক সম্প্রদায়ের আস্বাদনশীল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য যাঁর রসিকের মত বর্তমান সেই

ইব, লগ্নম্। কিং করোমীত্যর্থঃ। ননু ততো নিবর্ত্ত্যান্যত্র নিবেশয়েত্যত্র তদপি মদ্বশং নেত্যাহ। কীদৃশে? — লম্পটসম্প্রদায়স্য লেখামবলেঢুং. শীলং যস্য। মহালম্পটে ইত্যর্থঃ। অথবাস্য বরাকস্য কো দোষো যত এতাদৃশং তদিত্যাহ — রসজ্ঞানাং মনোজ্ঞো বেষো যস্মিন্। তথা, রাগযুক্তশ্চ মৃদুস্মিতেন মৃদুল্লসিতশ্চ যোঽধরস্তস্যাংশুর্যস্মিন্। পৃথক্ পদং বা। তথা, রাকেন্দুভিলালিতঃ সেবিতো মুখেন্দুর্যত্র। স্বান্তর্দশায়াম্ — সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাল্যং তয়া সহ কুঞ্জে কৈশোরচাপলম্। বাহ্যে — স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ।।৫০।।

প্রেমিক শ্রেণীর মহাআকর্ষণীয় বস্তু মহাপ্রেমিক হলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমিকেরা যেরূপ বিচার বুদ্ধির অপেক্ষা না করে ঈপ্সিত বস্তুতে আসক্ত হয় সেই রকম। আবার আমার মনও কৃষ্ণ-মাধুর্য-গ্রাসশীল। অথবা এই দীন মনের কি দোষ? কোনও দোষ নাই। যেহেতু কৃষ্ণ-মাধুর্যের এমন স্বভাব, তাই বললেন, রসজ্ঞগণের আকর্ষণীয় মনোজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের বেশ। কৃষ্ণের রাগযুক্ত মৃদুহাস্যের সৌন্দর্যে উল্লসিত যে মুখচন্দ্র, তার কিরণে প্রফুল্লিত অধরশোভা বা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র এতই সৌন্দর্যশালী ও উজ্জ্বল যে তার তুলনায় পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা অতীব তুচ্ছ। তাই বললেন, পূর্ণচন্দ্র - লালিত (সেবিত) কৃষ্ণের মুখচন্দ্র। অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সেবা করে ওই রকম সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ — সমস্নেহসখীসুলভ প্রত্যুত্তর, সেই নবকিশোরের সঙ্গে কৈশোর কালীন চপল কথা। বাহ্যদশার অর্থ — নিজস্ব প্রত্যুক্তি।।৫০।।

যদুনন্দন —

সখি হে !
পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ।
মোর চিত্ত-বস্ত্র যেন, মঞ্জিষ্ঠা-রাগের হেন,
লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ।। ধ্রুবপদ।।
পূর্ণিম চান্দের মুখ, সেবিতে নয়ন-সুখ,
তাতে হাস্য চন্দ্রের[১] সমান।
প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে,
স্মিত[১] অংশ অরুণ বন্ধন।।[২]
কৈশোর বয়স তাতে, নানান চাপল্য যাতে
সখি তাহা পাসরিতে নারি।

তবে কহে সখীগণ, অন্য কাজে রাখ মন,
কোন স্থানে অবলম্ব করি।
রাই কহে, কি করিব, মনে কত ক্ষমা দিব,
সেহ মন মোর বশ নয়।
লম্পট সম্প্রদারাজ, তার বিপরীত কাজ,
পরধন গ্রাসশীল হয়।।
অথবা[২] বরাক মন,[৩] ইহারি কি দোষ গুণ,
কৃষ্ণরূপ সর্ব্ব আকর্ষয়ে।
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্যগণে, কেবা ক্ষমা দিবে মনে,
এই লাগি পাসরিল নহে।।
সেই যে মাধুর্যে মন, ডুবি হৈল অচেতন,
পুন মৃত্যু শঙ্কা হৈল মনে।
সখী প্রতি কহে ধনী, বিষাদ-প্রলাপ-বাণী,
এই দেখা তোমা সবাসনে।।
এত কহি মনে হৈল, কৃষ্ণ সঙ্গে যাহা কৈল,
সখীগণ নিকট[৪] থাকিতে।[৪]
স্তনাধর[৫] আদি[৫] যত আকর্ষয়ে কৃষ্ণ কত,
নর্ম্ম-ভঙ্গি মনোহর রীতে।।
তাতে রতি-ফল[৬] হয়ে, মাধুর্য সমুদ্রাশয়ে,
তাহা স্ফূর্তি হৈয়া গেল মনে।
তাতে মনেন্দ্রিয়গণ, ডুবিয়া রহিল যেন,
তিন শ্লোক কহে প্রকাশনে।।৫০।।

পাঠান্তর — ১ কুন্দের (ক, খ) ২-২ সে ত অংশু কিরণ প্রমাণ (ক) ৩-৩ অথ রস বাক শুন (ক) ৪-৪ আপনিয় তাতে (ক, খ) ৫-৫ সুঅধর দিয়া (খ) ৬ কণ (ক, খ)

অহিমকরনিকরমৃদুমুদিতলক্ষ্মী-
সরসতরসরসিরুহসদৃশদৃশি দেবে।
ব্রজযুবতিরতিকলহবিজয়নিজলীলা-
মদমুদিতবদনশশিমধুরিমণি লীয়ে।।৫১।।

অন্বয় — শ্লোকের মতনই।।৫১।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁর দুটি নয়ন তরুণসূর্যের কিরণে ঈষৎ উন্মোচিত জলপদ্মের মতন শোভাযুক্ত, যিনি ব্রজগোপীদের সহিত রতিকলহে বিজয়ী হয়ে নিজলীলায় আনন্দোদ্ভাসিত বদনচন্দ্রবিশিষ্ট বলে অতি মনোহর, সেই পরম দেবতায় আমার চিত্ত লীন হয়েছে।।৫১।।

অনুবাদ — সূর্যকিরণে মৃদুবিকশিত জলপদ্মসদৃশ রসময় যাঁর নয়নযুগল, যিনি ব্রজযুবতিদের সহিত রতিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে নিজলীলাগর্বে আনন্দিত বদনশশীর মধুরিমায় মুগ্ধ, সেই দেবের প্রতি আমার চিত্ত লগ্ন হয়েছে।।৫১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ তস্য তন্মাধুর্যে মনআদীনাং লয়েন মুহ্যন্ত্যাঃ পুনর্মৃতিমাশঙ্ক্য সখীঃ প্রতি, এতাবানেব ভবতীভিঃ সহ সঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং কুট্টমিতাদিভাববিবশেনাত্মনা স্বসখীভিশ্চ সহ তস্য কঞ্চুকাকর্ষণহঠালিঙ্গননর্মাদিভঙ্গীরতি-কলহমাধুর্যস্ফূর্ত্যা তত্র মনআদের্লয়েন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবন্নাহ — অহং দেবে মনোজ্ঞক্রীড়াবিজিগীষাপরে শ্রীকৃষ্ণে। বিশেষণে তাৎপর্যম্। তন্মাধুর্যার্ণবে ইত্যর্থঃ। লীয়ে

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে শ্রীরাধার মন ও ইন্দ্রিয়াদি লয় হলে তিনি মূর্ছিত হলেন এবং পুনরায় স্বীয় মৃত্যুর আশঙ্কা করে সখীগণকে বললেন, 'হে সখীগণ! এই পর্যন্তই তোমাদের সহিত আমার শেষ মিলন।' এই প্রলাপের পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক ক্রমশ তিনটি শ্লোকে ইহা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথমে কুট্টমিতাদি - ভাববিবশ শ্রীরাধার ও তাঁর সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতিবিষয়ে কলহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সখীগণের ও শ্রীরাধার কঞ্চুকাকর্ষণ, হঠ-আলিঙ্গন, নর্মাদি ভঙ্গির সহিত নানারূপ রতিকলহ লীলার মাধুর্যাদি স্ফূর্তিতে শ্রীরাধার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সেই মাধুর্যে লয় হলে তিনি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন, 'অহিমকর' ইত্যাদি। আমি এই দেবে, অর্থাৎ মনোহর রতিক্রীড়ায় বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণতে লগ্ন হয়ে আছি। এখানে 'দেব' শব্দের দ্বারা বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যবিশেষ বুঝাচ্ছে। সেই পরম মাধুর্যময় দেবে চিত্ত লীন হয়েছে। কিরূপে চিত্ত লীন হয়েছে? ব্রজের যুবতীদের

লীনা ভবামি। কীদৃশে — ব্রজযুবতিভির্যুথদাদিভিঃ সহ যো রতিকলহস্তত্র বিজয়িনী যা নিজলীলা সনর্মকঞ্চুকাকর্ষণস্তনাধরাদিগ্রহণকেলিস্তয়া যো মদো গর্বস্তেন মুদিতো যো বদনশশী তস্য মধুরিমা যস্মিন্। তথা সূর্যকরনিকরেণ প্রথমোদ্গতেন মৃদুমুদিতমীষদ্ বিকশিতং চ লক্ষ্ম্যা শোভয়া শৈত্যাদিগুণসম্পত্ত্যা সরসতরঞ্চ যৎ সরসিরুহং তৎ সদৃশৌ দৃশৌ যস্য তস্মিন্। কুট্টমিতলক্ষণম্ — "স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ।" স্বান্তর্দশায়াম্ — তয়া সহ তাদৃশক্রীড়াপরে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৫১।।

সহিত রতি ক্রীড়ায় যে যুদ্ধ, তাতে বিজয়ী হয়ে নিজের লীলায় অর্থাৎ শৃঙ্গারভাব থেকে উৎপন্ন যে দিব্য লীলা, সেই পরম মাধুর্যময় দেবতায় আমার চিত্ত লীন হয়েছে। তাৎপর্য এই যে ব্রজযুবতীদের ও শ্রীরাধার সহিত যে রতিকলহ, সেই কলহে শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ অর্থাৎ তাতে বিজয়ী যে নিজলীলা, সেই মাধুর্যময় লীলায় নর্মভঙ্গির সহিত সখীগণের ও শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা (কাঁচুলি) আকর্ষণ, স্তন ও অধর গ্রহণাদিরূপ রণে জয়লাভরূপ যে মদ (শৃঙ্গারভাব থেকে উৎপন্ন যে গর্ব) তার দ্বারা আনন্দিত যে মুখশশী, তাতে যে চমৎকার মাধুরী প্রকাশিত হয়, সেই গরিমায় শ্রীরাধা নিমজ্জিত হয়েছেন। আর তরুণ সূর্যের কিরণসমূহের দ্বারা ঈষৎ বিকশিত পদ্মের মতন পরম রসময় শোভা অর্থাৎ শীতলতা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন নয়ন যাঁর। কুট্টমিতের লক্ষণ — নায়ক কর্তৃক নায়িকার স্তন ও অধরাদির গ্রহণের সময় নায়িকার হৃদয়ে ইচ্ছা থাকলেও সম্ভ্রমবশত বাইরে ব্যথিতবৎ ক্রোধ প্রকাশ করাকে কুট্টমিত বলে (উজ্জ্বলনীলমণি অনুভাবপ্রকরণ ৪৪)।

যদুনন্দন—

সখি হে !
কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য-সিন্ধুতে।
ডুবিয়া রহিব আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
এই দেখা তো-সবা সহিতে।।
ব্রজযুবতির সঙ্গে, যে রতি-কলহ-রঙ্গে,
তাহাতে বিজয়ী লীলা কাজে।
তাতে যেই মদোদয়, সঙ্গে মুখশশী হয়,
লীন হব সে মাধুর্য- মাঝে।।
তথা সূর্যকান্তিচয়ে, অল্প বিকসিত হয়ে,

অহিমকরনিকরমৃদুমুদিতলক্ষ্মী-
সরসতরসরসিরুহসদৃশদৃশি দেবে।
ব্রজযুবতিরতিকলহবিজয়নিজলীলা-
মদমুদিতবদনশশিমধুরিমণি লীয়ে।।৫১।।

অন্বয় — শ্লোকের মতনই।।৫১।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁর দুটি নয়ন তরুণসূর্যের কিরণে ঈষৎ উন্মোচিত জলপদ্মের মতন শোভাযুক্ত, যিনি ব্রজগোপীদের সহিত রতিকলহে বিজয়ী হয়ে নিজলীলায় আনন্দোদ্ভাসিত বদনচন্দ্রবিশিষ্ট বলে অতি মনোহর, সেই পরম দেবতায় আমার চিত্ত লীন হয়েছে।।৫১।।

অনুবাদ — সূর্যকিরণে মৃদুবিকশিত জলপদ্মসদৃশ রসময় যাঁর নয়নযুগল, যিনি ব্রজযুবতিদের সহিত রতিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে নিজলীলাগর্বে আনন্দিত বদনশশীর মধুরিমায় মুগ্ধ, সেই দেবের প্রতি আমার চিত্ত লগ্ন হয়েছে।।৫১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ তস্য তন্মাধুর্যে মনআদীনাং লয়েন মুহ্যন্ত্যাঃ পুনর্মৃতিমাশঙ্ক্য সখীঃ প্রতি, এতাবানেব ভবতীভিঃ সহ সঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং কুট্টমিতাদিভাববিবশেনাত্মনা স্বসখীভিশ্চ সহ তস্য কঞ্চুকাকর্ষণহঠালিঙ্গননর্মাদিভঙ্গীরতি-কলহমাধুর্যস্ফূর্ত্যা তত্র মনআদের্লয়েন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবন্নাহ — অহং দেবে মনোজ্ঞক্রীড়াবিজিগীষাপরে শ্রীকৃষ্ণে। বিশেষণে তাৎপর্যম্। তন্মাধুর্যার্ণবে ইত্যর্থঃ। লীয়ে

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে শ্রীরাধার মন ও ইন্দ্রিয়াদি লয় হলে তিনি মূর্ছিত হলেন এবং পুনরায় স্বীয় মৃত্যুর আশঙ্কা করে সখীগণকে বললেন, 'হে সখীগণ! এই পর্যন্তই তোমাদের সহিত আমার শেষ মিলন।' এই প্রলাপের পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক ক্রমশ তিনটি শ্লোকে ইহা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথমে কুট্টমিতাদি - ভাববিবশ শ্রীরাধার ও তাঁর সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতিবিষয়ে কলহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সখীগণের ও শ্রীরাধার কঞ্চুকাকর্ষণ, হঠ-আলিঙ্গন, নর্মাদি ভঙ্গির সহিত নানারূপ রতিকলহ লীলার মাধুর্যাদি স্ফূর্তিতে শ্রীরাধার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সেই মাধুর্যে লয় হলে তিনি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন, 'অহিমকর' ইত্যাদি। আমি এই দেবে, অর্থাৎ মনোহর রতিক্রীড়ায় বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণতে লগ্ন হয়ে আছি। এখানে 'দেব' শব্দের দ্বারা বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যবিশেষ বুঝাচ্ছে। সেই পরম মাধুর্যময় দেবে চিত্ত লীন হয়েছে। কিরূপে চিত্ত লীন হয়েছে? ব্রজের যুবতীদের

লীনা ভবামি। কীদৃশে — ব্রজযুবতিভির্যুগ্মদাদিভিঃ সহ যো রতিকলহস্তত্র বিজয়িনী যা নিজলীলা সনর্মকঞ্চুকাকর্ষণস্তনাধরাদিগ্রহণকেলিস্তয়া যো মদো গর্বস্তেন মুদিতো যো বদনশশী তস্য মধুরিমা যস্মিন্। তথা সূর্যকরনিকরেণ প্রথমোদ্গতেন মৃদুমুদিতমীষদ্ বিকশিতং চ লক্ষ্ম্যা শোভয়া শৈত্যাদিগুণসম্পত্ত্যা সরসতরঞ্চ যৎ সরসিরুহং তৎ সদৃশৌ দৃশৌ যস্য তস্মিন্। কুট্টমিতলক্ষণম্ — "স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ।" স্বান্তর্দশায়াম্ — তয়া সহ তাদৃশক্রীড়াপরে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ।। ৫১।।

সহিত রতি ক্রীড়ায় যে যুদ্ধ, তাতে বিজয়ী হয়ে নিজের লীলায় অর্থাৎ শৃঙ্গারভাব থেকে উৎপন্ন যে দিব্য লীলা, সেই পরম মাধুর্যময় দেবতায় আমার চিত্ত লীন হয়েছে। তাৎপর্য এই যে ব্রজযুবতীদের ও শ্রীরাধার সহিত যে রতিকলহ, সেই কলহে শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ অর্থাৎ তাতে বিজয়ী যে নিজলীলা, সেই মাধুর্যময় লীলায় নর্মভঙ্গির সহিত সখীগণের ও শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা (কাঁচুলি) আকর্ষণ, স্তন ও অধর গ্রহণাদিরূপ রণে জয়লাভরূপ যে মদ (শৃঙ্গারভাব থেকে উৎপন্ন যে গর্ব) তার দ্বারা আনন্দিত যে মুখশশী, তাতে যে চমৎকার মাধুরী প্রকাশিত হয়, সেই গরিমায় শ্রীরাধা নিমজ্জিত হয়েছেন। আর তরুণ সূর্যের কিরণসমূহের দ্বারা ঈষৎ বিকশিত পদ্মের মতন পরম রসময় শোভা অর্থাৎ শীতলতা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন নয়ন যাঁর। কুট্টমিতের লক্ষণ — নায়ক কর্তৃক নায়িকার স্তন ও অধরাদির গ্রহণের সময় নায়িকার হৃদয়ে ইচ্ছা থাকলেও সম্ভ্রমবশত বাইরে ব্যথিতবৎ ক্রোধ প্রকাশ করাকে কুট্টমিত বলে (উজ্জ্বলীলমণি অনুভাবপ্রকরণ ৪৪)।

যদুনন্দন—

সখি হে !
কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য-সিন্ধুতে।
ডুবিয়া রহিব আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
এই দেখা তো-সবা সহিতে।।
ব্রজযুবতির সঙ্গে, যে রতি-কলহ-রঙ্গে,
তাহাতে বিজয়ী লীলা কাজে।
তাতে যেই মদোদয়, সঙ্গে মুখশশী হয়,
লীন হব সে মাধুর্য- মাঝে।।
তথা সূর্যকান্তিচয়ে, অল্প বিকসিত হয়ে,

প্রভাতাব্জ সেই মনোহর।
তার শোভা যিনি সেই, গোবিন্দের পদ[১] দুই,
সে মাধুর্যে ডুবিব সত্বর।।
কহিতেই পুনঃ কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সতৃষ্ণ,
স্মেরমুখে বংশীধ্বনি করি।
আপনার আকর্ষণ, স্ফূর্তি হৈল সেইক্ষণ,
যাতে লয় প্রাণ-চিত্ত হরি।।
সেই কথা সখী প্রতি, কহে হৈয়া আর্ত অতি,
তাহা শুনি সেই সব কথা।
সে ভাবে মগন হৈয়া, লীলাশুক বিবরিয়া,
কহে এক শ্লোক মনোরতা।। ৫১।।

পাঠান্তর — ১ নেত্র (ক,খ)।

করকমলদলকলিতললিততরবংশী-
কলনিনদগলদমৃতঘনসরসি দেবে।
সহজরসভরভরিতদরহসিতবীথী-
সততবহদধরমণিমধুরিমণি লীয়ে।। ৫২।।

অন্বয় — কর কমল দল কলিত ললিততর বংশী কলনিনদ গলদমৃত ঘনসরসি দেবে, সহজ রস ভর ভরিত দরহসিত বীথী সতত বহদধর মণি মধুরিমণি লীয়ে।।৫২।।

মন্তব্য — গোপালভট্ট বলেন পূর্বপদের মতন ইহাতেও অন্বয় হবে, দেবে লীয়ে (দেবে চিত্ত লীন হোক)।।৫২।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁর করকমলে ধৃত বংশীর ললিত ধ্বনিতে যেন অমৃত গলে গভীর সরোবর নির্মাণ করেছে, সহজ রসের ভাবে ভাবিত হয়ে মৃদুহাসিতে সর্বদা অধর রঞ্জিত ও মধুর, সেই দেবতায় আমার চিত্ত লীন হয়েছে।।৫২।।

অনুবাদ — যাঁর করকমলদলে ধৃত সুন্দরতর বংশীর মিষ্টধ্বনি, অমৃতের গভীর সরোবর নির্মাণ করেছে, সহজ রসে ভরা মৃদুহাস্যে যাঁর অধর সর্বদা রঞ্জিত, সেই দেবতার মধুরিমায় আমার মন লীন হয়েছে।।৫২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ সস্মিতং বংশীধ্বনিকৃতপূর্বস্বপ্রেরণস্ফূর্ত্যা তন্মাধুর্যে প্রলীনমিবাত্মানং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — দেবে এতল্লীলাপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ববদহং লীয়ে। কীদৃশে — করকমলদলে কলিতা ললিততরা চ যা বংশী তস্যাঃ কলনিনদা এব গলদমৃতানি তেষাং ঘনসরসি সান্দ্রসরোবরে। " ঘনঃ সান্দ্রে দৃঢ়ে দার্ঢ্যে বিস্তরে লোহমুদ্গরে " ইতি

টীকার অনুবাদ — অনন্তর স্মিত হাসি সহ, বংশীধ্বনি দ্বারা সম্পাদিত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে আগে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে প্রেরণের জন্য বংশীধ্বনিদ্বারা ইঙ্গিত করতেন, তা শ্রীরাধার মনে স্ফূর্তি হওয়ায় "শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে আমি প্রলীন (মগ্ন) হয়েছি" — এই মনে করে শ্রীরাধা যে প্রলাপ বলেছিলেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন— 'করকমলদল' ইতি। শ্রীরাধা বললেন, হে সখি! এই দেবে (লীলায় মগ্ন শ্রীকৃষ্ণে) পূর্ববৎ আমি লীন হলাম। কি রকম শ্রীকৃষ্ণে? যাঁর করকমলদলে অর্থাৎ করই হয়েছে কমল যার তার দল (পত্ররূপ আঙ্গুল) দ্বারা ধৃত ললিততর (অতি সুন্দর) যে বংশী, সে বংশীর কলনিনাদ থেকে যেন অমৃত গলে গভীর সরোবর নির্মাণ হয়েছে। (এখানে শ্রীকৃষ্ণকে অমৃতঘন বা অমৃতের সান্দ্রসরোবর বলা হয়েছে) ঘন শব্দের প্রতিশব্দ হল

বিশ্বঃ। তথা, সহজরসভরৈর্ভরিতং পূর্ণং যদ্দরহসিতং তস্য যা বীথী ধারা সরণির্বা তস্যাং তয়া বা সততং বহন্ প্রসরন্নধরপদ্মরাগমণের্মধুরিমা যস্য। স্বান্তর্দশায়াম্ পূর্ববৎ।।৫২।।

সান্দ্র, দৃঢ়, দার্ঢ্য, বিস্তার, লৌহমুদ্গর — (বিশ্বকোশ)। আরও, শ্রীকৃষ্ণের হাস্যধারা সর্বদা স্বাভাবিক রসভারে পূর্ণ। আর ওই মৃদুহাস্য তাঁর পদ্মরাগমণির মত ঠোঁটের অপূর্ব মাধুর্য সর্বদা ছড়িয়ে পড়ছে। এই রকম ক্রীড়াপর দেবতায় আমার মন লেগে রয়েছে লীন হয়েছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ আগের শ্লোকের মত। বাহ্যদশার অর্থ স্পষ্ট।।৫২।।

যদুনন্দন—

লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য-সাগরে।
পূর্বপ্রায় লীন আমি হব মনে[১] ধরে[১]।।
হস্তপদ্মতলে শোভে যে ললিত বাঁশী।
তাহার মধুর নাদ গলে সুধারাশি।।
সেই সান্দ্র-সরোবরে লীন হব আমি।
কহিল— না পাসরিহ সব সখী তুমি।।
সহজ রসের ভাব ভাবিয়া যাহাতে।
মৃদুমন্দ হাসিধারা নদী মাধুরীতে ।।
পদ্মরাগমণি-শোভা অরুণ অধরে।
তাহার কিরণ সুখ সদাই উগরে।।
কহিতে এ সম্ভোগান্তকালীন যে লীলা।
গোবিন্দ-মাধুরী চিত্তে স্ফূর্তি হৈয়া গেলা।।
তাতে লীনাপ্রায় ধনী আপনাকে মানে।
প্রলাপ করিয়া সেই কহেন বচনে।।৫২।।

পাঠান্তর — ১-১ মনোহর (ক)।

কুসুমশরশরসমরকুপিতমদগোপী-
কুচকলসঘুসৃণরসলসদুরসি দেবে।
মদমুদিতমৃদুহসিতমুষিতশশিশোভা-
মুহুরধিকমুখকমলমধুরিমণি লীয়ে।।৫৩।।

অন্বয় — শ্লোকের মতই।।৫৩।।

অন্বয় অনুবাদ — মদনের শরাঘাতে ক্রুদ্ধ মদমত্ত গোপীগণের আলিঙ্গনে কুচকলসে লিপ্ত কুঙ্কুমচন্দনাদির দ্বারা যাঁর বক্ষ লেপিত, আনন্দমদে মত্ত হয়ে মৃদুহাস্যে যিনি বদনকমলে উদিতচন্দ্রের অধিক সৌন্দর্য বিস্তার করেছেন, এমন মাধুর্যময় গোবিন্দে আমার চিত্ত ডুবে গিয়েছে।।৫৩।।

অনুবাদ — মদনের (কামদেবের) শরাঘাতে কুপিত মদমত্ত গোপীগণের আলিঙ্গনে কুচকলসে লেপিত কুম্‌কুমরসে যাঁর বক্ষ চিত্রিত, আনন্দমদে মত্ত হয়ে মৃদুহাস্যে যিনি চন্দ্রশোভাকে তিরস্কার করেন এবং ক্ষণে ক্ষণে বাড়ন্ত মুখকমলের মধুরিমা যাঁতে বর্তমান, সেই দেবতায় আমি লগ্ন হয়েছি।।৫৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ সম্ভোগান্তকালীনতন্মাধুর্যস্ফূর্ত্যা তত্র লীয়মানমিবাত্মানং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — দেবে এতৎক্রীড়াপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ববদহং লীয়ে। কীদৃশে — কুসুমশরস্য শরেণ তদাঘাতেন সমরে রতিযুদ্ধে কুপিতা স্মরমদেন মধুপানজমদেন চ যুক্তা যা গোপী তস্যাঃ স্বয়ংগ্রহাশ্লেষেণ লগ্নো যঃ কুচকলসঘুসৃণরসস্তেন লসদুরো যস্য।

টীকার অনুবাদ — তারপর সম্ভোগান্তকালীন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য স্ফূর্তি হলে শ্রীরাধিকা মনে করলেন, 'আমি এই মাধুর্যে লীন (লগ্ন) হয়েছি', এই অবস্থায় তিনি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — (শ্রীরাধিকার উক্তি) দেবে — এই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণে পূর্ববৎ আমি লীন হয়েছি। কিরূপ কৃষ্ণে? রতিযুদ্ধে কুসুমশরের আঘাতে কুপিত স্মরমদে মত্ত বা মধুপান করার ফলে মদে উন্মত্ত যে সকল গোপী স্বেচ্ছায় স্বয়ং আলিঙ্গন করেন এবং সেই আলিঙ্গনকালে তাঁদের কুচকলসে লিপ্ত কুম্‌কুম রসদ্বারা যাঁর বক্ষ চিত্রিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে আমি লীন হয়েছি। এখানে 'আত্ম' শব্দের স্থলে 'গোপী' শব্দ উল্লেখ করায় সাধারণভাবে সমস্ত গোপীকেই বুঝায়; কিন্তু বিশেষভাবে শ্রীরাধিকাকেই বোঝাচ্ছে; যেহেতু 'গোপী' শব্দ দ্বারা বিদগ্ধতার জন্য শ্রীরাধিকা নিজেকেই নির্দেশ করেছেন।

অত্রাত্মস্থানে গোপীতি সামান্যোক্তির্বৈদগ্ধ্যা। তথা, মদেন স্মরমদেন মুদিতং তদ্ধার্ষ্ট্যদর্শনদ্যন্ মৃদুহসিতং তেন মুষিতঃ শশী যেন তাদৃশশ্চ শোভয়া ক্ষণে ক্ষণেঽধিকশ্চ মুখকমলস্য মধুরিমা যস্য। যদ্বা, তাদৃশহসিতেন মুষিতঃ শশী যয়া তয়া শোভয়া মুহুরধিকং যন্মুখকমলং তস্য মধুরিমা যস্মিন্। স্বান্তর্দশায়াম্ পূর্ববৎ। বাহ্যর্থঃ স্পষ্টঃ।। ৫৩।।

আলিঙ্গনাদির পর স্মরমদমত্ত গোপীদের ধৃষ্টতা দেখে আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাস্য হাসেন। এই জন্য 'হসিত' পদটির ব্যবহার হয়েছে। কৃষ্ণের সেই হাসি উদিতশশী থেকেও অধিক সৌন্দর্য বিস্তার করে চাঁদের শোভা হরণ করেছেন। অর্থাৎ ওই হাসি উদিত শশী থেকেও অধিক সৌন্দর্য বিস্তার করে তার শোভা হরণ করেছে। ওই হাস্যশোভা ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণের মুখপদ্মের মাধুর্যকে আরও বর্ধিত করছে । অথবা এই রকম আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল শশীর শোভাকে তিরস্কার করে মুহুর্মুহু অতিশয় মধুরিমা বিস্তার করছে। স্বান্তর্দশার অর্থ আগের মতন। বাহ্যদশার অর্থ স্পষ্ট।।৫৩।।

যদুনন্দন—

সখি হে, এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে।
ডুবিয়া রহিব আমি কহিল স্বরূপে।।
মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধমাঝে।
তাহাতে কোপিতা যত কামমদ-সাজে।।
তাতে মধুপানে সদা গোপঙ্গনাগণ।
তার কুচ-কলসেতে কুঙ্কুম-লেপন।।
আপনে আগ্রহে তারে আলিঙ্গন দিতে।
লাগিলা কুঙ্কুম কুচ-কলস সহিতে।।
তার রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থল যার।
আমি লীন হব সেই মাধুর্যে তাহার।।
সামান্য গোপিকা নাম কহিলা যে রাই।
বৈদগ্ধী হইতে বস্তু আপনা জানাই।
তথা আর কাম মদে উদয় ধৃষ্টতা।
সেই গোপাঙ্গনাগণের দেখিয়া সর্বথা।।
তাতে তার মৃদু হাসি তার শোভা হইতে।
পূর্ণিমা শশীর শোভা হেন শোভা যাতে ।।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে মুখকমল-মাধুরী।

তাহাতে ডুবিব আমি, কি আর চাতুরী।।
এতেক কহিতে রাই মূর্ছিত হইয়া[৩]।
সখীগণ প্রতি[৪] কহে প্রলাপ করিয়া ।।৫৩।।

অতিরিক্ত —

চেতন পাইয়া অতি ঔৎসুক্য হইতে।
সেই সে মাধুর্য কৃষ্ণ স্ফূর্তি হৈল চিতে।।
ভূমি পড়ি লুটে ধনি নয়ন মুদিয়া।
সখীগণ প্রতি কহে প্রলাপ করিয়া।।

পাঠান্তর— ১ মদা (ক, খ) ২-২ ওষয়ে শরীর স্বস্থা (ক) ৩ হইনা (ক, খ) ৪-৪ আসি শীঘ্র তারে প্রবোধিলা (ক, খ)

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
ষ্বালোলামনুরাগিণোর্নয়নযোরার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লানবংশীস্বনে-
ষ্বাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোর্মূর্তিং জগন্মোহিনীম্।।৫৪।।

অন্বয় — আনম্রামসিতভ্রুবোঃ অক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরেষু উপচিতাং অনুরাগিণো-র্নয়নযোরার্দ্রাং আলোলাং মৃদৌ জল্পিতে আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লান- বংশীস্বনেষু ব্রজশিশোঃ জগন্মোহিনীং মূর্তিং মম লোচনং আশা আস্তে।।৫৪।।

অন্বয় অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের যে নয়নযুগল ঈষৎ নম্র কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল ও ঘনপদ্মে শোভিত, প্রেমিক ভক্তগণের প্রতি অনুরাগে যে নয়ন স্নিগ্ধ মৃদু বাক্যই বিস্তার করে, ঈষৎ তামাটে যাঁর অধর, অম্লান বংশীধ্বনিতে যিনি প্রেমভাব বৃদ্ধি করেন, ব্রজশিশুর সেই জগৎভুলানো মূর্তি দেখবার জন্য আমার নয়নের আশা হচ্ছে।।৫৪।।

অনুবাদ — যাঁর কালো ভ্রূদ্বয় ঈষৎ নম্র ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরে সমৃদ্ধ, চক্ষু দুটি অনুরাগিদের জন্য সর্বদা চঞ্চল, পরস্পর মৃদুজল্পনা করার সময়ে আর্দ্রতাবিশিষ্ট, অধরামৃতের দ্বারা ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং অম্লান বংশীরব অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে মত্ততা বিধান করে — সেই জগন্মোহনমূর্তি ব্রজকিশোরকে দেখবার জন্য আমার নয়ন সর্বদাই আশা করছে।।৫৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ মূর্ছন্ত্যাঃ সখীভিঃ প্রবোধিতায়া অত্যৌৎসুক্যাৎ তৎতন্মাধুর্যস্ফূর্ত্যা ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্যৈব তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — অহো, এতাদৃশদশায়ামপি মম লোচনং ব্রজশিশোর্ব্রজকিশোরস্য মূর্তিমাশাস্তে দ্রষ্টুমাকাঙ্খতি। অথবাস্য কো দোষঃ, যতঃ — জগন্মোহিনীম্। তত্র হেতূনাহ — শ্যামভ্রুবোরানম্রাং কুটিলাম্। অক্ষীণেষু পক্ষ্মাঙ্কুরেষুপচিতাং সমৃদ্ধিমতীম্। প্রোদ্ভটসঘনপক্ষ্মাঙ্কুরামিত্যর্থঃ। মদ্বিষয়ানুরাগযুক্ত-

---

টীকার অনুবাদ – 'এমন মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণে আমি ডুবে গিয়েছি', এই কথা বলতে বলতে শ্রীরাধা মূর্ছিত হলে সখীগণ মূর্ছা ভঙ্গ করলেও অতিশয় ঔৎসুক্য হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য স্ফূর্তিতে ভূমিতে পড়ে গেলেন এবং নয়নদ্বয় নিমীলন করে সখীগণের প্রতি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন —(শ্রীরাধিকার উক্তি) আহা! (যা দেখেছে, তাতে শ্রীরাধার অন্তরের যে অবস্থা হয়েছে, তার উত্তম বাহক 'অহো' এই অব্যয় শব্দটি) এই রকম দশায়ও আমার লোচনদ্বয় ব্রজশিশুর — ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দেখবার আশা করছে। তার আরও হেতু আছে, তাঁর কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল কুটিল ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরযুক্ত। আবার আমার বিষয়ে অনুরাগযুক্ত নয়নযুগল অতীব চঞ্চল, যেন প্রসারিত পক্ষ অর্থাৎ পাখা মেলে উড়িবার জন্য ব্যাকুল পিঞ্জরাবদ্ধ খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল; অধরোষ্ঠ

যোর্নয়নয়োরালোলাং প্রসারিতপক্ষ্মপক্ষাভ্যামুড্ডিডীষুবদ্ধখঞ্জনযুগ-বচ্চঞ্চলাম্। মৃদৌ জল্পিতে আর্দ্রাম্। অধরামৃতে আতাম্রামত্যরুণাম্। অম্লানবংশীস্বনেষু মদকলাম্। স্মরমদোদ্গারেণ গম্ভীরামিত্যর্থঃ। স্মরমদং বর্ধতীতি বা। দশাদ্বয়ে সুগমোঽর্থঃ ।। ৫৪ ।।

মৃদুজল্পনায় কোমল — আর্দ্রতাবিশিষ্ট। তামাটে রঙের (ঈষৎ রক্ত বর্ণের) ন্যায় অধর অমৃত পূর্ণ এবং অম্লান বংশীনাদহেতু স্মরমদ উদ্গারে গম্ভীর বা স্মরমদ বর্ধনকারী। স্বান্তর্দশা এবং বাহ্যদশার অর্থ স্পষ্ট।।৫৪।।

যদুনন্দন—

সখি হে, আশ্চর্য দেখিল সব আমি।
এতাদৃশী দশা তেঁহ তাঁরে ভাবে প্রাণী।।
ব্রজকিশোরের মূর্তি দেখিবার তরে।
আমার লোচন দুই কাহা[১] আশা[১] করে।।
অথবা লোচনদ্বয়ে দোষ নাহি দিয়ে।
জগত মোহনরূপ যাতে তার হয়ে।।
শ্যামভুরু আনম্র কুটিল অতিশয়।
ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরপুঞ্জ অখিল যাহার[২]।
তাহাতে চঞ্চল দুই নয়ন সুন্দর।
মো-বিষয়ে অনুরাগ যুক্ত মনোহর ।।
প্রসারিত পাখা দুই উড়িবার তরে।
পঞ্জরস্থ[৩] খঞ্জরীট[৩] যেন সুচঞ্চলে।।
অরুণ অধরামৃত নেত্র মনোহর।
মৃদু মৃদু কথা তাহে অতি সুকোমল[৪]।।
অম্লান মুরলীগান মধুর মধুর।
কামমদ উদ্গারে গহিন প্রচুর ।।
কামমদ সদাই বাড়ায় তেঁহো তাতে।
ইহাতে সে লোচন চাহে[৫] কি[৫] দেখিতে ।।
কহিতে কহিতে রাই চেষ্টা বাড়ি গেলা।
তিন শ্লোকে পূর্বে যৈছে মাধুর্য বর্ণিলা।
সে মাধুর্য না দেখিয়া বৈকল্য হইলা।
তাতে হৈতে বিলাপিয়া কহিতে লাগিলা।।৫৪।।

পাঠান্তর -- ১-১ মহাকাম্বা (খ) ২ যাচয় (ক) ৩ বদ্ধ খঞ্জন দুই (ক, খ) ৪ রসকর (ক) ৫-৫ চাহে সদাই (ক) ; তাহা না চাহে (খ)।

তৎ কৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং
তৎ কারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্যং সা চ সান্দ্রস্মিতশ্রীঃ
সত্যং সত্যং দুর্লভং দৈবতেঽপি।।৫৫।।

অন্বয় — তৎ কৈশোরং ...... সত্যং সত্যং দৈবতেঽপি দুর্লভম্।।৫৫।।

অন্বয় অনুবাদ- সেই কিশোর মূর্ত্তি সেই বদনকমল, সেই কারুণ্য, সেই লীলাময় কটাক্ষ, সেই সৌন্দর্য, সেই শোভাযুক্ত স্মিত হাসির কান্তি দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ।।৫৫।।

অনুবাদ— সেই কিশোর মূর্ত্তি সেই বদনকমল, সেই কারুণ্য, সেই লীলাময় তেরছা চাহনি, সেই সৌন্দর্য, সেই মৃদুহাস্যের শোভা, সত্য সত্যই দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ।।৫৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ অহিমকরাদিশ্লোকত্রয়যুক্ত তৎতন্মাধুর্যস্ফূর্ত্যা তদ্প্রাপ্তিবৈক্লব্যাদ্বিলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — তৎ কৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ *দৈবতেঽপি স্বর্গাদিবৈকুণ্ঠপর্যন্তস্থ-দেবসমূহেঽপি দুর্লভমিতি সত্য সত্যম্। তথা তৎ কারুণ্যং তে লীলাকটাক্ষাশ্চ দুর্লভাঃ। তথা, তৎসৌন্দর্যং সা চ সান্দ্রস্মিতশ্রীশ্চ দুর্লভা। যদ্বা, মম পুনস্তদ্দর্শনং তাদৃশরহোলীলাদিকঞ্চ দুর্লভমেবেতি ভাবয়ন্ত্যাস্তৎকালং বামোরুনেত্রকুচাদিস্পন্দন-মনুভূয় তদ্ভাগ্যমপ্যতিনৈরাশ্যেনোপালভমানায়া বচোঽনুবদন্নাহ — হে দেব,*

টীকার অনুবাদ— পূর্ব্বে 'অহিমকর' ইত্যাদি (৫১-৫৩) তিনটি শ্লোকে শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে বিবশ দশায় তিনি যে বিলাপ করেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বলেছেন, 'তৎ কৈশোরম্' ইত্যাদি। হে সখি! আমি সত্য সত্য শপথ করে বলছি, শ্রীকৃষ্ণের সেই কিশোররূপ ও তাঁর মুখকমল দর্শন দুর্লভ। এই মর্ত্যলোক, দেবলোক-স্বর্গাদি, এমন কি বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত নারায়ণাদি দেবতাদের পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর রূপ দর্শন করা দুর্লভ। আর তাঁর কারুণ্যও সেই লীলাকটাক্ষাদি আরও সুদুর্লভ। আর তাঁর সেই সৌন্দর্য, সেই নিবিড় মৃদুহাস্যে-শোভা আরও অধিক দুর্লভ। অথবা আমার পক্ষেও পুনরায় তাঁর দর্শন এবং তাঁর সহিত নির্জনে সেই রকম গোপনলীলাদি দুর্লভই। এই সমস্ত বিষয় ভাবতে ভাবতে সেই সময় সৌভাগ্য-সূচনার নিদর্শনরূপ বাম উরু-নেত্র-কুচাদির স্পন্দন অনুভব করেও বললেন, হে দেব! শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-সূচক ভাগ্য তোমার নাই — তোমার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শন দুর্লভ, ইহা নিশ্চয় সত্য। বিশেষত

তদ্দর্শনসূচকভাগ্যং তে তবাপি তৎকৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ। তদ্দর্শনমিত্যর্থঃ। পুনর্দুর্লভমেব। ননু ভাগ্যস্য দুর্লভমিতি ন বাচ্যম্। তত্রাহ — সত্যং সত্যম্। দুর্লভমেবেত্যর্থঃ। তবাপি চেদ্দুর্লভং তদা তদ্যুক্তানাং বরাকানাং কিমুতেত্যর্থঃ। তদ্দর্শনমপি দুর্লভং চেত্তদা সর্বাংস্ত্যক্ত্বা যেন ময়ৈব রেমে তৎকামারুণ্যম্, যৈর্মাং রহঃ প্রেরিতবান্ তে লীলাটাক্ষশ্চ সুদুর্লভা এব। এবঞ্চেত্তর্হি সুরতান্তে যৎ তৎ সৌন্দর্যম্, কেলিবিশেষে মাং সুবেশাং দৃষ্ট্বা যা সান্দ্রস্মিতশ্রীঃ সা চাতিদুর্লভৈব। স্বান্তর্দশায়াম্—তয়া সহ বিলসতস্তস্য তৎ সর্বমিতি। বাহ্যে - তদ্বৈক্রব্যাদ্বিঠলরঙ্গনাথাদি-দর্শনোপদেশিনঃ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। দীব্যন্তীতি দেবাঃ শ্রীনারায়ণাদয়ঃ। স্বার্থে তল্। দৈবতেঽপি তৎসমূহেঽপি। ননু তেঽপি নিত্যকিশোরা এব, তত্রাহ—তৎসাক্ষান্মন্মথমন্মথত্বেন বর্ণিতমিতি। অন্যৎ সমানম্।।৫৫।।

কিশোর শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শন অতীব দুর্লভ; কিন্তু ভাগ্যের দুর্লভতা বলি নাই, সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দুর্লভ — এ কথাই বলেছি। হে দেব, তোমার পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করা দুর্লভ, তুমি তাঁর দর্শনের যোগ্য নও, তুমি অতি তুচ্ছ, তুমি আমার নিকট আর কি শুভ চিহ্ন সূচনা করছ? যদিও সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীকে ত্যাগ করে কেবল আমার সহিত বিহার করেছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই কারুণ্যকটাক্ষ তোমার পক্ষে দুর্লভ। আবার আমাকে ইঙ্গিতে গোপনস্থানে প্রেরণ নিমিত্ত সেই লীলাকটাক্ষ, তাহা সুদুর্লভই। এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে সুরতান্তে শ্রীকৃষ্ণে যে সৌন্দর্য ও কেলিবিশেষে সুবেশ, যা কেবল আমাকে দেখে উৎসারিত হয়, সেই নিবিড় মধুর হাস্যশোভা, তা ত অতীব দুর্লভ।।৫৫।।

যদুনন্দন—

কিশোর শ্রীগোবিন্দের সে মুখকমল।
বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্লভ কেবল।।
এই সত্য সত্য আমি কহিলাউ সব।
সে কারুণ্য সে লীলার কটাক্ষ দুর্লভ।।
সে সৌন্দর্য সেই সান্দ্র স্মিত শোভাগণ।
বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্লভ দর্শন।
যথা সেই কিশোরাদি কুঞ্জ আদিলীলা।
পুন মোরে সে দর্শন দুর্লভ হইলা।।
এই মতে বিলাপ রাই করিতে করিতে।
বাম উরু কুচ নেত্র স্পন্দে আচম্বিতে।।
তাহা দেখি অতিশয় নৈরাশ হইয়া।

কহিতে লাগিলা দেবে উপালম্ভ দিয়া।।
অহো দেব গোবিন্দের মাধুরী দর্শনে।
মঙ্গলসূচক ভাগ্য দেখাই সঘনে।।
তোমারি দুর্লভ সেই কৈশোরাদি লীলা।
আমারে বা দেখাইতে কি শুভ সূচিলা।।
কোন[১] বা বরাক ভাগ্য![১] সদা তুমি হীন।
তুমি কি দেখাও মোরে শুভ দশা চিহ্ন।।
গোবিন্দ দর্শন তোরে সদাই দুর্লভ।
আরে হত দেব তুমি কি দেখাও সব।।
সর্বত্যাগী মোর সঙ্গে যে রহিলা হরি।
করুণা-কটাক্ষ তোরে সুদুর্লভ বলি।
তাহা হইতে সুদুর্লভ সুরতান্ত শোভা।
তাহা হইতে সুদুর্লভ সেই স্মিত লোভা।।
কেলি-বিশেষের লাগি মোরে নিজ বেশ।
করয়ে দেখিতে তাহা[২] দুর্লভ অশেষ।।
তুমি কিবা এ শুভসকল প্রকাশসহ।
দর্শনের যোগ্য তুমি কভু তার নহ।।
এতেক কহিতে হৈল স্ফূর্ত্তির সাক্ষাৎ।
ভ্রম হৈয়া গেলা চিত্তে নাহিক[৩] সোয়াস্থ[৩]।।
সেই স্থলে অতিশয় নৈরাশ্য হইয়া।
পড়িলা পৃথিবীতলে মহামূর্ছা পাঞা ।।
তাহা দেখি সখীগণ কহে ধৈর্য ধর।
এখনি আসিবে কৃপাসিন্ধু তেঁহো রক্ষ নাহি কৈলা।
অকস্মাৎ কোন পথে দেখি বা আইলা।।
এই সখীবাক্য শুনি সেই গুণগণ।
গান করি পূর্ব কথা কহেন তখন।।
বিষজলে রক্ষা কৈলে বাত বৃষ্টি হৈতে।
দাবানলে রক্ষা কৈলে আর নানা ভীতে[৪]।।
ইহা কহি সর্ব পথ করে নিরীক্ষণে।
গোবিন্দের স্ফূর্ত্তিকথা কহে সখীগণে।।৫৫ ।।

পাঠান্তর -- ১-১ কিবা বোল বাক্য ভাগ্য (খ) ২ স্মিত (ক,খ) ৩-৩ যে কৃষ্ণ বিক্ষাৎ (ক) ৪ রীতে (ক,খ)।

বিঘ্নোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং
বিশ্বাসস্তবকিতচেতসাং জনানাম্।
প্রশ্যামপ্রতিনবকান্তিকন্দলার্দ্রং
পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ।।৫৬।।

অন্বয় — বিশ্বাসস্তবকিচেতসাং জনানাং বিঘ্নোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং, প্রশ্যাম-প্রতিনবকান্তিকান্দলার্দ্রং পথি পথি মুরারেঃ শৈশবং পশ্যামঃ।।৫৬।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁরা বিঘ্নপ্রশমনের জন্য চিত্ত দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে ভগবানের আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের সকল প্রকার বিঘ্ন ও দুঃখ প্রশমিত করবার জন্য যিনি ব্রত গ্রহণ করেছেন, প্রকৃষ্ট শ্যামল কান্তির দ্বারা স্নিগ্ধ যাঁর মূর্তি, আমি পথে পথে মুরারির সেই কিশোর মূর্তিই দেখতে পাচ্ছি।।৫৬।।

অনুবাদ — যাঁরা দৃঢ় বিশ্বাস করে ভগবানের আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের সকল প্রকার বিঘ্ন দূর করবার জন্য যিনি ব্রত গ্রহণ করেছেন, সেই মধুরিমার অভিনব শ্যামল কান্তিদ্বারা সিক্ত কৈশোররূপ পথে পথে আমরা কি দেখতে পাব?।।৫৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ স্ফূর্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ। তত্রাতিনৈরাশ্যেন পুনর্মূর্ছন্ত্যাঃ অয়ি সখি কারুণিকেন তেন কতি বিপদ্‌গণান্ন রক্ষিতাঃ স্মঃ, তদধুনাপ্যকস্মাৎ কেনাপি পথাগত্য নঃ সুখয়িষ্যতীতি সখীবাক্যাদ্বিষজলাপ্যয়াদিতিবৎ তদ্‌গুণগানপূর্ব্বকং সর্বতঃ পথোঽবলোক্য তত্র তত্র তৎ স্ফূর্ত্যা সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — হে সখ্যঃ, মুরারেঃ পরমসুন্দরস্য তস্য শৈশবং কৈশোরং তদ্বয়ঃসৌন্দর্যাদি পথি পথি পশ্যামঃ। "কুন্তাঃ প্রবিশন্তী" তি ন্যায়াৎ কিশোরং তমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশম্ — প্রকর্ষেণ শ্যামাঃ প্রতিনবাঃ ক্ষণে ক্ষণে নূতনাশ্চ যে কান্তিকন্দলাস্তৈরার্দ্রম্। তথা, জনানাং স্বীয়ানাং

টীকার অনুবাদ -- অনন্তর 'স্ফূর্তি-সাক্ষাৎকার-ভ্রম' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন না পেয়েও অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় 'শ্রীকৃষ্ণদর্শন পেয়েছি' এই যে ভ্রম, তাহাই পাঁচটি শ্লোকে বর্ণিত হচ্ছে। তার মধ্যে অতিশয় নৈরাশ্যে পুনরায় শ্রীরাধিকা মূর্ছিত হলে সখীগণ বললেন, "ওহে সখি, কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে কত না কত বিপদে রক্ষা করেছেন। এখনও তিনি অকস্মাৎ কোনও না কোন পথে এসে আমাদিগকে সুখী করবেন"। এই সখীবাক্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে শ্রীরাধা বললেন, "বিষ-জলাপ্যয়াদ্" (ভাগবত ১০।৩১।৩) হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদিগকে বিষজল পান নিমিত্ত বিনাশ

ব্রজবাসিনাং সর্বেষামেব। কিমুতাস্মাকমেবেত্যর্থঃ। বিশ্বে সর্বে যে উপপ্লবাস্তেষাং শমনে একা কেবলা বদ্ধা গৃহীতা দীক্ষা যেন তৎ। কীদৃশাম্ —"এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যৎ" ইত্যাদি-গর্গবাক্যাৎ "সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি" ইত্যাদিবিশ্বাসৈঃ স্তবকিতং চেতো যেষাম্। স্বান্তর্দশায়াম্ — তস্যাঃ সঙ্গে তথা স্ফূর্ত্যৈব। বাহ্যে তু — মথুরানিকটমাগতস্য তস্য সর্বত্র তৎস্ফূর্ত্যা তথোক্তিঃ। তত্র "প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দেত্যাদি" বিশ্বাসযুক্তানাং জনানাং ভক্তানাম্। তথা, "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মমেত্যাদি" তদ্দীক্ষা জ্ঞেয়া। অন্যৎ সমম্।। ৫৬।।

থেকে, এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকলপ্রকার ভয় থেকে বার বার রক্ষা করেছ," এইরূপ গুণগানপূর্বক (শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশায়) সাগ্রহে সর্বদিকের পথ অবলোকন করতে করতে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হল। এরূপ স্ফূর্তিতে তিনি সখীগণের প্রতি যে সকল কথা বলেছেন, সেই কথা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — হে সখি! পরমসুন্দর মুরারির শৈশব বয়সের সৌন্দর্যাদি পথে পথে কি দেখতে পাব? এস্থলে 'শৈশব' শব্দে কিশোর বুঝতে হবে। কারণ 'কুন্তা প্রবিশন্তি' বললে পরে যেমন প্রথা অনুযায়ী বর্শা (কুন্ত) ধারী সৈন্যদল ঢুকছে বুঝায়, সেই রকম 'শৈশব' শব্দে শৈশববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়স ও সৌন্দর্যাদি বুঝাচ্ছে। সেই কৈশোর সৌন্দর্য কিরূপ? অতি শ্যামল এবং সেই শ্যামলকান্তি প্রতিক্ষণেই নব-নবায়মান অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে নূতনভাবে অনুভব হয়, এই প্রকৃষ্ট শ্যামল কান্তিদ্বারা স্নিগ্ধ তাঁর কৈশোর মূর্তি। আর পরমকারুণিক এই শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ জনগণের অর্থাৎ সকল ব্রজবাসীরই সমস্ত দুঃখ নাশ করেন, তখন আমাদের ত কথাই নাই। বিশ্বের সমস্ত উপদ্রব প্রশমন করা রূপ দৃঢ়বদ্ধ দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তা কিরূপ? 'গোপ ও গোকুলের আনন্দবর্ধক এই বালক তোমাদের মঙ্গল বিধান করবে'— (ভাগবত ১০।৮।১৬) এই গর্গবাক্যে এবং 'হে প্রভু ! এই সুদুস্তর কালাগ্নি থেকে নিজ সুহৃদগণকে রক্ষা করুন' ইত্যাদি (ভাগবত ১০।১৭।২৪) মহানুভবের বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। স্বান্তর্দশায় রাধার সঙ্গে কৃষ্ণকে আমরা পথে পথে যেন দেখছি এমন স্ফূর্তি হল। বাহ্যদশাতেও মথুরার কাছে পৌঁছে লীলাশুকের কৃষ্ণ-স্ফূর্তি হল। ভক্তজনকে সে কথাই বলছেন, "হে গোবিন্দ তোমার প্রতিজ্ঞা" ইত্যাদি। অর্থাৎ, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে লোক "হে গোবিন্দ, আমি তোমারই" এই বলে শরণাগত হয়, গোবিন্দ তাকে সর্বদা অভয় দেন। কারণ রামচন্দ্র বলেছেন (রামায়ণ ৬/১৮/৩৩) "যে শরণাগত হয়ে একবারমাত্র আমার কৃপা প্রার্থনা করে, আমি সমস্ত রকমে তাকে অভয় দান করে থাকি; এটাই আমার ব্রত, ইহাই আমার দীক্ষা।" অন্য অর্থ একই প্রকার ।।৫৬।।

যদুনন্দন --

সখি হে! মুরারির কৈশোর-মাধুরী।
পথে পথে নিরক্ষিব সৌন্দর্য চাতুরী।।
প্রকর্ষে জলদ শ্যামরূপ মনোহর।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব কান্তি মনোহর[১] ।।
সে কান্তি কল্লোল যাচে সদাই কমল[২] ।
তাহা নিরক্ষিব আমি এ সাধ অন্তর।।
তাহা বিশ্ব[৩] উপদ্রব শান্তি করিবারে।
ব্রজবাসী প্রতি যেহ[৪] ব্রত দীক্ষা ধরে।।[৪]
সব ব্রজবাসী জনে নিশ্চিন্ত যে করে।
বিশ্বাস স্তবক যার আছয়ে[৫] অন্তরে [৫]।।
সেই[৬] ত করিবে রক্ষা এত ত নিশ্চয়[৬]।
শুন শুন অহে সখি মিথ্যা কভু নয়।।
তাহারে দেখিব আমি এই কুঞ্জে পথে।
আমার নয়ন মন সুমঙ্গল যাতে।।
এই কালে কুঞ্জপথে আইসে যেন হরি।
স্ফূর্তি হৈল নব নব গোবিন্দ মাধুরী।।
নিজনেত্র আগে হেন গোবিন্দ মানিয়া।
পার্শ্বস্থ সখীরে কহে সে সব দেখিয়া।।
লীলাশুক সেই ভাবে কহে সেই বাণী।
বাহ্যদশা তেহো লীলাশুকের কাহিনী।।
মথুরা-নিকটে যাইতে স্ফূর্তি সব ঠাই।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণের যেন দরশন পাই।।
সঙ্গী বৈষ্ণবেরে পুছে ঐছে রীত করি
অন্তর্দশা তেঁহ রহে[৭] সখীবেশ ধরি।৫৬

পাঠান্তর -- ১ কুঞ্জবর (ক,খ) ২ কোমল (ক,খ) ৩ বিঘ্ন (ক, খ) ৪-৪ তিঁহ দীক্ষা শান্তি করে (ক); তেঁহ উপদেশ করে (খ) ৫-৫ অন্তরে আছয়ে (ক) ৬-৬ তাহারে করয়ে রক্ষা এই ত নিশ্চয়ে (ক, খ) ৭ রাই (ক)।

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপুর্
বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোল দৃশৌ।
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতির্
মন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে।।৫৭।।

অন্বয় — মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপুঃ চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বক্ত্রং, বালে বিলোলে দৃশৌ, বাচঃ শৈশবশীতলা, মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতিঃ, মন্দময়ে, ক এষ মথুরাবীথিং মিথো মন্দং গাহতে?।।৫৭।।

অন্বয় অনুবাদ — মাথার ভূষণ শিখিপুচ্ছ, তনুখানি মরকতমণির স্তম্ভের মতন, বিচিত্র হাস্যে মধুর তাঁর মুখখানি, নয়ন দুটি চঞ্চল, বাক্য মধুর ও শীতল, চলার ভঙ্গি বিলাস ও অবস্থান মত্তগজেরও শ্লাঘার বস্তু এমন কে একজন মথুরার পথে ধীরে ধীরে একলা যাচ্ছেন?।।৫৭।।

অনুবাদ — যাঁর মস্তক ময়ূরের পালক দিয়ে সাজানো দেহটি মরকতস্তম্ভবৎ সুন্দর, মুখ মনোজ্ঞ হাস্যে মধুর, নয়নযুগল কোমল ও চঞ্চল, বাক্যগুলি (শৈশবের কিঞ্চিৎ বর্তমানতায়) কৈশোরতায় শীতল; চলাচল, চাহনি, ও করচালনাদির মর্যাদা মত্তগজেরও শ্লাঘ্য — যিনি নির্জনে মন্দগতিতে বৃন্দাবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন - ইনি কে?।।৫৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ পুরঃ কুঞ্জবর্ত্মন্যাগচ্ছন্তমিব তং দৃষ্ট্বা প্রতিপদনবনবতন্মাধুর্য-স্ফূর্ত্যা অদৃষ্টপূর্বমিব তং মত্বা পার্শ্বস্থাং সখীং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — অয়ে বালে মিথো রহসি এক এবেত্যর্থঃ। ক এষ মন্দং মন্দং বীথীং কুঞ্জবীথীং গাহতে। বিলাসগত্যাক্রম্যাগচ্ছতীত্যর্থঃ। যস্য মৌলিঃ শিরো মুকুটং বা চন্দ্রকৈর্ভূষণং যস্য। তথা, বপুর্মরকতস্তম্ভাদপ্যভিরামম্। বক্ত্রং চিত্রো বিমুগ্ধশ্চ যো হাসস্তেন মধুরম্ । দৃশৌ বিলোলে। বাচঃ শৈশবেন কৈশোরেণ শীতলাঃ।

টীকার অনুবাদ — তারপর 'শ্রীকৃষ্ণ যেন কুঞ্জপথে আমার সামনে আসছেন' তা দেখে এবং প্রতিপদে নব নব মাধুর্য স্ফূর্তিতে অদৃষ্টপূর্ব অর্থাৎ যেন পূর্বে কখনও একে দেখি নাই এই মনে করে স্বীয় পাশ্বর্স্থ সখীগণকে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করলেন এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — ওহে সখি! ইনি নির্জনে মন্দগতিতে বৃন্দাবনের কুঞ্জে ধীরে ধীরে বিলাস ভঙ্গিক্রমে প্রবেশ করছেন — ইনি কে? ইহার মাথায় শিখিপুচ্ছভূষণ, দেহটি মরকতস্তম্ভবৎ অতি সুন্দর বিমুগ্ধ মদন মনোজ্ঞ হাস্যে আরও মধুর, নয়নযুগল চঞ্চল, বাক্যগুলি কৈশোরোচিত মিষ্ট; চলন, চাহনি ও হাত চালনা ইত্যাদির বিলাস-মর্যাদা মত্তগজেরও শ্লাঘ্য। আর কেমন? মথুরা, অর্থাৎ দর্শনকারীর মন যিনি মন্থন করেন, তিনি মথুরা। এস্থলে 'মথুরা' পদ 'কঃ এষ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত

তথা, গত্যবলোকনকরচালনাদি-বিলাসস্থিতির্মদগজৈরপি শ্লাঘ্যা। পুনঃ কীদৃশী—মথুরা। পশ্যতাং মনো মথ্নাতীতি মথুরা। ঔণাদিক উরচ্‌প্রত্যয়াৎ। তথা সর্বপদানাং লিঙ্গব্যত্যয়েন বিশেষণমিদম্। মৌলির্মথুরো বক্‌ত্রং মথুরমিত্যাদি। স্বান্তর্দশায়াম্— তথাস্ফূর্তৌ পার্শ্বস্থসখীং প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যে তু; মথুরাং প্রবিষ্টস্তথা স্ফূর্ত্যাহ। অয়ে ইত্যাকাশে সম্বোধনম্। ক এষ মথুরাবীথীং গাহতে যস্য দৃশৌ বালে স্মরমদালসে বিলোলে চ। অন্যৎ সমম্।।৫৭।।

হয়েছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সৌন্দর্যাদি দ্বারা দর্শনকারীর মন মন্থন করেন। এজন্য মথুরা পদটি লিঙ্গের ব্যতিক্রমী ব্যবহারে 'কঃ এষ' এই দুই সর্বনাম পদের বিশেষণরূপে মথুরা অর্থে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝচ্ছে (মথুরা নগরীকে নয়)। তাঁর শিরোভূষণ মনমন্থনকারী, তাঁর বাক্যও মন মন্থন কারক, ইত্যাদি। স্বান্তর্দশায় শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্তি হওয়াতে পার্শ্বস্থ সখীর প্রতি শ্রীরাধা ভাবাপন্ন লীলাশুকের উক্তি। বাহ্য দশাতে ও মথুরাতে প্রবেশের স্ফূর্তি হওয়াতে মথুরায় ঢুকে লীলাশুক পাশের সখীদের যেন বললেন। বিস্ময়ে সম্বোধন করে বাহ্যদশায় বলছেন, যেন আকাশকে উদ্দেশ করে বলছেন, ওহে কে এই মথুরার কুঞ্জ পথে ঢুকছেন যাঁর চোখ তরুণ মদনের মতো মদালসে লোলায়মান?।।৫৭।।

যদুনন্দন—

অহে সখি! কিশোরশেখর দুই জন।
দুই কুঞ্জপথে কেবা একই বরণ।।
মন্দ মন্দ চলি আইসে বিলাস-গমন।
যার শিরে চন্দ্রকভূষণ সুমোহন।।
অঙ্গ[1] মরকত স্তম্ভ হৈতে অভিরাম।[1]
চিত্রমুখে[2] মন্দ হাস্য মাধুরী সুঠাম।।[2]
কৈশোর-বয়স-বাণী পরম শীতল।
মৃদু- হস্ত- চালন গতি স্থিতি মনোহর।।
মদগজগতিশ্লাঘ্যা করয়ে সঘন।
মন্নকে[3] মথন করে এই ত কারণ ।।
পুনঃ[4] তাতে হৈতে হৈল অতিশয় স্ফূর্তি।[4]
সংশয় প্রলাপ কহে মহাবাণী আর্তি।।৫৭।।

পাঠান্তর -- ১-১ পারিজাত মালা গলে সৌন্দর্য অপার (ক) নয়ন চঞ্চল দুই অতি মনোহর (খ) ২-২ চিত্রমুখে মুগ্ধ হাস্য মাধুরীমা আর (ক, খ) ৩ মনকে (ক, খ)
৪-৪ সকল মথুরা করয়ে কথন।।
সকল মথুরা সুখ পরম মথুরা।
এই মত প্রতি অঙ্গ মথুরা মথুরা ।। (ক,খ)

পাদৌ বাদ বিনির্জিতাম্বুজবনৌ পদ্মালয়ালম্বিতৌ
পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ পর্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ।
বাহূ দোহদভাজনং মৃগদৃশাং মাধুর্যধারাকিরৌ
বক্ত্রং বাগ্বিষয়াতিলঙ্ঘনমহো বালং কিমেতন্মহঃ।।৫৮।।

অন্বয়— পাদৌ......... অহো কিমেতৎ মহঃ বালম্।

অন্বয় অনুবাদ — এই জ্যোতির্ময় কিশোর কে? যাঁর চরণ দুখানি পদ্মবনের গর্ব দূর করেছে বলে পদ্মালয়া লক্ষ্মী যাঁকে আশ্রয় করেছেন, যাঁর হাত দুইখানি বংশী বাজাতে ভালবাসে ও সকল শিল্পকলায় নিপুণ, বাহুযুগল মৃগনয়নাদের আকাঙ্খা পূর্ণ করবার পাত্র ও মাধুর্যধারাবর্ষণকারী ও যাঁর মুখখানির সৌন্দর্য বাক্যেরও আগোচর।।৫৮।।

অনুবাদ — এর পা দুটি পদ্মবনের গর্ব দূর করেছে বলে পদ্মালয়া (লক্ষ্মী) একে প্রণয়ী সকল শিল্পকলার আশ্রয়, এর বাহুদ্বয় মাধুর্যধারা বর্ষণে মৃগনয়নাদের আকাঙ্খা পূর্ণ করবার পাত্রস্বরূপ, এর মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না — বাক্যের অগোচর, আহা! এই জ্যোতির্ময় কিশোর কে?।।৫৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

পুনস্তদতিশয়স্ফূর্ত্যা সসংশয়ং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ অহো এতৎ পুরো দৃশ্যমানং মহঃ কান্তিপুঞ্জং কিম্ — বালং কিশোরম্। তদাকারমিত্যর্থঃ। যতোঽস্য পাদৌ বাদেন বিনির্জিতানি অম্বুজবনানি যাভ্যাং তাদৃশৌ। অতঃ পদ্মালয়া তানি ত্যক্ত্বালম্বিতাবাশ্রিতৌ। তথাস্য পাণী বেণুবিনোদনে যঃ প্রণয়স্তদ্যুক্তৌ। তথা, পর্যাপ্তা শিল্পশ্রীর্যত্র যাভ্যাং বা তৌ।

টীকার অনুবাদ — আবার শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মাধুর্য চিত্তে স্ফুরিত হলেও 'স্ফূর্তি-সাক্ষাৎকার ভ্রম' হওয়াতে কুঞ্জপথে আগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখেও সংশয়ের সহিত, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এ বস্তুটি কি? এই সংশয়হেতু শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বলেছেন, সেই প্রলাপের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — আহা আমার সম্মুখে দৃশ্যমান এই কান্তিপুঞ্জটি কি বস্তু? ইনি কি কিশোর কৃষ্ণ ? একটু চিন্তা করে বললেন, এই জ্যোতিঃপুঞ্জ কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণই হবে। যেহেতু এর পা দুটি তুচ্ছতার দ্বারা কমলবনকে জয় করেছে। তাই কমলা স্বয়ং কমলবন ত্যাগ করে এর পদকমল আশ্রয় করেছেন। আবার এর হাত দুটি বাঁশির দ্বারা বিনোদনে প্রণয়ী এবং সেই প্রণয়যুক্ত বেণুবাদনে সে সর্বদা আসক্ত। 'পর্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ' অর্থ হল 'পরি' — সর্বতোভাবে 'আপ্ত' — গৃহীত শিল্পশ্রী অর্থাৎ যা নিখিল শিল্পকলার আশ্রয় বা নিখিল শিল্পবিষয়ে নিপুণ। এর বাহুদ্বয় মাধুর্যধারা বর্ষণ করে বলে মৃগনয়নাদের অভিলাষ পূর্ণ করবার পাত্রস্বরূপ ও সমস্ত ইচ্ছাপূরণের আশ্রয়স্থল। এর মুখের সৌন্দর্য বাক্যেরও অগোচর — বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। অথবা অত্যন্ত মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য স্ফূর্তিতে

তথাস্য বাহূ চ মাধুর্যধারাং কিরত ইতি তৎকিরৌ। অতো মৃগদৃশাং সর্বাভীষ্টস্য ভাজনং পাত্রং যৌ। তথাস্য বক্ত্রং বাগ্বিষয়মতিলঙ্ঘয়তি অনির্বচনীয়মিত্যর্থঃ।। যদ্বা নির্বিশেষমাধুর্য-পুঞ্জস্ফূর্ত্যাহ— এতন্মহঃ কিং কীদৃশম্। মনোনেত্রহারকত্বাদাশ্চর্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চিদ্ বিশেষস্ফূর্ত্যা কন্দর্পোদয়াদাহ — অহো বালং কিশোরমেতৎ। সম্যগ্বিশেষস্ফূর্ত্যা মাধুর্যোদয়াদাহ — অস্য পাদৌ। অত্রাপি বাদেতি পূর্ববৎ। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্।।৫৮।।

বললেন, এই জ্যোতিঃপুঞ্জ কি প্রকার? মন ও চোখ ভুলানো হওয়াতে অতি আশ্চর্য। আরও বিশেষস্ফূর্তিতে প্রেমের উদয়হেতু বললেন, অহো! এই জ্যোতিঃপুঞ্জই কিশোর কৃষ্ণ। ভালভাবে বিশেষ স্ফূর্তিতে মাধুর্যের উদয় হওয়াতে বললেন, এর পদদ্বয় স্বীয় শোভায় কমলবনকে জয় করেছে— বিচারে কমলবনকে পরাজয় করেছে; কিন্তু এর মুখ বর্ণনা করিবার মত বাক্য পাওয়া যায় না — বাক্যের অগোচর। স্বান্তর্দশা ও বাহ্যদশাদ্বয়ের অর্থ সহজগম্য।।৫৮।।

যদুনন্দন—

সখি হে! আগে কি এসে কিশোর শ্যাম।
মহাকান্তি পুঞ্জঘটা যার দৃশ্যমান।।
চরণ-কমলদ্বয় শোভা মনোহর ।
বাদে নিজে পদ্মবনশোভা এ সকল।।
লক্ষ্মী অবলম্ব করে তাহা তেয়াগিয়া।
বেণু অবলম্ব কৈল প্রণয় লাগিয়া।।
পর্যাপ্তি শিল্প শোভা যেই দুই করে।
তাহাতে ধরিয়া আছে বেণু মনোহরে।।
তথা বাহুদ্বয় হয় শোভা মনোহর।
ক্ষরয়ে মাধুর্য-ধারা যাতে নিরন্তর।।
এই ত কারণে বাহু মৃগদৃশাগণে।
সর্বাভীষ্ট পাত্র হয় অতি মনোরমে।।
সর্বাভীষ্ট পাত্র[১] হয় অতি বিলক্ষণ।
তথা মুখপদ্ম-শোভা অতি বিলক্ষণ।
বাক্যের গোচর নহে ঐছে মনোরম।।
কহিতেই পুনঃ তাহা অত্যন্ত বিশেষ।
সে মুখ-মাধুরী-স্ফূর্তি হইল অশেষ।।
তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা।
সেই বাক্য লীলাশুক তাহা প্রকাশিলা।।৫৮।।

পাঠান্তর— ১ প্রায় (ক, খ)।

এতন্নামবিভূষণং বহুমতং বেশায় শৈষৈরলং
বক্ত্রং দ্বিত্রিবিশেষকান্তিলহরীবিন্যাসধন্যাধরম্।
শিল্পৈরল্পধিয়ামগম্যবিভবৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং
চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ।।৫৯।।

অন্বয় — এতন্নাম বহুমতং বিভূষণম্। বেশায় শৈষৈরলম্। বক্ত্রং দ্বিত্রিবিশেষকান্তিলহরীবিন্যাসধন্যাধরম্। অল্পধিয়ামগম্যবিভবৈঃ শিল্পৈঃ অয়ং শৃঙ্গার-ভঙ্গী চিত্রম্। অহো চিত্রং, অহহো বিচিত্রং, চিত্রং বিচিত্রং মহঃ।।৫৯।।

অন্বয় অনুবাদ — (শ্রীগোবিন্দের মূর্তিই) বহুজনসম্মত অলঙ্কারবিশেষ। অন্য বেশভূষায় কি প্রয়োজন ? শ্রীমুখখানি দুই তিন প্রকারের বিশেষ বিন্যাসের দ্বারা ধন্য অধরযুক্ত। অল্পবুদ্ধিদের বুদ্ধির অগম্য শিল্পের প্রাচুর্যে তাঁর শৃঙ্গারভঙ্গি কতই না সুন্দর!।।৫৯।।

অনুবাদ — (শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিই) বহুজনসম্মত বিভূষণ (সাজ), অন্য সাজগোজে কি প্রয়োজন? দু তিনটি কান্তিলহরী (জ্যোতির ঢেউ) বিন্যাসের দ্বারা অধরশোভায় মুখ যথেষ্ট বিভূষিত হয়েছে। অল্পবুদ্ধি শিল্পজ্ঞানের অগম্য বৈভব এই শৃঙ্গারভঙ্গিময় জ্যোতিঃপুঞ্জস্বরূপ চিত্র (সুন্দর), অতিচিত্র (অতি সুন্দর), বিচিত্র, অতি বিচিত্র।।৫৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনরতিবিশেষেণ তন্মুখমাধুর্যস্ফূর্ত্যা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — এতদ্বক্ত্রং, নাম প্রকাশ্যে; বেষায় বহুমতং বিভূষণম্। শৈষৈর্নানামণিময়ৈরলং পর্যাপ্তম্। ননু নানামণীনাং বর্ণশাবল্যাৎ শোভাবিশেষঃ স্যাৎ তত্রাহ — দ্বৌ বা ত্রয়ো বিশেষা যস্যাং তাদৃশী যা কান্তিলহরী তস্যা বিন্যাসেন ধন্যোঽধরো যস্মিন্। স্মিতাধরগণ্ডাদেঃ শৌক্ল্যারুণশ্যামতা ইতি বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। পুনর্মাধুর্যাতিশয়ানুভবাৎ জ্যোতিঃপুঞ্জত্বেন স্ফূর্তিঃ। পুনঃ সর্বাঙ্গাবয়বমনুভূয় তেষাং চ ভূষণত্বেনানুভবাৎ সাশ্চর্যমাহ — ইদং মহঃ কান্তিপূরশ্চিত্রং চিত্রম্। অবয়বিত্বাৎ। পুনস্তৎসৌষ্ঠবস্ফূর্ত্যা অত্যাশ্চর্যমাহ —

টীকার অনুবাদ — আবার অতি বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখের মাধুর্য স্ফূর্তিতে শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বললেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — (শ্রীরাধিকার উক্তি) শ্রীকৃষ্ণের এই মুখ স্বয়ংই গহনারস্বরূপ, ইহা সকলেই জানে; বেশরচনায় ইহাই যথেষ্ট, অন্য নানা মণিময় গহনার কি প্রয়োজন? যদি বল, নানা মণিখচিত কুণ্ডলাদির রঙের বাহারের জন্য মুখের শোভা বিশেষ বর্ধিত হয়। তাতে বললেন, দুই (বাঁশি আর

কস্যাচিদপূর্ববিধেঃ শিল্পৈরেব যা শৃঙ্গারভঙ্গ্যো ভূষণভঙ্গ্যাস্তন্ময়ম্। অতঃ, অহো বিচিত্রমিদম্। ততোঽপ্যতিশয়স্ফূর্ত্তিহ অহহো ইদং চিত্রং বিচিত্রম্। যতঃ কীদৃশৈস্তৈঃ — অল্পধিয়ামেতদ্বিধ্যাদীনামগম্যোবিভবো যেষাং তৈঃ। সন্নকণ্ঠত্বাদ্ অহো অহো ইতি বক্তব্যে অহহো ইত্যুক্তিঃ। দশাদ্বয়ে সুগমম্।।৫৯।।

হাসি) কিংবা তিন (দৃষ্টি, ভ্রূনর্তন ও রহস্য-পরিহাস) যে কান্তিলহরী রয়েছে, তার বিন্যাসের দ্বারা অতিশয় ধন্য অধরশোভায় মুখ যথেষ্ট সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে; সুতরাং মকরকুন্ডলাদি আর কি অধিক শোভা বিস্তার করবে? অর্থাৎ স্মিত হাসি, অধর ও দুই গালের শুভ্রতা, লাল আভা ও শ্যামলতা এই কান্তিলহরীর বৈশিষ্ট্যের (বিলাসের) দ্বারা বিশেষ শোভিত হয়েছে জানতে হবে। আবার অতিশয় মাধুর্যানুভবহেতু জ্যেতিঃপুঞ্জরূপে শ্রীকৃষ্ণের সর্বঅবয়ব স্ফূর্তিতে 'ভূষণের ভূষণাঙ্গ রূপে' তাঁকে অনুভব করে আশ্চর্যের সহিত বললেন, এই কান্তিপুঞ্জ বিচিত্র, অবয়ববিশিষ্ট বলে অতি বিচিত্র। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গের সৌষ্ঠব স্ফূর্তিতে অতি আশ্চর্যের সাথে বললেন, কোন্ বিধির অপূর্ব শিল্প, যা শৃঙ্গারভঙ্গিময় — অপাঙ্গদৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গি, স্মিতহাসি, রহস্য পরিহাস, বেণুগীত, বিলাসগতি প্রভৃতি হল ভূষণভঙ্গিময় বিলাস। আহা! ইহা বিচিত্র। তা থেকেও অধিক মাধুর্য স্ফূর্তিতে বললেন, আহা! ইহা চিত্র হতেও বিচিত্র। তা কি রকম? অল্পবুদ্ধি ব্রহ্মাদির শিল্পজ্ঞানের অগম্য বৈভব এই শৃঙ্গারভঙ্গি। সন্নকণ্ঠ (গদ গদ কণ্ঠ) হওয়াতে অহো বলতে গিয়ে 'অহহো' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। দশাদ্বয়ের অর্থ সুগম্য।।৫৯।।

যদুনন্দন —

সখি হে !
এই লাগি গোবিন্দ-বদন।
নানা বর্ণ মণিগণে, বহুমত বিভূষণে,
বেশ লাগে পর্যাপ্ত মোহন।। ধ্রুবপদ।।
দুই তিন মণিকান্তি লহরী- বিশেষ- ভাতি,
ধন্যাধর শোভা যাতে হয়।
স্মিতধর গন্ডদ্বয়, শুক্লারুণ[১] শ্যামময়,
এই মণিকান্তি যে নিন্দয়।।
পুনঃ[২] মাধুর্যানুভবে[২], কহিতে লাগিলা তবে[২],
সর্ব অঙ্গে জ্যোতিঃপুঞ্জ স্ফুরে।

কিবা কান্তিপুর এই, চিত্ত অবয়বময়ী,
আশ্চর্য লাগয়ে মোর পুরে।।
পুনঃ তার সৌষ্ঠব, দেখিয়ে কহয়ে সব,
অত্যাশ্চর্য হইল যে মনে।
অপূর্ব[৫] বিধাতা শিল্প, শৃঙ্গার ভঙ্গীর কল্প,[৫]
ভূষণ-ভঙ্গীর চিত্র সনে।।
তাতে হৈতে অতিশয়, স্ফূর্তি অবির্ভাব[৬] হয়[৬],
এই চিত্র বিচিত্র মাধুরী।
অল্প-বুদ্ধি-বিধি-আদি, অগম্য-বৈভব-সাধি,
হেন চিত্র মাধুর্যে[৭] ধুরি[৭]।।
এতেক কহিতে রাই, সাক্ষাৎ মানয়ে তাই,
সৌভাগ্যাতিশয় মনে করি।
কিবা এই সত্য হয়, সুবিচারে[৯] প্রলপয়,
লীলাশুক কহে শ্লোক পড়ি।।৫৯।।

পাঠান্তর — ১ সুকরুণ (ক, খ) ২-২ প্রণয় মাধুর্যলোভে (খ) ৩ ভাবে (খ) ৪ শুন (ক, খ) ৫-৫ পূর্বেতে বিধাতা যেই, শিল্প শৃঙ্গার ভঙ্গীময়ী (ক); অপর বিধাতা রঙ্গ, শৃঙ্গার তরঙ্গ রঙ্গ (খ) ৬-৬ হইল রসময় (ক) ৭-৭ নিরমাণ করি (খ) ৮ দেখয়ে (ক, খ) ৯ সবিচার (ক, খ)।

অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলিলক্ষ্মীম্
অন্যাসু দিক্ষ্বপি বিলোচনমেব সাক্ষি।
হা হন্ত হস্তপথদূরমহো কিমেতদ্
আশাকিশোরময়মম্ব জগৎত্রয়ং মে।। ৬০।।

অন্বয় — অগ্রে অন্যাসু দিক্ষ্বপি কামপি কেলিলক্ষ্মীং সমগ্রয়তি। বিলোচনমেব সাক্ষি। হা হন্ত হস্তপথদূরম্। অহো কিমেতৎ, অম্ব আশা জগৎত্রয়ং মে কিশোরময়ম্।।৬০।।

অন্বয় অনুবাদ — আমার সম্মুখে এবং অন্য সকল দিকেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে প্রসারিত করে তিনি বিরাজিত। আমার নয়নই এ বিষয়ে সাক্ষী স্বরূপ। হায় হায়, কিন্তু তিনি যে একহাত পরিমিত দূরে রয়েছেন। ওমা, এ কি হল — ত্রিজগতে আমার সকল দিকই যে কিশোররূপে ভরে গেল।।৬০।।

অনুবাদ — আমার সামনে শ্রীকৃষ্ণ কি আশ্চর্য বিলাসশোভা সুন্দরভাবে প্রকাশ করছেন। আবার সকলদিকেই সেইরূপ শোভা দেখছি। আমার চক্ষুই এর সাক্ষী, হায়! হায়! আমি হস্ত প্রসার করলে ইনি একহস্ত পথ দূরে রইলেন। মাগো, একি হল, আমি যে জগৎত্রয়ে সর্বত্রই কিশোরময় দেখছি।।৬০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

ততঃ সাক্ষাৎ তং মত্বা স্বভাগ্যাতিশয়মননাৎ কিমিদং সত্যমিতি সবিচারং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ, — অগ্রে মম পুরঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীং সমগ্রয়তি সম্যক্‌করোতি। অতঃ সত্যমেব। পুনঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চালোক্যাহ — অন্যাসু দিক্ষ্বপি তথা। তদেকঃ কথং সর্বত্র ভবত্বিতি সংশয়া সপ্রত্যয়মাহ — বিলোচনমেব সাক্ষি। প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে;

টীকার অনুবাদ — তারপর স্ফূর্তিতে সাক্ষাৎকার বোধ হল, অর্থাৎ শ্রীরাধিকার মনে হল, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার সামনে উপস্থিত। এই রকম শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবতী মনে করলেন; কিন্তু আবার মনে হল এই দর্শন কি সত্য? এই ভাবে বিচারের সহিত তিনি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — (শ্রীরাধিকার উক্তি) আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ কি আশ্চর্য বিলাসশোভা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করেছেন। এই ভাবে তিনি নিজের সামনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে মনে করলেন, এই দর্শন সত্যই হবে। পুনরায় পাশে, পশ্চাতে ও সকল দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যখন ওই শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করলেন, তখন মনে হল এই দর্শন সত্য — এই রকম প্রত্যয় হলেও আবার সংশয় হল যে, একই শ্রীকৃষ্ণ কি

কথমন্যথা স্যাৎ। ভবতু স্পৃষ্টা নির্ধারয়ামীতি বাহূ প্রসার্য তত্র তত্র গত্বা ততোঽপি দূরে তমালোক্য সবিষাদমাহ হা হন্ত হস্তপথদূরম্। হস্তপথাদ্দূরে এতদিতি সবিতর্কমাহ অহো কিমেতৎ। ক্ষণং বিমৃষ্য সনির্ণয়দৈন্যমাহ,— অম্ব, ইত্যাকাশে বিষাদসম্বোধনম্। আশাকিশোরময়ং জগৎত্রয়ং মে জাতম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্।। ৬০।।

ভাবে সর্বত্র প্রত্যক্ষ হতে পারেন? পরে প্রত্যয়ের সাথে বললেন, এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই । কেননা, আমার চক্ষুই এ বিষয়ে সাক্ষী, যখন চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করছি, তখন ইহা কি করে অন্যথা হবে? এই দর্শন কখনও মিথ্যা হতে পারে না। যা হোক, আমি শ্রীকৃষ্ণকে ছুঁয়ে সত্য নির্ধারণ করব। এই ভেবে বাহু প্রসারণ করে দেখেন সামনে (স্ফূর্তিপ্রাপ্ত) শ্রীকৃষ্ণ আরও দূরে চলে গেছেন, এইরূপে তিনি যতই অগ্রসর হয়ে হাত বাড়াতে লাগলেন, ততই শ্রীকৃষ্ণকে এক হাত দূরে আছে দেখে বিষাদের সাথে বললেন, হায়! কি দুঃখ ? ইনি যে সর্বদা একহাত দূরে থেকে চলে যাচ্ছেন? আমাকে ত ধরা দিলেন না। আবার একটু ক্ষণ বিচার করে (শূন্যে আকাশের দিকে চেয়ে) বললেন, 'অম্ব'— মাগো এ কি হল? ('অম্ব' শব্দ এখানে দুঃখময় সম্বোধন) এখন আমার আশাতেই ত্রিজগৎ কিশোরময় হল। অর্থাৎ আমি যেদিকে দৃষ্টিপাত করছি, সকল দিকেই সেই আশারূপ কিশোরময় শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছি। নিজের অন্তর্দশা এবং বহির্দশার অর্থ স্পষ্ট।।৬০।।

যদুনন্দন—

মোর আগে কোন কেলি শোভা বিলসয়।
ইহা কহি পার্শ্ব পৃষ্ঠে' নিরখি কহয়।।
অন্য দিগ্‌গণেই দেখিয়ে সেই শোভা।
একদিকে কেনে সর্বত্রয় মনোলোভা।
এত কহি সংশয়া মনেতে উপজিলা।
সপ্রশ্রয়রূপে কিছু কহিতে লাগিলে।।
বিলোচন সাক্ষী মোর সর্বত্র দেখিয়ে।
এই সত্য হয় ইহা অন্যথা না হয়ে।।
হস্তে করে পরশিয়া করিয়া নির্ধার।
কহি বাহু প্রসারিয়া যায় ধরিবার ।।
যত যায় তত তত দূরে দেখে তারে।
তা দেখি বিষাদ করি কহে বারে বারে।।
হায়' হস্ত' পথ-দূরে, হাতে নাহি পাই।

নয়নে দেখিয়া ঐছে কভু দেখি নাই।।
এতেক বিতর্ক করি কহে বিমর্ষিয়া।
কি আশ্চর্য হয় এই মন মোহনিয়া।।
আকাশ চাহিয়া কহে পুনঃ[৩] ওই হয়।[৩]
কিশোর হইল মোর ত্রিভুবনময়[৪]।
এইরূপে গোবিন্দের লাগ না পাইয়া।
পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া।।
সখী কহে, —"এখনি মাধুর্যগুণ তার।
নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোহর"।।
ইহা শুনি চেতন পাইলা সুধামুখী।
কুঞ্জলীলা অন্ত-সেবা না পাইয়া দুঃখী।।
দুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ বচন।
মথুরার পথে পড়ি লীলাশুকের মন।। ৬০।।

পাঠান্তর — ১ দৃষ্টি (ক) ২-২ হা অদৃষ্ট (খ) ৩-৩ শুন অহে আই (ক,খ) ৪ ত্রিভুবনমই (ক,খ)

চিকুরং বহলং বিরলং ভ্রমরং
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নম্।
অধরং মধুরং বদনং মধুরং
চপলং চরিতঞ্চ কদা নু বিভোঃ ।। ৬১।।

অন্বয় — বিভোঃ বহলং বিরলং ভ্রমরং চিকুরং কদা (পরিচরামি)? মৃদুলং বচনং কদা (শৃণোমি)? বিপুলং নয়নং কদা (পশ্যামি)? মধুরং অধরং কদা (পিবামি)? মধুরং বদনং কদা (পশ্যামি) ? চপলং চরিতং কদা (অনুভবামি)?।।৬১।।

অন্বয় অনুবাদ — বিভুর ঘনকৃষ্ণকেশকলাপ অলৌকিক ভ্রমরের কৃষ্ণতাবিশিষ্ট, (কবে তা পরিচর্যা করতে পাব)? মৃদু বচন কবেই বা (শুনব)? দীর্ঘনয়ন কবে (দেখব) কবে সেই মধুর অধর সুধা (পান করব)? মধুর বদন কবে (দেখতে পাব)? চঞ্চল আচরণ কবে আমার (অনুভবের বিষয় হবে)?।।৬১।।

মন্তব্য — দাক্ষিণাত্যের পাঠে শ্লোকের শেষে 'অনুভবে' ক্রিয়ার স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় এতগুলি ক্রিয়াপদ যোগ করবার প্রয়োজন হয় না। চিকুর থেকে আরম্ভ করে চপল চরিত পর্যন্ত সব কিছুই কবে অনুভব করব? ।।৬১।।

অনুবাদ — ভগবানের স্নিগ্ধ নিবিড় কেশরাশি (কবে আমি বেঁধে দেব) ভ্রমরবৎ কপালের উপর উড়ে পড়া আল্‌গা চুল (কবে আমি পরিচর্যা করব বা ঠিক করব) মৃদুল বচন (কবে শুনব) বিপুল নয়নযুগল (কবে দেখব) মধুর অধরসুধা (কবে পান করব) মধুর বদন (কবে চুম্বন করব) তার চপল হাবভাব (কবে আমার অনুভবের বিষয় হবে)।।৬১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ তদলাভান্মথুরাবীথ্যাং পতিতঃ, পুনস্তস্যা ভূমৌ নিপত্য মূর্চ্ছন্ত্যাঃ, অধুনৈবাগতস্য তৎতন্মাধুর্যমনুভবিষ্যসীতি সখীভিঃ প্রবোধিতায়া নেত্রে নিমীল্যৈব কুঞ্জে লীলাবসানসময়ে তস্য স্বেষ্টতৎতৎসেবাদ্যপ্রাপ্তিস্ফূর্ত্যা তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণকে না পেয়ে হতাশ ভাবে শ্রীরাধা মথুরার রাস্তায় পড়ে পুনরায় মূর্ছিত হলেন। তাঁকে জাগিয়ে তুলে সখীগণ আশ্বাস দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এখনই আসবেন, তুমি তাঁর মাধুর্য অনুভব করতে পারবে। এই রকম সখীগণ কর্তৃক জ্ঞান প্রাপ্ত হলে শ্রীরাধা চোখ খুলে উঠে বসলেন এবং কুঞ্জে লীলা অবসানের সময়ে নিজ প্রাণনাথের অভীষ্ট যে যে সেবাগুলি করতেন, এখন সেই সেবাদি না করতে

বচোঽনুবদন্নাহ — নু ভোঃ সখ্যঃ, বিভোরেতদ্দুঃখহরণসমর্থস্য চিকুরম্। কদা চূড়াত্বেন বধ্নামীতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি। কীদৃশম্ — বহুলং স্নিগ্ধনিবিড়ম্। তথা, ভ্রমরং ললাটালকং কদোদ্যচ্ছামি। কীদৃশম্? বিরলং অলিপঙ্‌ক্তিবৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থিতম্। মৃদুলং বচনং কদা শ্রোষ্যামি। বিপুলং নয়নং কদা দ্রক্ষ্যামি। মধুরমধরং কদা পাস্যামি। মধুরং বদনং কদা চুম্বিষ্যামি। চপলং চরিতং কদা অনুভবিষ্যামি। গাঢ়ার্ত্যা লজ্জয়া চ বাগসমাপ্তিঃ। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্।।৬১।।

পারাতে সখীগণের প্রতি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — (নু শব্দ প্রশ্নবোধক) হে সখীগণ! ভগবান (যিনি আমাদের এই দুঃখ হরণে সমর্থ) সেই শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ, নিবিড়, কেশরাশি কবে আমি চূড়ার আকারে বেঁধে দিব? (এইরূপ পরেও ক্রিয়াপদ যোগ করতে হবে) সেই চুল কেমন? স্নিগ্ধ, নিবিড় ও অনেক ঘন। আর ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় চঞ্চল চুল তাঁর ললাটের উপর পড়লে কবে আমি উঠিয়ে দিব। তা (সেই চুল) কি রকম? বিরল, মৌমাছির দলের মত পৃথ্‌ক পৃথ্‌ক আল্‌গা চুল। তাঁর মৃদুল বচন কবে শুনব? বিপুল নয়নযুগল কবে দেখব? মধুর মধুর অধরসুধা কবে পান করব? মধুর বদন কবে চুম্বন করব? ভগবানের চপল চাল চলন কবে আমার অনুভবের বিষয় হবে? 'বিভু' শব্দ উচ্চারণ করেই গাঢ় আর্তি ও গভীরভাবে লজ্জায় অভিভূত হয়ে ক্রিয়াপদ যোগ করতে অসমর্থ হয়ে অর্থাৎ কথা শেষ না হতেই লীলাশুক নির্বাক হয়েছেন ।। ৬১ ।।

যদুনন্দন —

সখি হে, কবে দুঃখ হরণ[১] প্রভুর ।
স্নিগ্ধ ঘনচূড়া হেন বান্ধিব[২] চিকুর[২]।।
অলকালি[৩] শোভা ভালি[৩] বিরল বিরল।
কবে ভৃঙ্গপঙ্‌ক্তি বন্ধ করিব সোশর।।
কবে সেই মৃদু মৃদু বাণী মনোহর।
শুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর।।
বিপুল নয়ন কবে দেখিব নয়নে।
কবে[৪] পাব অধর মধুরামৃত পানে।।[৪]
কবে সে বদনচন্দ্র করিব চুম্বন।
চপল চরিত কবে অনুভাবি মন।।

এইরূপে গাঢ় আর্তে অতি লজ্জাচ্চয়ে।
বাক্যের সমাপ্তি নাহি এলা মিলা কহে।
ক্ষণে উঠে বৃন্দাবনে যাইবার কালে।
মূর্ছা পাঞা পড়ে ধনী পুনঃ সেই স্থলে।।
তাহা দেখি সখীগণ অন্যে অন্যে কহে।
এই[৫] ত প্রলাপ-স্ফূর্তি লীলাশুকে হয়ে।।৬১।।

পাঠান্তর — ১ হরব (ক) ২-২ কেশে পিঞ্ছ উরে দূর (ক); না বান্ধিনু চিকুর (খ) ৩-৩ অলকাবলীর শোভা (খ) ৪-৪ কবে সে বদনচন্দ্র করিব চুম্বনে (ক) ৫ সেই (ক,খ)।

পরিপালয় নঃ কৃপালয়েত্যসকৃজ্জল্পিতমার্তবান্ধবঃ।
মুরলীমৃদুলস্বনান্তরে বিভুরাকর্ণয়িতা কদা নু নঃ।। ৬২।।

অন্বয় — হে কৃপালয়! এত্য নঃ পরিপালয়। আর্তবান্ধবঃ বিভুঃ সঃ মুরলীমৃদুলস্বনান্তরে জল্পিতং কদা নু সকৃৎ আকর্ণয়িতা? ।।৬২।।

অন্বয় অনুবাদ — হে কৃপাময়, তুমি এসে আমাদের রক্ষা কর। আর্ত্তাগণের বন্ধু সেই বিভু ভগবান মুরলীর মৃদুগম্ভীর স্বরের মধ্যে আমাদের কথা কবে একবারও শুনবেন?

অনুবাদ — হে কৃপাময়, একবার এসে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে দুঃখীজনের বন্ধু! এইরূপ বহু জল্পিত কথার মধ্যে আমাদের এই একটি প্রার্থনা মুরলীর মৃদুলস্বরের মধ্যে কবে শুনবে?।।৬২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ততঃ ক্ষণাদুত্থায় বৃন্দাবনং গচ্ছন্ এতদ্বদন্ত্যাং তস্যাং মূর্চ্ছিতায়াং তৎসখীনাম্ অন্যোন্যপ্রলপিতস্ফূর্ত্যা তদনুবদন্নাহ দ্বাভ্যাম্। নু ভোঃ সখ্যঃ। হে কৃপালো এত্য নোঽস্মান্ পরিপালয় ইত্যস্মাকং বহুজল্পিতানাং মধ্যে সকৃজ্জল্পিতমেকজল্পিতমপি বিভুঃ সর্বরক্ষাসমর্থঃ শ্রীকৃষ্ণো মুরলীস্বনস্যান্তরে মধ্যে কদা আকর্ণয়িতা শ্রোষ্যতি। তত্র হেতুঃ আর্তেতি। কৃপালয়েত্যসকৃদিতি পাঠে হে কৃপালয় ইতি অসকৃজ্জল্পিতম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্।। ৬২।।

টীকার অনুবাদ — কিছুক্ষণ পরে শ্রীরাধা গাত্রোত্থান করে বৃন্দাবনে গমন করছেন এমন সময় সেই পূর্বোক্ত প্রলাপ বলে মূর্ছিত হলে তাঁর সখিগণকে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে দুটি শ্লোকে লীলাশুক বললেন — (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'নু' শব্দ সম্বোধনে। হে সখিগণ! পূর্বে আমরা বহু প্রকার প্রার্থনা করেছি, এখন এই বলে প্রর্থনা করব — আমাদের বহু প্রকার প্রার্থনার মধ্যে এই একটি মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর। হে বিভু ! তুমি সর্ব রক্ষায় সমর্থ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মুরলীর মৃদুল স্বরের মধ্যে কখন আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করবে? তার কারণ — তুমি আর্তবন্ধু। 'কৃপালয়েত্যসকৃৎ' পাঠান্তরে অর্থ হল হে কৃপালয়! আমাদের বহু জল্পিত প্রার্থনার মধ্যে এই একটিমাত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর — একবার এসে আমাদিগকে পালন কর, রক্ষা কর। দশান্তরদ্বয়ের অর্থ সহজ।।৬২।।

যদুনন্দন –

সখীগণ কৃপালয় কেবল-মুরারি।
আমা সবাকারে দেখা দিবে কৃপা করি।।
অনেক জল্পয়ে যেবা তাহারেই দিবে।
তার মধ্যে অল্প যে জল্পয়ে তারে দিবে।।*
মুরলীগানের মধ্যে যেই সুখসিন্ধু।
কবে কর্ণে প্রবেশিবে তার এক বিন্দু।।
কবে মূর্চ্ছাগত সখী পাইবে চেতন।
কৃপাসিন্ধু তুমি কহি এই সে কারণ।।
সুজনবিপত্তিভর[১] অসহিষ্ণু হরি।
এ লাগি কৃপালু নাম আছে ক্ষিতি ভরি।।
নিজ কৃপালুতা নাম পালন করিতে।
অবশ্য রাখিবে সখী[২] এই বিপদেতে।।
ঐছে বাক্যে কোন সখী কহে প্রলপিয়া।
লীলাশুক সেই শ্লোক পড়ে আর্ত হৈয়া।।৬২।।

পাঠান্তর – * হেন কৃপাল কৃষ্ণ সভাকার প্রাণ। সর্বরক্ষ সমর্থ সদা মূর্ত্তিমান।। (ক) ১ ভয় (ক) ২ কৃষ্ণ (খ)।

কদা নু কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং
কৈশোরগন্ধিঃ করুণাম্বুধির্নঃ।
বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যাম্
আলোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি।।৬৩।।

অন্বয় — কৈশোরগন্ধিঃ করুণাম্বুধিঃ বিপুলায়তাভ্যাং বিলোচনাভ্যাম্ আলোকয়িষ্যন্ কদা নু কস্যাং নু বিপদ্দশায়ং বিষয়ীকরোতি?।।৬৩।।

অন্বয় অনুবাদ — করুণার সমুদ্র নবকিশোর দীর্ঘায়িত নয়নদ্বারা দৃষ্টিপাত করে কবে, কোন্ বিপদে আমাদিগকে তার দৃষ্টির বিষয়ীভূত করবেন?

অনুবাদ — ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কোন্ বিপদ্দশায় করুণাসাগর নবকিশোর, তাঁর বিপুল আয়ত লোচনযুগল দ্বারা দেখে আমাদিগকে দৃষ্টির বিষয় করবেন?

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

ননু স্বজনবিপত্তরমসহিষ্ণুঃ কৃপালুরয়ং শ্রীকৃষ্ণ এত্য নঃ পালয়িষ্যতীতি কস্যাশ্চিদ্বাক্যাৎ সদৈন্যং প্রলপন্তীনাং বচোঽনুবদন্নাহ — স করুণাম্বুধিঃ কদা নু কস্মিন্ ক্ষণে ইতোঽপ্যধিকায়াং কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং বিপুলায়তাভ্যাং বিলোচনাভ্যামালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি স্বগোচরী করিষ্যতি। ইতোঽপি বিপৎ সম্ভবেন্নাম। কীদৃক্? কৈশোরগন্ধিঃ। স্বল্পার্থে ইৎ সমাসান্তঃ। নবকৈশোর ইত্যর্থঃ। দশাদ্বয়ে সুগমম্।।৬৩।।

টীকার অনুবাদ — কোন এক এক সখী বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ স্বজনের সামান্য বিপদ সহ্য করতে পারেন না, তিনি কৃপালু, অবশ্যই এসে আমাদিগকে পালন বা রক্ষা করবেন।" এই কথা শুনে শ্রীরাধিকা সদৈন্যে যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন— (শ্রীরাধিকার উক্তি) সেই করুণাসিন্ধু ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন্ বিপদ্দশায় আমাদিগকে তাঁর বিপুল আয়ত চোখ দুটি দিয়ে দেখবেন? তাঁকে দেখতে না পাওয়ার মত অধিক বিপদ আর কি আছে? তিনি কিরূপ? 'কৈশোরগন্ধিঃ'। স্বল্পার্থে ইৎ সমাসান্তপদ (পানিনি ৫।৪।১৩৬) কৈশোরের অল্পগন্ধ আছে যাঁর সেই নবকিশোর কখন আমাদিগকে দেখবেন? দশান্তরদ্বয়ের অর্থ সুগম।।৬৩।।

যদুনন্দন —

সখি[১]হে, কবে[১] শ্যামসুন্দরশেখর।
এই বিপত্ত্যের কালে হৈয়া কৃপাধর।।
বিপুল আয়ত নেত্র গোচর বিষয়ী।
কবে সে করিবে অতি দয়া উপজায়ি।।
কৈশোর-সুগন্ধ যেই সেই[২] সর্বক্ষণ।
কৃপাতে করিবে কবে ইহা[৩] দরশন[৩]।।
তাহা শুনি উঠে রাই নয়ন মুদিয়া।
সখী প্রতি কহে রাই[৪] উৎকণ্ঠিত হৈয়া।।৬৩।।

পাঠান্তর — ১-১ কবে যে দেখিব (ক) ২ রহে (ক) ৩-৩ মোরে নিরীক্ষণ (ক) ৪ অতি (ক)

মধুরমধরবিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে
শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে।
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুবাদে
মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু।।৬৪।।

অন্বয় — অধরবিম্বে মধুরং, মন্দহাসে মঞ্জুলং (সুন্দর), অমৃতনাদে শিশিরং (মিষ্টিকথায় তাপ দূর করা ঠান্ডা), দৃষ্টিপাতে শীতলং, অরুণনেত্রে বিপুলং, বেণুনাদে বিশ্রুতং (প্রসিদ্ধ), মরকতমণিনীলং বালং (কদা) নু আলোকয়ে?।।৬৪।।

অন্বয় অনুবাদ — যিনি অধরবিম্বে মধুর, মন্দহাসিতে মধুর, অমৃতনাদে স্নিগ্ধ, দৃষ্টিপাতে শীতল, অরুণনেত্রে বিশাল, বেণুনাদে বিখ্যাত, সেই মরকতমণির মতন নীলবর্ণ বালক বা নবকিশোরকে কবে দেখতে পাব?

অনুবাদ — যার লাল ঠোঁটের মধুরতা, মন্দহাসির মনোহারিতা, মধুর কণ্ঠের স্নিগ্ধতা; দৃষ্টিপাতের শীতলতা, যাঁর চক্ষু বিরাট অরুণ যাঁর বেণুবাদন বিখ্যাত, সেই মরকতমণির ন্যায় নীলবর্ণ নবকিশোরকে কখন দেখতে পাব?।।৬৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথোন্মত্তেবোত্থায় উপবিশ্য নেত্রে নিমীল্যৈব সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ— নু ভোঃ সখ্যস্তং মরকতমণিনীলং বালং কিশোরম্ আলোকয়ে। কদা দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। আকাঙ্খায়াং লিঙ্। কীদৃশম্? অধরবিম্বে মধুরং, মন্দহাসে মঞ্জুলম্, অমৃতনাদে বাচি শিশিরং, দৃষ্টিপাতে শীতলং, অরুণনেত্রে বিপুলং বেণুনাদে বিশ্রুতম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্।।৬৪।।

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীরাধা উন্মত্তের ন্যায় উঠে বসলেন এবং নেত্রদুটি বুজেই উৎকণ্ঠার সহিত সখীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বচনের পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন, (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'নু' শব্দ প্রশ্নে। হে সখীগণ! মরকতমণির ন্যায় নীলবর্ণ নবকিশোরকে কখন দেখতে পাব? তিনি কিরূপ? তাঁর লাল ঠোঁটে মধুরতা, মন্দহাসিতে মনোহারিতা, অমৃতের ন্যায় বাক্যে স্নিগ্ধতা, বিপুল অরুণ নয়নের দৃষ্টিতে শীতলতা, বেণুনাদের জন্য বিখ্যাত, সেই নবকিশোরকে কখন দেখতে পাব? দশান্তরদ্বয়ের অর্থ সহজ।।৬৪।।

যদুনন্দন —

সখী হে!
মরকত-মণি[১] নীলকাঁতি।
কিশোর শেখর বর, মৃগদৃশা[২] তাপহর,
কবে নিরখিব সে মুরতি।। ধ্রুবপদ।।
বান্ধুলী-সুরঙ্গ জিনি, মধুর-অধর-বাণী,
মৃদু নব পল্লব জিনিয়া।
সদাই প্রফুল্ল অতি, যাহাতে মোহয়ে মতি,
কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া।।
তাতে মন্দ মন্দ হাসি, উগরে অমৃত রাশি,
তার মঞ্জু শোভা বিলক্ষণ।
সদাই অধর[৩] তাতে[৩], স্নান করে[৪] অবিরতে,
তা দেখি জুড়াব কবে মন।।
তাহাতে অমৃত-বাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী,
অতি স্নিগ্ধ সুমাধুরীময়।
তাতে পরিহাসভঙ্গী, তরুণীর[৫] প্রাণসঙ্গী[৫],
কবে তা শুনিব কর্ণদ্বয়।
লোচন চাহনি তাতে, কত প্রেমময়[৬] যাতে,
অতি সুললিত সদা যেই।
বঙ্কিম চাহনি আর, অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে তার,
কবে আঁখি দেখিব সদাই।।
তাহাতে অরুণ আঁখি, বিপুল আয়ত সাক্ষী,
তাতে ঘন পক্ষের সুষমা।
যাহা দেখি মাতে নারী, কে কহিবে সে মাধুরী,
কবে সে দেখিব মনোরমা।।
তাতে বেণু-গান-সুধা, যে করে অমৃত সুধা,
ব্রজনারী চিত্ত যেই হরে।
সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন হবে,
ডুবাইব[৭] শ্রবণ অন্তরে।।

এতেক কহিতে রাই, অন্তরে সোয়াস্থ নাই,
উন্মাদ বাড়িল অতিশয়।
উঠিয়া ধাইয়া যায়, সদা কহে হায় হায়,
সখীগণ ধরিয়া রাখয়।
তারা কহে, "শুন সখি, উন্মাদ বাড়াও[৮] নাকি[৮],
ধৈর্য অবলম্বন কর তুমি"।
শুনি প্রিয়-সখী বোল, ছাড়ি অতি উত্তরোল,
ধৈর্যপ্রায়[৯] কহে কিছু বাণী।।৬৪।।

পাঠান্তর -- নীলমণি (ক,খ) ২ তৃষ্ণা (ক) ৩-৩ অধরামৃতে (ক) ৪ করায় (ক) ৫-৫ কামিনী মোহন রঙ্গী (ক) ৬ প্রেমমাখা (ক, খ) ৭ জুড়াইব (ক, খ) ৮-৮ বাঢ়া ও বাকি (ক, খ) ৯ ধৈর্য হেন (ক, খ)।

মাধুর্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরম্।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্মঃ।।৬৫।।

অন্বয় — মন্মথতাতস্য মাধুর্যাদপি মধুরং চাপল্যাদপি চপলং, কিমপি কৈশোরং চেতো বত হরতি। হন্ত কিং কুর্মঃ?।।৬৫।।

অন্বয় অনুবাদ — মন্মথের (কামদেবের) জনক শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর হল মার্ধুয অপেক্ষাও মধুর, চপল হতেও অধিকতর চপল। তা আমার চিত্তকে হরণ করছে। হায় এখন কি করি! ।।৬৫।।

অনুবাদ — কামের উৎপাদক শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনির্বচনীয় কৈশোর — মাধুর্যের থেকেও মধুরতর (অতিশয় মধুর) অথবা তাঁর অনির্বচনীয় কৈশোরই মন্মথের ধর্ম — সেই কৈশোরই আমার অতিচপল চিত্তকে হরণ করছে! হায়! এখন আমি কি করতে পারি?।।৬৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথোত্থায় ইতস্ততো ধাবন্ত্যাঃ সখীভিরঞ্চলে গৃহীত্বা, সখি কিমিত্যুন্মত্তাসি ধৈর্যং কুর্বিতি প্রবোধিতায়াঃ সধৈর্যমিব বচোঽনুবদন্নাহ। মন্মথতাতস্য মনো মথ্নাতীতি মন্মথো দুঃখদঃ কামস্তং জনয়তীতি মন্মথজনকস্তস্যেতি বক্তব্যে ভাববৈবশ্যাৎ সমানপর্যায়ত্বাচ্চ তৎতাতস্যেত্যুক্তিঃ। তস্য কৃষ্ণস্য কিমপ্যনির্বচনীয়ং কৈশোরং চেতো হরতি। হন্ত খেদে। কিং কুর্মঃ। তত্র হেতুমাহ। কীদৃশম্? মাধুর্যাৎ তদ্রূপধর্মাদপি মধুরম্। লক্ষণয়াতিমধুরমিত্যর্থঃ। ননু অয়ি মুগ্ধে কস্যাশ্চেতো ন হরতি কান্যা

টীকার অনুবাদ — উন্মত্ত শ্রীরাধা উঠে এদিক ওদিক ধাবিত হলে সখীগণ তাঁর আঁচল ধরে বললেন 'সখি তুমি কি পাগল হলে? ধৈর্য ধারণ কর।' এইরূপে সখীগণ কর্তৃক জাগরিত হয়ে তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্যধারণপূর্বক যা বলেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'মন্মথতাত'— কামের জনক (কামের উৎপত্তি হয় যা থেকে) সেই শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর আমার চিত্তকে হরণ করে আমায় পাগল করে তুলেছে। মনকে মথন করে বলে মন্মথ, এই মন্মথ দুখঃদায়ক কাম, তার উৎপাদক,— এই অর্থে 'মন্মথজনক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু শ্লোকে 'মন্মথজনক' বক্তব্য হলেও বিবশচিত্ত হবার ফলে উহার সমান পর্যায়ের শব্দ 'মন্মথতাত' শব্দ উক্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় কৈশোরই আমার চিত্তকে হরণ করছে। হায়! আমি এখন কি করি? ('হন্ত' শব্দ খেদে) সেই জন্য বলছেন, মাধুর্য থেকেও মধুরতর শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর। তা কেমন? সকল অবস্থাতে সমস্ত চেষ্টার

ত্বমিবোন্মাদ্যতি, তত্রাহ। কীদৃশম্ চেতঃ চাপল্যাৎ তদ্রূপধর্মাদপি চপলম্। তদস্যৈব দোষ ইত্যর্থঃ; যদ্বা, তস্য কৃষ্ণস্য মন্মথতয়া কৈশোরং ব্যাপ্য মনো হরতীত্যন্বয়ঃ। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে ইতি দ্বিতীয়া। কিংবা কৈশোরং কীদৃশম্? মন্মথতা তৎস্বরূপম্। স্বান্তর্দশায়াম্; সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যে সঙ্গিজনান্ প্রতি।।৬৫।।

রমনীয়তা বা সৌন্দর্যই মাধুর্য। এই মাধুর্যের যে ধর্ম তা থেকেও বেশি মধুর হল শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর। তোমারা যদি বল, ওহে মূঢ়! শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর কার চিত্ত হরণ না করে? অর্থাৎ সকলেরই চিত্ত হরণ করে; কিন্তু তোমার মত পাগল হয়েছে কে? তাই বলছি,'আমি যে উন্মত্ত হয়েছি তাতে আমার কোন দোষ নাই — আমার চঞ্চল চিত্তেরই দোষ। তা কেমন? চাপল্য কৈশোরের ধর্ম, সেই চাপল্য অপেক্ষাও অতিশয় চপল আমার চিত্ত; সুতরাং চিত্তেরই দোষ। এস্থলে 'চেতঃ' শব্দের বিশেষণরূপে 'চাপল্যাদপি চপলং' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু আমার চিত্ত চপল অপেক্ষাও অধিক চঞ্চল সেই চিত্তকে হরণ করছে; সুতরাং চিত্তেরই দোষ। অথবা এইরূপও হতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের এই মন্মথতা — সাক্ষাৎ মন্মথত্বহেতু তাঁর কৈশোরই আমার চঞ্চল চিত্তকে হরণ করে আমায় পাগল করেছে; সুতরাং তাঁরই দোষ। এখন আমি কি করতে পারি? ইহার প্রতিকারের কোনও উপায় নাই, কিংবা যদি বল, সেই কৈশোর কিরূপ? সাক্ষাৎ কামদেবস্বরূপ।

স্বান্তর্দশার অর্থ সমান পর্যায়ের সখীর প্রতি উক্তি। বাহ্যার্থ — নিজসঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি উক্তি।।৬৫।।

যদুনন্দন—

সখী হে!
গোবিন্দের কৈশোর-বয়স।
অনির্বাচ্য মন্মথন[১], মন্মথ বিলক্ষণ,
হরে চিত্ত, কি করিমু[২] শেষ[২] ।। ধ্রুবপদ।।
শুনহ কারণ তার, মাধুর্যে মাধুর্যসার,
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ।
চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করায় মতি,
তাতে নারি ধৈর্য করিবার[৩]।।
যদি বোল—"মুগ্ধা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি,
কার চিত্ত না হরয়ে সে।

তুয়া হেন উন্মত্তা, না দেখি শুনিয়ে[৪] কোথা,
পরধনে লোভ কর[৫] বশে[৫] ।।
তবে শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি,
চিত্তের নাহিক দোষলেশ।
চাপল্য কৈশোর-ধর্ম, চাপল্য তাহার কর্ম,
সখী কহে, 'হৈল[৬] ভাল[৬] ধৈর্য[৭] ধর ক্ষণ কাল[৭],
এখনি দেখিহ তারে তুমি।"
সখী প্রবোধ পাঞা, লালসা বাড়িল হিয়া,
তাতে কহে অতি মিষ্ট বাণী।।৬৫।।

পাঠান্তর — ১ মথে মন (ক, খ) ২-২ করি বিশেষ (ক) ৩ করে ভঙ্গ (ক, খ) ৪ না শুনি (ক, খ) ৫-৫ করে কে (ক, খ) ৬-৬ বোল ধর (খ) ৭-৭ ক্ষণেক ধৈর্যতা কর (ক, খ)।

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ।
বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাসনিধিমাকলয়ে কদা নু।।৬৬।।

অন্বয় — বক্ষঃস্থলে চ নয়নোৎপলে চ বিপুলং মন্দস্মিতে চ মদজল্পিতে চ মৃদুলং বিম্বাধরে চ মুরলীরবে চ মধুরং বিলাসনিধিং বালং কদা নু আকলয়ে? ।।৬৬।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁর বক্ষঃস্থল ও নয়নকমল বিশাল, মন্দহাসি ও মধুর আলাপ মনোহর, বিম্বাধর ও মুরলীরব মধুর, সেই বিলাসনিধি বালক বা কিশোরকে কবে দেখতে পাব?।।৬৬।।

অনুবাদ — যাঁর বুক ও নয়নকমল বিশাল, যিনি মন্দহাসি ও যাঁর মধুর আলাপ মৃদুল, বিম্বফলের মত যাঁর লাল ঠোঁট ও মুরলীরব মধুর, সেই বিলাসময় কিশোরকে কখন দেখতে পাব?।।৬৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

নন্বধুনৈব তং দ্রক্ষ্যসি, ক্ষণং ধৈর্যং কুর্বিতি পুনস্তাভিঃ প্রবোধিতায়াঃ সলালসং বচোঽনুবদন্নাহ — নু ভোঃ সখ্যস্তং বিলাসনিধিং তৎসমুদ্রং বালং নবকিশোরং কদা আকলয়ে। দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। কীদৃশম্? বক্ষঃস্থলে চ নয়নোৎপলে চ বিপুলং বিস্তীর্ণম্। মন্দস্মিতে চ মদজল্পিতে চ মৃদুলম্। বিম্বাধরে চ মুরলীরবে চ মধুরম্। দশান্বয়ে সুগমম্।।৬৬।।

টীকার অনুবাদ — সখীগণ বললেন," ওহে রাধা! এখনই তুমি শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাবে, একটু ধৈর্য ধারণ কর।" এই বলে সখীগণ আবার তাকে জাগিয়ে তুললে পর শ্রীরাধা লালসার সহিত যা বলেছিলেন তা পুনরুক্তি করে লীলাশুক বললেন — (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'নু' শব্দ সম্বোধনে। হে সখীগণ! সেই বিলাসের রত্ন নবকিশোরকে কখন দেখতে পাব? তিনি কি রকম? তাঁর বক্ষঃস্থল ও নয়নকমল বিপুল — বিস্তীর্ণ, মন্দহাসি ও মজার কথাবার্তা মৃদুল, বিম্বাধর ও মুরলীরব মধুর। দশান্তরদ্বয়ের অর্থ সহজ।।৬৬।।

যদুনন্দন—

সখী হে!
কৃষ্ণ নব কিশোর[১] শেখর[২]।
সুবিলাস মহানিধি রসে নিরমিল বিধি,

কবে দেখি জুড়াব অন্তর।। ধ্রুবপদ।।
বক্ষঃস্থল পরিসর দর্পণ সুছটাধর[২],
তরুণীর হিয়া লোভে যাতে।
সুশীতল সুকোমল, অনঙ্গের তাপহর,
কবে আমি আলিঙ্গিব[৩] তাতে[৩]।।
তৈছে নীলোৎপলদ্বয়[৪], পরম বিদীর্ণ[৫]ময়,
অতি দীর্ঘ অতি সুচাপল।
কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন,
কবে শোভা দেখিব তরল।।
তৈছে মৃদুমন্দ হাস, পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ,
সদাই প্রসন্ন মুখচন্দ্র।
কবে নিরখিয়া আমি, জুড়াইব দুনয়ানি,
কবে আঁখি ভাঙ্গিবেক অন্ধ[৬]।।
বচনে মৃদতা হেন, অমৃত উগরে যেন,,
অর্ধ বাণী শ্রবণে পশিলে।
কুল ছাড়ে কুলবতী, সদা হয় উনমতি,
কবে তা শুনিব শ্রুতিমূলে।।
বিম্বাধর সুমধুর, উদগারে রসের পূর,
অরুণ বরণে সুধামাখা।
কবে নিরখিব আমি কহ দেখি সখি তুমি,
এই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা।।
মুরলীর রবে তেন, মাধুরী বিষয়ে[৭] যেন
অমৃত ঝরয়ে দশ দিশা।
শ্রবণে শুনিব কবে, হেন কি সুদিন হবে,
পূর্ণ হবে এই মোর আশা।।
কহিতে কহিতে অতি, দৈন্য বাড়ি গেল মতি,
সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জন।
তার ভাগ[৮] যে বাখানে[৮] তারে[৯] কহি ধন্য জনে[৯],
লীলাশুক করয়ে বর্ণন।। ৬৬।।

পাঠান্তর-- ১-১ কন্দর্প কিশোর (খ) ২ স্বচ্ছতা (ক, খ) ৩ মিলিব তাহাতে (ক) ৪ নেত্রোৎপলদ্বয় (ক, খ) ৫ বিস্তীর্ণ হয় (ক, খ) ৬ ধন্ধ (ক) ৭ বরিখে (ক, খ) ৮-৮ ভাগ্য বাখানয় (ক, খ) ৯-৯ তাতে যেই যেই কয় (ক, খ)।

আর্দ্রবিলোকিতধুরা পরিণদ্ধনেত্রম্
আবিষ্কৃতস্মিতসুধামধুরাধরৌষ্ঠম্।
আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবর্হিবর্হম্
আলোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।।৬৭।।

অন্বয় — আর্দ্রাবলোকিতধুরা পরিণদ্ধনেত্রং আবিষ্কৃত সুধামধুরাধরৌষ্ঠম্ অবতংসিতবর্হিবর্হং আদ্যং পুমাংসং কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ কৃতিনঃ আলোকয়ন্তি।।৬৭।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁর নয়ন করুণরসে স্নিগ্ধ, মধুর অধর এবং ওষ্ঠ, মৃদু হাস্যসুধায় বিকশিত, মাথার ভূষণ যাঁর শিখিপুচ্ছ সেই আদিপুরুষকে মহাপুণ্যবান সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দর্শন করতে পারেন।।৬৭।।

অনুবাদ — যাঁর চক্ষু অতিশয় প্রণয়ভরে সিক্ত বিকশিত মন্দহাস-সুধা দ্বারা যাঁর অধর এবং ওষ্ঠ মধুর, সেই শিখিপুচ্ছ-ভূষিত আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুণ্যবান সুকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিরা দর্শন করতে পারেন।।৬৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথাতিদৈন্যোদয়াৎ সদৈন্য তদ্দর্শনকারিণোঽভিনন্দন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ — তমাদ্য পুমাংসং পুরুষশ্রেষ্ঠং যে কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাস্ত এবালোকয়ন্তি। আকর্ণয়ন্তীতি পাঠে — এতাদৃশং যে শৃণ্বতি ত এব ধন্যাঃ; কিমুত যে পশ্যন্তীত্যর্থঃ। আদ্যং প্রেমবজ্জনৈরাস্বাদ্যম্ ইতি বা। কীদৃশম্? প্রণয়করুণরসৈরার্দ্রয়া অবলোকিতধুরা তদতিশয়েন পরিণদ্ধে যুক্তে নেত্রে যস্য। আবিষ্কৃতং যৎ স্মিতং তদেব সুধা তয়াতি-মধুরাবধরোষ্ঠৌ যস্য। তথা, অবতংসিতানি বর্হিণাং বর্হাণি যেন তম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্।।৬৭।।

টীকার অনুবাদ— অতিশয় দৈন্যের উদয় হওয়াতে শ্রীরাধিকা সদৈন্যে কৃষ্ণদর্শনকারিজনকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে যা বলেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — (শ্রীরাধিকার উক্তি) সেই আদিপুরুষ (পুরুষোত্তম) শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুণ্যবান ব্যক্তিরা দর্শন করে থাকেন। 'আকর্ণয়ন্তি' পাঠান্তরের অর্থ — এই রকম কৃষ্ণকথা যাঁরা শ্রবণ করেন, তাঁরা ধন্য। আর যাঁরা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁদের কথা কি? অর্থাৎ তাঁরা অতিশয় ধন্য। আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমিকজনেরই আস্বাদ্য বা তাঁরাই তাঁকে দেখতে পান। তিনি কিরূপ? তাঁর নয়ন অতিশয় প্রণয়-করুণরসে আর্দ্র। 'অবলোকিতধুরা' তাঁর চাহনি অতিশয় প্রণয় ও করুণাযুক্ত, সকলে তাতেই আকৃষ্ট হয়। আর বিকশিত যে মৃদুহাস্য, সেই হাস্যসুধায় তাঁর অধর এবং ওষ্ঠ অতিশয়

মধুর। আরও বলি, তাঁর মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সর্বদা দর্শন করতে পারেন। দশান্তরদ্বয়ের অর্থ সহজ।।৬৭।।

যদুনন্দন—

সখী হে!
পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ।
কৃতি যেই কৃতপুণ্য, পুঞ্জগণ মহাধন্য,
সেই দেখে তার মুখচন্দ্র।। ধ্রুবপদ।।
সদাই নয়নে যার, করুণা-রস- অবতার,
আর্দ্র অবলোকে অতি ধুরা[১]।
তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত,
তাহা দেখে ভাগ্যবান যারা।।
অধরোষ্ঠ সুমধুর, যাতে স্মিত সুধাপুর,
সদাই বিলাসে তাহা সনে।
তাহা যে বা নিরীখয়, ভাগ্যবান সেই হয়,
ধন্য রহু তার দুনয়নে।।
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, তাতে বাড়ে[২] পুষ্পগুচ্ছ,
তার যেই শোভা-পরিপাটী।
যেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীখয়ে অনুক্ষণ,
ধন্য রহু তার আঁখি দুটি।।
আমার দুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাবে দরশন,
তৈছে ভাগ্য কভু করে নাই।
কহি সখীগণ-সঙ্গে, কান্দে বহু পরবন্ধে,
অতি মুক্ত কণ্ঠধ্বনি[৩] রাই[৩]।।
অকস্মাৎ এই কালে, কিছুদূর[৪] পথে হেরে,[৪]
কৃষ্ণ দেখি অতি ভ্রম হৈল।
তাহাতে প্রলাপ করি, বোলে যাহা সুনাগরী,
লীলাশুক দেখা যেন[৫] পাইল[৫]।।৬৭।।

পাঠান্তর-- ১-১ ধরা (ক) ; সুধা (খ) ২ বেড়া (ক, খ) ৩-৩ কণ্ঠা হেন রাই (ক); কণ্ঠে ধ্বনি নাই (খ) ৪-৪ কিছু অতি রহে দূরে (ক, খ) ৫-৫ না হইল (ক)।

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়।।৬৮।।

অন্বয় — মারঃ স্বয়ং নু......... জীবিতবল্লভো নু। অয়ং বালঃ মম লোচনায় অভ্যুদয়তে।।৬৮।।

অন্বয় অনুবাদ — ইনি স্বয়ং কন্দর্প, না মাধুর্যের দীপ্তিমণ্ডল অর্থাৎ চন্দ্র? স্বয়ং মাধুর্য? অথবা মন ও নয়নের অমৃত ? মন ও নয়নের অমৃত ইনি কি বেণী উন্মোচনকারী অথবা গোপীরা যাঁর পদতল বেণীর দ্বারা মুছিয়ে দেন সেই প্রিয়তম আমার জীবনবল্লভই নাকি? আমার লোচনের তৃপ্তির জন্য কি এই কিশোরের অভ্যুদয় হয়েছে?।।৬৮।।

অনুবাদ — ইনি কি কন্দর্প স্বয়ং? না কি মধুরদ্যুতিমণ্ডল? না মূর্তিমান মাধুর্য? না মন ও নয়নের অমৃত বিশেষ? ইনি কি আমার বেণী-মোচনকারী কান্ত? না ইনিই আমার জীবিতবল্লভ কিশোর কৃষ্ণ, আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হলেন।।৬৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণঃ তাসামাবিরভূদিতিবৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূতস্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। স চ তং বিলোক্য স্বয়ং জাততৎতদ্ভ্রমোঽপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়া অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্য নাস্ত্যেবেতি সখীভিঃ সহ রুদত্যা অকস্মাৎ তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ।

টীকার অনুবাদ — তারপর লীলাশুক বৃন্দাবনে ঢুকলে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে অবির্ভূত হলেন। অর্থাৎ "তাসামাবিরভূচ্ছৌরি স্ময়মান মুখাম্বুজঃ" (ভাগবত ১০।৩২।২) শৌরি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথেরও মোহনরূপে গোপীগণের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। এই ভাবে রাধা এবং অন্য সব গোপীদের মধ্যে আবির্ভূত রাসলীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখেও শ্রীরাধার ভ্রম স্বয়ং জাত হওয়ায় "আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাগ্য নাই" এই বলে সখীগণের সহিত রাধিকা রোদন করছেন, এমন সময় হঠাৎ কিছু দূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যাওয়াতে তিনি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — (সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি) — প্রথম দর্শনমাত্রই বিরহে বিবশ শ্রীরাধিকা কন্দর্পভ্রমে ভয়ে ভয়ে বললেন, "সখি! এই যে আমার সম্মুখে ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প? যে অদৃশ্য থেকে জগৎবাসীকে মেরে

মধুর। আরও বলি, তাঁর মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সর্বদা দর্শন করতে পারেন। দশান্তরদ্বয়ের অর্থ সহজ।।৬৭।।

যদুনন্দন—

সখী হে!
পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ।
কৃতি যেই কৃতপুণ্য, পুঞ্জগণ মহাধন্য,
সেই দেখে তার মুখচন্দ্র।। ধ্রুবপদ।।
সদাই নয়নে যার, করুণা-রস- অবতার,
আর্দ্র অবলোকে অতি ধুরা[১]।
তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত,
তাহা দেখে ভাগ্যবান যারা।।
অধরোষ্ঠ সুমধুর, যাতে স্মিত সুধাপুর,
সদাই বিলাসে তাহা সনে।
তাহা যে বা নিরীখয়, ভাগ্যবান সেই হয়,
ধন্য রহু তার দুনয়নে।।
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, তাতে বাড়ে[২] পুষ্পগুচ্ছ,
তার যেই শোভা-পরিপাটী।
যেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীখয়ে অনুক্ষণ,
ধন্য রহু তার আঁখি দুটি।।
আমার দুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাবে দরশন,
তৈছে ভাগ্য কভু করে নাই।
কহি সখীগণ-সঙ্গে, কান্দে বহু পরবন্ধে,
অতি মুক্ত কণ্ঠধ্বনি[৩] রাই[৩]।।
অকস্মাৎ এই কালে, কিছুদূর[৪] পথে হেরে,[৪]
কৃষ্ণ দেখি অতি ভ্রম হৈল।
তাহাতে প্রলাপ করি, বোলে যাহা সুনাগরী,
লীলাশুক দেখা যেন[৫] পাইল[৫]।।৬৭।।

পাঠান্তর-- ১-১ ধরা (ক) : সুধা (খ) ২ বেড়া (ক, খ) ৩-৩ কন্ঠা হেন রাই (ক); কণ্ঠে ধ্বনি নাই (খ) ৪-৪ কিছু অতি রহে দূরে (ক, খ) ৫-৫ না হইল (ক)।

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমন্ডলং নু
মাধুর্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়।।৬৮।।

অন্বয় — মারঃ স্বয়ং নু......... জীবিতবল্লভো নু। অয়ং বালঃ মম লোচনায় অভ্যুদয়তে।।৬৮।।

অন্বয় অনুবাদ — ইনি স্বয়ং কন্দর্প, না মাধুর্যের দীপ্তিমন্ডল অর্থাৎ চন্দ্র? স্বয়ং মাধুর্য? অথবা মন ও নয়নের অমৃত ? মন ও নয়নের অমৃত ইনি কি বেণী উন্মোচনকারী অথবা গোপীরা যাঁর পদতল বেণীর দ্বারা মুছিয়ে দেন সেই প্রিয়তম আমার জীবনবল্লভই নাকি? আমার লোচনের তৃপ্তির জন্য কি এই কিশোরের অভ্যুদয় হয়েছে?।।৬৮।।

অনুবাদ — ইনি কি কন্দর্প স্বয়ং? না কি মধুরদ্যুতিমন্ডল? না মূর্তিমান মাধুর্য? না মন ও নয়নের অমৃত বিশেষ? ইনি কি আমার বেণী-মোচনকারী কান্ত? না ইনিই আমার জীবিতবল্লভ কিশোর কৃষ্ণ, আমার চোখের সামনে আবির্ভূত হলেন।।৬৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণঃ তাসামাবিরভূদিতিবৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূততত্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। স চ তং বিলোক্য স্বয়ং জাততৎতদ্ভ্রমোঽপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়া অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্য নাস্ত্যেবেতি সখীভিঃ সহ রুদত্যা অকস্মাৎ তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ।

টীকার অনুবাদ — তারপর লীলাশুক বৃন্দাবনে ঢুকলে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে অবির্ভূত হলেন। অর্থাৎ "তাসামাবিরভূচ্ছৌরি স্ময়মান মুখাম্বুজঃ" (ভাগবত ১০।৩২।২) শৌরি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথেরও মোহনরূপে গোপীগণের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। এই ভাবে রাধা এবং অন্য সব গোপীদের মধ্যে আবির্ভূত রাসলীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখেও শ্রীরাধার ভ্রম স্বয়ং জাত হওয়ায় "আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাগ্য নাই" এই বলে সখীগণের সহিত রাধিকা রোদন করছেন, এমন সময় হঠাৎ কিছু দূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যাওয়াতে তিনি যে প্রলাপ বলেছেন, তা পুনরাবৃত্তি করে লীলাশুক বললেন — (সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি) — প্রথম দর্শনমাত্রই বিরহে বিবশ শ্রীরাধিকা কন্দর্পভ্রমে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'সখি! এই যে আমার সম্মুখে ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প? যে অদৃশ্য থেকে জগৎবাসীকে মেরে

প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবা কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ— যস্তাবদদৃশ্য এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিম্? নু বিতর্কে। পুনর্মাধুর্যমনুভূয় সাশ্চর্যমাহ— স তাবদীদৃঙ্মধুরো ন ভবতি । তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মন্ডলং নু কিম্ ? পুনরত্যাশ্চর্যমাহ — ন তদেতৎ। কিন্তু মাধুর্যমেব নু। তদ্ধর্ম এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিম্? পুনর্মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা সন্তোষমাহ — মনোনয়নয়োরমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিম্? পুনরবয়মনুভূয় সসংভ্রমমাহ — বেণীমৃজো নু। বেণীং মার্ষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রোষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিম্? পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ — নু ভোঃ সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং বালো নবকিশোরো মম লোচনায় তদানন্দয়িতুমভ্যুদয়তে। যূয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। স্বান্তর্দশায়াং তু — তদনুগত্যৈব ব্যাখ্যেয়ম্। বাহ্যেঽপি স এবার্থঃ। নিশ্চয়ান্তসন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ।।৬৮।।

থাকেন, সেই "মার" অর্থাৎ কন্দর্প (কামদেব) স্বয়ং এসেছেন কি? ('নু' শব্দ বিতর্কে) পুনরায় মাধুর্য অনুভব করে আশ্চর্যের সহিত বলিলেন, 'কন্দর্প এত মধুর হতে পারে না; ইনি কি তবে মধুরজ্যোতি সমূহের মন্ডল?' সে বিষয়েও মনে সন্দেহ হওয়ায় পুনরায় অতি আশ্চর্যের সহিত বললেন, 'না, ইহা তাও নয়; কিন্তু ইনি কি মূর্তিমান মাধুর্য? মাধুর্যই কি মূর্তি পরিগ্রহ করে আসছেন? এতেও সন্দেহ হল। কেননা, অন্য কোনও মাধুর্য ত আমাদের মন ও নয়নের তৃপ্তি সাধন করতে পারে না, ইনি যে আমাদের মন ও নয়নের অতিশয় তৃপ্তিকারী। তাই অতি আনন্দের সহিত বললেন, 'তবে কি ইনি আমাদের মন ও নয়নের অমৃত ? না স্বয়ং অমৃত?' তাতেও সন্দেহ হল, 'এর যে অবয়ব (দেহ) আছে দেখছি।' পুনরায় করাদি অবয়ব অনুভব করে সসম্ভ্রমে বললেন, 'তবে কি ইনি প্রবাস হতে আগত আমার বেণী উন্মোচনকারী কান্ত এসেছেন? পুনরায় সম্যক্‌রূপে দেখে সানন্দে বললেন, 'ওহে সখীগণ! ইনিই আমাদের জীবনবল্লভ নবকিশোর, আমার নয়নের আনন্দ বাড়াবার জন্য এর অভ্যুদয় হয়েছে; তোমরা সকলে দেখ, ইনি আমার জীবনবল্লভই।' স্বান্তর্দশায় শ্রীরাধার প্রলাপের অনুরূপ ব্যাখ্যা করতে হবে। বাহ্যার্থে — মূল শ্লোকের অনুবাদে যেমন আছে তেমন হবে। এই শ্লোক "নিশ্চয়ান্তসন্দেহ" নামক কাব্যালঙ্কারের একটি নমুনা।।৬৮।।

যদুনন্দন—

সখী হে!
'কে দেখি সে সম্মুখে আমার ।
কিবা কাম মূর্তিমান, দেখ' এই বিদ্যমান',

দেখি শঙ্কা না হয় কাহার।। ধ্রুবপদ।।
ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি এই কাম নহে,
দৃশ্য নহে সেই কামরাজ।
জগতে মারয়ে সেহ, তারে না দেখয়ে কেহ
এতাদৃশ তার নহে সাজ।।
মাধুর্যমণ্ডলদ্যুতি, কিবা হৈল মূর্তিমতী,
সেহ নহে গতিহীন তার।
কিবা সুমাধুরী দেখি, যাতে সেই ধর্ম সাক্ষী।
তাহার যে না হয় আকার।।
মম মন লোচন[২], সুখী করে অনুক্ষণ,
মন-নেত্রামৃত এই কিবা।
অবয়ব[৩] দেখি, সম্ভ্রম হইল দুন,
তবে আর দেখি এই কিবা।।
মোর বেণীপুঞ্জ[৪] যেই, সম্মুখে বা দেখি সেই,
কিবা কান্ত আইলা প্রোষ্য হৈতে।
এতেক কহিতে রাই, সম্যক্ নিরিখে তাই,
দেখ সখি! এই না সাক্ষাতে।।
আমার জীবন পতি, নবীন কিশোরাকৃতি,
আগে আসি উদয় হইলা।
তাপিত আমার আঁখি, জুড়াবার তরে দেখি,
কৃপা[৫] করি[৫] মোরে দেখা দিলা।।
এইরূপে রাধিকার, যত সখীগণ তার,
কৃষ্ণ সঙ্গে মিলন হইলা।
তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ,
বাহ্যস্ফূর্তি তব হি ভৈগেলা।।
তাহার মাধুরী হৈতে, আকর্ষে ইন্দ্রিয় চিত্তে,
মন্মথ[৬] মন্মথ রূপ রাশি।[৬]
সর্বেন্দ্রিয়ানন্দন, সপ্ত শ্লোক বর্ণন,
করে হর্ষামৃত রসে ভাসি।।৬৮।।

পাঠান্তর-- ১-১ মহাকাল জ্যোতিঠাম (ক) ২ বিলোচন (ক,খ) ৩ অবসর (ক) : যব যব (খ) ৪ খোলো (ক,খ) ৫-৫ আগে আসি (ক,খ) ৬-৬ মূর্তিবন্ত রূপ রাশি রাশি (খ)।

বালোঽয়মালোলবিলোচনেন
বক্ত্রেণ চিত্রীকৃতদিঙ্মুখেন।
বেষেণ ঘোষোচিতভূষণেন
মুগ্ধেন দুগ্ধে নয়নোৎসবং নঃ।। ৬৯।।

অন্বয় — অয়ং বালঃ আলোলবিলোচনেন, চিত্রীকৃত দিঙ্মুখেন বক্ত্রেণ, ঘোষোচিত ভূষণেন, মুগ্ধেন বেষেণ নঃ নয়নোৎসবং দুগ্ধে।।৬৯।।

অন্বয় অনুবাদ — এই বালক বা কিশোর তাঁর চঞ্চলচক্ষুর দ্বারা, দশদিকের শোভাবর্ধনকারী বদনমন্ডলের দ্বারা, ব্রজের গোপদের যোগ্যভূষণের দ্বারা ও মনোহর বেশের দ্বারা আমাদের নয়নোৎসব পূরণ করছেন।।৬৯।।

অনুবাদ — এই কিশোর স্বীয় চঞ্চল লোচন দ্বারা, সর্বদিকের শোভাবর্ধনকারী মুখের দ্বারা, ব্রজের যোগ্য বেশ ও ভূষণ দ্বারা আমাদের নয়নোৎসব পূরিত করছেন।।৬৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ তয়া তাভিশ্চ সহ মিলিতং তং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা জাতবাহ্যস্ফূর্তিস্তন্মাধুর্যাকৃষ্ট-সর্বেন্দ্রিয়ঃ সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপস্য তস্য সর্বেন্দ্রিয়ানন্দনত্বং সপ্তভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণয়ন্ প্রথমং নয়নানন্দত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। অয়ং বালঃ কিশোরো বক্ত্রেণ বেষেণ চ নোঽস্মাকং নয়নযোরুৎসবং দুগ্ধে প্রপূরয়তি। বক্ত্রেণ কীদৃশা? স্বাপরাধভয়েন যুগপৎ সর্বাসাং দর্শনেন চ আ সম্যগ্ লোলে বিলোচনে যত্র। তথা স্মিতাধরাদিকান্তিধারাভিশ্চিত্রমিব কৃতং দিশাং মুখং যেন। বেষেণ কীদৃশা — ঘোষো ব্রজস্তদ্‌যোগ্যানি বর্হগুঞ্জাদীনি ভূষণানি যত্র। অতো মুগ্ধেন।।৬৯।।

টীকার অনুবাদ — অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণের সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করে বাহ্য জ্ঞান স্ফূর্তিহেতু তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে আকৃষ্ট হলে সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপ (ভাগবত ১০।৩২।২) শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয় আনন্দনত্ব গুণের সম্বন্ধে সাতটি শ্লোক বর্ণনা করবেন, তার মধ্যে প্রথমে নয়নানন্দত্ব গুণ দুটি শ্লোকে বর্ণনা করছেন। এই কিশোর নিজ মুখের ও বেশের দ্বারা আমাদের নয়নোৎসব পূরিত করছেন। কি প্রকার মুখ? নিজের অপরাধভয়ে অর্থাৎ রাসমন্ডলে গোপীবর্গকে ত্যাগ করে সহসা অন্তর্হিত হওয়াতে তাঁর যে অপরাধ হয়েছিল, সেই অপরাধভয়ে এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি সমস্ত গোপীকে যুগপৎ দেখবার জন্য চঞ্চল-লোচন-বিশিষ্ট মুখের মৃদুহাস্য ও

অধরাদির কান্তিদ্বারা দশদিক চিত্রিত (অনুরঞ্জিত) করছেন। তাঁর বেশ কিরূপ? ব্রজের যোগ্য মনোহর বেশ, অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জাদি বিভূষিত মুগ্ধ বেশ। এই মনোহর বেশ দ্বারা তিনি আমাদের নেত্রোৎসব পূর্ণ করছেন। অতএব মুগ্ধ বেশ। (এস্থলে 'মুগ্ধেন' শব্দ মুখের ও বেশের বিশেষণ)।। ৬৯।।

যদুনন্দন—

দেখ শ্যাম কিশোর-মাধুরী।
বদন নয়ন আর, কেশ[১] অতি মনোহর,
নেত্রোৎসব পুরে মো সবারি।ধ্রুবপদ।।
নিজ অপরাধ-ভয়ে, রাধা-আদি সখীচয়ে,
এককালে দর্শন লাগিয়া।
সম্যক্ চঞ্চল আঁখি, সেই ভাবে সেই সাক্ষী,
সবা সুখী করে নিরখিয়া।।
বদন মাধুরী অতি, স্মিতকান্তি ধারা ততি,
তাহাতে অধরকান্তি ধারা।
চিত্র কৈলা দিশামুখ, অখিল-নয়ন-সুখ,
মুখ কোটিচন্দ্রমুখহরা[২]।।
ব্রজেরযোগ্যবেশ অতি, বর্হাগুঞ্জা অলঙ্কৃতি,
তাতে আর মণি ভূষাগণ
অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়ন-লোভা,
কহি করে শ্লোক উচ্চারণ।। ৬৯।।

পাঠান্তর — ১ বেশ (ক, খ) ২ মনোহরা (ক) পদ্মহরা (খ)।

আন্দোলিতাগ্রভুজমাকুললোলনেত্রম্
আর্দ্রস্মিতার্দ্রবদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বম্।
শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিচ্ছমৌলি
শীতং বিলোচনরসায়নমভ্যুপৈতি।। ৭০।।

অন্বয় — যেমনটি শ্লোক আছে তেমনি হবে।। ৭০।।

অন্বয় অনুবাদ — হস্তাগ্রভাগ (আঙুল) আন্দোলিত করতে করতে আকুল চঞ্চল নেত্রে, বদনের হাসির চন্দ্র ও পদ্মের মতন স্নিগ্ধ কান্তিতে, নূপুরাদিভূষণে ভূষিত হয়ে মাথায় শিখিপুচ্ছের চূড়ায় স্নিগ্ধ এমন নয়নরসায়ন মূর্তি আমার নিকট আসছেন।।৭০।।

অনুবাদ — যাঁর অগ্রভুজ (করাগ্র) আন্দোলিত, যিনি করুণায় আকুল ও চঞ্চল নেত্র, যাঁর সরস মৃদুহাস্যে বদনকমল চন্দ্রবিম্বের ন্যায় আর্দ্র, যিনি ধ্বনিযুক্ত নূপুরাদিভূষণে ভূষিত, সেই শিখিপুচ্ছমৌলি লোচনরসায়ন কিশোর আমার নিকট আসছেন।। ৭০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেরিত্যাদিবৎ তাভির্মিলিত্বা নৃত্যন্তমিবাগচ্ছন্তং তং বিলোক্য নেত্রাতিতৃপ্ত্যা সহর্ষমাহ — ইদং শীতং বিলোচনয়ো রসায়নম্ অভ্যুপৈতি পূরত আয়াতি। কীদৃশম্? তাসাং স্পর্শোত্থকম্পাৎ সনৃত্যগত্যা চান্দোলিতৌ অগ্রভুজৌ যস্য। করুণয়াকুলে পূর্ববল্লোলে চ নেত্রে যস্য। আর্দ্রস্মিতেনার্দ্রং বদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বং যস্য। তত্র তাসাং দর্শনানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সুরভিত্বাচ্চাম্বুজত্বম্। শৈত্যমাধুর্যকান্ত্যাদি-ভির্নেত্রপ্রীণনত্বাচ্চন্দ্রত্বম্। শিঞ্জানানি যানি কঙ্কণনূপুরাদিভূষণানি তৈশ্চিতম্। অনেন শ্রোত্রানন্দনত্বং চোক্তম্। শিখিপিচ্ছৈর্মৌলির্যস্য।।৭০।।

টীকার অনুবাদ — কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবে 'কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেঃ' ইত্যাদি (ভাগবত ১০।৩২।৪) — কোন গোপী আনন্দে স্বীয় করযুগলদ্বারা শৌরি শ্রীকৃষ্ণের করকমল গ্রহণ করলেন, কেহ বা তাঁর চন্দনচর্চিত বাহু স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করলেন, ইত্যাদি লীলার মত কোন গোপী তাঁর চর্বিত তাম্বূল অঞ্জলি পেতে নিলেন, কেহ বা তাঁর চরণকমল স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করলেন। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপীর সহিত মিলিত হয়ে নৃত্য করতে করতে আসছেন। এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে শ্রীরাধার নয়নযুগল অতিতৃপ্তিহেতু তিনি সহর্ষে বললেন — 'হে সখি! সেই স্নিগ্ধ লোচনরসায়ন কিশোর আমার সম্মুখে আসছেন। তিনি কিরূপ ? গোপীগণের স্পর্শজনিত আনন্দে কম্পিত-কলেবর এবং নিজ নৃত্যগতি নিবন্ধন তাঁর অগ্রভুজদ্বয় আন্দোলিত, নেত্রযুগল করুণায় আকুল ও পূর্ববৎ এককালে সমস্ত গোপীকে দেখবার জন্য চঞ্চল। স্নিগ্ধ হাস্য

দর্শনানন্দে উৎফুল্লত্বহেতু স্বভাবত সুরভিত তাঁর বদনকমল, কমলরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা, মাধুর্য ও কান্তি দ্বারা নেত্রের প্রীতিবিধান করে বলে চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হয়েছে। আর কঙ্কণ ও নূপুরাদি ভূষণ-ধ্বনিদ্বারা তিনি সকলের কর্ণ তৃপ্ত করেন, ইহার দ্বারা কর্ণানন্দত্ব উক্ত হয়েছে। এবম্ভূত শিখিপুচ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসছেন।।৭০।।

যদুনন্দন—

দেখ সখি! আঁখি রসায়ন।
হাসিতে হাসিতে আগে, আইসে এই অনুরাগে,
যাতে স্নিগ্ধ করে দুনয়ন।। ধ্রুবপদ।।
*পরশে অঙ্গুল্যা পাণি, কম্প হৈল অনুমানি,
তাতে নৃত্য-গতি মনোরম।
ভুজাগ্র দোলায়মান, নব কিশলয় ভান,
তাতে নখচন্দ্র ঝলকণ।।*
করুণা[১] আকুল আঁখি, অতি লোল তাতে সাক্ষী,
পূর্বপ্রায় সখি[২] দেখ আরে।[২]
মুখাজ্জ চান্দের কাঁতি, মৃদুহাস্য সুধা ভাঁতি,
দর্শনে প্রফুল্ল মধু ঝরে।।
কঙ্কণ নূপুর আর, কিঙ্কিণ্যাদি মনোহর,
মণি ভূষা শব্দ মনোহর।
শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণরসায়ন যেই,
শিখিপিঞ্ছ চূড়ার উপর।।
এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে সখীগণ যেন,
বসিলেন[৩] গোবিন্দ বেড়িয়া[৩]।
অঙ্গ বাসাসন দিয়া, মনে[৪] কোপ[৪] উপজিয়া,
কহে কথা সবাই [৫] হাসিয়া[৫]।।
তাহার উত্তর দিতে, কৃষ্ণ হৈলা হরষিতে,
তাতে রূপ[৬] শোভার মাধুরী।
লীলাশুক কহে তাহা, শুনিয়া আনন্দ যাহা,
মধুময় শ্লোকৈক[৭] উচ্চারি।।৭০।।

পাঠান্তর— ** ক পুথিতে নাই। ১ করুণায় (ক, খ) ২ ২ শোভা দেখিবার (ক,খ) ৩-৩ বেড়িয়া রহিলা গোবিন্দাই (ক, খ) ৪ ৪ অঙ্গ -কাঁপ (ক) ৫-৫ হাসিয়া সবাই (ক, খ) ৬ যেবা (ক) ৬ যেবা (ক) ; রস (খ) ৭ শ্লোক যে (ক, খ)।

পশুপালবালপরিষদ্বিভূষণঃ
শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ।
মৃদুল-স্মিতার্দ্রবদনেন্দুসম্পদা
মদয়ন্মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে।।৭১।।

অন্বয় — পশুপালবালপরিষদ্ বিভূষণঃ শীতলবিলোললোচনঃ এষঃ শিশুঃ মৃদুলস্মিতার্দ্রবদনেন্দুসম্পদা মদয়ন্ মদীয় হৃদয়ং বিগাহতে।।৭১।।

অন্বয় অনুবাদ — গোপ বালক বা বালাদের মন্ডলীর ভূষণস্বরূপ, স্নিগ্ধচঞ্চললোচনযুক্ত এই শিশু বা কুমার মৃদু স্নিগ্ধ হাস্যময় মুখের লাবণ্যের দ্বারা আমাকে উন্মত্ত করে আমার হৃদয়কে আক্রমণ করছে বা ব্যাপ্ত করছে।।৭১।।

অনুবাদ — গোপাবালাদের সভার ভূষণস্বরূপ শীতল চঞ্চল লোচনবিশিষ্ট এই কিশোর মৃদু স্নিগ্ধ হাস্যময় বদনচন্দ্রের লাবণ্য-সম্পদ দ্বারা আমাকে উন্মত্ত করে আমার হৃদয় অধিকার করছে।।৭১।।

***সারঙ্গরঙ্গদা টীকা*—**

অথ পরিতস্তা দৃষ্ট্বা, চকাস গোপীপরিষদ্গতো বিভুরিত্যাদি-লীলাবিশিষ্টং তং বিলোক্য সহর্ষমাহ — এষ শিশুঃ কিশোরঃ, সর্বাসামপি বিশেষতো মদীয়ানাং স্বসম্মুখস্থশ্রীরাধাললিতাদীনাং হৃদয়মেতন্নো ব্রূহিত্যাদিনা স্বান্তঃকোপপ্রশ্নশ্রবণাদ্ যন্মৃদুস্মিতং তেনার্দ্রো যো বদনেন্দুস্তস্য 'মাসূয়িতুং মার্হথেত্যাদি' প্রেমোক্তিকৌমুদীরূপা য়া সম্পত্তয়া মদয়ন্নানন্দয়ন্ বিগাহতে। ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদ্দৃষ্ট্বা মম হৃদয়ঞ্চ কীদৃক্ —

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে গোপীগণ অর্থাৎ গোপবালাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বললেন— "চকাস গোপীপরিষদ্গতো বিভুঃ" ইত্যাদি (ভাগবত ১০।৩২।১৪)। শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে অবস্থিত হয়ে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হলেন, এই প্রকার লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখে লীলাশুক সহর্ষে বললেন, এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীরই বিশেষত মদীয় সম্মুখস্থ শ্রীরাধা ও ললিতাদির হৃদয়ে তাঁর মুখের লাবণ্য-সম্পদ বিস্তার পূর্বক আমাদের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত করছেন।

"এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ" (ভাগবত ১০।৩২।১৬) 'হে সখা! আমাদিগকে ইহাই বল'। এই বাক্যে গোপীগণের অন্তরে কোপ প্রকাশ এবং নিজ বিষয়ে প্রশ্ন শ্রবণহেতু যিনি মৃদু হাস্যময় সরস বদনেন্দুর লাবণ্য-সম্পদ দ্বারা গোপীদের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আনন্দ বিস্তার করছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বললেন "মাসূয়িতুং মার্হথ" (ভাগবত

পশুপালবালানাং গোপকিশোরীণাং পরিষদং বিভূষয়তীতি তথা। তৎসৈব বিভূষণং যস্যেতি বা। তয়া বেষ্টিতো বভাবিত্যর্থঃ। অগ্রে, রাধাপয়োধরেত্যাদৌ ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলীমিত্যাদৌ তথা বর্ণিতত্বাৎ। প্রেমবৈবশ্যেন বালাপরিষদিতি বক্তব্যে বালপরিষদিত্যুক্তিঃ। যদ্ বা পশুপালানাং বালা যস্যাং সা পশুপালবালা, সা চাসৌ পরিষচ্চেতি কর্মধারয়ে পুংবদ্ভাবঃ। কিং বা তদ্বালগোষ্ঠীনাং বিভূষণবদ্বিভূষণং যস্য সঃ। তদুক্তং বেষেণ ঘোষোচিতভূষণেনেতি। সামান্যবয়স্যবর্গবৃত ইত্যর্থস্তু প্রক্রমাপ্রাপ্তঃ তথা, শীতলে বিলোলে চ লোচনে যস্য।।৭১।।

১০।৩২।২১) 'আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া প্রকাশ উচিত নয়।' ইত্যাদি প্রেমোক্তি কৌমুদীরূপ সম্পদদ্বারা গোপীগণের মনোগত ঈর্ষ্যা দূর করলে তাঁরা অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। তা দেখে (অনুভব করে) আমার (লীলাশুকের) হৃদয় আনন্দে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তিনি কিরূপ? গোপ-কিশোরীগণের পরিষদের (দলের) ভূষণস্বরূপ বা গোপকিশোরীগণ যে পরিষদে (দলে) থাকেন, তা বিশেষরূপে ভূষিত করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপবালাদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শোভা পাচ্ছেন। পরে বলা হবে, 'শ্রীরাধার পয়োধর-সঙ্গশায়ী' ইত্যাদি (শ্লোক ৭৬) এবং "ধেনুপাল দয়িতা শ্রীরাধার কুচকুম্কুমদ্বারা তাঁর বক্ষ রঞ্জিত," ইত্যাদি (শ্লোক ৭৭) বর্ণনা করবেন। প্রেমে কাতর হবার জন্য বালাপরিষদ্ বলতে গিয়ে 'বালপরিষদ্' বলেছেন। অথবা 'পশুপাল' অর্থে পশুপালক গোপগণ, তাঁদের বালা (কন্যা) অর্থাৎ গোপগণের কন্যাগণ যে পরিষদে থাকেন, সেই পরিষদকে যিনি বিশেষরূপে ভূষিত করেন, তিনি পশুপাল-বালা-পরিষদ্-বিভূষণ। এস্থলে 'বালা', শব্দ কর্মধারয় সমাসে পুংবদ্ভাব (পাণিনি ৬।৩।৪২) হয়ে 'বাল' শব্দ হয়েছে। কিংবা অন্যরূপেও ব্যাখ্যা হতে পারে, যথা পশুপাল-গোষ্ঠীর ভূষণের ন্যায় ভূষণ যাঁর, তিনি পশুপাল-বিভূষণ। পূর্বে এই অর্থেই বলেছেন — 'বেষেণ-ঘোষোচিত ভূষণেন' অর্থাৎ 'বয়স্যবর্গপরিবেষ্টিত'। ইহা প্রকরণ সঙ্গত অর্থ নহে। আরও বললেন, শীতল বিলোল (ঘূর্ণায়মান) লোচন যাঁর, সেই কিশোর মৃদুহাস্যময় বদনচন্দ্রের লাবণ্য দ্বারা আমাকে উন্মত্ত করে আমার হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করছে।।৭১।।

যদুনন্দন—

সখি হে!
এই যে কিশোর কৃষ্ণ-আঁখি।
মুখচন্দ্র-মন্দহাসি, রাধা-আদি গোপীরাশি,

মোর হৃদি ব্যাপ্তে[২] করে সুখী।।ধ্রুবপদ।।
সখী প্রশ্ন কোন শুনি, তাতে মৃদুস্মিতখানি,
তাতে আর্দ্র সেই মুখচন্দ্র।
তাতে সেই প্রেম-উক্তি, তার জ্যোৎস্না পুঞ্জযুক্তি,
সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদিকন্দ।।
পশুপাল-নারীগণ, ভূষণ যে মনোরম,
হেন মানে নীলমণি[৩] যেন[৩]।
নায়ক সোসর শোভা, যাতে হয় চিত্ত-লোভা,
মোর হিয়া ব্যাপ্তে রস তেন[৪]।।
শীতল লোচন তাতে, সদাই করুণা যাতে,
সেই নেত্র ব্যাপ্ত হৈল হিয়া।
তিন শ্লোক মান্য[৫] কহি, কৃষ্ণবর্ণে[৬] সুখ পাই,
মোর প্রাণ এসব কহিয়া।।
কৃষ্ণ কহে ঋণী আমি, এই আদি সুধাবাণী,
তাতে গোপী-ঈর্ষ্যা-পঙ্ক[৭] ক্ষালে[৭]।
বিলাস-লালসা পুনঃ, নদী উছলিতে[৮] দুন[৮],
লোভ বাড়ে কৃষ্ণের অন্তরে।।
বংশীগানামৃত বর্ষে, কৃষ্ণমেঘ[৯] অতি হর্ষে[৯],
আতি প্রেমানন্দ হৈল তায়।
একি একি ঘন বলি, লীলাশুক কুতূহলী,
পুন এক শ্লোক উচ্চারয়।।৭১।।

পাঠান্তর — ১ বাসি (ক, খ) ২ ব্যাপি (খ) ৩-৩ যেন নীলমণি (ক) ; যেন দিনমণি (খ) ৪খনি (ক, খ) ৫ সামান্য (ক, খ) ৬ কর্ণে (খ) ৭-৭ হর্ষা-পক্ষ্মাঙ্কুরে (ক) ; হর্ষ পদ্মাক্ষরে (খ) ৮-৮ উছলিত যেন (ক, খ) ৯-৯ লাবণ্য তরঙ্গ ভাসে (খ)।

কিমিদমধরবীথীক্৯প্তবংশীনিনাদং
কিরতি নয়নয়োর্নঃ কামপি প্রেমধারাম্।
তদিদমমরবীথীদুর্লভং বল্লভং নস্
ত্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতং চ।।৭২।।

অন্বয় — অধরবীথীক্৯প্তবংশীনিনাদং কামপি প্রেমধারামং নঃ নয়নয়োঃ কিরতি — কিমিদম্? তদিদমমরবীথীদুর্লভং ত্রিভুবনকমনীয়ং নঃ দৈবতং জীবিতং চ বল্লভম্।।৭২।।

অন্বয় অনুবাদ — অধরে বংশী অর্পণ করে বংশীনিনাদে আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রেমধারা বর্ষণ করছে, ইহা কি বস্তু? এই বস্তু দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ, ত্রিভুবনের মধ্যে কমনীয় এবং প্রিয়। তিনি আমাদের জীবন এবং দেবতা।।৭২।।

অনুবাদ — অধরে বংশী অর্পণ করে বংশী নিনাদে আমাদের নয়নের সম্মুখে আশ্চর্যরূপে প্রেমধারা বর্ষণ করছেন। ইনি কি বস্তু? এই দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ, ত্রিভুবনের মধ্যে কমনীয় দেবতা আমাদের জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই হবেন।।৭২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ইতি শ্লোকত্রয্যা সামান্যত্বেন তৎ নির্বর্ণ্য তন্মম জীবিতমেবৈতদিতি বর্ণয়ন্ প্রথমং তাসাং, ন পারয়েঽহমিত্যাদিস্ববাগমৃতক্ষালিতের্ষ্যালিবপঙ্কে স্বান্তে পুনর্বিলাস লালসা-তরঙ্গিণীমুচ্ছলয়িতুং বংশীনাদামৃতং বর্ষতি কৃষ্ণঘনে, তত্র জাতপ্রেমানন্দোদ্রেকঃ কিমিদং বস্ত্বিতি সংশয্য পুনর্নিশ্চিনোতি — কিমিদং বস্তু যন্নোঽস্মাকং নয়নয়োঃ কামপি

টীকার অনুবাদ -- পূর্বে তিনটি শ্লোকে সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণনা করে এই শ্লোকে সেই শ্রীকৃষ্ণই যে আমাদের জীবনবল্লভ, তাহাই বিশেষভাবে বর্ণনা করছেন। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপীর সমক্ষে বলেছেন, ‘পারয়েঽহম্’ ইত্যাদি। এই নিজের বাক্যামৃত দ্বারা গোপীগণের মনোগত ঈর্ষ্যারূপ পঙ্কলেশ ক্ষালিত (পাঁক পরিষ্কার) হলে পুনরায় তাঁদের অন্তঃকরণে বিলাস-লালসার তরঙ্গ উচ্ছলিত করবার জন্য কৃষ্ণরূপ মেঘ বংশীনাদামৃত বর্ষণ করলেন, তদ্দ্বারা জাত প্রেমানন্দের উদ্রেকে শ্রীরাধা বললেন, হে সখি! আমাদের সামনে বর্তমান এ কি বস্তু? এইরূপ সংশয় হলেও পুনর্বার প্রশ্ন করে তা নিশ্চয়পূর্বক বললেন, এই বস্তু আমাদের নয়নের সম্মুখে কি এক অনির্বচনীয় প্রেমধারা বর্ষণ করছেন? ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, আঃ! বুঝেছি, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের দেবতা। আবার শঙ্কার সঙ্গে (ভয়ে) বললেন, ইনি কেবল দেবতা নহেন,

প্রেমধারাং কিরতি। ক্ষণং বিমৃশ্য, আং বিদিতং তদেবাস্মাকং দৈবতমিদম্। পুনঃ সশঙ্কম্, কিমুত দৈবতম্ — বল্লভং চ। পুনঃ সপ্রণয়ম্, কিমুত বল্লভম্ — জীবিতঞ্চ। কথং জ্ঞাতম্? তত্রাহ — অধরবীথ্যা কৢপ্তা চিত্রবদর্পিতা যা বংশী তস্যা নিনাদো যত্র। অতঃ অমরবীথ্যাং দেবশ্রেণ্যাং তস্যা অপি বা দুর্লভম্। অতস্ত্রিভুবনকমনীয়ম্। তদিদম্ মন্নেত্রগোচরমিত্যহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ।।৭২।।

ইনি আমাদের বল্লভ। পুনরায় সপ্রণয়ে বললেন, শুধু তাহাই নহে, ইনি আমাদের জীবনবল্লভ। তা কি প্রকারে জানলে? তাতে বললেন, এর অধরবীথিতে ন্যস্ত (চিত্রবৎ অর্পিত) যে বংশী, সেই বংশী থেকে মধুর নিনাদ উঠছে, ইহা দেবতাগণের পক্ষে সম্ভব হয় না — দেবশ্রেণীতে দুর্লভ। সুতরাং ইনি আমাদের প্রাণবল্লভ। অতএব যা ত্রিভুবনের মধ্যে কমনীয়, সেই বস্তু আজ আমাদের নেত্রগোচর হল; আহা! আমাদের কি সৌভাগ্য!! ।।৭২।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
কিবা বস্তু আগে যে দেখিয়ে।
যাতে হৈতে মো সবার, আঁখি বহে প্রেমধার,
কোন[১] প্রেম উপজায় যায়ে[১]।।ধ্রুবপদ।।
এত কহি ক্ষণ এক, বিমর্ষিয়া পরতেক,
কহে হয় জানিল জানিল।
মো-সবার দৈব[২] সোহো, দেখ আগে আইলা তেঁহো,
এই আমি নির্ণয় কহিল।।
পুনঃ সশঙ্কিতে কহে, কেবল দেবতা[৩] নহে,
দেখ[৪] আইলা বল্লভ আমার।[৪]
পুনঃ সপ্রণয়ে কহে, কেবল বল্লভ নহে,
প্রাণ আইলা আমা সবাকার।।
যদি বল কি লক্ষণে, জান তার আগমনে,
শুন তার কহি বিবরণ।
অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী পরাণ-দংশী,
তার নাদ যাতে সুধাকণ।।
দেবতাগণের যে, দুর্লভ আইলা সে,
ত্রিভুবন কমনীয় রূপ।

তেঁহো মোর নেত্র আগে, দেখিয়া আশ্চর্য লাগে,
তেঁই মোর ভাগ্য[৫] মহামুদা[৫]।।
এত কহি দেখি পুনঃ, কৃষ্ণ সুখী হৈয়া দুন,
রাসলীলা আরম্ভ করিলা।
তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ,
শ্লোক পড়ি কহিতে লাগিলা।।৭২।।

পাঠান্তর — ১-১ না জানি কোন প্রেম উপজয়ে (ক) আর কথা রস উপজয়ে (খ) ২ প্রাণ (ক) ৩ বল্লভ (খ) ৪-৪ প্রাণ আইলা মো সখাকারণে (ক) ৫-৫ ভাগ্যের স্বরূপ (ক) ; ভাগ্য অনুরূপ (খ)

তদিদমুপনতং তমালনীলং
তরলবিলোচনতারকাভিরামম্।
মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে।।৭৩।।

অন্বয় — তমালনীলং তরলবিলোচনতারকাভিরামং (চক্ষু তারকার চাঞ্চল্যহেতু মনোরম) মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং (হাসি হাসি মুখখানি যাঁর চাঁদের মতন দেখতে) মুখরিতবেণুবিলাসী মে জীবিতং তদিদমুপনতম্।।৭৩।।

অন্বয় অনুবাদ — তমালের মতন নীলবর্ণ, চঞ্চল নয়নতারকার জন্য সুন্দর, হর্ষযুক্ত হাসিভরা মুখখানি যাঁর চাঁদের মতন ও বেণুর বিলাসে মুখরিত এমন যে আমার জীবনস্বরূপ সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।। ৭৩।।

অনুবাদ — এই যে আমার জীবনবল্লভ সমীপাগত (কাছে এসেছেন), এর দেহকান্তি তমালের মত নীল, তরল লোচনের তারকা অতি মনোহর, উদিত পূর্ণচন্দ্রের শোভাকে জয়কারী বদন মুখরিত বেণুবিলাসী জীবনবল্লভকে প্রাপ্ত হলাম।।৭৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা –

'রাসোৎসবঃ সংবৃত্তঃ' ইত্যাদিবৎ পুনস্তদ্বিলাসারম্ভিণং তং নিশ্চিত্যাহ — তদিদং মম জীবিতমুপনতং সমীপমাগতম্। কীদৃশম্? বিলাসি রাসবিলাসারম্ভি। মুখরিতো বেণুর্যেন। শব্দিতবেণোর্বিলাসযুক্তং বা। তমালনীলম্ — কনকবল্লবীনাং তাসাং মধ্যে তমালবদ্‌ভ্রাজমানম্। সর্বগোপীমন্ডলবক্ত্রদর্শনায় তরলাভ্যাং বিলোচনযোস্তারকাভ্যামভিরামম্ । মুদিতমুদিতমতিমুদিতং বক্ত্রচন্দ্রবিম্বং যস্য। মুদিতমানন্দিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বমিতি বা।।৭৩।।

টীকার অনুবাদ – 'রাসোৎসবঃ সংবৃত্তঃ' (ভাগবত ১০।৩৩।৩) গোপীমন্ডলে মন্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হলেন ইত্যাদি লীলার মত পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাস আরম্ভ করেছেন। তা দেখে নিশ্চয়পূর্বক শ্রীরাধিকা বললেন, এই যে আমার জীবনবল্লভ সমীপাগত (কাছে এসেছেন)। তিনি কিরূপ? বিলাসি — রাসবিলাসারম্ভি — মুখরিত বা শব্দিত বেণুর বিলাসযুক্ত। তাঁর দেহকান্তি তমালের মত নীল অর্থাৎ কণকলতার মতো গোপকিশোরীদের মধ্যে তমালবৎ — শ্যামশৃঙ্গাররসরূপে প্রকাশমান। সমস্ত গোপীবর্গের বদন এককালে দেখবার জন্য তার চক্ষুযুগলের তারকাদ্বয় চঞ্চল, এতে তাঁর মদনশোভা আরও অভিরাম — অতিশয় মনোরম হয়েছে। 'মুদিত মুদিত' শব্দ

দুবার উক্ত হয়েছে, ইহাতে অতিশয় অর্থ ব্যক্ত হয়েছে অর্থাৎ অতি মুদিত বদনচন্দ্রবিম্ব সকলকে আনন্দিত করেছে বা সম্যগ্ উদিত পূর্ণচন্দ্রের শোভাকে জয় করেছে।।৭৩।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র।
নিকটে আইলা এই, দেখ বিদ্যমান সেই,
রাসলীলা করিয়া আরম্ভ ।।
শব্দযুক্ত বেণু যাতে, অখিল তরুণী মাতে,
অমৃত মাধুরী সদা গলে।
হেমলতা গোপীগণ, মাঝে অতি মনোরম,
দীপ্তিমান তমাল[১] সুনীলে[১]।।
সর্বগোপী-যূথ-বর, মুখচন্দ্র মনোহর,
সর্বমুখ-দর্শন-কারণ।
তরল লোচনদ্বয়, তারকাঅভিরাম হয়
তাতে অতি ফুল্ল মনোরম।।
তাহাতে প্রফুল্ল মুখ, চন্দ্রবিম্বোদয়-সুখ,
আনন্দ আনন্দময় যাতে।
এতেক কহিতে পুনঃ, চপলতা দেখে দুন,
রাস-মাঝে সুখসিন্ধুরীতে[২]।।৭৩।।

পাঠান্তর— ১ যেমন তমালে (ক) ২ তাতে (ক)।

চাপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম
চাতুর্যসীম চতুরাননশিল্পসীম।
সৌরভ্যসীম সকলাদ্ভুতকেলিসীম
সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভাগ্যসীম।।৭৪।।

অন্বয় — তৎ ইদং চাপল্যসীম, চপলানুভবৈকসীম, চাতুর্যসীম, চতুরাননশিল্পসীম, সৌরভ্যসীম, সকলাদ্ভুতকেলিসীম, সৌভাগ্যসীম, ব্রজভাগ্যসীম।।৭৩।।

অন্বয় অনুবাদ — এই যে এখানে উপস্থিত সকল চপলতার শেষ সীমা, চপল লক্ষ্মীর অথবা গোপীদের অনুভবেরও সীমা, চাতুর্যের সীমা, চতুরানন ব্রহ্মার শিল্পসৃষ্টির সীমা, সৌরভের সীমা, সকল অদ্ভুত লীলাবিলাসের সীমা এবং ব্রজের সৌভাগ্যের শেষ সীমা।।৭৪।।

অনুবাদ — এই শ্রীকৃষ্ণ চাপল্যের একমাত্র সীমা, চপলা ব্রজগোপীদের স্পর্শানুভবের একমাত্র সীমা, চাতুর্যের সীমা, চতুরাননের শিল্পের সীমা, সৌরভ্যের (সুগন্ধের) সীমা, সকল অদ্ভুত কেলিবিলাসের সীমা, ব্রজদেবীদের সৌভাগ্যের সীমা, সমগ্র ব্রজের ভাগ্যের শেষ সীমা।।৭৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

রাসে তস্য তত্তচ্চাপল্যাদিকমনুভূয় সাশ্চর্যমাহ। প্রথমং নৃত্যগতিলাঘবং দৃষ্ট্বাহ — তদিদং মম জীবিতং চাপল্যসীম। তেষাং সীমা যত্র তদবধিভূতমিত্যর্থঃ। তাদৃশগোপীভিশ্চুম্বিতালিঙ্গিতং বিলোক্যাহ — সহনৃত্যচুম্বনাদ্যর্থং চপলানামাসাং

টীকার অনুবাদ — রাসে শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যাদি অনুভব করে আশ্চর্যের সহিত বললেন — 'চাপল্যসীম' ইতি। প্রথমে নৃত্যকালে গতিলাঘব অর্থাৎ নৃত্যগতির বৃদ্ধির কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে চাপল্য প্রকাশ করছেন, তা দেখে বললেন, এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার চাপল্যের শেষ সীমা — অর্থাৎ চপলতার অবধি। এই রকমগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যবিলাস দেখে বললেন, চপল গোপীগণ কর্তৃক চুম্বিত ও আলিঙ্গিত হয়ে স্পর্শাদিসুখানুভবের শেষ সীমা যেখানে। অর্থাৎ গোপীগণ নৃত্যের ছলে চুম্বিত এবং আলিঙ্গিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শসুখ অনুভব করছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যের ছলে তাঁদের স্পর্শসুখ অনুভব করছেন। এতে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক চাতুর্য প্রকাশ পাচ্ছে, সুতরাং এরূপ চাতুর্যের তিনি সীমাস্বরূপ। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখে বললেন, চতুরানন বিধির (ব্রহ্মার) শিল্পনৈপুণ্যের সীমা। দূর হতে অঙ্গের সৌরভ

যস্তৎস্পর্শাদিসুখানুভবস্তস্যৈকা প্রধানা সীমা যত্র। তাদৃশীভিস্তাভিরেবানুভবিতুং শক্যমিত্যর্থঃ। তৎ তচ্চাতুর্চর্য দৃষ্টা — চাতুর্যেতি। সৌন্দর্যং দৃষ্টাহ — চতুরাননেতি। চতুরাননস্য বিধেঃ শিল্পস্য সীমা যত্র। সৌরভ্যং লব্ধ্বাহ — সৌরভ্যেতি। তৎকেলিসৌষ্ঠব দৃষ্টাহ — সকলেতি। ব্রজদেবীনাং প্রেমাবেশং সৌন্দর্যাদিকং চ দৃষ্টাহ— সৌভাগ্যেতি। ক্ষণং বিমৃশ্য, না কেবলমাসাং ব্রজস্যাপি ভাগ্যসীমা যত্র।।৭৪।।

(গন্ধ) আঘ্রাণ করে বললেন, ইনি সৌরভ্যের সীমা। শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসের সৌন্দর্য দেখে বললেন, সকল অদ্ভুত কেলিবিলাসের শেষ সীমা। ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাবেশ এবং তাঁদের সৌন্দর্যাদি দেখে বললেন, ইনি ব্রজদেবীগণের সৌভাগ্যের শেষ সীমা। ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, ইনি কেবল যে ব্রজদেবীগণেরই সৌভাগ্য-সীমা, তা নয়, ইনি হলেন সমগ্র ব্রজের সৌভাগ্যের শেষ সীমা।।৭৪।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
মোর প্রাণ কিশোরশেখর।
রাসমাঝে নৃত্য-গীতি[১], দেখ মহা শীঘ্র অতি,
সীমা যাতে পরম চাপল।।
গোপাঙ্গনাগণ-মুখ, চুম্বনাদি মহাসুখ,
স্পর্শ-আদি সুখ অনুভবে।
নৃতগীত[২] সঙ্গে এই, চপলতা-সীমা নাই,
তাহার[৩] না জানে অনুভবে।।
সেই সেই চাতুরী করি, আলিঙ্গয়ে ব্রজনারী,
তা দেখি কহয়ে পুনর্বার।
চাতুর্যের সীমা হরি, একা[৪] এত[৫] ব্রজনারী,
সদা আকর্ষয়ে বার বার।।
গোবিন্দ-সৌন্দর্য[৬] দেখি, পুনঃ কহে হৈয়া সুখী,
দেখ সখি! কিরূপ বন্ধান[৭]।
বিধাতার শিল্প-সীমা, দেখ এই মনোরমা,
তুলা দিতে নাহি যার স্থান।।
দূর হৈতে গন্ধ পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া,
সৌরভের সীমা কৃষ্ণ-অঙ্গ।

কেলি-পরিপাটী দেখি, কহে স্নিগ্ধ হৈয়া আঁখি,
অদ্ভুত কেলি-সীমারঙ্গ।।
যত ব্রজদেবীগণ, প্রেমরস অনুক্ষণ,
সৌন্দর্যাদি দেখি পুনঃ কহে।
ব্রজস্ত্রী-সৌভাগ্য যাতে, প্রেম-পরবীণ তাতে,
তিলেক বিচ্ছেদ যাতে নহে।।
ক্ষণেক বিমর্শি কহে, গোপীভাগ্য[৬] কেবল নহে[৭],
ব্রজবাসী-ভাগ্য সীমাময়।
আপন সৌভাগ্য কহি দর্শন আনন্দময়ী,
পুনঃ এক শ্লোক উচ্চারয়।।৭৪।।

পাঠান্তর— ১ গতি (ক, খ) ২ নৃত্যগতি (ক, খ) ৩ তারাও (ক, খ) ৪-৪ একান্ত যে (ক) ৫ শৌর্য (ক, খ) ৬ সন্ধান (ক) ৭-৭ দর্শন আনন্দময়ে (ক)।

মাধুর্যেণ দ্বিগুণশিশিরং বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী
বংশীবীথীবিগলদমৃতস্রোতসা সেচয়ন্তী।
মদ্বাণীনাং বিহরণপদং মত্তসৌভাগ্যভাজাং
মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে।। ৭৫।।

অন্বয় — অহো! মাধুর্যেণ দ্বিগুণশিশিরং বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী, মদ্বাণীনাং বিহরণপদং বংশীবীথীবিগলদমৃতস্রোতসা সেচয়ন্তী, মত্তসৌভাগ্যভাজাং মৎপুণ্যানাং নেত্রয়োঃ পরিণতি সন্নিধত্তে।।৭৫।।

অন্বয় অনুবাদ — যিনি বাক্য ও দর্শনমাধুর্যে অতীব শীতল চন্দ্রের মতো বদনবিশিষ্ট, বংশীনাদে যিনি অমৃতপ্রবাহ বিগলিত করে আমার বাক্যের বিহারস্থলকে সুরস্রোতে যিনি সিক্ত করছেন, সেই রসে উন্মত্ত যে সৌভাগ্য আমার পুণ্যের ফলস্বরূপ, তিনি আমার চক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়েছেন।।৭৫।।

অনুবাদ — যিনি মাধুর্য দ্বারা দ্বিগুণ শীতল বদনচন্দ্র বহন করছেন, বংশীর ছিদ্র পথ দিয়ে বিগলিত অমৃতপ্রবাহে মত্ত সৌভাগ্যভাজনদিগকে ও আমার বাক্যের ক্রীড়াস্থলকে সেচন করছেন। আহা! আমার পুণ্যের পরিণতিস্বরূপ এই শ্রীমূর্তি আমার নেত্রের সন্নিকটে উদয় হলেন।।৭৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনানন্দেন স্বসৌভাগ্যাতিশয়ং মত্বা সাশ্চর্যমাহ — অহো আশ্চর্যং মৎপুণ্যানাং পরিণতিঃ পরিপাকোঽয়ং মন্নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে সাক্ষাদ্বভূব। অহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশী বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী। কীদৃশং তম্ — স্বভাবশীতলমপি

টীকার অনুবাদ – সেই রকম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনানন্দে লীলাশুক নিজ সৌভাগ্যাতিশয় মনে করে আশ্চর্যের সহিত বললেন, আহা! আমার পুণ্যের পরিণতি — আমি জন্মে জন্মে যত পুণ্য অর্জন করেছি, সেই সকল পুণ্যের পরিপাকস্বরূপ এই শ্রীকৃষ্ণ আমার কি নেত্রদ্বয়ের সন্নিকটে উদয় হলেন। অহো! আমার কি ভাগ্য! তিনি কেমন বদনচন্দ্র বহন করছেন? স্বভাবত শীতল হলেও রাসবিলাস-মাধুর্যে দ্বিগুণ শীতল সেই মুখ। আর সেই বদনে সংন্যস্ত বংশী-বীথী বিগলিত অর্থাৎ বংশীর ছিদ্রপথে মধুর ধ্বনিরূপ অমৃতপ্রবাহ বিগলিত হয়ে ব্রজদেবীগণকে, আমাকে ও জগতকে সিঞ্চিত করছেন। তা কেমন? প্রেমোন্মত্ততাবশত সৌভাগ্যশালী, আমার বাক্যের বিহারস্থানকে সেচন করছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যাদি বর্ণনহেতু আমার বাণীও

মাধুর্যেণ দ্বিগুণশিশিরম্। তথা বংশীবীথীভিস্তন্মার্গৈর্বিশেষেণ গলন্তি যান্যমৃতস্রোতাংসি তৎপ্রবাহাস্তৈর্ব্রজদেবীর্মাং জগচ্চ সেচয়ন্তী। তথা, মদ্বাণীনাং বিহরণপদং বিহারস্থানম্। কীদৃশম্? মত্তাঃ প্রেমোন্মত্তাশ্চ তৎসৌন্দর্যাদিবর্ণনাৎ সৌভাগ্যভাজশ্চ যাস্তাসাম্। তদ্বক্ষ্যতে চ, সমুজ্জৃম্ভা গুম্ফা ইত্যাদৌ।।৭৫।।

সৌভাগ্যভাজনদের আনন্দদায়ক হয়েছে! কেননা, ব্রজদেবীগণ যা বলেছেন, সেই স্বপ্রকাশ বাণীসমূহের আমি কেবল পুনরুক্তি করছি। অর্থাৎ এই মালার পুষ্পগুলি তাঁদেরই রম্য বৃন্দাবনে প্রস্ফুটিত হয়েছে, আমি চয়ন করেছি বলে আমার জীবন সাফল্য লাভ করেছে (ধন্য হয়েছে)।।৭৫।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
আশ্চর্য মোর পুণ্য পরিপাক।
গোবিন্দের মুখচন্দ্র, সকল আনন্দকন্দ,
যাতে হৈতে নেত্রের সাক্ষাৎ।।
স্বভাব শীতল মুখ, তরুণী-নয়ন-সুখ,
তাতে তার মাধুর্য হইতে।
দ্বিগুণ শীতল শোভা, মোর লাগে[১] নেত্র-লোভা[১],
অদর্শনে তাপ নাশে[২] যাতে।।
তাতে বংশীরন্ধ্র দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া,
অমৃত-প্রবাহ কত কত।
ব্রজদেবীগণ আর, আমার অন্তরে[৩] আর[৩],
জগতে[৪] সেচয়ে অবিরত।।
ঐছে[৫] মোর বাণীগণ, লীলাস্থানে মনোরম,
কৈছে তাহা শুন মন দিয়া।
তাকে বর্ণিবারে মত্তা, তাকে প্রেম-উনমত্তা,
আছয়ে সৌভাগ্য ভাজাইয়া[৬]।।
অথ রাসে নৃত্যগতি, দেখিলেন শীঘ্র অতি,
এক অঙ্গে বহু গোপীগণ।
হিয়ার মাঝার হৈতে, আধ তিল অনির্গতে,
কান্ত্যাচিন্ত্যা[৭] প্রবাহোচ্ছলন[৭]।।

এমতে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিলা লেখি[৮],
আশ্চর্য কহয়ে দুই শ্লোক।
কেবল প্রণাম[৯] করি, জ্যোতিঃপুঞ্জ মাত্র বলি,
লীলাশুক হইয়া অশোক।।৭৫।।

পাঠান্তর— ১-১ নেত্র মনোলোভা (খ) ২ লাগে (ক) ৩-৩ অন্তরে সায় (ক); লোচন তার (খ) ৪ জগৎ (ক, খ) ৫ তৈছে (ক, খ) ৬ ভায্যা হএগ্র (ক); রাজ হএগ্র (খ); ৭-৭ কান্তা চিত্ত বাহ উছলন (ক) ; কান্তা চিত্ত প্রবাহ্ ছলন (খ) ৮ সখি ৯ আমার (ক)

তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে।।৭৬।।

অন্বয়- ধেনুপালিনে, লোকপালিনে, রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে তেজসে নমোঽস্তু।।৭৬।।

অন্বয় অনুবাদ — ধেনুর পালক, বিশ্বের পালক, রাধার স্তনদ্বয়ের মধ্যে শয়নকারী, অনন্তশায়ী জ্যোতিঃস্বরূপকে আমি প্রণাম করি।।৭৬।।

অনুবাদ — এই তেজঃ পুঞ্জকে নমস্কার, ধেনুপালককে নমস্কার, শ্রীরাধিকার পয়োধরের মধ্যে শয়নকারীকে নমস্কার, অশেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।।৭৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ নৃত্যগতিলাঘবৈনৈকেন বপুষৈবাশেষগোপীনাং হৃদয়াৎ ক্ষণমপ্যনপগতমবিভাব্যকান্তিপ্রবাহোচ্ছলিতং তং বিলোক্য নির্বক্তুমসমর্থঃ সাশ্চর্যং কেবলং নমস্করোতি দ্বাভ্যাম্ — অস্মৈ কস্মৈচিৎ তেজসে তৎপুঞ্জরূপায় নমোঽস্তু। কীদৃশে? রাধাপয়োধরোৎসঙ্গে শয়িতুং নিরন্তরং তন্নিকটে স্থাতুং শীলং যস্য তস্মৈ। তস্মাৎ ক্ষণমপ্যনপগতায়েত্যর্থঃ। পুনঃ পরিতো বীক্ষ্য সাশ্চর্যমাহ — তাদৃশায়াপ্যশেষেষু

টীকার অনুবাদ — অনন্তর রাসে নৃত্যগতি লাঘব করে (বাড়িয়ে) শ্রীকৃষ্ণ একই বপুতে একই কালে অশেষ (অসংখ্য) গোপীদের হৃদয়ে (কণ্ঠে) আলিঙ্গিত হয়ে রয়েছেন — ক্ষণকালও অপগত হচ্ছেন (সরছেন) না। সেই অবস্থায় তাঁর অবিভাব্য (অচিন্ত্য) কান্তিপ্রবাহ উচ্ছলিত হয়ে সকলকে অভিভূত করছে। এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে লীলাশুক তা বর্ণনা করতে অসমর্থ হয়ে আশ্চর্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কেবল নমস্কার করছেন, তাই দুটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। এই অনির্বচনীয় কোন এক তেজঃপুঞ্জরূপকে আমি নমস্কার করি। তিনি কিরূপ? শ্রীরাধার পয়োধরের উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) শয়নকারী — নিরন্তর তাঁর নিকট থাকাই স্বভাব যাঁর; সুতরাং ক্ষণকালও সে স্থান হতে অপগত হতে (সরতে) ইচ্ছা করেন না। পুনরায় চারিদিক দেখে আশ্চর্যের সহিত বললেন, ওই রকম শ্রীরাধার পয়োধরের সঙ্গে শয়নকারী (লগ্ন) হয়েও সমস্ত গোপীদেরও পয়োধরের উৎসঙ্গশায়ী — তাদের নিকট অবস্থান করেন। যদি বল, একই বপুতে এই রকম লীলা সম্ভব হবে কিরূপে? এসম্বন্ধে ক্ষণকাল চিন্তা করতেই ব্রহ্মমোহন লীলার স্ফূর্তিতে বললেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় নহে। কেননা, একই দেহে তিনি অনন্ত ধেনুপালকরূপ হয়েও লোকপালক ব্রহ্মার পালক

সমস্তগোপীস্তনোৎসঙ্গেষু শায়িনে তৎতন্নিকটস্থিতায়। নন্বেকস্য কথমেতৎ সম্ভবেদিতি বিমৃশন্ ব্রহ্মমোহনলীলাস্ফূর্ত্যাস্য নৈতদাশ্চর্যমিত্যাহ — একং সপাণিকবলমিত্যাদিদিশা ধেনুপালিনে। একেন স্বরূপেণৈবানন্তগোপালরূপায় অপি। লোকপালিনে লোকাঃ অনন্তব্রহ্মাণ্ডানি তৎতদুপাস্যস্তচ্চতুর্ভুজরূপেণ তৎতৎপালিনে। কিংবা, অকারো বিষ্ণুঃ অ-স্য — বিষ্ণোর্লোকা বৈকুণ্ঠলোকাস্তৎপালিনে।।৭৬।।

চতুর্ভুজরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। "একং সপাণিকবলং" (ভাগবত ১০।১৩।৬১) শ্রীকৃষ্ণ একা হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস ধারণ করে অনন্ত গোপবালকরূপে অসংখ্য ধেণুপালন করেও তিনি 'লোকপালিনে' — সমস্ত লোকপালক। এস্থলে লোক বলতে অনন্ত ব্রহ্মান্ড বুঝায়, সেই অনন্ত ব্রহ্মান্ডের লোকপালক এবং তৎতৎলোকের উপাস্য চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে সেই সেই লোক পালন করেন। কিংবা 'অলোকপালিনে' পদে বিষ্ণুলোক বুঝায়, কারণ 'অ-কারো বিষ্ণুরুচ্যতে' অর্থাৎ অ-কারে বিষ্ণু এই স্মৃতি বচনে বিষ্ণুলোক বুঝায়। সুতরাং ইনি বিষ্ণুলোক — বৈকুন্ঠলোক পালন করেন।।৭৬।।

যদুনন্দন —

সখি হে! এই[১] মত কৈলা তেজোবরে।[১]
নমস্কার রহু সদা কহিল তোমারে।।
রাধিকার পয়োধর উৎসঙ্গে শয়ন।
করিবারে শীল[২] যার নিরন্তরোত্তম।।[২]
তার কাছে ক্ষণে পাছে ত্যাগ ইচ্ছা হয়।
ঐছে চিন্তা যার নিত্য তারে রহু জয়।।
কহে আর পুনর্বার দেখে চতুর্দিশা।
কহে অহে আশ্চর্য হে সেহ নহে শেষা।।
বহু নারী-কুচোপরি নিকটে ত রহে।
তারে বহু বহু নতি করিব কি অহে।
যদি কহ এক মত[৩] বহু গোপনারী।
সবাসনে কেমনে বা রহয়ে বিহারী।।
শুন কহি ব্রহ্ম মোহি যার হেন লীলা।
এক দেহে গোপচয় বৎসচয় হৈলা।।
আর শুন কহি পুনঃ লোকপাল নাম।
যে অনন্ত ব্রহ্ম-অন্ড পালে তার ধাম।।

বৈকুণ্ঠ ত বিষ্ণুমত সে বৈকুণ্ঠ লোক।
সদা পালে সর্ব্বকালে হেন যে সে[৪] শ্লোক।।
তার বহু গোপবধূ সঙ্গে বহু দেহে।
সুবিলাস[৫] পরিহাস কি কাজ সন্দেহে।।
কহিতেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গ।
গোপী-কুচ-কুঙ্কুমেতে[৬] চর্চিত সুরঙ্গ।।
বেণু বায় অঙ্গ-ছায় নাচে মনোহর।
সবিস্ময়ে দেখি কহে পড়ি শ্লোকবর।। ৭৬।।

পাঠান্তর ১-১ এই কৈলা তেজোপুঞ্জবরে (খ) ২-২ নিরন্তরে শীল যার মন (খ) ৩ দেহ (খ) ৪ সু (খ) ৫ সাভিলাষ (খ) ৬ সকুঙ্কুম (খ)

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলী-
ধন্যকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে।
বেণুগীতগতিমূলবেধসে
ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ।।৭৭।।

অন্বয় — ধেনুপাল-দয়িতাস্তনস্থলী-ধন্যকুঙ্কুম-সনাথকান্তয়ে (ধেনুদিগকে পালন করেন যে গোপেরা তাঁদের বনিতাদের স্তনের মধ্যে স্থান পেয়েছে বলে ধন্য কুঙ্কুম তার দ্বারা উৎফুল্লকান্তিযুক্ত) বেণুগীতগতি-মূলবেধসে (বেণুর গীতের যে গতি অর্থাৎ স্বরগ্রামমূর্ছনাদি তাহার প্রথম স্রষ্টা) ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ।।৭৭।।

অন্বয় অনুবাদ — গোপবনিতাদের বক্ষচর্চিত ধন্য কুঙ্কুমদ্বারা লিপ্ত কান্তিবিশিষ্ট ও বেণুগীতের স্বরগ্রামাদির প্রথমস্রষ্টা, এবং ব্রহ্মাসমূহের তেজঃস্বরূপকে আমি বারবার প্রণাম করি।।৭৭।।

অনুবাদ — গোপবনিতাদের স্তনস্থলি-স্পৃষ্ট ধন্য কুম্‌কুম দ্বারা অতি উৎফুল্ল কান্তিযুক্ত এবং বেণুগীতের স্বরগ্রামাদির সৃষ্টিকারী ও ব্রহ্মাগণের মূল বিধাতা তেজঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার নমস্কার করি।।৭৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা –

অথ তৎকুচকুঙ্কুমমনোজ্ঞকান্তিমপূর্বং বেণুং বাদয়ন্তং তং বিলোক্য সবিস্ময়মাহ — অস্মৈ নমো নমঃ। আদরে বীপ্সা। কীদৃশে — তাসাং স্তনসম্বন্ধিত্বাদ্ধন্যং যৎ কুঙ্কুমং তেন সনাথা শবলাত্যুৎফুল্লা কান্তির্যস্য। সহজকুঙ্কুমগন্ধবর্ণানাং তাসাং কুচস্থত্বাৎ সৌরভ্যকান্ত্যতিশয়প্রাপ্ত্যা তস্য ধন্যত্বম্। বিরহে ম্লানায়াঃ কান্তেশ্চ তদালিঙ্গ-

---

টীকার অনুবাদ – গোপবণিতাদের কুচ-কুম্‌কুম দ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় মনোজ্ঞ কান্তিবিশিষ্ট এবং অপূর্ব বেণুবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখে সবিস্ময়ে লীলাশুক বললেন, এই শ্রীকৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি। (আদরে পুনরুক্তি) কিরূপ কান্তিবিশিষ্ট? গোপবনিতাদের স্তন-সম্বন্ধি বলে ধন্য যে কুম্‌কুম, সেই কুম্‌কুম দ্বারা লিপ্ত হওয়াতে অতি উৎফুল্ল কান্তিযুক্ত। গোপবনিতাদের বর্ণ ও অঙ্গগন্ধ স্বভাবত কুম্‌কুমের ন্যায় উৎকৃষ্ট; আবার সেই কুম্‌কুম তাঁদের কুচস্পৃষ্ট হওয়ায় সৌরভ ও কান্তির আতিশয্য প্রাপ্তিহেতু ধন্য হয়েছে। অর্থাৎ এতাদৃশ কুচ-কুম্‌কুমে রঞ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব কান্তি ধারণ করেছেন। আর বিরহের সময় ম্লানকান্তি গোপীগণও সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন ইত্যাদি প্রাপ্তিতে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়াতে সনাথা হয়েছেন। আরও বিধাতার

নাদিপ্রাপ্ত্যানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সনাথত্বম্। তথা বিধাতৃসৃষ্ট্যতিরিক্তানাং বেণুগীতগতীনাং মূলবেধসে প্রথমস্রষ্টে। তদুক্তং, সবনশ ইত্যাদৌ কশ্মলং যযুরিতি। কথমস্য তৎস্রষ্টৃত্বমিতি বিমৃশন্ পূর্ববৎতল্লীলাস্মরণান্নৈতাচ্চিত্রমিত্যাহ — ব্রহ্মরাশীনাং তৎতচ্চতুর্ভুজস্তাবক-বিধিসমূহানাং মহঃ প্রকাশো যস্মাৎ। বিধাতৃবিধাতুঃ কিয়দিদমিতি ভাবঃ। যস্য প্রভেত্যাদি তদ্ব্রহ্মোত্যন্তব্রহ্মসংহিতোক্তানুসারেণ "পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ" ইতি শ্রীরামানুজীয়সিদ্ধান্তানুসারেণ চ নির্গুণব্রহ্মপুঞ্জং মহঃ কান্তিপূরো যস্যেতি কেচিৎ ব্যাখ্যান্তি, তত্রৈব শ্রীগীতাসু চ ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। প্রতিষ্ঠাশ্রয় ইতি।।৭৭।।

সৃষ্টির অতিরিক্ত বেণুর গীতের যে গতি, প্রকৃতি গমকাদিবিশেষ, তার মূল (প্রথম) স্রষ্টা হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তা ভাগবতে (১০।৩৫।১৫) উক্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীযোগে স্বরালাপ তুলতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বরালাপ শ্রবণ করে তার তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়াতে মোহাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তারপর লীলাশুক বিস্মিত হয়ে চিন্তা করলেন, এই বেণুগীতের মূল সৃষ্টিকর্তা শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ হওয়ায় নিশ্চয় করলেন, ইহা বিচিত্র নহে, ইহার লীলা বাক্য ও মনের অগোচর অতি অদ্ভুত। তাতে বললেন — 'ব্রহ্মরাশি মহসে' — ব্রহ্মরাশির অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তেজঃস্বরূপ ব্যাপক অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম। আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল চতুর্ভুজ স্তাবক ব্রহ্মা আছেন, সেই সকল ব্রহ্মারও প্রকাশক এই শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ সহস্র সহস্র সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এই শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত, সুতরাং ইনি বিধাতারও বিধাতা। তা ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪০) উক্ত আছে, 'কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পৃথিব্যাদিরূপ যে সকল বিভূতি আছে, তা থেকে ভিন্ন রূপ নিষ্কল নিরুপাধিক অনন্ত অশেষ প্রকারে অবস্থিত ব্রহ্মা যাঁর প্রভামাত্র, এমন কারণভূত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।' এই প্রমাণ হতে জানা যায় যে, ব্রহ্মা হচ্ছেন পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি (অঙ্গকান্তি)। রামানুজীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে, (যমুনাচার্যের স্তোত্র) নির্গুণ ব্রহ্মপুঞ্জ হলেন 'মহঃ' অর্থাৎ জ্যোতি যা দ্বারা পরব্রহ্ম সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত রয়েছেন, সুতরাং তিনি সাকার হয়েও ব্যাপক — সকলের আশ্রয়। পণ্ডিতগণের অভিমত, শ্রীকৃষ্ণ পরমতম বস্তু। গীতায় (১৪।২৭) স্বয়ং ভগবান বলেছেন 'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'— আমি ব্রহ্মের আশ্রয়।।৭৭।।

যদুনন্দন --

সখি হে ! এই কৃষ্ণে নমস্কার মোরে[১]।
গোপীবৃন্দ-কুচকুম্ভ-কুঙ্কুমাঙ্গ[১] ভোরে।।

তার স্তনে রহি ক্ষণে ধন্য যে কুঙ্কুম।
তার নাথ তার গতি[৩] তার লভি[৪] দুন।।
সহজে ত গোপী যত কুঙ্কুমাঙ্গ কাঁতি।
অঙ্গগন্ধ তারি বন্ধ কুচসঙ্গে স্থিতি।।
তাতে হৈতে কুঙ্কুম[৫] সে ধনী যবে আইলা।
বিরহান্তে পাইলা কান্তে প্রফুল্লত্ব হৈলা।।
বেণু গান অনুপম বিধি সৃষ্টি করে।
গান-গতি মোহে মতি প্রথম সৃষ্টিরে।।
কহিতেই বিমর্শই কৈছে হেন হয়ে।
পুনঃ কহে আন নহে এই সত্যময়ে।।
ব্রহ্মরাশি[৬] হৈলা হাসি ব্রহ্মা মোহিবারে।
চতুর্ভুজে ব্রহ্মপুঞ্জে[৮] যাতে স্তব করে।।
বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য হয়ে;
তেঁই ততি মোর নতি গোবিন্দের পায়ে।।
অতঃপর হর্ষভর পুনঃ ভরে মনে।
রাসকেলি ঘটামেলি আইলে নিজস্থানে।।
বেণুগানসহ তান দেখিবার তরে।
পূর্বে যাহা বাঞ্ছে তাহা কাছে আসি পূরে।।
দেখে শ্যাম সুখধাম আইসে এই রীতে।
লীলাশুক পাইয়া সুখ লাগিলা কহিতে।।৭৭।।

পাঠান্তর— ১ মোর (খ) ২-২ কুঙ্কুমাদি চোর (খ) ৩-৩ যার গাথ (খ) ৪ নতি (খ) ৫ কুঙ্কুমেতে (খ) ৬ ব্রহ্মবাসি (খ) ৭ আসি (খ) ৮ ব্রহ্মা পুজে (খ)।

মৃদুক্বণন্নূপুরমন্থরেণ বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন।
অনুস্মরন্মঞ্জুলবেণুগীতমায়াতি মে জীবিতমাত্তকেলি।।৭৮।।

অন্বয় — মৃদুক্বণন্নূপুরমন্থরেণ বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন আত্তকেলি মে জীবিতং মঞ্জুলবেণুগীতমনুস্মরন্ আয়াতি।।৭৮।।

অন্বয় অনুবাদ — আমার জীবনস্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণ) নবীন পল্লবের ন্যায় পাদপদ্মে মৃদুনূপুরধ্বনি করে মন্থর গতিতে লীলাবিলাসের সহিত মধুর বেণুগীত স্মরণ করতে করতে আসছেন।।৭৮।।

অনুবাদ — আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোমল পাদপদ্ম-পল্লবের দ্বারা মৃদু মৃদু নূপুরধ্বনি করে মন্থরগতিতে বিলাসের সহিত মধুর বেণুগীত স্মরণ করতে করতে আসছেন।।৭৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা –

অথ দূরাদাত্তকেলিং দর্শয়িত্বা বেণুনাদপূর্বকং স্বসমীপমাগচ্ছন্তং তমালোক্য সমাধিবিঘ্নায়েত্যাদি বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতমিত্যাদি সাফল্যাৎ সহর্ষং তদাগমনং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ — ইদং মে জীবিতমাত্তকেলি যথা স্যাৎ তথা আয়াতি। কীদৃশম্? মঞ্জুবেণুগীতমনুস্মরৎ। নবনববেণুগীতং স্মারং স্মারং সৃজদিত্যর্থঃ। পাদকৌমল্যাৎ সস্নেহসখেদমাহ — অহো বত পাদাম্বুজপল্লবেনায়াতি। কীদৃশা? বালেন কোমলেন। তথা, মৃদুক্বণন্নূপুরং তচ্চ গীত-স্মরণমগ্নচিত্তত্বাৎ মন্থরঞ্চ যৎ তেন।।৭৮।।

টীকার অনুবাদ – অতঃপর লীলাশুক দূরে শ্রীকৃষ্ণকেলি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাসলীলা করছেন, দূর থেকে সেই কেলিবিলাস দেখিয়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশ নিকটে আসছেন এইভাবে তাঁকে দেখে "শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে এসে মুরলীরবামৃতের দ্বারা কবে আমার সমাধিরূপ বিঘ্ন দূর করবেন (৩৪ সংখ্যক শ্লোক) এবং আমার বাগ্‌ময় জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোক।" (শ্লোক ৮) এই প্রকার স্বীয় প্রার্থনার সাফল্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্তা হর্ষের সহিত চারিটি (৭৮-৮১) শ্লোকে বর্ণনা করছেন। এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসের সহিত আমার কাছে আসছেন। কিরূপে? মঞ্জুল বেণুগীত স্মরণ করতে করতে আসছেন। অর্থাৎ লীলাবিলাসের সহিত নব নব বেণুগীত অনুস্মরণ (সৃজন) করতে করতে মন্থর গতিতে আগমন করছেন। পাদপদ্মের কোমলতা স্মরণ হওয়ায় সস্নেহে খেদের সহিত বললেন, আহা! কি আশ্চর্য কোমল পাদপদ্ম-পল্লবের দ্বারা বিলাসবশে মন্থরগতিতে আসছেন। কিরূপে? 'বালেন' অর্থাৎ খেলা করতে করতে। এস্থলে বাল-

শব্দে ক্রীড়ামত্ত বুঝতে হবে। ক্রীড়ার প্রকার বলছেন, মৃদুনূপুরধ্বনির বিলাস আবেশে এবং বেণুগীত সৃষ্টিতে মগ্নচিত্ত বলে গতি মন্থর হয়েছে।।৭৮।।

যদুনন্দন --

সখি হে !
আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র।
রাসকেলি প্রকটিয়া, সর্বগোপনাঙ্গনা লৈয়া,
আইসে এই পরম আনন্দ।। ধ্রুবপদ।।
মঞ্জু বেণুগীত গান, স্মৃতি করি পুনঃ পুনঃ,
সৃষ্টি করি করয়ে গায়ন।
নব নব ক্ষণে ক্ষণে, যাতে সৃষ্টি বিহরণে,
কি অপূর্ব দেখি মনোরম।।
মৃদু পাদাম্বুজ-তল, পল্লব হৈতে সুকোমল,
হায় তাতে কৈছে চলি আইসে।
মোর নেত্র পদ্মোপরি, ওই পাদাম্বুজ ধরি,
আশু[১] জানি কোথা[১] লাগে পাশে।।
তাহাতে নূপুরবর, মৃদুশব্দ মনোহর,
মন্থর গমন অনুমানি।
গানাদি স্মরণ হৈতে, চিত্তমগ্ন হৈল তাতে,
এই লাগি মন্থর গতি জানি।।
অতঃপর পূর্বমত, প্রার্থনা করিল কত,
কবে কৃষ্ণ দেখিবে[২] নয়ন[২]।
উৎকণ্ঠা সফল হৈলা, কৃষ্ণ দরশন পাইলা,
হর্ষে পুনঃ কহে মনোরম[৩] ।।৭৮।।

পাঠান্তর— ১-১ আসুক যেন ব্যথা (খ) ২-২ দেখিব নয়নে (খ) ৩ মনোরমে (খ)।

সোঽয়ং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন
সিঞ্চন্নুদঞ্চিতমিদং মম কর্ণযুগ্মম্।
আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধোর্
আনন্দকন্দলিতকেলিকটাক্ষলক্ষ্মীঃ।।৭৯।।

অন্বয় — বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন মম উদঞ্চিতং কর্ণযুগ্মং সিঞ্চন্ অয়ং সঃ অনন্যবন্ধো মে নয়নবন্ধুঃ আনন্দকন্দলিতকেলিকটাক্ষলক্ষ্মীঃ আয়াতি।।৭৯।।

অন্বয় অনুবাদ — বিলাসযুক্ত মুরলীধ্বনির অমৃতবর্ষণে আমার উৎসুক কর্ণযুগলকে সিক্ত করে আমারই অনন্যবন্ধু নয়নবন্ধু আনন্দে বিলসিত কটাক্ষসৌন্দর্য বিস্তার করে আসছেন।।৭৯।।

অনুবাদ — এই শ্রীকৃষ্ণ বিলাসমুরলী-নিনাদামৃতে আমার শ্রবণোৎসুক কর্ণদ্বয়কে সিক্ত করছেন। তিনি ছাড়া আমার অন্য কোন বন্ধু নাই, আনন্দ প্রফুল্লিত কেলিকটাক্ষের (বিলাসবহুল অপাঙ্গদৃষ্টির) সহিত আমার নয়নবন্ধু আসছেন।।৭৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামিত্যাদি পূর্বকৃতদর্শনোৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ পুনঃ সহর্ষমাহ সোঽয়ং মে নয়নবন্ধুরায়াতি। কীদৃশো মে — অনন্যবন্ধোঃ। নাস্ত্যন্যো বন্ধুর্যস্য। কীদৃগয়ম্? আনন্দেন কন্দলিতঃ প্রফুল্লিতো যঃ কেলিকটাক্ষস্তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা যস্মিন্। তথা, মম কর্ণযুগ্মং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন সিঞ্চন্। কীদৃশং তৎ — উদঞ্চিতং তচ্ছ্রোতুমুন্মুখম্।।৭৯।।

টীকার অনুবাদ — পূর্বে লীলাশুক প্রার্থনা করেছিলেন, 'আমি দুই নয়ন ভরে কবে কমললোচন কিশোরকে দর্শন করব? (শ্লোক ৪৩)' এইরূপ পূর্বকৃত দর্শনোৎকণ্ঠার সাফল্য হওয়াতে পুনরায় সহর্ষে বললেন, এই সেই আমার নয়নবন্ধু আসছেন। কীরকম? আমার অনন্যবন্ধু, অর্থাৎ তিনি ছাড়া আমার অন্য কোন বন্ধু নাই। কিরূপে আসছেন? আনন্দের দ্বারা কন্দলিত বা প্রফুল্লিত হয়েছে যে কেলিকটাক্ষ, তার শোভা বিস্তার করে আসছেন। আর বিলাসযুক্ত মুরলী-নিনাদরূপ অমৃতবর্ষণে আমার কর্ণদ্বয়কে সিঞ্চন করে আসছেন। তা কিরূপ? আমার শ্রবণোৎসুক কর্ণদ্বয়কে অমৃতে সিক্ত করে, অর্থাৎ তাঁর মুরলী-নিনাদ শ্রবণের জন্য আমার কর্ণদ্বয় উৎসুক হয়েছিল, এখন সেই মুরলীনিনাদ শ্রবণ করে আমার আগের প্রার্থনা সফল হল।।৭৯।।

যদুনন্দন --

সখি হে !
সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান।
আমার নয়ন বন্ধু, যা[১] বিণু না অন্য বন্ধু,[১]
তেঁহো আইল সুমোহন-ঠাম।। ধ্রুবপদ।।
আনন্দে প্রফুল্ল অতি, সুকেলি কটাক্ষ ততি,
তার শোভা যার বিলক্ষণ।
ওই শোভা দেখিবারে, মোর দিঠি আশা ধরে,
যে লাগি তাপিত অনুক্ষণ।।
তৈছে বংশীগানামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
সিঞ্চে মোর এই কর্ণদ্বয়ে।
যে ধ্বনি শ্রবণ লাগি, সদা কর্ণ অনুরাগী,
দেখ তার লালসা পূরয়ে।।
এত কহি পুনঃ দেহে[২], পূরব উৎকণ্ঠা যাহে,
দরশে বিভ্রম লাগে আঁখি।
তাহার সাফল্য[৩] হৈল, মনে এই অনুমিল,
তাতে শ্লোক পড়ে হর্ষ মাখি[৪]।।৭৯।।

পাঠান্তর— ১-১ সকল রসের সিন্ধু (খ) ২ কহে (খ) ৩ চাপল্য (খ) ৪ মুখী (খ)।

দূরাদ্বিলোকয়তি বারণকেলিগামী
ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন।
আরাদুপৈতি হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদ-
বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ ।।৮০ ।।

অন্বয় — বারণকেলিগামী ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন দূরাৎ বিলোকয়তি। হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদবেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ আয়াতি।।৮০।।

অন্বয় অনুবাদ — হস্তীর মতন ভঙ্গি করে গমনশীল শ্রীকৃষ্ণ দূর থেকে কটাক্ষধারা বর্ষণ করে আমাকে দেখছেন। বেণুনাদলহরী মনোহর হয়েছে বলে সহর্ষ হাস্যে দাঁতের কান্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আমার দেবতা আমার নিকট আসছেন।।৮০।।

অনুবাদ — হস্তীর ন্যায় কেলিগামী এই দেব দূর থেকে কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে দেখতে দেখতে এবং মনোহর বেণুনাদলহরীযুক্ত সহর্ষ হাস্যে দাঁতের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত বদনে আমার নিকট আসছেন।।৮০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ, আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যামিত্যাদি শ্লোৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সানন্দমাহ — সোঽয়ং দেবঃ দূরাদেব বিলোকিতেন বিলোকয়তি। মামিতি শেষঃ। রাধাং বা। কীদৃশা — ধারা প্রবাহরূপা যে কটাক্ষাস্তৈর্ভরিতেন পূর্ণেন। স কীদৃক্? বারণবৎ কেলিগামী। তথা, আরাৎ নিকটে উপৈতি। কীদৃক্? হৃদয়ঙ্গমা যে বেণোর্নাদাস্তেষাং যা বেণী পরম্পরা তদ্যুক্তং যন্মুখং তেন উপলক্ষিতঃ । কীদৃশা? সহজস্মিতেন প্রসৃমরা যে দশনাংশবস্তেষাং ভরো যস্মিংস্তেন। যদ্ বা দশনাংশুভরেণোপলক্ষিতঃ। কীদৃশা? তাদৃশবেণুনাদ-কল্লোলযুক্তবেণীকৃতং তন্মুখং যেন। তত্র দন্তকটাক্ষাধর-কান্তিধারা গঙ্গাযমুনাসরস্বত্যো জ্ঞেয়াঃ।।৮০।।

টীকার অনুবাদ — পূর্বে লীলাশুক প্রার্থনা করেছিলেন 'নয়নকমল দ্বারা অদ্ভুত বিভ্রমের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কবে আমাকে দেখবেন? (শ্লোক ৪৫)'। এখন সেই উৎকণ্ঠার সাফল্যহেতু আনন্দের সহিত বললেন, এই দেব দূর হতে আমাকে দেখছেন। বা 'রাধাকটাক্ষভরিতেন' পাঠে অর্থ হবে, রাধার কটাক্ষের দ্বারা পুষ্ট — প্রবাহরূপ যে কৃপাকটাক্ষ, সেই কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে অবলোকন করছেন। কিরূপে? প্রবাহরূপ যে কটাক্ষধারা, সেই ধারারূপ কটাক্ষের দ্বারা পূর্ণ। তিনি কিরূপ? হস্তীর মত কে [illegible]গমনশীল অর্থাৎ হস্তী যেরূপ মন্থরগতিতে বিলাসভঙ্গির সহিত গমন করে, তদ্রূপ ম[illegible] [illegible]তিতে আমার নি[illegible] আসছেন আর মনোহর যে বেণুনাদ, সেই বেণুনাদলহরীর

যে বেণী, সেই বেণী পরম্পরাযুক্ত শ্রীমুখ। অর্থাৎ সেই শ্রীমুখ উপলক্ষিত সহজস্মিত বিকশিত সমুজ্জ্বল দন্তের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। অথবা দশন-কৌমুদিভরে উপলক্ষিত শ্রীমুখ। তাতে দন্তের শুভ্রতা যেন গঙ্গা, কটাক্ষধারার নীলিমা যেন যমুনা এবং অধরের কান্তিধারা যেন সরস্বতী — এই তিনের সংযোগ ত্রিবেণীর শোভা দেখা যাচ্ছে।।৮০।।

যদুনন্দন --

সখি হে !
লীলাপর সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
দূরে হৈতে নিজ-দিঠি, দেখে রাধা অতি মিঠি,
দেখ সখি! নয়ন-আনন্দ।। ধ্রুবপদ।।
কটাক্ষপ্রবাহরূপা, ধারাপূর্ণ সুধাকৃপা,
রাধা প্রতি[1] ক্ষেপে[1] অনুক্ষণ।
যাহা দেখিবার তরে, উৎকণ্ঠাতে আঁখি মরে,
তাহা দিয়া রাখিল জীবন।।
মদমত্ত গজ জিতি, মন্থর মন্থর গতি,
নিকটে আসিয়া উপস্থিত।।
অমৃতপ্রবাহ হেন, বেণুনাদ মনোরম,
সেই যেন ত্রিবেণীর[2] রীত।।
বেণুনাদ নিজ[3] হিয়ে[3], সহজেই মন্দস্মিতে[4],
দর্শন কিরণযুক্ত কিবা।
বেণুধ্বনি সুকল্লোলে, যুক্ত হৈয়া ধায়[5] বলে,
ত্রিবেণীর[6] মুখে ধরে কিবা।।
দন্তকান্তি মন্দাকিনী, কটাক্ষ যমুনা মানি[7],
বিম্বাধর কান্তি সরস্বতী।
এই ত্রিবেণীর ধারা, মুখে বহে স্রোতপারা,
স্নিগ্ধ কৈল মোর নেত্র অতি।।
কহিতেই কৃষ্ণপদে, নেত্র পড়ে অতি সাধে,
পূর্বের প্রার্থনাগণ যত।
সাফল্য হইল জানি, নিজভাগ্যে শ্লাঘ্য মানি,
কহে শ্লোক মহামৃত মত।।৮০।।

পাঠান্তর-- ১-১ লাগি ক্ষোভ (ক) ২ হরিণীর (ক) ৩-৩ বিমোহিত (ক) ৪ স্মিত যাতে (ক) ৫ ধারা (ক, খ) ৬ এই বেণু (ক, খ) ৭ ধনি (ক, খ)

ত্রিভুবনসরসাভ্যাং দিব্যলীলাকুলাভ্যাং
দিশি দিশি তরলাভ্যাং দৃপ্তভূষাদরাভ্যাম্।
অশরণশরণাভ্যামদ্ভুতাভ্যাং পদাভ্যাম্
অয়ময়মনুকূজদ্বেণুরায়াতি দেবঃ।। ৮১।।

অন্বয় — ত্রিভুবন....... বেণুঃ দেবঃ আয়াতি।।৮১।।

অন্বয় অনুবাদ — ত্রিভুবনকে সরস করতে পারে এমন দিব্যলীলার দ্বারা, দিকে দিকে চপল দৃষ্টিপাতের দ্বারা এবং চরণভূষণ নূপুর থেকে যে ধ্বনি বাহির হচ্ছে তার দ্বারা বিভূষিত অগতির গতি যে দেবতা তিনি দুই চরণে যেন বেণুরবের অনুকরণ করে নূপুর বাজাতে বাজাতে আসছেন।।৮১।।

অনুবাদ — ত্রিভুবন সরস হয় যার দ্বারা সেই রকম দিব্যলীলামালার দ্বারা, দিকে দিকে নৃত্য-তরল-গতি দ্বারা দীপ্ত নূপুরাদি ভূষণের ধ্বনি দ্বারা, অশরণের শরণস্বরূপ অদ্ভুত চরণদ্বয় দ্বারা এই দেব (শ্রীকৃষ্ণ) বেণু বাজাতে বাজাতে আসছেন।।৮১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যামিত্যাদ্যুৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সোল্লাসমাহ — অয়ময়ং দেবঃ পদাভ্যামায়াতি। কীদৃগ্ভ্যাম্? অদ্ভুতাভ্যাম্। তদেব ব্যনক্তি — ত্রিভুবনং সরসমানন্দিতং শৃঙ্গাররসসংকুলং বা যাভ্যাং তাভ্যাম্। দিব্যা যা লীলা মত্তেভগতি-নিন্দিবিলাসাস্তৈরাকুলাভ্যাং তৎপ্রচুরাভ্যাং তথা নৃত্যগত্যা — দিশি দিশি তরলাভ্যাম্। দৃশি দৃশি সরসাভ্যামিতি পাঠে — দর্শনে দর্শনে নূতনাভ্যাম্। দীপ্তা প্রোজ্জ্বলিতা যা নূপুরাদিভূষাস্তাসামাদরো যয়োঃ। অশরণানাং ত্যক্তগৃহাণামাসাং গোপীনাং শরণাভ্যামাশ্রয়াভ্যাম্। অয়ং কীদৃক্? অনুকূজদ্বেণুঃ। নূপুরধ্বনিপাদতালং চানু তদনুসারেণ কূজন্ বেণুর্যস্য। অনু নিরন্তরং বা।।৮১।।

টীকার অনুবাদ — পূর্বে (শ্লোক ১২) লীলাশুক প্রার্থনা করেছিলেন, "কৃষ্ণপাদাম্বুজ দ্বারা আমার চিত্ত কোনও অনির্বাচ্য সুখ বহন করুক।" এখন সেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রার্থনার সাফল্যে উল্লাসের সহিত বললেন,— এই এই (প্রত্যক্ষ হেতু দুবার উক্তি) দেব চরণদ্বয়দ্বারা আগমন করছেন। কিরূপে? অদ্ভুতভাবে। তাহাই বিশেষভাবে বলছেন, ত্রিভুবন সরস হয় — আনন্দিত হয় বা ত্রিভুবনে শৃঙ্গাররস বিস্তার হয়, এমন দিব্যলীলামালার দ্বারা। দিব্য যে লীলা — মত্তগজগতি-বিনিন্দিত বিলাসদ্বারা গোপীগণকে আকুল করে বা বিলাসপ্রচুর সুন্দর নৃত্যগতিতে সকল দিক তরলিত করে আসছেন। 'দৃশি দৃশি সরসাভ্যাম্' পাঠান্তরে অর্থ হবে প্রতি দর্শনে ওই চরণদ্বয় নূতন শোভাযুক্ত। দীপ্ত (উজ্জ্বল) ভূষণ যে

শব্দিত নূপুরাদি তাহার দ্বারা ওই চরণ আদৃত বা যাঁর চরণে উজ্জ্বল নূপুরাদি আছে। আবার ওই চরণদ্বয় অশরণের শরণ— গৃহত্যাগী বিপন্ন গোপীকুলের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি কিরূপে আসছেন? "অনুকূজদ্বেণুঃ" — চরণভূষণ নূপুরের ধ্বনি দ্বারা এবং ওই চরণ দ্বারা রক্ষিত তালে তালে বেণু বাজাতে বাজাতে আসছেন। বা 'অনু' শব্দের অর্থ নিরন্তর (সর্বক্ষণ), 'কূজন' — ধ্বনি, এই অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি করতে করতে আসছেন।।৮১।।

যদুনন্দন —

এই না আইসে শ্রীগোবিন্দ।
অদ্ভুত-চরণদ্বয়, ত্রিভুবনানন্দময়,
তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ।।ধ্রুবপদ।।
কিংবা যাতে সুশৃঙ্গার, রসসংক্ষালিত[1] সার,
সে দুই চরণ আইসে চলি।
দিব্য যেই লীলা অতি, মত্তেভ[2] নিন্দিত গতি,
তাতে পূর্ণ যে পদ সুবলি।।
দেখ নৃত্যগতি যাতে, দিক্ দিক্ চাপল্য তাতে,
কিংবা দৃশে[3] দৃশে[3] নব নব।
উজ্জ্বল চরণদ্বয়, ভূষণ নূপুরদ্বয়[4],
সে ভূষার আদরানুভব।।
ত্যক্তগৃহ গোপীগণ, তাহার আশ্রয়স্থান,
সেই পদ[5] চলি আইসে পথে।
এই[6] হেন পদদ্বন্দ্বে[6], কৈছে চলে এই[7] স্কন্ধে[7],
হিয়াপদ্ম[8] দেই ও-তলাতে।।[8]
নূপুরের ধ্বনি আর, নৃত্যগতি পদ তার,
অনুসারে বেণুগান যার।
কিংবা নিরন্তর গান, বেণু অতি অনুপম,
তেঁহো আইসে আগে আগে ত আমার।।
তবে ত সাক্ষাৎ তার, দর্শন-আনন্দ-সার
সে আনন্দে মগ্নমন হই
কহে লীলাশুক বাণী কৃষ্ণকর্ণ-রসায়নী,
শুন সবে চিত্ত মন দেই।।৮১।।

পাঠান্তর···· ১ কুঙ্কুমিত (ক); সঙ্কুলিত (খ) ২ গজেন্দ্র (ক, খ) ৩-৩ দরশনে (ক) ৪ নূপুরাদি হয় (ক, খ) ৫ পদে (ক, খ) ৬-৬ তার পাদ পদ্ম গন্ধে (খ) ৭-৭ সেই ধন্দে (ক); অনুবন্ধে (খ) ৮-৮ হিয়ার উপরে সাধনীতে (খ)।

সোঽয়ং মুনীন্দ্রজনমানসতাপহারী
সোঽয়ং মদব্রজবধূবসনাপহারী।
সোঽয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পহারী
সোঽয়ং মদীয়হৃদয়াম্বুরুহাপহারী।।৮২।।

অন্বয় — শ্লোকের বিন্যাসের মতনই।।৮২।।

অন্বয় অনুবাদ — ইনিই সেই মুনিজনের মনের তাপহারী, ইনিই সেই মদগর্বিত ব্রজবধূর বসন অপহরণকারী, ইনিই সেই স্বর্গরাজ্যের রাজা ইন্দ্রের দর্পহারী, ইনিই সেই আমার হৃদয়-কমল অপহরণ করেছেন।।৮২।।

অনুবাদ — সেই এই মুনীন্দ্রজনের মানস-তাপ হরণকারী, সেই এই মদগর্বিত ব্রজবধূদিগের বসন অপহরণকারী, সেই এই তৃতীয় স্বর্গের ঈশ্বর ইন্দ্রের দর্পহারী, সেই এই শ্রীকৃষ্ণই আমার হৃদয়পদ্ম অপহরণকারী।।৮২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা –

সাক্ষাৎতদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যা পরমানন্দমগ্নঃ সাশ্চর্যমাহ — মুনীন্দ্রাশ্চ তে জনা ভক্তাশ্চ তেষাং নারদাদীনামপি মানসতাপমেব সদা ধ্যানে স্ফূর্ত্যা হর্ত্তুং শীলং যস্য সোঽয়ম্। তাদৃশোঽপি মদযুক্তা গর্বেণ ভর্ৎসয়ন্ত্যো যা ব্রজবধ্বস্তাসাং বসনাপহারী যঃ সোঽয়ম্। তথা তৃতীয়ভুবনেশ্বরস্য স্বর্গেশস্য গিরিধৃত্যা দর্পহারী যঃ সোঽয়ম্। তাদৃশোঽপি মদীয়ানামাসাং মমৈব বা হৃদয়াম্বুরুহাপহারী যঃ সোঽয়মিত্যাশ্চর্যম্।।৮২।।

টীকার অনুবাদ – সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে পরমানন্দে নিমগ্ন লীলাশুক আশ্চর্যের সহিত বললেন, মুনীন্দ্রজনের ও নারদাদি ভক্তজনের চিত্তে ধ্যানে সদা স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়ে যিনি তাঁদের মানসতাপ হরণ করেন — মানসতাপ হরণ করাই যাঁর স্বভাব সেই শ্রীকৃষ্ণই ইনি। এমন হলেও মদগর্বিত ভর্ৎসনাকারী ব্রজবধূদের বসন অপহরণকারী সেই এই শ্রীকৃষ্ণ। আর ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ, এই তিনলোকের মধ্যে স্বর্গই তৃতীয় ভুবন এবং এই তৃতীয় ভুবনের ঈশ্বর ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা উপদ্রব করলে ইনিই গোবর্ধনপর্বত ধারণ করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন, তা হয়েও সেই এই শ্রীকৃষ্ণ মদীয় বা আমাদের ন্যায় ব্রজবধূদের হৃদয়পদ্ম অপহরণ করেন, ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয়।।৮২।।

যদুনন্দন --

সখি হে!
সেই কৃষ্ণ দেখি বিদ্যমান।
মুনীন্দ্র আর ভক্ত জন, নারদাদ্যে যেই মন,
তাপ হরে করিলে ধিয়ান।। ধ্রুবপদ।।
মদযুক্তা গোপনারী, যারে[১] ভর্ৎসে গর্ব করি,
তা-সবার বাস যেই হরে।
সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্ত সুখ দেই,
বিদ্যমান দেখহ তাহারে।।
স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রগর্ব, গিরি ধরি কৈলা খর্ব,
সেই এই আইলা সাক্ষাৎ ।
গোপীহৃৎপদ্মহারী, আমার চিত্তাম্বুজহারী[২],
সেই এই আশ্চর্য এ বাত।।
অথ পূর্বে যাহা, নিজ প্রার্থ্য তাহা,
' কৃষ্ণচন্দ্র কৈল সে বিধান।
আর দেখি রাসমাঝে, ব্রজাঙ্গনা চিত্ত-মাঝে[৩],
যাহা বাঞ্ছে তাহে কৈল দান।।
সর্বজ্ঞতা লীলাবেশ, সহজ সে পরমেশ,
অনন্য সন্ধানে হৈতে[৪] যত[৪]।
মুগ্ধতা দর্শন হৈতে, আনন্দ বিস্ময় চিত্তে,
প্রফুল্লে প্রকাশ কহে বাত।।[৫]

নোট -- ১-১ যারে ভজে সর্ব করি (খ) ২ চিত্তবিহারী (খ) ৩ সাজে (ক) ; রাজে (খ) ৪-৪ যত হয় (ক) ৫-৫ প্রফুল্ল প্রকাশে অতিশয় (ক) ; প্রফুল্ল প্রকাশ করে কত (খ)

সর্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্বভৌমমিদং মহঃ।
নির্বিশন্নয়নং হন্ত নির্বাণপদমশ্নুতে।। ৮৩।।

অন্বয় — সর্বজ্ঞত্বে মৌগ্ধ্যে চ সার্বভৌমম্ ইদং মহঃ নয়নং নির্বিশৎ নির্বাণপদমশ্নুতে।।৮৩।।

অন্বয় অনুবাদ — সর্বজ্ঞতাগুণে ও মুগ্ধভাবে যাঁর উপরে আর কেহ নাই, সেই তেজঃপুঞ্জ আমার নয়নে প্রবিষ্ট হয়ে পরমানন্দরূপ নির্বৃতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়েছেন।

অনুবাদ — সর্বজ্ঞতা এবং মুগ্ধতায় যার উপর আর কেউ নেই, সেই তেজরাশি আমারে চোখে ঢুকে পরম আনন্দরূপ নির্বাণ লাভ করেছে।।৮৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পূর্বং যথা স্বপ্রার্থিতং তথাবিধত্বেনাবির্ভাবাদ্রাসে তাসাং হৃদয়েচ্ছাপূরকতাচ্চ সর্বজ্ঞতায়াঃ, লীলাবিশিষ্টত্বেন সহজপরমৈশ্বর্যাদেরননুসংধানাৎ মুগ্ধতায়াশ্চানুভবানন্দ-বিস্ময়োৎফুল্লঃ সন্নাহ — পূর্ববদিদং মহো নয়নং নির্বিশৎ তদ্দ্বারা প্রবিশ্য নির্বাণং পরমানন্দস্তৎপদং হৃদয়মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি বিস্ময়েন স্তব্ধং করোতি। হন্তেত্যাশ্চর্যে। কীদৃশম্ — সর্বজ্ঞত্বে মৌগ্ধ্যে চ সার্বভৌমম্। অতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ।।৮৩।।

টীকার অনুবাদ — পূর্বে আমি যেমন যেমন প্রার্থনা করেছি, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই ভাবে আবিভূর্ত হয়ে আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেছেন। ইনি রাসে ব্রজবধূদের হৃদয়ের ইচ্ছাপূরক সর্বজ্ঞতা সত্ত্বেও লীলায় আবিষ্টতা-নিবন্ধন স্বাভাবিক পরমৈশ্বর্যাদির অনুসন্ধান করেন নাই। এই প্রকার মুগ্ধতা অনুভব করে আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে লীলাশুক বললেন — এই তেজঃপুঞ্জ আমার নয়নে প্রবিষ্ট হয়ে পরমানন্দরূপ সাম্রাজ্য বিস্তার করছে — হৃদয় ব্যাপ্ত করে আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করছে। 'হন্ত' আশ্চর্য দ্যোতক শব্দ। কি প্রকার? এই জ্যোতিঃরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞতা ও মুগ্ধতাতে সার্বভৌম, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ।।৮৩।।

যদুনন্দন —

সখি হে! *কৃষ্ণ-অঙ্গ-কান্তি।
মোর আঁখি-মাঝে দেখি প্রবেশয়ে অতি।।
আঁখি পথে যাঞা চিত্ত পরম আনন্দ।
ব্যাপ্ত হয়ে সবিস্ময়ে স্তব্ধ[১] করে অঙ্গ।।
আশ্চর্য না সর্বজনা শ্রেষ্ঠ[২] মহাশয়।
রূপপুঞ্জ মনোরঞ্জ তৈছে শ্রেষ্ঠ হয়।।

কবি পুনঃ দেখে দুন কৃষ্ণমুখ-শোভা।
নিজ তৃষ্ণা বাড়ে সদা হয় মনোলোভা।।
তাতে অতি বিস্ময়তি মন হৈল তার।
শ্লোক পড়ি হর্ষ ভরি কহে পুনর্বার।।৮৩।।

পাঠান্তর— *দেখহ (ক) ১ শুদ্ধ (খ) ২ ব্যাপ্ত (ক)।

পুষ্ণানমেতৎ পুনরুক্তশোভাম্
উষ্ণেতরাংশোরুদয়ান্মুখেন্দোঃ।
তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি
কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে।।৮৪।।

অন্বয় — এতৎ কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন মে জীবিতং মে পুনরুক্তশোভাম্ উষ্ণেতরাংশোঃ (উষ্ণের ইতর অর্থাৎ শীতল কিরণ যাহার অর্থাৎ চন্দ্রের) উদয়াৎ মুখেন্দোঃ পুষ্ণানং তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি।।৮৪।।

অন্বয় অনুবাদ — কৃষ্ণনামধারী এই যে বস্তু আমার প্রাণস্বরূপ। ইহার মুখচন্দ্রের কান্তিতে চন্দ্রের শোভার কথাই যেন পুনরুক্ত হয়েছে এবং সেই শোভাকেই চন্দ্রশোভা অপেক্ষা যেন অধিক পুষ্ট করেছে । সেই বস্তু আমার তৃষ্ণাসমুদ্রকে দ্বিগুণ উদ্বেলিত করছে।।৮৪।।

অনুবাদ — কৃষ্ণনামধারী এই বস্তু আমার জীবনস্বরূপ, ইনি স্বীয় মুখেন্দুর উদয় দ্বারা চন্দ্রের ক্ষয়িষ্ণু ব্যর্থ শোভাকে পুনরায় অধিক পুষ্ট করে তৃষ্ণাসাগর দ্বিগুণ উচ্ছলিত করছেন।।৮৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনস্তৎশ্রীমুখশোভায়াঃ স্বতৃষ্ণায়াশ্চ ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিষ্ণুত্বমনুভূয় সবিস্ময়মাহ — এতৎকিঞ্চনানির্বচনীয়ং কৃষ্ণাহ্বয়ং মম জীবিতং মুখেন্দোরুদয়াৎ মে তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি। কীদৃশম্? উষ্ণেতরাংশোর্হিমাংশোস্তদুদয়াদেব পুনরুক্তা ব্যর্থীকৃতা যা শোভা তাং পুষ্ণানম্। স্বশ্রীমুখকান্ত্যা ইন্দোঃ শোভাং ব্যর্থীকৃত্য পুনস্তয়ৈবোচ্ছলিতাং কুর্বাণমিত্যর্থঃ। কিংবা, শ্রীব্রজদেবীনাং তদ্দর্শনোচ্ছলিতাং শোভাং দৃষ্টাহ — এতাসাং তদদর্শনাৎ পুনরুক্তাং ব্যর্থীকৃতাং ম্লানাং শোভাং পুষ্ণানং স্থূলীকুর্বৎ । মুখোন্দোঃ কীদৃশঃ? উষ্ণেতরাংশোরতিশীতস্য।।৮৪।।

টীকার অনুবাদ — পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভা এবং স্বীয় তৃষ্ণা ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিষ্ণু অনুভব করে সবিস্ময়ে বললেন, এই অনির্বচনীয় কৃষ্ণনামধারী বস্তু আমার জীবনস্বরূপ। ইনি স্বীয় মুখেন্দুর উদয়দ্বারা আমার তৃষ্ণাম্বুরাশি দ্বিগুণীত করছেন। কি প্রকার? কোটি রবি অপেক্ষা উষ্ণ এবং কোটি চন্দ্র অপেক্ষা শীতল শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের উদয়ে চন্দ্রের শোভা ব্যর্থ হয়েছে। পুনরায় সেই ব্যর্থীকৃত চন্দ্রের যে শোভা, তা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখকান্তিদ্বারা উদ্ভাসিত চন্দ্রের শোভা ব্যর্থ করে পুনরায় সেই ব্যর্থীকৃত শোভার পুষ্টিসাধন করে আমার তৃষ্ণাসিন্ধু উচ্ছলিত করছেন। কিংবা

ব্রজদেবীদের শ্রীকৃষ্ণদর্শন হবার জন্য উচ্ছলিত শোভা দেখে লীলাশুক বললেন, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজদেবীদের শোভা ম্লান হলে পুনরায় সেই ম্লানশোভা কৃষ্ণদর্শনে পুষ্ট হয়ে উঠল। কীদৃশ সেই মুখেন্দু? বিরহে সূর্যের অপেক্ষা উষ্ণতর এবং মিলনে চন্দ্রের অপেক্ষাও শীতলতর।।৮৪।।

যদুনন্দন --

এই অনির্বাচ্য কৃষ্ণনাম।
মোর প্রাণরূপ-ধাম[১] দেখি বিদ্যমান।।
মুখচন্দ্র চন্দ্রছান্দ উভয়[২] হইতে।
মোর তৃষ্ণা-সিন্ধু দৃশা কৈল দ্বিগুণীতে।।
চন্দ্রোদয়-শোভাচয় ব্যর্থ কৈল যাতে।
পুনর্বার শোভা তার উচ্ছলয়ে তাতে।।
কিংবা[৩] ব্রজনারী[৩] তার অদর্শনে ম্লানী[৪]।
কৃপা করি শোভা ভরি পূর্ণ কৈলা পুনি।।
অতি শীত[৫] মুখরীত তাপ করে নাশ।
মোর হিয়া মুখ দিয়া কৈলা[৬] পরকাশ।।
পুনঃ নিজ ভাব ব্রজ বিশেষ আশ্রয়।
হৈতে হৈল তৃষ্ণাকুল লালসাতে কয়।। ৮৪।।

পাঠান্তর— ১ শ্যাম (ক) উদয় (ক, খ) ৩-৩ বিম্বাধর নারী (ক) ৪ গ্লানি (খ) ৫ স্মিত (খ) ৬ হৈলা (ক, খ)।

তদেতদাতাম্রবিলোচনশ্রী-
সম্ভাবিতাশেষবিনম্রগর্বম্।
মুহুর্মুরারের্মধুরাধরোষ্ঠং
মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসং মে।। ৮৫।।

অন্বয় — আতম্রবিলোচনশ্রীসম্ভাবিতাশেষবিনম্রগর্বং মধুরাধরোষ্ঠং মুরারেঃ তৎ এতৎ মুখাম্বুজং মুহুঃ মে মানসং চুম্বতি।।৮৫।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁর ঈষৎ অরুণবর্ণ নয়নযুক্ত বদন, যিনি কটাক্ষে নম্র ভক্তগণের গৌরব সম্বর্ধিত করেন সেই মুরারির অধরোষ্ঠকে আমার মন মুহুর্মুহু চুম্বন করছে।।৮৫।।

অনুবাদ — ঈষৎ অরুণবর্ণ লোচনযুগলের শোভাসম্পত্তিদ্বারা অশেষ বিনম্রভক্তদের গৌরব বর্ধনশীল মুরারির মধুর অধরোষ্ঠযুক্ত মুখাম্বুজকে আমার মন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করছে।।৮৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

স্বস্য ভাববিশেষাশ্রয়ত্বাৎ পুনস্তত্র জাততৃষ্ণঃ সলালসমাহ — তদ্বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজমিত্যাদৌ পূর্বপ্রার্থিতমেতন্মুরারের্মুখাম্বুজং মে মানসং মুহুশ্চুম্বতি, নেত্রভৃঙ্গদ্বারা নিপীয় আস্বাদয়তি। নিজভাবানুসারেণ বিশেষয়তি, কীদৃশম্? মধুরৌ অধরোষ্ঠৌ যত্র। তথা আতাম্রয়োরীষদরুণয়োর্বিলোচনয়োর্যা শ্রীঃ শোভা কৃপাকটাক্ষাদিসম্পদ্বা তয়া সম্ভাবিতো বর্ধিতঃ অশেষবিনম্রাণাং ভক্তানামনুকূলানামাসাঞ্চ সৌভাগ্যগর্বো যেন।।৮৫।।

টীকার অনুবাদ — লীলাশুক মধুরভাববিশেষের আশ্রয়হেতু পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে তৃষ্ণার্ত হয়ে লালসার সহিত বললেন, 'তোমার মনোরম মুখকমল আমি কবে দেখব?' পূর্বপ্রার্থিত (শ্লোক ৪৪) এই মুরারির মুখাম্বুজ আমার মন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করছে, অর্থাৎ আমার নেত্রভৃঙ্গ শ্রীমুখকমলের মকরন্দ রস আস্বাদন করছে।' (নিজ ভাবানুসারেই বললেন) মুরারির মুখশ্রী কিরূপ? মধুর অধর এবং ওষ্ঠদ্বয় যাতে বর্তমান সেই রকম মুখ এবং ঈষৎ অরুণবর্ণ লোচনযুগলের যে শোভা-সম্পদ অর্থাৎ কৃপা-কটাক্ষাদি সম্পদযুক্ত। আর ওই কৃপা-কটাক্ষাদি সম্পদ দ্বারা বর্ধিত অশেষ প্রণত ভক্তদের অনুকূল ব্রজবধূদের সৌভাগ্য গৌরব বাড়াচ্ছেন যিনি।।৮৫।।

যদুনন্দন—

সখি হে! মুরারির মুখাব্জ সুন্দর।
মোর মন পুনঃ পুনঃ চুম্বে নিরন্তর।।
*নেত্রপথ দিয়া চিত্ত করে আস্বাদন।
নিজ নিজ ভাব জীববিশেষ[১]-লক্ষণ[১]।।
সুমধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজয়।
আ[২] অরুণ দ্বিলোচন তাতে শোভাময়।।*
কটাক্ষ্যাদি কৃপানিধি সম্পদ্ যাহাতে।
নেত্রদ্বয় সুখময় প্রকাশয়ে তাতে।।
যত ভক্ত অনুরক্ত আর ব্রজনারী।
সুসৌভাগ্য গর্বযোগ[৩] বাড়ায় যা হেরি।।
সেই সেই অন্ত নাই মাধুর্যাব্ধিগণ[৪]।
তাতে[৫] মুগ্ধচিত্তে লুব্ধ[৫] নাহিক চেতন।।
প্রেমানন্দে অনুবন্ধে সকল পাসরি।
কৃষ্ণদর্শে রাধাপার্শ্বে নিজ স্ফূর্তি সারি[৬]।
রাধা প্রতি কহে অতি আনন্দ আচরি।
কৃষ্ণ-অঙ্গ পুণ্যগন্ধ[৭] উপমা না হেরি।।৮৫।।

পাঠান্তর— * ক পুথিতে নাই। ১-১ বীজ বৈসে অনুক্ষণ (খ) ২ অম্ল ৩ সর্বযোগ্য (ক, খ) ৪ মাধুর্যাদিগণ (ক, খ) ৫-৫ তাতে লগ্ন চিত্ত মগ্ন (ক, খ) ৬ স্মরি (ক) ; করি (খ) ৭ তুল্য (ক, খ)।

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরূ
পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ।
দৃশৌ দলিতদুর্মদত্রিভুবনোপমানশ্রিয়ৌ
বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবম্।। ৮৬।।

অন্বয় — করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরূ, পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ, দৃশৌ দলিতদুর্মদত্রিভুবনোপমানশ্রিয়ৌ বিলোচনামৃতম্। অহো! শৈশবং মহঃ বিলোকয়।।৮৬।।

অন্বয় অনুবাদ — যাঁর কর দুটি শরৎকালের পদ্মের ক্রমবিকশিত হবার শিক্ষাগুরুস্বরূপ, চরণ দুটি দেবতরু বা কল্পবৃক্ষের নবপল্লবের শোভাকেও ছাড়িয়ে গেছে, নয়ন দুটি ত্রিভুবনের যাবতীয় তুলনার যোগ্য পদার্থসমূহের গর্ব বিদলিত করেছে, সেই নয়নামৃতস্বরূপ কিশোরের তেজোরাশি চেয়ে দেখ।।৮৬।।

অনুবাদ — হে সখি! দেখো এই কিশোরের তেজোরাশি আমাদের নয়নের অমৃত-স্বরূপ। এর করযুগল শরৎকালে জাত কমলের ক্রমবিলাস-শোভার শিক্ষাগুরু। পদদ্বয় কল্পপাদপের প্রথম পল্লবের শোভা লঙ্ঘন করেছে। নয়নদ্বয় ত্রিভুবনের উপমার আশ্রয়ভূত পদ্মাদির গর্ব বিদলিত করেছে।।৮৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

তৎতদনন্তমাধুর্যাব্ধিমগ্নঃ প্রেমানন্দবৈহ্বল্যাৎ সর্বং বিস্মৃত্য পূর্ববত্তমন্বিষ্য প্রাপ্ততদ্দর্শনায়াঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ পার্শ্বস্থাত্মস্ফূর্ত্যা তাং প্রতি । বাহ্যে তু — স্বসঙ্গিনং কিঞ্চিৎ স্বমিত্রং প্রতি। লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবৎ স্বান্তোদ্গতং তদঙ্গানামুপমানজেতৃত্বমাহ। অহো আশ্চর্যে। ইদং পুরো দৃশ্যমানং মহঃ পূর্ববৎ কান্তিপুঞ্জং বিলোকয়। কীদৃশম্? বিলোচনযোরমৃতম্। তদ্ বৎ তৎসংতর্পকম্। ক্ষণং নির্বর্ণ্য সবিস্ময়মাহ — ইদং শৈশবম্। কৈশোরমিত্যর্থঃ। স্বার্থে অণ্। যতোঽস্য করৌ। কীদৃশৌ তৌ — শরদিজাম্বুজানাং ক্রমেণ পরিপাট্যা যে বিলাসাস্তেষাং শিক্ষায়াং গুরূ।

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য-সিন্ধুতে নিমগ্ন লীলাশুক প্রেমানন্দে বিহ্বল হওয়ায় সমস্ত বিস্মৃত হলেন। এই অবস্থায় পূর্ববৎ তিনি অন্যান্য সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণকেই যেন অন্বেষণ করছেন এবং অনুসন্ধান করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হলেন। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পার্শ্বস্থ সখী মনে করলেন এবং এই সখীভাবের স্ফূর্তিতে বললেন, "কল্পতরুর নবপল্লবের মতন সুন্দর এই শ্রীকৃষ্ণের চরণের শোভায় লুব্ধ হয়ে জয়শ্রীরূপিণী রাধিকা লীলামাধুর্যপূর্ণ স্বয়ংবররস লাভ

তথাস্য পাদৌ। কীদৃশৌ — বিবুধপাদপানাং কল্পবৃক্ষাণাং প্রথমপল্লবাং স্তৎতদ্গুণৈরুল্লঙ্ঘয়িতুং শীলং যয়োস্তাদৃশৌ। তথাস্য দৃশৌ। কীদৃশৌ ? দলিতা দুর্মদানি ত্রিভুবনে যানি পদ্মাদীনি উপমানানি তেষাং শ্রীর্যাভ্যাং তাদৃশৌ।।৮৬।।

করেন"। এই মত উক্তি (শ্লোক ১) স্বান্তর্দশায় সখীভাবে শ্রীরাধার প্রতি এবং বাহ্যদশায় স্বীয় সঙ্গী বৈষ্ণবদের প্রতি উক্তি, "কি আশ্চর্য সখি! দেখ, দেখ, সামনে দৃশ্যমান এই শ্রীকৃষ্ণের কান্তিপুঞ্জ! কি প্রকার? ইনি দর্শকগণের পক্ষে নয়নের অমৃতস্বরূপ — অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিজনক।" ক্ষণকাল মৌন থেকে সবিস্ময়ে বললেন, ইনি কিশোর, (কিশোর, স্বার্থে অন্ প্রত্যয়)। এর করযুগল কিরূপ? করযুগল শরৎকালে জাত কমলের ক্রম-পরিপাটীর যে বিলাস, সেই বিলাসের শিক্ষাগুরু। পদযুগল কিরূপ ? পদযুগলের শোভা কল্পবৃক্ষের প্রথম পল্লবের অরুণিমাদি গুণের সৌন্দর্যকে লঙ্ঘন করেছে — অর্থাৎ অতিক্রম করেছে। নয়নযুগল কিরূপ? নয়নযুগলের শোভা ত্রিভুবনের যাবতীয় উপমার যোগ্য বস্তুর গর্ব বা দুর্মদাদি দলিত করেছে। অর্থাৎ পদ্ম, মৃগ, মীন, খঞ্জন ও চকোর প্রভৃতির যে শোভা, তাও বিদলিত করেছে।।৮৬।।

যদুনন্দন—

দেখ সখি! আশ্চর্য গোবিন্দ।
কান্তিপুঞ্জ মনোরঞ্জ নেত্রামৃত বন্ধ।।
কিশোরাঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোহর ভাঁতি।
নীলমণি-কান্তি জিনি অঙ্গ শোভা অতি।।
শরতের পদ্মবর ক্রম-সুবিলাস।
শিক্ষাগুরু হস্তধরু সর্বমনোল্লাস।।
কল্পশাখী মন[১] মাখি[১] প্রথম পল্লব।
পদদ্বয়ে তা লঙ্ঘয়ে কিবা অনুভব।।
ত্রিভুবনে উপমানে শোভয়ে[২] দুর্মদ[২]।
দ্বিনয়নে তাঁরে জিনে শ্রীমুখ[৩] সম্পদ।।
পুনর্বার বাহ্য আর অন্তর্দশা নাশি[৪]।
কাম-লোভে-উৎপাদক কৃষ্ণ শোভারাশি।।
দরশন মুখঘন[৫] মগন মানসে।
সে আনন্দ কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে।।৮৬।।

পাঠান্তর--- ১-১ গুণ মাখি (ক), মনো আঁখি (খ) ২-২ স্বভাবে দুর্মদ (ক) ; শোভয়ে সম্পদ (খ) ৩ কি সুখ (ক, খ) ৪ বাসি (ক, খ) ৫ সুখঘন (ক); সুকোমল (খ)।

আচিন্বানমহন্যহন্যহনি সাকারান্ বিহারক্রমান্
আরুন্ধানমরুন্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ্রস্মিতার্দ্র শ্রিয়া।
আতন্বানমন্যজন্মনয়নশ্লাঘ্যামনর্ঘ্যাং দশাম্
আনন্দং ব্রজসুন্দরীস্তনতটীসাম্রাজ্যমুজ্জৃম্ভতে।।৮৭।।

অন্বয়— অহনি অহনি অহনি সাকারান্ বিহারক্রমান্ আচিন্বানং আর্দ্রস্মিতার্দ্রশ্রিয়া অরুন্ধতীহৃদয়ং আরুন্ধানম্ অনন্যজন্মনয়নশ্লাঘ্যমনর্ঘ্যাং দশাম্ আতন্বানং ব্রজসুন্দরী-স্তনতটীসাম্রাজ্যম্ আনন্দং উজ্জৃম্ভতে।।৮৭।।

অন্বয় অনুবাদ — দিনে দিনে যে আনন্দ যেন সাক্ষাৎ লীলাক্রমে সুপ্রকাশিত, অরুন্ধতীর হৃদয়ও মৃদুহাস্যের দ্বারা যিনি নিজের দিকে এনে অবরুদ্ধ করিতে পারেন, অন্যের নহে, আমাদেরই জন্ম ও নয়নকে গৌরবের যোগ্য করেছেন যিনি এবং ব্রজসুন্দরীদের বক্ষঃস্থলই যাঁর সাম্রাজ্য, এ হেন আনন্দস্বরূপ যেন প্রকাশিত হচ্ছেন।।৮৭।।

অনুবাদ — ব্রজসুন্দরীদের স্তনতটীরূপ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে যিনি প্রতিদিন সাক্ষাৎ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে নব নব ভাবে বিহার করছেন। মৃদুহাস্যের সরস শোভাদ্বারা অরুন্ধতীর হৃদয়ও অনুরক্ত করছেন। যা অন্য জন্মে সুলভ নহে, সেই রকম ব্রজজন্মলব্ধ রমণীগণের নয়ন-শ্লাঘ্য অনুপম দশা বিস্তার করছেন, এ হেন আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্তে প্রকাশিত হচ্ছেন।।৮৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনর্দশাদ্বয়সংবলিতঃ স্মরলালসোৎপাদকতন্মাধুর্যদর্শনানন্দমগ্নস্তদেবানন্দং মত্বাহ — তদেতন্মহ আনন্দম্, আ সম্যগ্ আনন্দো যস্মাৎ তদানন্দং তদ্রূপং সদ্ উজ্জৃম্ভতে, ক্ষণে ক্ষণে নবনবত্বেন প্রকাশতে। পরিতঃ পশ্যন্ "রাধাপয়োধরোৎ-সঙ্গশায়িনেঽশেষশায়িনে" ইতিবৎ তং দৃষ্ট্বাহ — ব্রজসুন্দরীণাং স্তনতট্য এব সাম্রাজ্যং

টীকার অনুবাদ — আবার বাহ্যদশা ও অন্তর্দশা সংবলিত হয়ে মদন-লালসার উৎপাদক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য দর্শনের আনন্দে মগ্ন হয়ে এবং শ্রীকৃষ্ণকেই সেই আনন্দস্বরূপ মনে করে লীলাশুক বললেন — 'আচিন্বানমিতি।' এই জ্যোতি সম্যগ্ আনন্দস্বরূপ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। চতুর্দিক দেখে বললেন, "শ্রীরাধার পয়োধরের মধ্যে শয়নকারী হয়ে ও অশেষ গোপীর স্তনদ্বয়ের মধ্যে শয়নকারী" (শ্লোক ৭৬) এই লীলার মত আচরণকারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখে বললেন, ব্রজসুন্দরীদের স্তনসমীপ সাম্রাজ্যই যাঁর সুখপ্রদ স্থান। অথবা মনোরম স্তনযুক্ত ব্রজসুন্দরীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণই

সুখদস্থানং যস্য। তাসাং তদ্বা তাসু সাম্রাজ্যং যস্যেতি বা। তত্রৈব তাদৃশত্বেন সুলভমিত্যর্থঃ। অতঃ কামপ্যনুপমাং দশাং কোটিমন্মথমোহিনীং আতন্বানং প্রকটয়ন্তম্। মাধুর্যস্যানন্ত্যান্নেত্রাভ্যামনুভবিতুমসমর্থঃ কোটিনয়নং প্রার্থয়ন্ স্বপুংস্ত্বাৎ তত্রাপ্যযোগ্যতামননাৎ সামান্যস্ত্রীত্বং প্রার্থয়ংস্তত্রাপ্যযোগ্যতাং বিচার্য সদৈন্যমাহ: কীদৃশীং তাম্? অন্যজন্মানি ব্রজসুন্দরীব্যতিরিক্তানি যানি জন্মানি তেষু যানি নয়নানি তৈঃ শ্লাঘিতুম শক্যাম্। কিমুতানুভবিতুম্। আভির্ব্রজদেবীভিরেবানুভাব্যামিত্যর্থঃ। বিলাসসৌষ্ঠবং দৃষ্ট্বাহ — অহন্যহনি প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং প্রতিনিমেষং সাকারান্ মূর্তিমতো বিহারক্রমাং স্তৎপরিপাটীরাচিন্বানং সৃজন্তম্। এবং চেৎ তর্হি তদন্যো

পরম সুখদাতা বা সাম্রাজ্য। কেননা, এই ব্রজসুন্দরীদের স্তনতটরূপ সাম্রাজ্য থেকে শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখ অনুভব করেন; সুতরাং তাহাতেই পরস্পরের সুখানুভব সম্ভব হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্বচনীয় অনুপম দশা প্রকট করছেন; তা কোটি মন্মথেরও মন মোহন করে অর্থাৎ ইঁহার সৌন্দর্য দর্শনে কোটি মন্মথ বিমোহিত হন। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের অন্ত নাই তাই দুই চক্ষে তাঁর মাধুর্য দর্শন করা যায় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শনেচ্ছুগণ কোটি নয়ন প্রার্থনা করে থাকেন; কিন্তু তা প্রাকৃত নেত্রের অগোচর — ব্রজগোপী-ভাবাশ্রিত ভক্তগণই ভাবনেত্রে উহা দর্শন করতে সমর্থ হন। বাহ্যদশায় লীলাশুক নিজেকে পুরুষ অভিমান করে এবং পুরুষদেহ ওই মাধুর্য আস্বাদনের উপযুক্ত নয় মনে করে স্ত্রীদেহ লাভ প্রার্থনা করলেন; কিন্তু সামান্য স্ত্রীত্ব প্রার্থনা করেন নাই। যেহেতু সামান্য স্ত্রীদেহ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের উপযোগী নহে। এইরূপে লীলাশুক সামান্য স্ত্রীদেহের অযোগ্যতা বিচার করে দৈন্যের সহিত বললেন — 'অন্যজন্মানি'। ব্রজসুন্দরী বিহীন অন্যস্থানে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেই বা কি লাভ? অন্যান্য জন্মের চক্ষুর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখা সুলভ নয়। অর্থাৎ যারা ব্রজে জন্মলাভ করে, গোপীদেহ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য শ্লাঘার বস্তু হয় না। যখন শ্লাঘারই সামর্থ্য জন্মে না, তখন অনুভব হবে কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য কেবল ব্রজসুন্দরীদেরই দৃশ্য এবং তাঁরাই সেই সৌন্দর্য-মাধুর্য অনুভব করতে পারেন। বিলাস-সৌষ্ঠব দেখে বললেন — 'অহন্যহনি'। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ এবং প্রতিনিমেষে ইনি সাকার (সাক্ষাৎ) মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে বিহার করেন — অর্থাৎ বিহারক্রম-পরিপাটী সম্যক্ সৃজন করেন। আচ্ছা, এইরূপই যদি হয়, তবে এতে অন্যের আর কি আশা আছে? তারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সুখের আশা ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করুন না কেন? না, সেরূপ থাকার উপায় নাই। এজন্য তিরস্কারপূর্বক বললেন —'আরুন্ধেতি'; শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাসি দিয়ে অর্থাৎ সহজ স্নিগ্ধ মৃদুহাস্যের শোভা দিয়ে অরুন্ধতীর

জনস্তদাশাং ত্যক্ত্বা সুখং তিষ্ঠতু অত্র সোপালম্ভমাহ — আরুন্ধেতি। সহজার্দ্রস্য স্মিতস্য যা আর্দ্রা শ্রীঃ শোভা তয়ৈবারুন্ধত্যা অপি হৃদয়মারুন্ধানম্। আত্মন্যারুধ্য স্থাপয়েৎ। সুন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুরুষা অপি তং শ্লাঘন্তে, তস্যাস্তৎশ্লাঘাপি নাস্তি। অস্যা অপীতি কথমন্যো জনঃ সুখং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ।।৮৭।।

(বসিষ্ঠপত্নীর) হৃদয়ও কৃষ্ণবিষয়ে অনুরক্ত করেছেন; কিন্তু এইরূপে অরুন্ধতীর হৃদয় শ্রীকৃষ্ণে অবরুদ্ধ করলেও তাঁকে নিজ পতিগৃহেই স্থাপন করেছেন, এমনই হচ্চে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব প্রভাব। এজন্য পরমসুন্দর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে পুরুষও তাঁর সৌন্দর্যের শ্লাঘা করে থাকে। তাৎপর্য এই, অরুন্ধতী প্রভৃতির এই রকম শ্লাঘা করবার নিজস্ব যোগ্যতা নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কৃপা করে তাঁদেরকে নিজবিষয়ে অনুরক্ত করান; সুতরাং অন্য লোক নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করবে কিরূপে?।।৮৭।।

যদুনন্দন —

সখি হে!
সমক্ প্রকারে কৃষ্ণচন্দ্র।
ক্ষণে ক্ষণে নবীনতা, প্রায় সেই মোহনতা,
প্রকাশয়ে পরম আনন্দ।। ধ্রুবপদ।।
যত ব্রজনারীগণ, স্তনতটি[১] মনোরম[১],
তাহার সুখদ স্থান যে।
কিংবা কুচতটগণ, কৃষ্ণের সুখদ স্থান,
তাহাতে সুলভ হয় সে।।
এই ত কারণে কহি, কোন[২] অনুপম দশা নহি,[২]
কোটি কাম মোহয়ে তাহাতে[৩]।
প্রকট করয়ে যাহা, দেখ সখি তাহা[৪] তাহা,[৪]
কিবা সুখ না বাড়য়ে চিত্তে।।
অনন্ত মাধুর্য দেখি, সবে মোর দুটী আঁখি,
তাতে কিবা দেখিব আনন্দ[৫]।
কোটি নেত্র হয় যবে, কৃষ্ণ অঙ্গ দেখি তবে,
দুই[৬] নেত্র দিল বিধি মন্দ।।[৬]
বাহ্যদশা বাসি মনে, আপনে পুরুষ মানে,
তাহাতে কহয়ে আর বার।
পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত মাধুর্যচয়ে,

সামান্যা স্ত্রী বাঞ্ছা হয় তার।।
সামান্য নারীও হৈল, ও-মাধুর্য নাহি মিলে,
এরূপ বিচার করি মনে।
কহে অতি দৈন্য করি, বিনা-য়ত ব্রজনারী,
না দেখয়ে যে অন্য নয়নে।।
ব্রজনারী-আঁখিগণ, শ্লাঘা পাঞা অনুক্ষণ,
দর্শন করয়ে সে মাধুরী।
কহিতেই পুনঃ সেই, বিলাসে সৌষ্ঠব যেই,
দেখিয়া কহয়ে বলিহারী।।
প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে, প্রত্যেক নিমিষগণে,
মূর্তিমন্ত বিহারের ক্রম।
পরিপাটি মনোহর, জগতের তাপহর,
নিরন্তর করয়ে সৃজন।।
তবে যদি বোল হেন, তবে কেন অন্য জন,
লোভ করে তাহা দেখিবারে।
সে তৃষ্ণা ছাড়িয়া রহ, মাধুর্য মাহাত্ম্য[৭] বহ,
তবে শুন কহি যে তোমারে।।
উপালম্ভ মতে কহে, ঐছে তার স্মিত নহে,
পরম কোমল শোভাময়।
অরুন্ধতী আদি সতী, হৃদয়ে অবান্ধ অতি
তবু রাখে আপনা আলয়।।*
কহিতেই নিজান্তরে, লালসা আসিয়া ধরে,
অতিশয় হর্ষ মানি মনে।
কাহা[৯] মহাভাগবত, লীলাশুক অভিমত,
সাক্ষাৎ গোবিন্দ দরশনে।।৮৭।।

পাঠান্তর— ১-১ স্তনতটে অনুক্ষণ (ক) ২-২ কোন রাগ দরশাই (ক) ৩ যাহাতে (ক, খ) ৪-৪ আহা আহা (ক, খ) ৫ গোবিন্দ (ক, খ) ৬-৬ তবে হয় প্রতিতের কন্দ (ক) ৭ মহার্ঘ্য (ক) মহাব্ধি (খ) ৮ আরব্ধ (ক) ৯ কহে (ক, খ)। * অতিরিক্ত (ক, খ)

সুন্দর পুরুষ দেখি, পুরুষের ধরে আঁখি,
তার ঐছে শ্লাঘ নাহি পাই।
ইহারাও তেন মতি, অন্য জন সুখ অতি,
কেন লবে থাক থাক যাই।।

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্।
প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগৎত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্।।৮৮।।

অন্বয় — তদুচ্ছ্বসিত .... মনোহরং মামকং জীবিতং জয়তি।।৮৮।।

অন্বয় অনুবাদ — উচ্ছ্বসিত যৌবন, চঞ্চল কৈশোরসৌন্দর্যে অলঙ্কৃত, মদমত্তলোচন, যে হাসিতে মদনও মোহপ্রাপ্ত হয়, প্রতিক্ষণে লোভনীয়, সেই প্রেমে বংশীবাদনরত ত্রিভুবনবাসীর মনোহরণকারী আমার জীবনসর্বস্ব জয়যুক্ত হোক।।৮৮।।

অনুবাদ — কৈশোরের সৌন্দর্যে অলংকৃত উচ্ছ্বসিত যৌবন, মদমত্ত চক্ষু, মদনমোহনকারী হাসির অমৃত, প্রতিক্ষণে লোভনীয়। প্রেমভরে বেনুবাদনরত ত্রিজগতের মনোহরণকারী আমার জীবনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক।।৮৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনরন্তর্লালসয়া সহর্ষমাহ — তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে। সর্বোৎকর্ষতামেবাহ বিশেষণৈঃ। কীদৃশং — ন কেবলমরুন্ধত্যা অপি তু জগৎত্রয়-মনোহরম্। উচ্ছ্বসিতং যৌবনং তৎপূর্বাবস্থা যস্মিন্। তথা তরলং গত্বরং কিঞ্চিদবশিষ্টং যৎ শৈশবং তেনালঙ্কৃতম্। বিশেষণাভ্যাং কিশোরমিত্যর্থঃ। অতঃ স্মরমদৈশ্ছুরিতে ব্যাপ্তে লোচনে যস্য। মদনো মুগ্ধো যস্মাৎ তাদৃশো হাস এবামৃতং তদ্ যস্মিন্। অতঃ প্রতিক্ষণবিলোভনম্। কর্তরি ল্যুট্। প্রণয়েন পীতং চুম্বিতং বংশ্যাঃ সুভগায়া মুখং যেন।।৮৮।।

টীকার অনুবাদ — কৃষ্ণদর্শনের আনন্দে ও আবেশে এবং পুনরায় প্রগাঢ় লালসায় লীলাশুক সহর্ষে বললেন, এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোক — অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষে তিনি বিরাজিত থাকুন। সর্ববিষয়ে উৎকর্ষতাব্যঞ্জক বিশেষণ দ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করছেন, ইনি কেবল যে (বসিষ্ঠপত্নী) অরুন্ধতীর মন হরণ করেন তা নহে, ত্রিভুবনবাসী সকলেরই মন হরণ করেন। এর উচ্ছ্বসিত যৌবন অর্থাৎ সে যৌবনের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তরল কৈশোরের অবশিষ্ট অবস্থাও তাঁতে বর্তমান রয়েছে। অতএব তিনি নবকৈশোরের সৌন্দর্যে অলঙ্কৃত। কেননা, এই বিশেষণ দ্বারা নবকৈশোরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নবকৈশোরের সৌন্দর্য তাঁর অঙ্গে, নয়নে, গতিতে, এবং বাক্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। অতএব প্রেমের মদিরতা এর নয়নযুগলে ব্যাপ্ত অর্থাৎ নয়নে প্রেমানন্দ প্রকটিত হয়েছে। যে হাসিতে মদনও মোহ

প্রাপ্ত হয়, সেই রকম তাঁর হাস্যমৃত; সুতরাং প্রতিক্ষণে তা লোভনীয়। প্রণয়ভরে তিনি বংশী চুম্বন করছেন, অথবা বংশী ইহার অধররস পান করছে। বংশীর এমনই সৌভাগ্য যে শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে তার মুখ চুম্বন করেন।।৮৮।।

যদুনন্দন --

এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র।
জয়যুক্ত তিঁহ[১] সদা, সর্বোৎকর্ষ প্রেমপ্রদা,
রাসমাঝে কিশোর নটেন্দ্র।।ধ্রুবপদ।।
ন[২] কেবল[২] অরুন্ধতী, সতী মন হরে নিতি,
জগৎত্রয় মনোহারি বেশ।
প্রথম যৌবনারম্ভ, কৈশোর সম্পূর্ণ[৩] দম্ভ,
তাহাতে মোহিলা সর্বদেশ।।
কৈশোরবয়স সার, প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার,
এক অঙ্গ শোভাপুঞ্জ হেরি।
জগতের নারী যত, কে রাখিবা ধৈর্য কত,
শ্রুত[৪] মাত্র হইল বাউলী।।
তাতে কাম মদগণ, ব্যাপ্ত আছে দ্বিনয়ন,
তাহাতে চঞ্চল তার গতি।
কোটি-কাম মোহ করে, হেন হাস্য যেহো ধরে,
সেহ হরে অমৃতের রতি[৫]।।
প্রতিক্ষণে মতিলোভা, হেন সে মাধুর্য-শোভা,
যার প্রতি তনুতে বিরাজ।
শুকনা[৬] বংশীর মুখ, চুম্বি যেহো পায় সুখ,
প্রণয়ে[৭] পিবয়ে এই কাজ।।[৭]
কহিতে কহিতে তার, প্রত্যঙ্গ মাধুরীসার,
স্ফূর্তি হৈলা আসি নিজমনে।
আচার্য[৮] কহয়ে বাণী, কৃষ্ণকর্ণ-রসায়নী,
লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে।।৮৮।।

পাঠান্তর-- ১ হউ (ক) ; রহু (খ) ২-২ কেবল না (ক, খ) ৩ লাবণ্য (ক) ৪ শ্রুতি (ক, খ) ৫ মতি (ক, খ) ৬ সুভগ (ক, খ) ৭-৭ প্রণয়িণীর এই মন কাজ (ক); শ্রবণে পিবয়ে এই রাজ (খ) ৮ আশ্চর্য (ক, খ)।

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্।
প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগৎত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্।।৮৮।।

অন্বয় — তদুচ্ছ্বসিত .... মনোহরং মামকং জীবিতং জয়তি।।৮৮।।

অন্বয় অনুবাদ — উচ্ছ্বসিত যৌবন, চঞ্চল কৈশোরসৌন্দর্যে অলঙ্কৃত, মদমত্তলোচন, যে হাসিতে মদনও মোহপ্রাপ্ত হয়, প্রতিক্ষণে লোভনীয়, সেই প্রেমে বংশীবাদনরত ত্রিভুবনবাসীর মনোহরণকারী আমার জীবনসর্বস্ব জয়যুক্ত হোক।।৮৮।।

অনুবাদ — কৈশোরের সৌন্দর্যে অলংকৃত উচ্ছ্বসিত যৌবন, মদমত্ত চক্ষু, মদনমোহনকারী হাসির অমৃত, প্রতিক্ষণে লোভনীয়। প্রেমভরে বেণুবাদনরত ত্রিজগতের মনোহরণকারী আমার জীবনস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক।।৮৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনরন্তর্লালসয়া সহর্ষমাহ — তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে। সর্বোৎকর্ষতামেবাহ বিশেষণৈঃ। কীদৃশং — ন কেবলমরুন্ধত্যা অপি তু জগৎত্রয়-মনোহরম্। উচ্ছ্বসিতং যৌবনং তৎপূর্বাবস্থা যস্মিন্। তথা তরলং গত্বরং কিঞ্চিদবশিষ্টং যৎ শৈশবং তেনালঙ্কৃতম্। বিশেষণাভ্যাং কিশোরমিত্যর্থঃ। অতঃ স্মরমদৈশ্ছুরিতে ব্যাপ্তে লোচনে যস্য। মদনো মুগ্ধো যস্মাৎ তাদৃশো হাস এবামৃতং তদ্ যস্মিন্। অতঃ প্রতিক্ষণবিলোভনম্। কর্তরি ল্যুট্। প্রণয়েন পীতং চুম্বিতং বংশ্যাঃ সুভগায়া মুখং যেন।।৮৮।।

টীকার অনুবাদ — কৃষ্ণদর্শনের আনন্দে ও আবেশে এবং পুনরায় প্রগাঢ় লালসায় লীলাশুক সহর্ষে বললেন, এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোক — অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষে তিনি বিরাজিত থাকুন। সর্ববিষয়ে উৎকর্ষতাব্যঞ্জক বিশেষণ দ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করছেন, ইনি কেবল যে (বসিষ্ঠপত্নী) অরুন্ধতীর মন হরণ করেন তা নহে, ত্রিভুবনবাসী সকলেরই মন হরণ করেন। এর উচ্ছ্বসিত যৌবন অর্থাৎ সে যৌবনের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তরল কৈশোরের অবশিষ্ট অবস্থাও তাঁতে বর্তমান রয়েছে। অতএব তিনি নবকৈশোরের সৌন্দর্যে অলঙ্কৃত। কেননা, এই বিশেষণ দ্বারা নবকৈশোরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নবকৈশোরের সৌন্দর্য তাঁর অঙ্গে, নয়নে, গতিতে, এবং বাক্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। অতএব প্রেমের মদিরতা এর নয়নযুগলে ব্যাপ্ত অর্থাৎ নয়নে প্রেমানন্দ প্রকটিত হয়েছে। যে হাসিতে মদনও মোহ

প্রাপ্ত হয়, সেই রকম তাঁর হাস্যমৃত; সুতরাং প্রতিক্ষণে তা লোভনীয়। প্রণয়ভরে তিনি বংশী চুম্বন করছেন, অথবা বংশী ইহার অধররস পান করছে। বংশীর এমনই সৌভাগ্য যে শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে তার মুখ চুম্বন করেন।।৮৮।।

যদুনন্দন --

এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র।
জয়যুক্ত তিঁহ[১] সদা, সর্বোৎকর্ষ প্রেমপ্রদা,
রাসমাঝে কিশোর নটেন্দ্র।।ধ্রুবপদ।।
ন[২] কেবল[২] অরুন্ধতী, সতী মন হরে নিতি,
জগৎত্রয় মনোহারি বেশ।
প্রথম যৌবনারম্ভ, কৈশোর সম্পূর্ণ[৩] দম্ভ,
তাহাতে মোহিলা সর্বদেশ।।
কৈশোরবয়স সার, প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার,
এক অঙ্গ শোভাপুঞ্জ হেরি।
জগতের নারী যত, কে রাখিবা ধৈর্য কত,
শ্রুত[৪] মাত্র হইল বাউলী।।
তাতে কাম মদগণ, ব্যাপ্ত আছে দ্বিনয়ন,
তাহাতে চঞ্চল তার গতি।
কোটি-কাম মোহ করে, হেন হাস্য যেহো ধরে,
সেহ হরে অমৃতের রতি[৫]।।
প্রতিক্ষণে মতিলোভা, হেন সে মাধুর্য-শোভা,
যার প্রতি তনুতে বিরাজ।
শুকনা[৬] বংশীর মুখ, চুম্বি যেহো পায় সুখ,
প্রণয়ে[৭] পিবয়ে এই কাজ।।[৭]
কহিতে কহিতে তার, প্রত্যঙ্গ মাধুরীসার,
স্ফূর্তি হৈলা আসি নিজমনে।
আচার্য[৮] কহয়ে বাণী, কৃষ্ণকর্ণ-রসায়নী,
লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে।।৮৮।।

পাঠান্তর--- ১ হউ (ক) ; রহু (খ) ২-২ কেবল না (ক, খ) ৩ লাবণ্য (ক) ৪ শ্রুতি (ক, খ) ৫ মতি (ক, খ) ৬ সুভগ (ক, খ) ৭-৭ প্রণয়িণীর এই মন কাজ (ক); শ্রবণে পিবয়ে এই রাজ (খ) ৮ আশ্চর্য (ক, খ)।

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতদ্বনারবিন্দং চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্।।৮৯।।

অন্বয় — চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং চিত্রম্। তদেতন্নয়নারবিন্দং চিত্রম্। তদেতদ্বদনারবিন্দং চিত্রম্। তদেতদ্ বপুরস্য চিত্রম্।।৮৯।।

অন্বয় অনুবাদ — এ যে অতি বিচিত্র বস্তু। এর চরণকমল সুন্দর, নয়নকমল সুন্দর, বদনকমল সুন্দর, তাঁর বপুও অতি সুন্দর।।৮৯।।

অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল বিচিত্র (সুন্দর), এর এই নয়নপদ্ম বিচিত্র, ইঁহার এই বদনারবিন্দ বিচিত্র, ইহাঁর এই বপুও বিচিত্র, অতি বিচিত্র।।৮৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনস্তৎপ্রত্যঙ্গমাধুর্যানন্ত্যস্ফূর্ত্যা সাশ্চর্যমাহ — তৎ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যামিত্যাদিনা। প্রার্থিতমেতদস্য চরণারবিন্দং চিত্রমদ্ভুতম্। তথা মূর্তিং জগন্মোহিনীমিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদস্য বপুশ্চিত্রমত্যদ্ভুতম্। মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদ্বদনারবিন্দং চিত্রমত্যদ্ভুততরম্। তথা প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতন্নয়নারবিন্দং চিত্রমত্যদ্ভুততমম্। তদেতৎ সর্বং মম প্রত্যক্ষং জাতমিতি চিত্রম্ অতিতমাদ্ভুততমম্। বপুরম্ব ইতি পাঠে, অম্ব ইত্যাশ্চর্যদ্যোতকাকাশসম্বোধনম্।।৮৯।।

টীকার অনুবাদ — পূর্বে লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের যে যে অঙ্গ দর্শন প্রার্থনা করেছিলেন, পুনরায় তাঁর প্রত্যঙ্গের অনন্ত মাধুর্য স্ফূর্তিহেতু আশ্চর্যান্বিত হয়ে অর্থাৎ সেই সেই অঙ্গের মাধুর্য সাক্ষাৎ অনুভব করে আশ্চর্যের সহিত বললেন, "সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে আমার চিত্ত কোন অনির্বাচ্য সুখ প্রাপ্ত হোক।" এই পূর্ব (শ্লোক ১২) প্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম এখন সাক্ষাৎ দর্শন করলাম। "ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী মূর্তিদর্শন করতে আমার লোচন আশা করে।" এই পূর্বপ্রার্থিত (শ্লোক ৫৪) শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি এখন সাক্ষাৎ দর্শন করলাম। ইহা অতি বিচিত্র, অতি অদ্ভুত। আরও প্রার্থনা (শ্লোক ৬) করেছিলাম, "আমার মানসে বিভুর মুখকমল উদিত হোক।" সেই মুখকমল এখন সাক্ষাৎ দর্শন করলাম; ইহা বিচিত্র, অদ্ভুত। আরও প্রার্থনা (শ্লোক ৬) করেছিলাম, "আমাদের প্রাণনাথ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রস্ফুরিত নয়নের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হোক"। এই প্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণনয়নারবিন্দ এখন সাক্ষাৎ দর্শন করলাম। ইহাও অতি বিচিত্র, অতি অদ্ভুততম। এইরূপে লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের যে যে অঙ্গ দর্শন করছেন, সেই সেই অঙ্গ অতিবিচিত্র, অতি অদ্ভুত, অতি বিচিত্রতম বলে

বর্ণনা করছেন। 'বপুরম্ব' পাঠান্তরে 'অম্ব' শব্দের অর্থ হল মাগো! ইহা আশ্চর্যদ্যোতক আকাশের দিকে চেয়ে সম্বোধন।।৮৯।।

যদুনন্দন --

সখি হে!
এই[1] কৃষ্ণচরণারবিন্দ।
পূর্বে যা প্রার্থনা কৈনু, এই যে সাক্ষাৎ পাইনু,
কি অদ্ভুত পরম আনন্দ।। ধ্রুবপদ।।
এই কৃষ্ণ মুখপদ্ম, সকল-আনন্দ পদ্ম,
বড়ই[2] অদ্ভুত হয় আর[2]।
পূর্ণ বাঞ্ছা যত মোর, পূর্ণ কৈল ভাগ্যভর[3],
দেখিলাঙ মুখপদ্ম সার।।
তাহা হইতে এই আর, অদ্ভুততর তার,
আঁখি পদ্ম মনোহর শোভা।
পুরুষে[4] প্রার্থিল আমি, হেন বুঝি মন জানি,
দরশন দিল চিত্তলোভা।।
তাহা হৈতে অতিশয়, অদ্ভুত তমময়[5],
এই না গোবিন্দ-অঙ্গ আগে।
সেই কান্তি-সুমাধুরী, বেশ বৈদগ্ধি ভরি,
প্রার্থনা করিল অনুরাগে।।
পুনঃ দেখে কতদূরে, রাই[6] কৃষ্ণ কেলি করে,
গোপবধূ চুম্বে আলিঙ্গয়ে।
ক্ষণেক বিস্ময় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া,
এ অতি আশ্চর্য নহে[7] মনে।।৮৯।।

পাঠান্তর— ১ এই না (ক, খ) ২-২ অদ্ভুততম এই আর (খ) ৩ মোর (ক) ৪ পূরুবে (ক, খ) ৫ মহিমা হয় (ক) ৬ দেখে; রহি (খ) ৭ লাগে (ক)।

অখিলভুবনৈকভূষণমধিভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভম্।
ব্রজযুবতিহারবল্লীমরকতনায়কমহামণিং বন্দে।।৯০।।

অন্বয়— শ্লোকের মতই ।।৯০।।

অন্বয় অনুবাদ — অখিল ভুবনের একমাত্র ভূষণ, জলধি (সাগর) দুহিতা লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলের ভূষণস্বরূপ, ব্রজযুবতিগণের কণ্ঠহারের মরকতমণিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।।৯০।।

. **অনুবাদ** — নিখিল ভুবনের একমাত্র ভূষণ, সাগরকন্যা লক্ষ্মীর কুচকুম্ভের ভূষণ, ব্রজযুবতিগণের কণ্ঠহারের মরকতমহামণি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।।৯০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

পুনঃ কিয়দ্দূরে স্থিত্বা তাভিঃ চুম্বনালিঙ্গনাদিভির্বিলসন্তং তমালোক্য বিস্মিতঃ সন্ ক্ষণং বিচার্য, অস্য নৈতদাশ্চর্যমিত্যাহ — এতাদৃশমমুং বন্দে। ন কেবলং ব্রজবনস্যৈব কিং ত্বখিলানাং ভুবনানামেকং শ্রেষ্ঠং নীলমণিরূপং ভূষণং তদ্বৎ স্থিতম্। তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ — ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলীনেপথ্যোচিতনীলরত্নমিতি। তথা, অধিভূষিতা বিষ্ণু আদিস্বরূপেণ পাদসংবাহনপরাণাং লক্ষ্মীণাং স্বপাদস্পর্শেন কুচকুম্ভা যেন। আসাং সর্বসান্তু নায়কমণিবৎ কণ্ঠস্থিতমিত্যাশ্চর্যম্। যদ্বা, নন্দীশস্য প্রকাশভেদেন

টীকার অনুবাদ – পুনরায় লীলাশুক কিছুদূরে থেকে গোপবধূদের সহ শ্রীকৃষ্ণের চুম্বন-আলিঙ্গনাদি বিলাস দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং ক্ষণকাল বিচার করে ঠিক করলেন, এই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এমন বিলাস কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে; এই অভিপ্রায়ে বললেন, এই রকম বিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ইনি কেবল ব্রজবনেরই ভূষণ নহেন, কিন্তু অখিল ভুবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। অন্য অর্থে, নিখিল ভুবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠস্থান যে বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনের যুবতিগণের কণ্ঠহারের নীলমণিরূপ ভূষণ — প্রধানমণির ন্যায় হৃদয়ের উল্লাসকররূপে স্থিত। এইরূপ কবি জয়দেব (গীতগোবিন্দ ৫।২০) বলেছেন — ত্রিলোকের মৌলিস্থলী (চূড়ামণি) — অর্থাৎ শিরোমুকুট সদৃশ বৃন্দাবনের যুবতিগণের প্রসাধনযোগ্য নীলমণি। "অধিভূষিতা" অর্থাৎ 'কস্তূরী কুঙ্কুমাদির দ্বারা অধিকরূপে ভূষিত' লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলের ভূষণস্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন বিষ্ণু-আদিস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন পাদসংবাহনপরায়ণ জলধিদুহিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ তাঁর পদ সংবাহন করেন, সেই সময় তাঁর পাদস্পর্শে লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভ ভূষিত হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত লক্ষ্মীগণের কণ্ঠস্থিত প্রধান

নৈতচ্চিত্রং যতোঽখিলানাং বৈকুণ্ঠানামেকভূষণং স্বয়মেব তৎতদ্রূপেণ তেষু স্থিতম্। তথা, অধিভূষিতাস্তৎতৎপ্রেয়সীনাং লক্ষ্মীণাং কুচকুম্ভা যেন। ক্ষণং বিমৃশ্য নৈতৎপ্রকাশভেদ ইত্যাহ — আসাং ত্বেকেন বপুষৈব নায়কমণিম্। তচ্চিত্রমেবৈতৎ, বদনমেব কার্যং ন তু বিচার্যমিত্যর্থঃ। অথ বা যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎতপঃ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদিদিশা স্বমাধুর্যেণ তামাকৃষ্যাধিভূষিতৌ বিরহবহ্নিজ্বালয়া তাপিতৌ তস্যাঃ কুচকুম্ভৌ যেন। উষ দাহে।।৯০।।

মণির মতো নীলমণি বলা হয়েছে, ইহা আশ্চর্য বটে। অথবা এই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশভেদে অখিল ভুবনে এবং বৈকুণ্ঠে নারায়ণাদি স্বরূপে অবস্থান করেন বলে সেই সেই স্বরূপে লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভ ভূষিত করেন; সুতরাং ইনি অখিল বৈকুণ্ঠের ভূষণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশভেদে সেই সেই স্বরূপের প্রেয়সী লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভের ভূষণস্বরূপ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে লীলাশুক বললেন — এই সকল ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে ইনি একই বপুতে সমস্ত গোপীর প্রধানমণিরূপে বিরাজমান; ইহা আশ্চর্য বটে, আমি ইহাঁরই বন্দনা করি। এ সম্বন্ধে আর বিচারের প্রয়োজন নাই। অথবা "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরৎতপঃ" (ভাগবত ১০।১৬।৩৬) ইত্যাদি বচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তির আশায় লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করেছিলেন; কিন্তু গোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ পান নাই; যদি লক্ষ্মীর ভাগ্যেই না হয়ে তাকে, তা হলে বৈকুণ্ঠবাসী ভূ, লীলা, প্রভৃতি পরম ভগবতীগণের তা লাভ হয় নি। সুতরাং এ সম্বন্ধে স্বর্গস্থিত দেবীগণের প্রসঙ্গই উঠে না; ইহাই 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ' ইত্যাদি (ভাগবত ১০।৪৭।৬০) শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। এমন অর্থ হতেও পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্যে লক্ষ্মীগণকে আকর্ষণ করে নিজবিষয়ে অনুরক্ত করে তাঁদের সেই বিরহবহ্নি-জ্বালার তাপ শান্তি করেন। এজন্য লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভের ভূষণস্বরূপ বলা হয়েছে।।৯০।।

যদুনন্দন —

দেখ[১] দেখ[১] বিচারে নাহিক প্রয়োজন।
এই কৃষ্ণরূপ রাশি, যাতে নিন্দে কোটিশশী,
বন্দি[১] মাত্র, না যায় বর্ণন ।। ধ্রুবপদ।।[২]
সর্ব ব্রজাঙ্গনা-হার, লতা-মাঝে মনোহর,
মরকতমণি সুনায়ক।
কেবল ইহাও নহে, আর দেখ দেখ ওহে,
সাক্ষাৎ আছয়ে পরতেক।।
চৌদ্দ ভুবনের শ্রেষ্ঠ, সকলের মহা ইষ্ট,

নীলমণি ভূষণ আমার[৩]।
যত ব্রজনারীগণ, নিরুপম গুণাগুণ,
বক্ষঃস্থলে বসতি যাহার।।
জলদুহিতা যত, লক্ষ্মীগণ আছে কত,
বিষ্ণু রূপে পাদ সংবাহয়ে[৪]।
নিজ[৫]-পাদস্পর্শে তার, কুচকুম্ভ মনোহর,
সেই তার সদাই বহয়ে।।[৫]
অখিল বৈকুণ্ঠগণ, প্রকাশাদি মনোরম,
বিষ্ণুরূপে যে করে বসতি।
তাহার প্রেয়সী যত, লক্ষ্মীগণ অবিরত,
তার কণ্ঠে মণিরূপে স্থিতি।।
কিংবা লক্ষ্মীগণ যত, যে আকর্ষে অবিরত,
বেণু-গান করি মনোরম।
তার কুচকুম্ভে সদা, তাপ দেন অবিরতা,
তারে মুই করউ বন্দন।।
অতঃপর রাধাসনে[৬], আর[৭] গোপাঙ্গনা সনে,[৭]
করে কৃষ্ণলীলা সবিস্ময়।
সে শোভা দেখিয়া[৮] লীলাশুক অতিশয় পাইলা[৮],
হর্ষভরে শ্লোক উচ্চারয়।।৯০।।

পাঠান্তর — ১-১ সখি হে (ক, খ) ২-২ রূপ গুণ হয় অনুপাম (খ) ৩ আকার (ক, খ) ৪ পদ্মসার (ক) ৫-৫ তার যত অনুভব, কে তাহা কহিব সব, কায়ব্যূহ যতেক তহার।। (ক) ৬ কহি যেবা (ক) ; রাই কেবা (খ) ৭-৭ সর্ব গোপীগণ কেবা (ক, খ) ৮-৮ নিরখিয়া, লীলাশুক পাইয়া (খ)

কান্তাকচগ্রহণবিগ্রহলব্ধলক্ষ্মী-
খন্ডাঙ্গরাগলবরঞ্জিতমঞ্জুলশ্রীঃ।
গন্ডস্থলীমুকুরমন্ডলখেলমান-
ঘর্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণদেবঃ।।৯১

অন্বয়— কৃষ্ণদেবঃ কান্তাকচ গ্রহণবিগ্রহলব্ধলক্ষ্মী-খন্ডাঙ্গরাগলবরঞ্জিতমঞ্জুলশ্রীঃ গন্ডস্থলীমুকুরমন্ডলখেলমান-ঘর্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি।।৯১।।

অন্বয় অনুবাদ — কৃষ্ণদেব প্রেয়সীগণের কেশগ্রহণাদি ক্রিয়াতে খন্ডিত অঙ্গরাগে আংশিক শোভায় শ্রীমান্ হয়ে আয়নার মতো গন্ডস্থলে বিন্দু বিন্দু ঘাম উদিত করে যেন কি এক মালা গাঁথছেন।।৯১।।

অনুবাদ — কান্তার চুলগ্রহণাদি সময়ে যে প্রণয় কলহ হয়, সেই কলহে জয় লাভ করাতে শ্রীকৃষ্ণদেবের অঙ্গরাগ খন্ডিত হয়েছে এবং কান্তার অঙ্গরাগে রঞ্জিত হয়ে তিনি খণ্ডিত শোভায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে আয়নার মতো চকচকে গন্ডস্থলে বিন্দু বিন্দু ঘাম স্ফুরিত করে যেন কি এক অপূর্ব মালা গাঁথছেন।।৯১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ শ্রীরাধয়া সর্বাভির্বা কৃতলীলাবিশেষস্য তস্য শোভাবিশেষং বিলোক্য সহর্ষমাহ — কৃষ্ণদেবঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণঃ কিমপি গুম্ফতি মাধুরীসুমনোমালাং গ্রথ্নাতি। কিদৃশঃ? কান্তায়াস্তাসাং বা সালিঙ্গনচুম্বনাধরপানার্থং যৎ কচগ্রহণং তত্র কুট্টমিতাখ্য-ভাবেন হস্তাদিক্ষেপেণ নিবারয়ন্ত্যা তয়া তাভির্বা সহ যো বিগ্রহস্তেন লব্ধাঃ শ্রীমদঙ্গে

টীকার অনুবাদ – তারপর শ্রীরাধার বা সমস্ত গোপীর সহিত লীলাবিলাসে রত শ্রীকৃষ্ণের শোভা দেখে লীলাশুক সহর্ষে বললেন,— "কৃষ্ণদেবঃ" (দেব শব্দের অর্থ দিব্যতি অর্থাৎ ক্রীড়া করেন যিনি) তিনি মাধুর্যরূপ পুষ্পের কি এক অপূর্ব মালা গাঁথছেন। কি রকম? শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কান্তা শ্রীরাধার বা সমস্ত গোপীর আলিঙ্গন-চুম্বন-অধরসুধা-পানের নিমিত্ত মাথার চুল ইত্যাদি গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হলে যে প্রণয়কলহ হয়, তা কুট্টমিত নামক ভাববিশেষ ব্যঞ্জক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের ও শ্রীরাধিকার কেশ ইত্যাদি গ্রহণকালে তাঁদের হৃদয়ে প্রীতি হলেও সম্ভ্রমবশত বাইরে ক্রোধ প্রকাশকে কুট্টমিত বলে। এই কুট্টমিত ভাবে শ্রীরাধা অন্যান্য গোপীগণ স্বীয় হস্তাদি ছোড়ার দ্বারা নিবারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বাধাদান করতে লাগলেন। এইরূপে তাঁদের মধ্যে যে প্রণয় কলহ উপস্থিত হয়েছিল, সেই কলহে জয়লাভ করাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে গোপীদের কুচকুম্ভের কুম্‌কুম ও নয়নের কাজল ইত্যাদি লেগে

লগ্না যে তে চ, লক্ষ্মীঃ শোভা তদ্ যুক্তাশ্চ। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। খন্ডাঃ খন্ডখন্ডাশ্চেদৃশস্তস্যাস্তাসাং বা সিন্দূরকুঙ্কুমচন্দনাঞ্জনাদ্যঙ্গরাগাণাং যে লবাস্তৈ রঞ্জিতা, অতোঽতিমঞ্জুলা শ্রীঃ শোভা যস্য। তেন বিগ্রহেণ লব্ধা যা লক্ষীস্তয়া চ তদঙ্গসঙ্গেন খন্ডাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ খন্ডিতা যে কুঙ্কুমাদিনিজাঙ্গরাগাস্তেষাং লবৈশ্চ রঞ্জিতা স্বভাবমঞ্জুলা শ্রীর্যস্যেতি বা। তথা, গন্ডস্থল্যাবেব মুকুরমন্ডলে তয়োঃ খেলমানা ঘর্মাঙ্কুরাঃ শ্রমোত্থ প্রস্বেদকণা যস্য। যদ্বা, তস্যা নর্মভির্জিতস্তাং জেতুং নর্মপ্রহেলিকাদিরূপং কিমপি গুম্ফতি।।৯১।।

যাওয়ায় এক অপূর্ব শোভার উদয় হয়েছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজের তিলকাদি অঙ্গরাগ খন্ড খন্ড হয়েছে। অর্থাৎ গোপীদের অঙ্গরাগ অর্থাৎ সিন্দূর, কুম্‌কুম, চন্দন ও অঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লিপ্ত হওয়াতে কি এক অপূর্ব সুন্দর শোভা হয়েছে। আর সেই রতিকলহে জয় লাভ করাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের যে কুম্‌কুম-চন্দনাদি, তার বিন্দুমাত্রের দ্বারা রঞ্জিত (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গহেতু) কোথাও কোথাও খন্ডিত কুম্‌কুমাদি দ্বারা শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের অঙ্গ রঞ্জিত হওয়াতে অতিসুন্দর শোভার উদয় হয়েছে। আর সেই রতিকলহে শ্রীকৃষ্ণের আয়নার মতো চকচকে গন্ডস্থলে যে ঘর্মবিন্দু অর্থাৎ রতিশ্রমে ঘামের কণাসমূহ মুক্তার ন্যায় শোভা ধারণ করেছে এবং সেই মুক্তাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ যেন এক অপূর্ব মালারূপে গেঁথে ধারণ করেছেন। অথবা গোপীগণের রহস্যালাপে পরাজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জয়লাভ করবার অভিপ্রায়ে রহস্যময় প্রহেলিকারূপ কি যেন অপূর্ব কথার সারি দিয়ে মালা গাঁথছেন।।৯১।।

যদুনন্দন —

*ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র।
কোন সুমাধুরী ফুলে, মালা গাঁথি মনোহরে।
দরশনে কে নহে আনন্দ ।। ধ্রুবপদ।।
চুম্বনালিঙ্গনাধর- পান লাগি সুচঞ্চল,
কান্তাকুচ করিতে গ্রহণ।
করে কর করে রাই, কুট্টমিত ভাব পাই,
তাতে যুদ্ধ দুঁহে সুমোহন।।
কিংবা রাই জিনিবারে, বাক্য কহে মনোহরে,
বাক্যমালা গাঁথে মনোহর।
কহিতে দেখয়ে আর, অঙ্গরাগ লাগে তার,

অঙ্গ নিজ অঙ্গ নিজ[১] ভর।।
এরূপ কলহ কেলি, করে হস্ত[২] ঠেলাঠেলি,
তাতে কান্তা উরোজ কুঙ্কুম।
সিন্দূর চন্দন যত, খন্ড খন্ড নব মত,
কৃষ্ণ-অঙ্গে লাগে মনোরম।।
গোবিন্দের অঙ্গরাগ, দুই ছিন্ন[৩] ভিন্ন ভাগ,
এ শোভার না পাইয়ে পার।।
রতি যুদ্ধ শ্রম জল, ভরে দুহ কলেবর,
ঘর্মাঙ্কুর গন্ডে খেলে সমে।
গন্ডস্থলী সুদর্পণ, তাতে ঘর্মবিন্দুগণ,
মাধুরী গ্রহণ মনোরমে।।
এইরূপ অন্ত নহে, বিশেষ মাধুর্য তাহে,
দেখিয়া আশ্চর্য করি কহে।
'কর্ণামৃত' - কথা এই, অমৃত হৈতে সুধা যেই,
শুনি কৃষ্ণকর্ণ সুখী যাহে।। ৯১।।

পাঠান্তর — * সখি হে (খ) ১ রাগ (ক, খ) ২ কৃষ্ণ (ক) ৩ তিন (ক)।

মধুর মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।।৯২।।

অন্বয় — অস্য বিভোঃ বপুঃ মধুরং মধুরম্। মধুরং মধুরং মধুরং বদনম্। অহো এতৎ মধুগন্ধি মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।।৯২।।

অন্বয় অনুবাদ — সেই বিভুর দেহ অতি মধুর। বদন মধুর থেকেও মধুর। মধুগন্ধযুক্ত মৃদুমধুর হাসিটুকু কি মধুর, কি মধুর, কি মধুর।।৯২।।

অনুবাদ — এই ভগবানের বপু মধুর। বদন মধুর হইতেও সুমধুর, মৃদু হাস্যই বা কি উন্মাদনাপূর্ণ মধুর সৌরভময়, তাঁর সকলই মধুর, মধুর হতেও সুমধুর।।৯২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

তাদৃশানন্ততন্মাধুর্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্যমাহ — অস্য বিভোর্বপুর্মধুরং মধুরম্। অতিসুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ — বদনন্তু মধুরং মধুরং মধুরম্। অতিতরাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। তত্র স্মিতমনুভূয় সশীৎকারং তন্নির্দেশকতর্জনীচালনপূর্বকমাহ — এতন্মৃদুস্মিতং তু মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্। অতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। কীদৃশম্? মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তম্। মুখাব্জস্য মকরন্দরূপত্বাৎ সর্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদীষদ্‌গন্ধি বা।।৯২।।

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য বিশেষ অনুভব করে লীলাশুক আশ্চর্যের সহিত বললেন, এই বিভুর দেহ মধুর, মধুর, অতিমধুর। পুনরায় মুখ অবলোকন করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, এই বদন আবার মধুর, মধুর, অতিতর সুমধুর। পরে সেই মুখে মৃদুহাসি দেখে শীৎকারের সহিত তা দেখিয়ে আঙুল চালনা করে বললেন, এই মৃদুহাস্য মধুর, মধুর, মধুর অতিতম সুমধুর। কিরূপ? মধুরগন্ধি মধুর সৌরভযুক্ত মুখকমল। মুখকমলের মকরন্দরূপত্ব হেতু সর্বমাদক বা শ্রীরাধার সহিত সুরতলীলাকালে মধুপান করার জন্য মধুর ঈষৎ গন্ধযুক্ত।।৯২।।

যদুনন্দন —

*কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর।
মধুর হৈতে সুমধুর, বহে চন্দ্র-জ্যোৎস্না পূর,
ত্রিভুবন যাহাতে উজোর।।
কহিতেই মুখচন্দ্র, দেখি পুনঃ হাসে মন্দ,
শির ঢুলাইয়া কহে বাণী।

মুখ অতি মনোহর[১], তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে সুমধুর মানি।।
কহিতেই[২] দেখে স্মিত, অলৌকিক তার রীত,[২]
স্মিত কথা কহন না যায়।
মুখাব্জে বহয়ে গন্ধ, যাতে গোপনারী অন্ধ,
কৃষ্ণমুখ সুমাধুর্যময়।।
কহিতেই কৃষ্ণবেশ, দেখয়ে মোহন দেশ,
তাহা দেখি কহে পুনর্বার।
'কৃষ্ণ কর্ণামৃত'-কথা[৩], শুন ছাড় অন্য বার্ত্তা[৪],
যাতে সর্ব মাধুর্যের সার।। ৯২।।

পাঠান্তর-- * সখি হে (ক, খ) ১ সুমধুর (ক, খ), ২-২ তাহা হইতে সুমধুর, তনু অতি রসপুর (ক, খ) ৩ গাঁথা (খ) ৪ কথা (ক, খ)।

শৃঙ্গাররসসর্বস্বং শিখিপিচ্ছবিভূষণম্।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্।। ৯৩।।

অন্বয় — শৃঙ্গাররসসর্বস্বং শিখিপিচ্ছবিভূষণং অঙ্গীকৃতনরাকারং ভুবনাশ্রয়ং আশ্রয়ে।। ৯৩।।

অন্বয় অনুবাদ — শৃঙ্গাররসসর্বস্ব শিখিপুচ্ছ বিভূষিত নরদেহ অঙ্গীকারকারী ভুবনের আশ্রয়স্বরূপকে আমি আশ্রয় করি।। ৯৩।।

অনুবাদ — শৃঙ্গার রসই যাঁর সর্বসম্পত্তি, শিখিপুচ্ছই যাঁর বিশেষ ভূষণ, নরাকারকেই যিনি স্বীকার করেছেন, সেই ত্রিভুবনের আশ্রয়স্থল শ্রীকৃষ্ণকেই আমি আশ্রয় করি।। ৯৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা –

তস্য তদ্রসাবেশং বিলোক্যাহ — ইদং শৃঙ্গারশ্চাসৌ রসরাজত্বাদ্রসানা সর্বস্বঞ্চ যৎ তদাশ্রয়ে। ননু স তাবদমূর্তস্তত্রাহ — ভুবনং তৎস্থজীবচয় আশ্রয়ো যস্য তাদৃশোঽপ্যঙ্গীকৃতো নরাকারো যেন তৎ। নবাকার ইতি পাঠে স্বীকৃতো নূতনাকারো যেন। তদ্রস এবায়ং মূর্তিমানিত্যর্থঃ। তদুক্তম্ — শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিত্যত্র। কীদৃশম্? শিখিপিচ্ছবিভূষণম্। যদ্বা — শিখিপিঞ্ছবিভূষণমমুমাশ্রয়ে। কীদৃশম্? স্বস্বরূপেণাঙ্গীকৃতঃ সদা গৃহীতো নরাকারো যেন। তত্র হেতুঃ — ব্রহ্মমোহনে তৎ স্বরূপেণৈব ভুবনানাং তৎ তদ্ বৈকুণ্ঠানাং তৎ তদ্ ব্রহ্মাণ্ডানাং চাশ্রয়ম্। স্মিন্নেবোৎপন্নপ্রলীনত্বাৎ তেষাম্। তাদৃশমপি। শৃঙ্গাররস এব সর্বস্বং যস্য তাদৃশঞ্চ। তস্য সর্বস্বং বা।।৯৩।।

টীকার অনুবাদ – শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাবেশ দেখে লীলাশুক বললেন, এই যে শৃঙ্গাররসের — রসরাজত্বহেতু রসসমূহের সর্বস্ব ধন অর্থাৎ যিনি মূর্তিমান শৃঙ্গাররসস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। যদি বল, রসসমূহ হল অমূর্ত। তাতে বললেন, 'ভুবনাশ্রয়'। ভুবনস্থ জীবসমূহের আশ্রয় হয়েও যিনি এই রকম নরাকারে প্রকটিত অর্থাৎ মানুষের আকার স্বীকার করেছেন। 'নবাকার' পাঠান্তরে অর্থ হবে, শৃঙ্গাররসই নব আকার পরিগ্রহ করেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই মূর্তিমান শৃঙ্গাররস। তা গীতগোবিন্দে (১।৪৮) উক্ত আছে, 'হে সখি! এই মধুমাসে মূর্তিমান শৃঙ্গাররস ব্রজসুন্দরীদের সহিত বিহার করছেন।' কিরূপ? ময়ূরেরপুচ্ছ দিয়ে বিভূষিত। অথবা ময়ূরের পুচ্ছ ভূষণ যাঁর, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। (ইহার দ্বারা গোপবেশ ও ব্রজমাধুরীবিশেষ সূচিত হয়েছে।) আর কিরূপ? সর্বমহাশক্তি দ্বারা সেবিত হয়েও

স্ব স্বরূপেই মানুষের আকৃতি অঙ্গীকারকারী। (এস্থলে 'অঙ্গীকৃত' বলতে নিত্যত্বহেতু সদাগৃহীত মানুষের আকার বুঝায়) তার কারণ ব্রহ্মমোহনলীলায় দেখা যায়, ইনি নরাকারস্বরূপেই নিখিল ভুবনের এবং সেই সেই বৈকুণ্ঠের আশ্রয় অর্থাৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় এবং ইঁহা হতেই সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও ইঁহাতেই লয় হয়। এমন হলেও শৃঙ্গাররসই সর্বস্ব যাঁর সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপ হল নরাকার। এখানে 'নরাকার' বলবার তাৎপর্য এই যে, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ মানুষের আকারে পরব্রহ্মরূপ অসাধারণ মাধুর্যচতুষ্টয়সমন্বিত রূপ, যা নরবৎলীলা, দেবলীলা, বা প্রাকৃত নরলীলা নহে।।৯৩।।

যদুনন্দন —

*এই যে শৃঙ্গার রসরাজ।
যত আছে রসগণ, তাহার সর্বস্বধন,
আশ্রয় লইনু এই[১] কাজ[১] ।। ধ্রুবপদ।।
কেবল যে সেহ নহে, আর কহি শুন ওহে,
অখিল ভুবনে জীব যত।
তাহার আশ্রয় যেই, এতাদৃশ হৈয়া সেই,
নরাকার[২] হৈল অঙ্গীকৃত।।[২]
নবাকার-শব্দে কহে, নূতন-আকারময়ে,
সর্বক্ষণে স্বীকার যাহার।
কেবল নবীন রূপ, সদা নব নব ভূপ,
মূর্তিমান তুল্য নহে আর।।
শিখিপিঞ্ছ-বিভূষণ, গোপবেশ সুমোহন,
ব্রহ্মারে মোহন কৈল যে।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রহ্মারুদ্রগণ-সাথ,
ইন্দ্রাদির[৩] একাশ্রয়[৩] সে।।
এতেক বৈভব যার নিকটাগমন তার,
দেখি লীলাশুকের আনন্দ।
উন্মত্ত হইয়া বোলে, আনন্দসাগরে ভোলে,
অত্যাশ্চর্য করিয়া নির্বন্ধ।। ৯৩।।

পাঠান্তর -- * সখি হে (খ) ১-১ মুঞি আজি (ক, খ) ২-২ অঙ্গীকরে নরাকার মত (ক, খ) ৩-৩ ইন্দ্রাদি গণাশ্রয় (ক, খ)।

নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শনায়
চিত্তে তথোপনিষদাং সুদৃশাং সহস্রম্।
স ত্বং চিরান্নয়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং
স্বামিন্ কয়া নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে।। ৯৪।।

অন্বয় — স্বামিন! সুদৃশাং সহস্রং তা উপনিষদাং (সহস্রং) চিত্তে কদাপি নিদর্শনায় নাদ্যাপি পশ্যাতি। স ত্বং অনয়োঃ নয়নয়োঃ পদব্যাং চিরাৎ কয়া নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে?।।৯৪।।

অন্বয় অনুবাদ — প্রভু হে, সহস্র সহস্র সুনয়না সুন্দরীগণ, শ্রুতিগণও ভাবনায় কখনও তোমার চিহ্নমাত্র আজও দেখতে পান নাই। সেই তুমিই কোন্ কৃপাবশে সব সময়ে আমার এই নয়নের সন্নিহিত হচ্ছ?।।৯৪।।

অনুবাদ — হে প্রভু সহস্র সহস্র সুনয়না সুন্দরী ও উপনিষৎ সকল তোমার এই মাধুর্যময় শৃঙ্গাররসরাজ-মূর্তির নিদর্শন মাত্র অদ্যাপি দর্শন পান নাই, সেই তুমি কোন্ কৃপাবশে আমার এই নয়নদ্বয়ের সামনে উপস্থিত হলে?।।৯৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

অথ স্বসমীপমাগতস্য তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যানন্দোন্মত্তঃ সাশ্চর্যং তমেব পৃচ্ছতি — হে স্বামিন্, ব্রজবধূদৃশা দৃশ্যমিত্যাদ্যনুসারেণাসামেব দৃশ্যস্তমীদৃশঃ কয়া নু কৃপয়া মম নয়নয়োঃ পদব্যাং সন্নিধৎসে। নু আশঙ্কায়াম্। ননু পূর্ব্ববৎস্ফূর্তিরেবেয়ং তব, ইত্যত্র সবিমর্শমাহ — চিরাদ্ বহুকালং ব্যাপ্য। তৎ স্ফূর্তির্নেয়মিত্যর্থঃ। ননু সত্যমীদৃশোঽহমন্যাগোচরঃ। কিন্তু তব তাদৃশভাবাদ্দৃষ্টোঽস্মি। কিমত্র চিত্রম্, অত্রাহ —

টীকার অনুবাদ -- তারপর নিজসমীপে আগত ওই রকম শৃঙ্গাররসরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়াতে আনন্দে পাগল হয়ে আশ্চর্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করছেন, হে প্রভু! তুমি ত কেবল ব্রজবধূদেরই নয়নে দৃশ্য, এই অনুসারে কেবল ব্রজবধূরাই তোমার দর্শন পেয়ে থাকেন। সেই তুমি কোন্ কৃপাবশে আমার এই নয়নদ্বয়ের সামনে এলে? 'নু' শব্দ আশঙ্কায়। মনে আশঙ্কা হল, এই দর্শন বোধ হয় পূর্ব্ববৎ স্ফূর্তি মাত্রই হবে? অর্থাৎ পূর্বে যেমন আমি স্ফূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেতাম — ধ্যানে তাঁর শ্রীমূর্তি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হত, এও কি সেইরূপ কেবলই স্ফূর্তি? আবার মনে বিচার করলেন, স্ফূর্তি বহুক্ষণ ব্যাপি থাকবে কেন? তাহলে ইহা বুঝি স্ফূর্তি নয় — সাক্ষাৎ দর্শনই হবে। শ্রীকৃষ্ণ যেন বললেন, সত্যই, আমার এই রূপ অপরের দৃশ্য নয়, অন্যের অগোচর; কিন্তু তুমি সেই গোপীভাবে ভাবিত বলে

অনয়োঃ প্রাকৃতপুরুষদেহাঙ্গবিশেষয়োরিতি দুর্ঘটমেতদিত্যর্থঃ। ননু ভবতু তে প্রাকৃতপুংস্ত্বম্। তেন কিম্? এতদ্ভাবেনৈব যস্য কস্যাপ্যহং দৃশ্যঃ স্যাম্. তত্র সশিরশ্চালনং কৈমুত্যন্যায়েনাহ — সুদৃশাং বেণুনাদমত্তত্রিজগদ্বর্তিসুন্দরীণাং তথোপনিষদামপি সহস্রং যস্য তব ত্বদঙ্গানাং চ সাক্ষাদ্দর্শনং তাবদ্দূরেঽস্তু, তন্নিদর্শনায় সাদৃশ্যদর্শনায়াপি কিমপি কদাপি চিত্তেঽপি অদ্যাপি ন পশ্যতি। যদ্বা, উপনিষদাং সহস্রং তথা তাদৃশেন ভাবেনাপি ন পশ্যতি। ননু তা অমূর্তাঃ কথং পশ্যন্তু, তত্রাহ — সুদৃশামিতি। তথা তেন প্রকারেণ ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থং সুদৃশঃ সত্যস্তপস্যন্তীনামপীত্যর্থঃ। তদাভির্গোপসুন্দরীভিরেব দৃশ্যস্ত্বং যয়া কৃপয়া মম সাক্ষাদ্ভূতোঽসি কা সেতি কথ্যতামিতি ভাবঃ।।৯৪।।

আমি তোমার নয়নগোচর হয়েছি, এতে আর বিচিত্রতা কি আছে? লীলাশুক বললেন, আমার এই প্রাকৃত পুরুষদেহ এবং দেহের ইন্দ্রিয়বর্গও তদ্রূপ, সুতরাং এই প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে তোমার এই রূপ দর্শন অতি দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হোক্ না কেন তোমার প্রাকৃত পুরুষদেহ, তাতে কি? আমি তার দৃশ্য — আমি তাকে দেখা দিয়ে থাকি। লীলাশুক মস্তক চালনা করে কৈমুত্যন্যায়ে (অসম্ভব আশঙ্কায়) বললেন, তোমার বেণুনাদে উন্মত্ত তিন জগতের সহস্র সহস্র সুন্দরী, এমন কি সহস্র সহস্র উপনিষৎ (শাস্ত্রাদি) তোমার বা তোমার কোনও অঙ্গের সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া দূরে থাকুক, অদ্যাপি তোমার এই মূর্তির মাধুর্য-সাদৃশ্য কোনও কিছু অন্তঃকরণে দেখতে পান নাই। অথবা সহস্র সহস্র উপনিষৎ সেই রকম গোপীভাব অবলম্বন করেও তোমার দর্শন পান নাই। বলতে পার যে, তাদের ত মূর্তি নাই, তাঁরা দেখবেন কিরূপে? তাতে বললেন, 'সুদৃশামিতি'। সুনয়না মূর্তিমতী শ্রুতিগণেরও তুমি অদর্শনীয়। এখানে 'সুদৃশাং' শব্দে শোভন-জ্ঞানসম্পন্ন দৃষ্টি বুঝায়, বা সেই রকম উপনিষৎসমূহ বুঝায়। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় তাঁরই উপাসনা (স্তবাদি) করে থাকেন; কিন্তু তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের এই মূর্তির সাদৃশ্যও দেখতে পান না। হে নাথ! তুমি কেবল ব্রজবধূদেরই নয়নে দৃশ্য; কিন্তু তুমি এই প্রাকৃত পুরুষদেহবিশিষ্ট আমার নয়নদ্বয়ের সাক্ষাৎ দর্শনীয় হলে কেমন করে? ইহা তোমার কোন্ কৃপাগুণে সম্ভবপর হল, তা কৃপা করে বল।।৯৪।।

যদুনন্দন --

*ঐছে[১] এই[১] করুণা[১] তোমার।
ব্রজ বধূনেত্রোৎপলে, দৃশ্য তুমি নিরন্তরে,
মোর নেত্র আগে দেখ তার ।। ধ্রুবপদ।।

এত কহি চিত্তে মনে, পূর্বে যৈছে বিস্ফুরণে,
তৈছে স্ফূর্তি দেখি কিবা আমি।
পুনঃ কহে সেহ নহে, বহুকালব্যাপী রহে,
তেঁই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি।।
মনে ইহা উট্টঙ্কিয়া, কহে অতি হর্ষ পাঞা,
অয়ে কৃষ্ণ যদি বল হেন।
অন্য-নেত্র-দৃশ্য নহি, তুমি গোপীভাবময়ী,
তেঁই তোরে দেখা দিল যেন[৩] ।।
তবে শুন তার কথা, প্রাকৃত পুরুষ এথা,
মোর দেহ এই বিদ্যমান।
পুরুষের দুর্ঘটন, এইরূপ দরশন,
এই লাগি হয় স্ফূর্তি ভান।।
তবে যদি বল হেন, পুরুষ দেহ নও কেন,
তাহাতেই ক্ষোভ হৈল কিয়ে।
গোপীভাবে যেই ভজে, তারি দৃশ্য[৪] আমি[৪] ব্রজে,
তবে শুন তদুত্তর দিয়ে।।
বক্র করি শির চালি, কহে ন্যূনাধিক-বলি,
শুন শুন ওহে ব্রজধন[৫]।
বেণুনাদ মত্ত যত, ত্রিজগত নারী কত,
তথা কত মুনিকন্যাগণ।।
সহস্রে সহস্রে কত, ধায় যেন উনমত,
তোমা দেখিবার আশা করি।
সাক্ষাৎ তোমার দেখা, থাকু তাহা পাবে কোথা,
চিত্তে না[৬] পায় দেখা শারি।।[৬]
যদ্বা উপনিষদাদি, সহস্র সে ভাব সাধি,
অদ্যাপি না দেখে এইরূপ।
তবে যদি বল সেই, অস্ফূর্তি[৭] সকল যেই,
কেমনে দেখিবে সেই রূপ।।
কহি শুন তে কারণে, যত গোপাঙ্গনাগণে,
নয়নের দৃশ্য[৮] তুমি সদা।

তবে যে[৯] সাক্ষাৎ হৈলা, কিবা কৃপা প্রকাশিলা,
কহ মোরে সে নিয়ম-কথা।।
এই মতে পুনর্বার, দেখে শোভা মনোহর,
গোবিন্দের শ্রীমুখকিরণ।
সৌষ্ঠব[১০] বর্ণিতে চাহে, বর্ণনা সে নাহি হয়ে,
সংশয়ে পুছয়ে সেইক্ষণে[১০]।।৯৪।।

পাঠান্তর— * হে স্বামিন্ (ক, খ) ১-১ কৈছে ভীতি (ক) ২ রূপনা (খ) ৩ হেন (ক, খ)। ৪-৪ বাস সেই (ক) ৫ প্রাণ (ক, খ) ৬-৬ যদ্যপি নহে তারি (ক); অদ্যাপি নহ নারী (খ) ৭ অমৃত (ক); অমূর্তি (খ) ৮ রহস্য (খ) ৯ মোর (ক, খ) ১০-১০ কিবা মনের কাঁতি, মধুর মন ভাঁতি, দেখি হর্ষ ভাব প্রচুরণ।। (ক)

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বন্মুখেন্দোঃ
কোঽয়ং বেষঃ কাপি বাচামভূমিঃ।
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে
ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি।।৯৫।।

অন্বয় — কেশব, ত্বন্মুখেন্দোঃ কেয়ং কান্তিঃ, কোঽয়ং বেষঃ, কাপি বাচামভূমিঃ। সেয়ং সোঽয়ং তে অঞ্জলিঃ স্বাদতাম্। ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি।।৯৫।।

অন্বয় অনুবাদ — হে কেশব, তোমার মুখচন্দ্রের কি শোভা, কিবা তোমার বেশের পরিপাটী। সকলই বাক্যের অগোচর। সেই কান্তিবেশ মাধুর্য তুমিই আস্বাদন কর। আমি শুধু বার বার তোমাকে প্রণাম করি।।৯৫।।

অনুবাদ — হে কেশব! তোমার মুখচন্দ্রের কি অপূর্ব কান্তি, এই বেশই বা কি অপূর্ব, সকলই বাক্যের অগোচর। এই কান্তি, এই বেশ তুমিই আস্বাদন কর; আমি কেবল অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বার বার তোমাকে নমস্কার করি।।৯৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনস্তাদৃশশ্রীমুখকান্তিং বেষসৌষ্ঠবঞ্চ দৃষ্টা তদ্বর্ণয়িতুমুদ্যতস্তদশক্ত্যা সচমৎকারসংশয়ং তং পৃচ্ছতি — হে কেশব! স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশরচিতচূড়, ইয়ং ত্বন্মুখেন্দোঃ কান্তিঃ কা, অয়ং বেষশ্চ কঃ। ননু পূর্বং ত্বয়ৈব বর্ণিতাবিমৌ, তত্রাহ— ইয়ময়ঞ্চ কাপ্যনির্বাচ্যা বাচামভূমিঃ। নেমৌ তদেগাচরাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, ইয়ং কাপ্যনির্বাচ্যা, অয়ঞ্চ বাচামভূমিঃ। ননু বর্ণনে শক্তির্ন চেৎ তর্হি চক্ষুর্মনোভ্যামাস্বাদয়েতি তথা

টীকার অনুবাদ — পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের ওই রকম মুখকান্তি ও সাজগোজ দেখে তাহা বর্ণনা করতে উদ্যত হয়েও বাক্যের দ্বারা উহা প্রকাশ করতে অশক্ত হয়ে চমকৃত হলেন, তাই সংশয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে লীলাশুক জিজ্ঞাসা করছেন, হে কেশব! তোমার স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশ-রচিত চূড়ায় শোভিত মুখচন্দ্রের কি অপূর্ব কান্তি, বেশেরই বা কি পরিপাটী, সকলই বাক্যের অগোচর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, পূর্বে তুমি ত (এই কান্তি এবং বেশ-মাধুর্য) বর্ণনা করেছ। লীলাশুক বললেন, এই দুইই এখন আমার নিকট অনির্বচনীয় (বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না)। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বর্ণনা করতে যদি শক্তি না থাকে, তা হলে চক্ষু ও মনের দ্বারা আস্বাদন কর। লীলাশুক বললেন, আমি চক্ষু ও মনের দ্বারা আস্বাদনে অভিলাষী এবং সে চেষ্টাও করেছি; কিন্তু তাতে অশক্ত হয়ে নিশ্চয় করেছি যে তোমার এই কান্তি এবং বেশ-মাধুর্য তুমি নিজেই আস্বাদন কর। কেননা "সহস্র সহস্র সুনয়না সুন্দরী ও শ্রুতিগণ তোমার মাধুর্যময় মূর্তির চিহ্নমাত্র আজও দেখতে পান নাই, মাধুর্য আস্বাদন করা দূরে থাকুক" (শ্লোক ৯৪)। ইহা কেবল ব্রজবধূদেরই আস্বাদ্য। আর

চিকীর্ষুস্তদশক্ত্যা সনিশ্চয়মাহ — সেতি। সা 'নাদ্যা' পীত্যাদিরীত্যাস্মাদৃশৈর্দ্রষ্টুমশক্যা গোপীভিরেবাস্বাদ্যা ইয়ম্। অয়ঞ্চ স তাদৃশঃ। স্বয়মেবাস্বাদয়তামেব, নৈতদ্বর্ণনাস্বাদনাশয়া প্রয়োজনম্। অতস্তে তুভ্যমঞ্জলিরস্তু। ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি। কিং বা, তল্লুব্ধঃ সকাতর্যমাহ — তুভ্যমঞ্জলিরস্তু, মুহুস্ত্বাং নমামি, ইমৌ স্বাদয়তাম্। মহ্যমিতি শেষঃ। অন্তর্ণিজর্থো জ্ঞেয়ঃ। যথেমৌ ময়াস্বাদ্যৌ ভবতস্তথা কুর্বিত্যর্থ।।৯৫।।

আমার যখন আস্বাদনের কোনও যোগ্যতা নাই, তখন এই কান্তি এবং বেশ-মাধুর্য তুমি নিজেই আস্বাদন কর; তাহা হলে আমার আর উহা বর্ণনার ও আস্বাদনের আশা করে লাভ কি? কোনও প্রয়োজন নাই। আমি শুধু অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তোমাকে বার বার নমস্কার করি। কিংবা, সেই মাধুর্যাদি আস্বাদলুব্ধ লীলাশুক অনন্ত আর্তির সহিত বললেন, আমি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তোমাকে বার বার নমস্কার করি, যখন কৃপা করে আমাকে দর্শন দান করেছ, তখন তোমার কান্তি এবং বেশ-মাধুর্য আমার নেত্র ও মনের আস্বাদনের বিষয়ীভূত কর, আমার নিজের কোন শক্তি নাই।।৯৫।।

যদুনন্দন —

*কেশব! তব[১] স্নিগ্ধ[১] কেশচূড়।
এ তব মুখেন্দু কাঁতি, কি এই মোহন ভাঁতি,
কিবা এই বেশ সুমধুর।।
যদি বল, পূর্বে তুমি, বর্ণনা করিলা জানি,
সেই মুখচন্দ্র[২] সেই বেশ।
তবে শুন তাহা কহি, এই কান্তি বেশ যেই,
অনির্বাচ্য বাণী[৩] বর্ণা[৩] লেশ।।
যদি কহ, বর্ণিতে নার, মনোনেত্রাস্বাদন কর,
তাতে শক্তি নাহি তাহা শুন।
মোর নেত্রাস্বাদ নহে, গোপী সদা আস্বাদয়ে,
মুখকান্তি বেশ সুখে দুন।।
আপনি আস্বাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়,
বর্ণনা আস্বাদে যেই আশা।
তাহাতে নাহিক কাজ, তোমাকে তাহার[৪] কাজ[৪],
রহু পুনঃ পুনঃ নতি ভাষা।।
কিংবা তোহে নমস্কার, মোরে বহু কৃপা করি,
যদি আসি দিলে দরশন।
তবে মোর নেত্র মনে, আস্বাদ করাও ক্ষণে,

পুনঃ পুনঃ করি নতিগণ।।
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজ কান্তামৃত[৫] বন্ধ[৫],
লীলাশুক[৬] করেন[৬] বর্ণন।
অদর্শনে[৭] দুঃখ দৈন্য[৭], দর্শনে আনন্দ জন্য,
উনমাদ প্রলাপ বচন।।
তাহা পুন শুনিবারে, কৃষ্ণচন্দ্র[৮] সাধ করে,
অতিশয় আনন্দিত হৈয়া।
লীলাশুক বর্ণিতে নারে, নমস্করি মৌন ধরে,
কৃষ্ণ কহে সে রীত দেখিয়া।।
শুনিবারে সে বর্ণন— সমুদায়[৯] বিলক্ষণ,
তার লাগি তার সনে শ্যাম।
ঈশ্বরান্তর ভজন[১০], মন্দ[১১] সব প্রার্থন[১১],
ভাব নিষ্ঠা করে উদঘাটন।।
এইরূপ বিবাদ করি[১২], স্থাপি নিজ বাক্যাবলি,
কৃষ্ণসনে সেই লীলাশুক।
কহয়ে বিবাদ যেই, কৃষ্ণকর্ণামৃত সেই,
শুন সবে পাবে প্রেমসুখ।।
সে[১৩] সব[১৩] শ্লোকের কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
শুন সবে একমন করি।
একান্ত লক্ষণ যাতে নিষ্ঠা হয় শুদ্ধমতে,
হেন বাণী অতি সুমাধুরী।।
প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাশুক বলি,
চন্দ্র-পদ্ম- আদি করি যত।
মোর মুখ বপু যত, বর্ণিলা উপমা কত,
এবে কেনে না বর্ণ সে মত।।
ইহা শুনি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ,
কৃষ্ণপদনখ নিরীক্ষয়।
সে শোভাতে মগ্ন মন, গ্রন্থারম্ভে যে বর্ণন,
সেইরূপ শ্লোক পড়য়।।৯৫।।

পাঠান্তর— * হে (ক) ১-১ কুঞ্চিত (ক, খ) ২ ইন্দু (ক, খ) ৩-৩ বর্ণনা লেশ (ক): বাণীর আশ্লেষ (খ) ৪-৪ অদ্ভুত সাজ (ক,খ) ৫-৫ কর্ণামৃত বৃন্দ (ক, খ) ৬-৬ লীলাশুকের যতেক (ক, খ) ৭-৭ সন্দর্শন দুঃখ মন্য (ক, খ) ৯ স্বসুখাদি (ক) ১০ ভজন কহে (ক) ১১-১১ বহু প্রার্থনা ভাব তাহে (ক) ১২ ভরি (ক, খ) ১৩-১৩ সপ্তদশ (ক, খ)।

বদনেন্দুবিনির্জিতঃ শশী দশধা দেব পদং প্রপদ্য তে।
অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং তব কারুণ্যবিজৃম্ভিতং কিয়ৎ।। ৯৬।।

অন্বয় — দেব! বদনেন্দুবিনির্জিতঃ শশী দশধা পদং প্রপদ্যতে। তব কিয়ৎ কারুণ্যবিজৃম্ভিতং অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাম্।।৯৬।।

অন্বয় অনুবাদ — হে দেব, তোমার বদনচন্দ্রের শোভায় গগনচন্দ্র পরাস্ত হয়ে দশখন্ডে বিভক্ত হয়ে তোমার চরণনখকে আশ্রয় করেছে। তোমার কত করুণাপ্রসার, তাই সেই দশধাবিভক্ত চন্দ্র অধিক শ্রী লাভ করেছে।।৯৬।।

অনুবাদ — হে দেব! তোমার মুখচন্দ্রের উদয়ে পরাজয় মেনে শশী দশখন্ডে বিভক্ত হয়ে তোমার পাদপদ্মে প্রপন্ন হয়েছে, তাতে সে অধিক শ্রীলাভ করেছে; তোমার কারুণ্যবিলাস যে কত অধিক, তার তুলনা নাই।।৯৬।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা --

অথ তস্য স্বকর্ণামৃতরূপস্বাদর্শনদুঃখজস্বদর্শনানন্দজোন্মাদপ্রলাপশ্রবণানন্দিনা তদ্বর্ণনাশক্ত্যা নমস্কৃত্য মৌনমাস্থিতং তং দৃষ্ট্বা পুনস্তদুক্তিশুশ্রূষুণা স্বমুখাদিবর্ণনেশ্বরান্ত-রভজনবরপ্রার্থনাদ্যাজ্ঞয়া তত্তৎ স্থাপনায় চ প্রেমনিষ্ঠাদিকমুদ্‌ঘাটয়িতুং বিবদমানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিবদমানঃ সপ্তদশশ্লোকীমাহ! তত্র প্রথমম্ — অয়ি লীলাশুক, চন্দ্রপদ্মাদ্যুপমেয়তয়া কিমিতি মন্মুখাদ্যঙ্গং ন বর্ণয়সীতি তদ্বাক্যাৎ ক্ষণং বিমৃশ্য লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবৎ তানযোগ্যান্মত্বা শ্রীচরণারবিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপন্

টীকার অনুবাদ — তারপর নিজকর্ণের অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ এবং দর্শনজনিত আনন্দ থেকে উত্থিত উন্মাদ-প্রলাপময় বাক্য শ্রবণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছা; কিন্তু লীলাশুক তাহা বর্ণনে অশক্ত হয়ে কেবল নমস্কারপূর্বক মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁর মুখে স্বীয় মুখাদি অঙ্গের বর্ণনা শুনতে ইচ্ছুক হয়ে বললেন, " ওহে! তুমি, আমার মুখাদির বর্ণন কর; না হয় অন্য ঈশ্বর ভজনা কর, না হয় বর প্রার্থনা কর। এই আজ্ঞা করে এবং সেই সেই বিষয় স্থাপনের জন্য বহু যুক্তি প্রদর্শন করলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লীলাশুকের প্রেমনিষ্ঠাদি উদ্‌ঘাটনপূর্বক পরীক্ষা করা। এইরূপ বিবদমান শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবদমান লীলাশুকের যে বাদ-বিবাদ আরম্ভ হয়, তা সতেরটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এই প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ওহে লীলাশুক, তুমি চন্দ্রপদ্মাদির উপমা সহিত আমার মুখ ইত্যাদি অঙ্গের কেন বর্ণনা করছ না?" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে লীলাশুক ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করে বললেন, "লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ" (প্রথম শ্লোক)। শোভার অধিষ্ঠাত্রীদেবী যখন স্বয়ং

কৈমুত্যেন ভঙ্গীপূর্বকমাহ — হে দেব, অয়ং শশী-অখন্ডনির্মলোজ্জ্বলত্বদ্ বদনেন্দোরুদয়েনৈব স্বপরাজয়ং মত্বা শ্রীনখস্বরূপেণ দশধাত্মানং কৃত্বা তে পদং প্রপদ্যতে অদ্যাপি সেবতে। দেবস্য তব পদং বা। ননু ভদ্রম্, নখানেব তথা বর্ণয়েত্যত্র ন হি ন হীত্যাহ — অধীতি। অত্র ত্বৎকারুণ্যেনাধিকাং শ্রিয়ং তৎতদ্গুণসম্পত্তিমশ্নুতেতরাম্। মুহুঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। নখেন্দুচন্দ্রযোর্নির্দোষসদোষত্বেন মহদ্বৈষম্যাৎ। ননু এতৎপ্রাপ্তিরেব মে করুণেতি সশঙ্কামাহ — ইদং তব কারুণ্যসিন্ধুনাং বিজৃম্ভিতং কিয়দল্পম্। তৎকণিকৈবেত্যর্থঃ। অতো যোঽয়ং খস্থঃ শশী স তে নখসাম্যেঽপ্যযোগ্য ইতি ভাবঃ।।৯৬।।

তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন, তখন চন্দ্রপদ্মাদি কি তোমার মুখাদির সহিত উপমার যোগ্য হতে পারে? কখনই নয়, এই মনে করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে দৃষ্টি পাত করলেন এবং 'কৈমুত্যন্যায়ে' (ভঙ্গিপূর্বক অসম্ভব ভাব দেখিয়ে) বললেন, 'হে দেব! এই যে আকাশের শশী তোমার অখন্ড নির্মল উজ্জ্বল বদনচন্দ্রের উদয়ে স্বীয় পরাজয় মেনে নিজেকে দশভাগে বিভক্ত করে নখচন্দ্রস্বরূপের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ চরণে প্রপন্ন হয়ে অদ্যাপি ওই চরণের সেবা করছেন। কিংবা হে দেব! তোমার চরণের কারুণ্যপ্রভাবে দশখন্ডে বিভক্ত শশীও অধিক শ্রীলাভ করেছে। অর্থাৎ তোমার চরণে আশ্রয় নিয়ে অধিক শোভাযুক্ত হয়েছে।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ভাল, তা হলে শশীর সহিত আমার পদনখের উপমা করে বর্ণনা কর।" একথা শুনে লীলাশুক বললেন, 'না, না, তাও কি হয়? তোমার পদনখের সহিত আকাশের চন্দ্রের তুলনা হতে পারে না; তবে যে সেরূপ তুলনা করা হয়, তা কেবল তোমার করুণাদ্বারা সেই চন্দ্রে শোভার আধিক্য প্রদান করা মাত্র অর্থাৎ তোমার নখচন্দ্রের শোভা মুহুর্মুহু (অনবরত) পেয়েই চাঁদের শোভা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বর্ধিত হয়েছে। বিশেষত নখচন্দ্র নির্দোষ, চন্দ্র দোষযুক্ত — দোষযুক্ত বলে উভয়ের মধ্যে বিরাট বৈষম্য রয়েছে।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "সেও ত" আমারই করুণা; কিন্তু আমার করুণা প্রাপ্তির কি এই ফল?" লীলাশুক সশঙ্কে বললেন, "চন্দ্র যে করুণা প্রাপ্ত হয়েছে, তা তোমার করুণাসিন্ধুর প্রসার অর্থাৎ তোমার করুণার কণিকামাত্র। যেহেতু তুমি করুণার সিন্ধু, তোমার করুণার বিলাস যে কত অসীম, কত প্রসারিত, তার কিয়দংশ — কণিকারও কণিকামাত্র (ক্ষুদ্র অংশ) — প্রাপ্ত হয়ে চন্দ্র এই রকম শোভা ধারণ করেছে; সুতরাং আকাশের চন্দ্র কোনক্রমেই তোমার পদনখের সহিত উপমিত হওয়ার যোগ্য নহে।।৯৬।।

যদুনন্দন --

হে দেব!
এই তোমার মুখচন্দ্র কাজে[১]।

অখন্ড নির্ম্মলোজ্জ্বল, উদয়ে চন্দ্র সবিকল,
তব মুখে জয়[২] দেখি লাজে[১] ।। ধ্রুবপদ।।
দশখান করি অঙ্গ, সেবে পদনখচন্দ্র,
প্রসন্ন হইয়া দশরূপে।
অদ্যাপিহ তব পদে, সেবা করে অবিরতে
দেখ এই করুণার ভূপে।।
কৃষ্ণ কহে ভাল এবে, শশিতুল্য করি তবে,
পদ নখ কর হে বর্ণন।
তাতে কহে নহি নহি, শুন আমি যেই কহি,
নখতুল্য নহে চন্দ্রগণ।।
তোমার করুণা[৩] হৈতে, বহু শোভা পাইল যাতে,
সে শোভাতে এ চন্দ্রের শোভা।
নখেন্দু নির্দোষময়, এই চন্দ্রে দোষোদয়,
তেঁই তার সম নহে শোভা।।
তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন,
অতিশয় সমুদ্র আকার।
তার কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহি বোল,
এ করুণা অতি অল্পতর।।
এ লাগি গগন-শশি- সাম্যে ত অযোগ্য বাসি,
এই আমি কহিল নিয়ম।
এইরূপে কৃষ্ণসনে, করি বাদ বাণীগণে,
হৈয়া অতি হরষিত মন।।
কৃষ্ণ কহে, শুন ওহে, তুমি[৪] ত অবিজ্ঞ[৪] যাহে,
দর্প[৫] করি কর এই বাণী।
বহুগুণ যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়,
মৃগাঙ্কে কি চন্দ্র দোষ গণি।।
চন্দ্র বা পদ্মের সম, মুখ না বর্ণহ কেন,
তাহাতে বা কিবা দোষ হয়।
এত শুনি কৃষ্ণসনে, বিবাদ করিয়া ভণে,
ভঙ্গি করি মনোসুখে[৬] কয়।। ৯৬।।

পাঠান্তর -- ১ রাজ (ক, খ) ২-২ দেখি যে অকাজ (ক); দেখে ত্রয় কাজ (খ) ৩ বর্ণনা (খ)।
৪-৪ বালক যে তুমি (ক, খ) দড় (ক, খ) ৬ নানাকথা (ক, খ) ।

তৎত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং
বাচামবাচি ননু পর্বণি পর্বণীন্দোঃ।
তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-
বেণু ত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ।।৯৭।।

অন্বয় — তৎ ত্বৎমুখং অম্বুজতুল্যকক্ষং কথমিব। ননু ইন্দোঃ পর্বণি বাচামবাচি। হে ভুবনৈককান্ত! বেণু ত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ তৎ কিং ব্রুবে।।৯৭।।

অন্বয় অনুবাদ — তোমার ওই মুখকে কেমন করে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করব? চন্দ্র পর্বে পর্বে হ্রাস হয়ে বলবার অযোগ্য অবস্থা লাভ করে (সুতরাং তোমার মুখের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় না)। হে ভুবনৈকনাথ, তোমার মুরলীরঞ্জিত বদনের সঙ্গে কার তুলনা করব।।৯৭।।

অনুবাদ — তোমার মুখকে কেমন করিয়া পদ্মের সঙ্গে তুলনা করিব? চন্দ্র পর্বে পর্বে ছোট হয়ে যে দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা বাক্যপথের অগোচর — তোমার মুখের সহিত তুলনা দেওয়া যায় না। হে ভুবনের একমাত্র কান্ত, তোমার বেণুবাদনশীল মুখের সহিত কাহার তুলনা করিব?।।৯৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

নন্বয়ে ত্বং বালোঽসি; 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ' ইতি তৎসাম্যেন বা মন্মুখং কিং ন বর্ণয়সীতি তেন সহ বিবদমানো ভঙ্গ্যাহ — তন্নিরুপমমেতৎ ত্বন্মুখম্ অম্বুজং তুল্যকক্ষায়াং যস্য তাদৃশং কথং ভবেৎ। ননু কিমত্র দূষণমিত্যত্র চন্দ্রে দোষান্তরং বদন্ পদ্মমপ্যতিতরাং দূষয়তি — পর্বণি পর্বণি

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ওহে তুমি বালকের মত কথা বলছ, চন্দ্রের কলঙ্ক (মৃগাঙ্ক) একটি মাত্র দোষ, তাও বহুগুণের (কুমারসম্ভব ১/৩) মধ্যে নিমগ্ন; সুতরাং চন্দ্রের ওই দোষ উপেক্ষা করে বহুগুণযুক্ত চন্দ্রের সহিত আমার মুখের উপমা দিয়ে বর্ণনা করছ না কেন? অথবা পদ্মের সহিত উপমা করে আমার মুখের বর্ণনা কর না কেন?" এই প্রকার কথা শুনে বিবাদ করবার ভঙ্গিতে লীলাশুক বললেন, "তোমার মুখ নিরুপম, ওর সঙ্গে পদ্মের তুলনা হতে পারে না — পদ্ম কি কখনও তুল্যমূল্য হতে পারে"? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "চন্দ্রের দোষের কথা বলে এখন আবার পদ্মের দোষ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বলছ কেন? পদ্মের কি দোষ?" লীলাশুক বললেন, "প্রথমে চন্দ্রের দোষের কথা বলে পরে পদ্মের দোষের কথা বলব। প্রতি অমাবস্যায় চন্দ্রের যে দশা ঘটে, তা অবর্ণনীয়। অর্থাৎ পর্বে পর্বে চন্দ্র ক্ষয় হয়ে

দর্শে দর্শে ইন্দোর্যস্তবতি তদ্বাচামবাচ্যধঃ। সংক্ষয়স্যামঙ্গল্যাদ্ বাগ্- বিষয়েঽপি কর্তুং ন যোগ্যমিত্যর্থঃ। যদীন্দোরপ্যেবং তদা তৎপদাঘাতৈস্তিরস্কৃতস্য পদ্মস্য কথং ত্বন্মুখসাম্যমিতি ভাবঃ। ননু ন ভবতু তৎসাম্যম্, বর্ণ্যং চেৎ তর্হি কেনাপ্যপরেণ মুখেন্দুনা সমতয়া বর্ণয়েতি, ক্ষণং বিমৃশ্য, আং অপরং ত্বৈব ব্রজবিলাসিস্বরূপাদপরস্বরূপাণাং মুখং কিং দেবেনোচ্যতে — নু ভোঃ স্বামিন্, ইদং ত্বদাননমনেন তৎতদাননেন সমং যৎ স্যাৎ তৎ কিং ব্রুবে কথমেতৎ কথয়ামি। তৎ তু ময়া বক্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ। ননু কিং বিক্ষিপ্তোঽসি, তদেতন্মুখমেকমেব, কস্তাবদসাম্যে হেতুরিতি, বহূন্ হেতূন্ হৃদি বিভাব্য একমেব সকরমার্জনং নীচৈরাহ —ইদং ত্বদাননং ভুবনৈককান্তো বেণুর্যত্র তাদৃশম্। এতদপূর্বামৃতং তেষু নাস্তি, ময়া

যায়, এই 'ক্ষয়' শব্দ অমঙ্গল — বাক্যের অবিষয় (বলা উচিত নয়) — উচ্চারণের অযোগ্য। চন্দ্রেরই যখন এই অবস্থা, তখন চন্দ্রের পদাঘাতে তিরস্কৃত পদ্মের কথা আর কি বলব? অর্থাৎ চন্দ্রের শোভার দ্বারা তিরস্কৃত পদ্মের সহিত আর কি তুলনা দেওয়া যায়?" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "তুল্য মূল্য না হতে পারে, কিন্তু বর্ণনীয় হতে পারে তো? কোনরূপে চন্দ্রের সহিত উপমিত করে মুখচন্দ্রের বর্ণনা কর।" ক্ষণকাল চিন্তা করে লীলাশুক বললেন, "হাঁ, বুঝেছি, তোমার ব্রজবিলাসিস্বরূপ ব্যতীত অপর যে সকল স্বরূপ আছে, বোধ হয় তুমি সেই সেই স্বরূপের মুখের সহিত উপমিত করে বর্ণনা করতে বলছ; হাঁ, কিছুটা সাম্য হলেও হতে পারে; কিন্তু তোমার মুখের সমান হবে না। তোমার বেণুবাদনশীল মুখ কেবল ব্রজেই দেখা যায়, অন্যত্র নহে। 'নু' শব্দ বিতর্কে প্রয়োগ হয়েছে। হে প্রভু তোমার এই মুখের সহিত তুলনা দেওয়া যেতে পারে, এমন কোন্ বস্তুর কথা বলব? বলতে অশক্ত। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "তুমি কি পাগল হলে? আমার অন্য স্বরূপের মুখ কি এই ব্রজবিলাসিমুখ হতে ভিন্ন? সেই মুখের সহিত যদি পদ্মের তুলনা হয়, তবে এ মুখের সঙ্গে পদ্মের তুলনা করতেই বা বাধা কি? সে-মুখের সহিত এ-মুখের পার্থক্যের কোনও কারণ আছে কি?" লীলাশুক নিজ করদ্বয় মার্জনা করতে করতে বহু হেতুর বিষয় হৃদয়ে ভাবনা করেও তার মধ্যে একটি কারণ নিশ্চয়পূর্বক মুখখানি নিচু করে বললেন, "হে ভুবনের একমাত্র কান্ত! তোমার এই বেণুবাদনশীল মুখের সহিত কার মুখের তুলনা করব? এই অপূর্ব অমৃত আর যে কোথাও নাই। এখন বল, আমার কর্তব্য কি? অথবা কিরূপেই বা পদ্ম কি চন্দ্রের সহিত উপমিত করে তোমার মুখের বর্ণনা করব? আর কিরূপেই বা অপর স্বরূপের মুখের সহিত এক বলব? ভুবনের একমাত্র পরম কমনীয় বেণুবাদনশীল তোমার মুখের সহিত আর কোন্ বস্তুর তুলনা করব?" এখানে 'অপর' শব্দের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ করিলে

কিং কর্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা, তৎ তস্মাদনেনাজ্জেনেন্দুনা চ ত্বন্মুখং সমং যৎ স্যাৎ তৎ কিং ব্রুবে কথং ব্রবীমি। কিমপরং শ্রীমুখাদি ত্বয়োচ্যতে, অনেনাপি সমং যৎ স্যাৎ তদহং কথং ব্রুবে, যদ্ ইদং ভুবনৈককান্তবেণু। অপরশব্দস্যান্যদ্ যৎ কিঞ্চিদর্থে কৃতে ভুবনেতি বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। "দর্শে দর্শে ক্ষয়ী চন্দ্রস্তেনাপ্যর্দিতমম্বুজম্। নির্বেণূন্যপরাস্যানি কেন তুল্যং ত্বদাননম্"।।৯৭।।

'ভুবন' ইত্যাদি বিশেষণের কোন সার্থকতা থাকে না। "প্রতি অমাবস্যায় ক্ষীয়মান চন্দ্র বা চন্দ্রের পদাঘাতে তিরস্কৃত পদ্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রফুল্লিত সদাপূর্ণ মুখের কি করে তুলনা করব? আর যে মুখে ত্রিভুবনের কমনীয় বেণু ন্যস্ত রয়েছে, সেই মুখের সহিত কি করে অপর বেণুশূন্যমুখকে এক রকম বলে বর্ণনা করব?" ।। ৯৭।।

যদুনন্দন --

ওহে কৃষ্ণ তব মুখচন্দ্র।
উপমা দিবার নাই, পদ্মতুল্য কিবা তাই,
ইন্দ্রতুল্য কহি অতি মন্দ ।। ধ্রুবপদ।।
প্রতি অমাবস্যা পাইলে, চন্দ্রে যেবা দশা ফলে,
সে কথা কহিতে নাহি চাই।
সর্বক্ষণ হয়[১] সেই, কান্তি লেশ তাতে নাই,
এই লাগি তুল্যে নাহি গাই।।
চন্দ্রের চরণাঘাতে, পদ্ম যায় অধঃপাতে,
সে পদ্ম কেমন মুখতুল্য।
এই লাগি জানি আমি, কহিল সকল বাণী,
তব মুখ উপমা অতুল্য।।
কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, না হউক শুন ওহে,
বর্ণিতে বাসনা যদি হয়।
তবে অন্যোপমা দিয়া, বর্ণ মুখ মন দিয়া,
শুনি ক্ষণে বিমর্ষিয়া কয়।।
তবে ব্রজবিলাসী যে, স্বরূপ অদ্ভুত সে,
হয় হয় জানিল জানিল।
অপর স্বরূপগণ, কত আছে সুবদন,
তার তুল্য বলহ বুঝিল।।

শুনহ গোস্বামি কহি, তব মুখতুল্য নহি,
বৈকুণ্ঠনাথ গুণালয়[১]।
আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি সুবিচারি,
তব মুখতুল্য কে আছয়।।
কৃষ্ণ কহে, ওহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি আমি,
সে মুখ এ মুখ এক তুল[৩]।
তবে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি,
কি হেতু তাহাতে কর ভুল[৪]।।
শুনি কহে — হেতু শুন, যে হেন[৫] না হয় উন,
কহিয়া হৃদয়ে বিভাবয়।
স্বকর[৬] মার্জনা সহে, ধীর ধীর করি, কহে,
তব মুখতুল্য কেহ নয়।।
এ তোমার মুখ অতি, মনোহর সুখ[৭] দ্যুতি[৭],
ভুবনের কমনীয় ঠাম।
তাতে[৮] বেণু বিলাসয়ে, সদা সুধা বরিষয়ে,
এই লাগি তুল্য নহে আন।।
কৃষ্ণ কহে,— যদি হেন, তবে কবিগণ কেন,
চন্দ্র পদ্মতুল্য বলে মুখ।
তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদা গেল[৯],
শুনি হাসি কহে দুই শ্লোক।। ৯৭।।

পাঠান্তর— ১ ক্ষয় (ক) । ২ গণনায় (ক, খ) ৩ মোর (ক, খ) ৫ হেতু (ক, খ) ৬ এ (ক, খ) ৭-৭ সুমহতি (খ) ৮ যাতে (ক, খ) ৯ ভোল (ক, খ)।

শুশ্রূষসে শৃণু যদি প্রণিধানপূর্বং
পূর্বৈরপূর্বকবিভির্ন কটাক্ষিতং যৎ।
নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দোর্
নির্ব্যাজমর্হতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ।। ৯৮।।

অন্বয় — যদি শুশ্রূষসে প্রণিধানপূর্বং শৃণু, পূর্বৈরপূর্বকবিভিঃ যৎ ন কটাক্ষিতং শশিপ্রদীপঃ চিরায় নীরাজনক্রমধুরাং ভবৎ আনন ইন্দোঃ নির্ব্যাজমর্হতি।।৯৮।।

অন্বয় অনুবাদ — যদি শুনতে চাও তো মন দিয়ে শোন, পূর্ব কালের কবিরা এ বিষয়ে কটাক্ষও করেন নাই। চন্দ্র তোমার মুখচন্দ্রের চিরকাল নিষ্কপটভাবে আরতি বা নীরাজন করবার ভার পাবার যোগ্য হয়েছে।।৯৮।।

অনুবাদ — যদি শুনতে চাও তবে শোন, পূর্বকালের কবিরা মনঃসংযোগ করে দৃষ্টিপাত করেন নাই, এই চন্দ্র কর্পূরের প্রদীপরূপে তোমার মুখচন্দ্রের চিরকাল ভাল ভাবে নীরাজন (আরতি) করবার ভার পাবার যোগ্য হয়েছে।।৯৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ননু যদ্যেবং তর্হি কবয়ঃ কথং মন্মুখস্মিতাদিকং তৎ তৎ সাম্যেন বর্ণয়ন্তি, ত্বয়া বা কথং ন বর্ণ্যমিত্যত্র সগর্বপরিহাসমাহ দ্বাভ্যাম্ — ভো বিদগ্ধশেখর, যদি শুশ্রূষসে তদা পূর্বৈঃ প্রাচীনৈরপূর্বকবিভির্যৎপ্রণিধানপূর্বমপি ন কটাক্ষিতং ন দৃষ্টং তৎ শৃণু। যদ্বা, প্রণিধানপূর্বং শৃণ্বিতি পরিহাসঃ। সাবধানঃ সন্নিত্যর্থঃ। কিং তৎ — অয়ং শশিপ্রদীপো ভবদাননেন্দোর্নীরাজনক্রমধুরাং নির্মঞ্ছনপরিপাটীভারং চিরায় নির্ব্যাজং যথা স্যাৎ তথা অর্হতি। ত্বদাননং নির্মঞ্ছ্য দূরে প্রক্ষেপ্তুং যোগ্যোঽয়মিত্যর্থঃ।। ৯৮।।

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যদিও এইরূপই হল, তবে কবিগণ কেন, আমার মুখের হাস্য ইত্যাদিকে চন্দ্র পদ্ম ইত্যাদির সমান বর্ণনা করেন? আর তুমিই বা কেন বর্ণনা করছ না? এই কথা শুনে লীলাশুক গর্ব ও পরিহাসের সহিত দুটি শ্লোকে বলছেন — হে বিদগ্ধশেখর! যদি শুনতে চাও তবে শোন, পূর্বের প্রাচীন ও অপ্রাচীন কবিগণ চন্দ্র ও পদ্মের সহিত তোমার মুখের উপমা দিয়া থাকেন; কিন্তু প্রণিধানপূর্বক তাঁরা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথবা 'প্রণিধানপূর্বক শোন', ইহা পরিহাস অর্থাৎ এখন সাবধান হয়ে শোন। তা কি রকম? চন্দ্র কখনও তোমার মুখের উপমার যোগ্য নহে। এই শশী (কর্পূরের) প্রদীপরূপে তোমার মুখচন্দ্র আরতি করবার জন্য অর্থাৎ তোমার মুখচন্দ্রের নীরাজন-পরিপাটীর যে ভার (অধিকার) তা চিরকালের জন্য ভাল ভাবে পাবার যোগ্য হয়েছে। অর্থাৎ যেমন প্রদীপ দ্বারা আরতি শেষ করে উহা দূরে ফেলে দেওয়ার যোগ্য হয় তেমনই এই শশিপ্রদীপ।।৯৮।।

যদুনন্দন --

শুন ওহে বিদগ্ধশেখর।
শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে, সাবধানে শুন ওহে,
পূর্বে যত বর্ণে কবিবর[১] ।। ধ্রুবপদ।।
কটাক্ষ না করি তারে, কেবা তাতে চিত্ত ধরে,
চন্দ্র-পদ্ম-তুল্য তব মুখ।
সে সব[২] বর্ণিয়া আছে, সেই কথা কেবা বাছে,
শুন কহি কারণ অনেক।।
এই যত চন্দ্রগণ, তুয়া মুখ নির্মঞ্ছন,
করি দূরদেশে ফেলাইতে।
প্রদীপের তুল্য বলি, যে মোর বচনাবলী,
দীপতুল্য কহি এই মতে।।
এ তোমার মন্দস্মিতে, সর্বোপমাবলী জিতে,
জয়যুক্ত সদাই বিরাজে।
অখন্ড নির্বাণ-রস, প্রবাহ আনন্দ যশ,
দেখ দেখ এইরূপ সাজে।।
বহুরস অন্তরাণি, ন্যক্কার করিতে ধনী,
যে স্মিত বিখন্ড করি বলি।
এই ত স্বভাব যার, হেন স্মিত যাতে[৩] আর,
উপমা দিবারে শক্তি ধরি।।
সুধাসিন্ধু রসে[৪] যেই, হেন স্মিত যাতে জয়ী,
সত্য মাধুর্য রসানন্দ।
তাহার পরম কাষ্ঠা, সর্বমনো-নেত্র-ইষ্টা,
সম কেহ না হয় নির্বন্ধ।।
কৃষ্ণ কহে — কত কত, রসিক মধুর যত,
লোক মাঝে সদা নিবসয়।
কেনে তাহা সবা ছাড়ি, মোসহে বিবাদ করি,
মোরে স্তব কর অতিশয়।।
ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভণে,
কৃষ্ণ প্রতি সবিনয় বাণী,
'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-কথা অমৃত হৈতে পরামৃতা,
শুন সবে সর্বরসখনি।।৯৮।।

পাঠান্তর— ১-১ বর্ণিল বিস্তর (ক) রস (খ) ৩ কিবা (ক, খ) ৪ রসে (ক, খ)।

অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈর্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।
অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি।।৯৯।।

অন্বয় — অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈর্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি শীতানি তব স্মিতানি জয়ন্তি।।৯৯।।

অন্বয় অনুবাদ — অখণ্ড আনন্দরসপ্রবাহের দ্বারা সকল অন্য রসের গৌরব যে খণ্ডিত করেছে অনর্গল সুধাসাগরবমনকারী সেই স্নিগ্ধ মধুর হাসির জয় হোক ।।৯৯।।

অনুবাদ — যে অখণ্ড পরমানন্দময় রসধারা অন্য সমস্ত রসের গৌরব খণ্ডিত করেছে, সেই অনর্গল সুধাসিন্ধু উদ্‌গীরণকারী শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ হাসি জয়যুক্ত হোক।।৯৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

কিং চ তব স্মিতানি জয়ন্তি সর্বোপমানানি বিজিত্য সর্বোৎকর্ষেণ বর্তন্তে। কীদৃশানি? অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈঃ সর্বতঃ প্রসরদ্ভিঃ পূর্ণানন্দরসপূরৈর্বিখণ্ডিতানি আপ্লাব্য ন্যক্কৃতান্যশেষাণি রসান্তরাণি যৈঃ। তথা, অযন্ত্রিতেনাযন্ত্রণেন। স্বভাবেনেত্যর্থঃ। উদ্বান্তাঃ সুধার্ণবা যৈঃ। তথা শীতান্যতিশীতলানি। শৈত্যমাধুর্যানন্দরসপরাকাষ্ঠা-রূপাণীত্যর্থঃ।।৯৯।।

টীকার অনুবাদ – হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার স্নিগ্ধ মৃদুহাস্য জয়যুক্ত হোক — সেই হাসি সকল উপমানকে পরাভূত করে সর্বোৎকর্ষের সহিত তা বর্তমান রয়েছে। তা কিরূপ? অখণ্ড নির্বাণ রস প্রবাহ দ্বারা সর্বত্র প্রসরণশীল পূর্ণানন্দরসরূপে বর্তমান থেকেই করুণাদি অশেষ রসের গৌরব খণ্ডিত করেছে অর্থাৎ অশেষ রসকে ন্যক্কারজনকরূপে প্রতিপন্ন করেছে এবং স্বভাবত সুধার সাগর উদ্‌গীরণ করে জগৎ প্লাবিত করেছে। আর সেই মৃদুহাসিও স্বভাবত শীতল মাধুর্যানন্দরসের পরাকাষ্ঠারূপ।।৯৯।।

যদুনন্দন —

হে দেব !
শুন আমি কহি সত্য বাণী।
তব সঙ্গে, সত্য আমি, বিবাদ নাহিক জানি,
স্তুতি করি না কহিয়ে আমি।।

রসিক শেখরগণ, লোকে কেবা[১] হেন[১] জন,
সহস্র সহস্র ঈশ[৩] গণ।
তার মধ্যে অতি, মাধুর্য স্বারাজ্য[৪] সতি[৪],
অন্য নহে কেহ তব সম।।
সত্য বলি, শুন হরি, রমণীয় সুমাধুরী,
তুমি সেই সকলের পার।
সর্বাশ্রয় তুমি মেনে, সর্বাবধি রসগণে,
সহজেই বিবাদ কি আর।।
পূর্বে আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত,
ইদানী সফল হৈল তা।
আমার কবিতা[৫] গণ, সাফল্য[৬] হৈল জন্ম,
এত কহি শ্লোকে কহে কথা।।৯৯।।

পাঠান্তর— ১-১ না কহি বাণী (ক, খ) ২-২ কহে নহে (ক, খ) ৩ সেই (ক) ৪-৪ স্বাবাহ্য বৃত্তি (ক); বাহ্য তথি (খ) ৫ কবিত্ব (ক, খ) ৬ সফল (ক)।

কামং সন্তু সহস্রশঃ কতিপয়ে সারস্যধৌরেয়কাঃ
কামং বা কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ।
নৈবৈবং বিবদামহে ন চ বয়ং দেব প্রিয়ং ব্রূমহে
যৎ সত্যং রমণীযতাপরিণতিস্তয্যেব পারং গতা।।১০০।।

অন্বয় — হে দেব! কামং সহস্রশঃ কতিপয়ে সারস্যধৌরেয়কাঃ, কামং বা কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ। নৈবৈবং বিবদামহে, ন চ বয়ং প্রিয়ং ব্রূমহে। যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিণতিস্তয্যেব পারং গতা।।১০০।।

অন্বয় অনুবাদ — হে দেব! ধরে নিলাম যে সহস্র সহস্র লোকের রসসম্পর্কে কিছু ধারণা আছে। আবার কিছু লোক তোমার কমনীয়তা-পরিমলের যে পরমোৎকর্ষতা তাহাতেই বদ্ধব্রত। ইহাতে আমরা তর্ক তুলছি না। যা সত্য তাহাই বলছি যে একমাত্র তোমাতেই রমণীয়তার পরাকাষ্ঠা আছে।।১০০।।

অনুবাদ — হে দেব! এ জগতে রসের ভারবাহী সহস্র সহস্র ব্যক্তি থাকুন, তোমার কমনীয়তার পরিমললোভী স্বারাজ্যলাভে বদ্ধপরিকর বিচক্ষণ কতিপয় ব্যক্তি থাকুন, তাদের সহিত আমি বিবাদ করি না বা প্রিয়বাক্যে স্তুতিও করি না; কিন্তু যা সত্য তাই বলছি যে, তোমাতেই রমণীয়তার পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে।।১০০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ননু কতি কতি সরসমধুরশেখরা লোকে সন্তি, কিমিতি তান্ হিত্বা ময়া বিবদমানঃ স্বোক্তিমেব স্থাপয়ন্ মামেবাত্যুক্ত্যা স্তৌষীতি তান্ প্রতি সাবহেলং তং প্রতি সবিনয়মাহ — হে দেব, সারস্যধৌরেয়কাঃ সরসতাভারবাহিনঃ সহস্রশঃ কামং সন্তু। তেষাং মধ্যে কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ সর্বাতি-কমনীয়া বা কতিপয়ে কামং

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এ জগতে কত কত সরস মধুরশেখর লোক আছে, তাদেরকে ত্যাগ করে কি জন্য আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হচ্ছ? আর কেনই বা নিজের উক্তি স্থাপনের জন্য অত্যুক্তি দ্বারা আমাকে স্তুতি করছ? তাদের প্রতি অবহেলাই বা কেন করছ? প্রত্যুত্তরে লীলাশুক সবিনয়ে বললেন, হে দেব! এ জগতে সারস্য-ভারবাহী (যুক্তিবলে সার-নির্ধারণকারী) সহস্র সহস্র ব্যক্তি থাকুন; তাঁদের মধ্যে তোমার কমনীয়তার পরিমললোভী স্বারাজ্যলাভে বদ্ধপরিকর কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি বা কতিপয় ভজনকামী ভক্ত থাকতে পারেন; কিন্তু তাঁদের সহিত বা তোমার সহিত আমার কোন বিবাদ নাই। অর্থাৎ অসৎ গুণের আরোপ দ্বারা তাঁদের ন্যূনতা প্রতিপাদনে যুক্তি উত্থাপন করতে চাই না বা প্রিয়বাক্যে স্তব করে তোমার মনস্তুষ্টির জন্য কোন

সন্ত। তে তে না সন্তীত্যেবং ত্বয়া সহ ন বিবদামহে। ন চ তব প্রিয়ং ক্রমহেঽসদ্গুণাধ্যারোপেণ ত্বাং স্তৌমি। কিং তু সত্যমেব ক্রমহে। যদ্যতো যাঃ রমণীয়তাপরিণতিঃ সা ত্বয্যেব পারং গতা অবধিং প্রাপ্তা। অতঃ স্বভাবোক্ত্যা নায়ং বিবাদঃ স্তুতির্বেতি ভাবঃ।।১০০।।

কথা বলব না; কিন্তু সত্য কথাই বলব। যেহেতু রমণীয়তার পরিণতির পরাকাষ্ঠা কেবল তোমাতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে অতএব আমার এই স্বাভাবিক সত্য উক্তি, ইহাতে বিবাদপরতা বা স্তুতিপরতা নাই, যা সত্য, তাহাই বলছি যে হে দেব! একমাত্র তোমাতেই রমণীয়তার পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান রয়েছে।।১০০।।

যদুনন্দন --

শুন নাথ! এই সত্য বাণী।
তুমি[১] যদি শুন তাহা, তবে মানি ভাগ্য ইহা[১],
বিশেষ[২] উত্তম[২] তারে মানি ।। ধ্রুবপদ।।
*মোর এই বাণীগণ, যাতে মধু বরিষণ,
সুন্দর গাঁথনি মনোরমে।
তব স্থানে যায় যবে, জন্ম ধন্য হয় তবে,
ভাল দ্রব্য তোহে পর্যাপ্ত কামে।।*
আমার কবিত্বগণ, অসদ্গুণ অধ্যাসন[৩],
পূর্বে অতি সঙ্কোচিত ছিল।
ইদানী তোমার স্থানে, গেল[৪] হৈল ফুল্লমনে,
অসহজ[৫] অনন্ত[৬] বর্ণিল।।
জনমে চাপল্য জানি, মানি[৭] ছিল মোর বাণী,
এবে অতি প্রফুল্ল হইলা।
এতেক কহিতে কাছে, দেখে গোপনারী আছে,
তাহাতেই[৮] কহিতে লাগিলা।।
কেবল[৯] বরাকবাণী,[৯] জন্ম ধন্য হৈল জানি,
ইহা নহে শুন কহি আর।
কিন্তু গুণ-রূপ-রাগ, অতিশয় পূর্ণভাগ,
গোপী জন্ম ধন্য ধন্য সার।।
কৃষ্ণ কহে, গোপীগণ! নিজ নিজ পতিমন,
তাতে জন্ম সফল তাহার।

তেঁহো[১০] কহে তাহা কহি, পূর্বে তুয়া নাহি পাই,
পতি-কোলে দেহত্যাগ যার।।[১০]
তোমার বিষয়ে[১১] প্রেম, যৈছে দশবান হেম,
তাতে[১২] তার নম্র[১২] অনুক্ষণ।
তে কারণে সুচঞ্চলা, ত্যক্ত লজ্জা সুবিহ্বলা,
তেঁই জন্ম ধন্য গোপীগণ।।
এই[১৩] কালে বৎস[১৩] দেখি', সমিৎকারে[১৪] ঝরে আঁখি,
কহে এই কৈশোর বয়স।
ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি মর্ম[১৫],
কামমদে স্ফীত[১৬] অহর্নিশ[১৬]।।
কৃষ্ণ কহে, অন্যগণে, দেবতা মনুষ্যজনে,
কৈশোর কি সাফল্য না হয়।
শুনি কহে, তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুনঃ,
রাসকুঞ্জলীলা নাহি[১৭] তায়[১৭]।।১০০।।

পাঠান্তর— ১-১ তুমি সুগত হও যত, দেখ শুন ভোগ্য মত (ক, খ) ২-২ তবে তার সে উত্তম (ক); তবে সেই মত (খ) * এই কলিটি খ-পুথিতে ধ্রুবপদের আগে আছে। ক-পুথিতে নাই। ৩ অধ্যাপন (ক) ৪ জ্ঞান (ক) ৫ সহজ গুণ (ক, খ) ৬ অন্তর (ক) ৭ ম্লান (খ) ৮ তাহা দেখি (ক, খ) ৯ কেবল রাধিকা বাণী (ক); কেবল এবাক্য বাণী (খ) ১০-১০

স্বমাধুর্য রসপানে, নেত্র মন রসায়নে,
ভাগ্য সীমা কে কহিব তার।। (ক)

১১ বিষম (ক) ১২-১২ তাহাতে আনম্র (ক) ১৩-১৩ ওরূপ লাবণ্য (ক); এই কালে বয়স (খ) ১৪ সসিৎকারে, (খ) ১৫ কর্ম (ক) ১৬-১৬ স্ফূর্তিঅহর্নিশ (ক) ; স্মৃতি হয় বশ (খ) ১৭-১৭ রসময় (ক)।

গলদ্‌ব্রীড়া লোলা মদনবিনতা গোপবনিতা
মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা।
সমুজ্জৃম্ভা গুম্ফা মধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং
ত্বয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম সফলম্।।১০১।।

অন্বয়— গলদ্‌ব্রীড়া লোলা মদনবিনতা গোপবনিতা মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা সমুজ্জৃম্ভা গুম্ফা মধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং ত্বয়ি স্থানে যাতে চপলং জন্ম সফলং দধতি।।১০১।।

অন্বয় অনুবাদ — বিগলিতলজ্জ (যার লজ্জা বিগত হয়েছে) চঞ্চল, তোমার প্রেমে নম্র গোপবধূগণ বিগতবাল্য তারুণ্যস্ফীত তোমাকে পেয়ে সফলজীবন হয়েছেন। আর আমার বাক্যগুলি আজ তোমাকে আশ্রয় করে মালা গেঁথেছি বলে আমার নশ্বর জীবন সাফল্য লাভ করেছে।।১০১।।

অনুবাদ — লজ্জাত্যাগী, চঞ্চল, তোমার প্রেমে নম্রীভূত গোপবধূগণ তারুণ্যস্ফীত তোমাকে পেয়ে সফলজীবন হয়েছে। আর আমার মাধুর্যাদি কবিত্বগুণযুক্ত বাক্যগুলিও আজ তোমাকে আশ্রয় করে গ্রন্থিত (রচিত) হয়েছে বলে আমার চঞ্চল জীবন সাফল্য লাভ করেছে।।১০১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

কিঞ্চ, পূর্বং তে তে ময়া কতি ন বর্ণিতাঃ সন্তি, কিন্ত্বিদানীমেব মৎকবিত্বাদিকঞ্চ সফলং জাতমিতি সহর্ষমাহ — মাদৃশাং গিরাং গুম্ফা গ্রথনানি ত্বয়ি স্থানে আশ্রয়ে যাতে প্রাপ্তে। বর্গীয়জকারপাঠঃ ক্বচিৎ তত্র জাতে ভূতে সতি। জন্ম সফলং দধতি। উত্তমপদার্থানাং ত্বৎপ্রাপ্তাবেব কৃতার্থত্বমিতি ভাবঃ। তদুত্তমত্বমাহ, কীদৃশাং গিরাম্? মধুরিমকিরাম্। মাধুর্যাদিকবিত্বগুণযুক্তানামিত্যর্থঃ। কীদৃশ্যস্তাঃ? সম্যগুজ্জৃম্ভা যত্র।

টীকার অনুবাদ — এর আগে আমি তোমার রূপ-গুণ-লীলাদি কতই না বর্ণনা করেছি, কিন্তু ইদানীং আমার সেই কবিত্বাদি সফল হল এই মনে করে সহর্ষে লীলাশুক বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার এই বাক্যাবলীর গুম্ফন (রচনা) তোমাকে আশ্রয় করে সাফল্য প্রাপ্ত হল। 'যাত' স্থলে বর্গীয় 'জ'-কার পাঠ (জাত) হলে অর্থ হবে, আমার জন্মের সাফল্য জাত হল — আজ আমার রচনা সার্থক হল। উত্তম পদার্থ সমূহ যখন তোমাকে প্রাপ্ত হয় বা আশ্রয় করে, তখনই সেই পদার্থের কৃতার্থত্ব ঘটে; সেই সকল বাক্যের উত্তমতা কিরূপ? 'মধুরিমকিরাম্' -- মাধুর্যবর্ষণকারী — মাধুর্যাদি কবিত্বগুণযুক্ত বাক্যাবলী। তা কেমন? সম্যক্ উল্লাস হয় যাতে, সেই রকম

পূর্বমসদ্‌গুণাধ্যাসেন বর্ণনাৎ সঙ্কুচিতাঃ ইদানীং তে সহজানন্তগুণবর্ণনাদুৎফুল্লাঃ। কীদৃশং জন্ম — চপলং গত্বরম্। পূর্বং তাদৃশত্বেন ব্যর্থমপি। তদৈব তৎসমীপে গোপীর্বীক্ষ্য এতাঃ পরং তনুভৃতঃ ইত্যাদিবৎ সশ্লাঘমাহ — ন কেবলং বরাক্যো মদ্বাগ্‌গুম্ফা এব, কিন্তু গুণরাগাদিপূর্ণাঃ শ্রীগোপবনিতা অপি তথা জন্ম সফলং দধতি। নন্বাসাং স্বস্বপতিমতীনাং জন্ম সফলমেবেতি নেত্যাহ, পূর্বং ত্বদপ্রাপ্ত্যা দেহত্যাগস্য নিশ্চিতত্বাচ্চপলমপি রাসারম্ভে কাসাঞ্চিৎ তথা দর্শনাৎ। তদ্‌গুণানাহ — মদনেন তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষেণ বিনতা নম্রাস্তৎপ্রচুরা ইত্যর্থঃ। তথা হি, প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি তন্ত্রে। অতো লোলাস্তৎপ্রাপ্তয়ে চঞ্চলাঃ সতৃষ্ণা বা। ততঃ গলদ্‌ব্রীড়াস্ত্যক্তলোকলজ্জাঃ। তদৈব তৎ কৈশোরমাধুর্যং বীক্ষ্য সশীৎকারমিদং বয়

লীলাবর্ণনময় উৎফুল্ল মাধুর্য ব্যক্তকারী বাক্যসমূহের গ্রন্থন অর্থাৎ গোপবনিতাদের কুঞ্জে অভিসারাদি চাতুর্যময় বাক্য; তা আজ সার্থক হল। পূর্বে অসৎগুণের ভ্রমহেতু যা কিছু বর্ণনা করেছি, তা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল; কিন্তু এখন তোমার স্বাভাবিক অনন্ত গুণ বর্ণনায় আমার বাক্যবলী উৎফুল্ল এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনও সফল হয়েছে। কি প্রকার জীবন? চপল বা স্বভাবত চঞ্চল ও নশ্বর। আজ তোমাকে আশ্রয় করে এই চঞ্চল জীবন সাফল্যমণ্ডিত হল; কিন্তু এই জীবন পূর্বে ওই ভাবে বৃথা অতিবাহিত হয়েছে। এইরূপে স্বীয় জীবন ও রচনার সার্থকতা চিন্তা করে লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁর সহিত অবস্থিত গোপবনিতা সকলকে দর্শন করে বললেন, 'এতাঃ পরং তনুভৃতঃ' (ভাগবত ১০/৪৭/৫৮) এই গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণে অনন্যপ্রেম প্রাপ্ত হয়েছেন, তারাই এই লোকে সার্থক জন্মলাভ করেছেন — ইত্যাদি কথা শ্লাঘার সহিত বললেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! কেবল যে দুর্ভাগ্যবান্ আমার বাক্যাবলীর গুম্ফন (রচনা) সার্থক হল তা নয়; কিন্তু এই সকল গুণসম্পন্ন ও অনুরাগাদিপূর্ণ গোপবধূগণও তোমাকে পেয়ে সফলজীবন হয়েছেন। যদি বল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা পতিমতী অর্থাৎ স্ব স্ব পতির প্রতি চিত্ত সমর্পণ করেছেন, তাঁদের জীবন সফল হল কিরূপে? অর্থাৎ সফল হতে পারে না। না, এ কথা বলা যায় না। কারণ যাঁরা রাসে তোমার সঙ্গলাভ করতে পারে নাই, তাঁরা তোমার বিরহে দেহত্যাগ করলেন অর্থাৎ তোমার অপ্রাপ্তিতে গুণময় দেহত্যাগের পর সচ্চিদানন্দময় দেহে তোমাকে পেয়েছিলেন; ইহা নিশ্চয়ই তোমার চাপল্য (কৃপা) হলেও রাসনৃত্যের আরম্ভে কোনও কোনও গোপী তোমাকে পেয়েছিলেন; ইহাতে তোমার চাপল্য অর্থাৎ স্বৈরাচার (ইচ্ছামত আচরণ) প্রকাশিত হয়েছে! আবার রাসের আরম্ভে কোনও কোনও গোপীর যে চপলতা দেখা যায় হয়, তাহাও তাঁদের সদ্‌গুণের অন্তর্গত। তাহাই বলছেন, 'মদনবিনতা'— তোমার প্রতি

ইতি বিবক্ষুস্তন্মাধুর্যস্তম্ভিতঃ সগদ্গদমাহ — ইদং কিমপি। বয় ইত্যর্থঃ। তথা জন্ম সফলং দধাতি। তদেব ব্যঞ্জয়তি — বীতং বাল্যাংশেন বিগতপ্রায়ম্। নবতারুণ্যাংশেন কন্দর্পমদেন স্ফীতম্। বিশেষণাভ্যাং কৈশোরমিত্যর্থঃ। ননু তদন্যত্র দিব্যাদিব্যকিশোরেষু সফলমেবেত্যত্র নেত্যাহ — পূর্বমন্যত্র এতাদৃশরাস-কুঞ্জলীলাদ্যপ্রাপ্ত্যা চাস্থিরতয়া চ ব্যর্থমপি। তথা হি বিষ্ণুপুরাণে — সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ইত্যাদি। তথা রসামৃতসিন্ধৌ — বাচা সূচিতশর্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং, ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ। তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-পাণ্ডিত্যপারংগতঃ, কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিরিতি।। তস্য

প্রেমবিশেষই মদন নামে অভিহিত, সেই প্রেমে বিনম্র — তোমাকে পাবার জন্য চঞ্চল — অতিশয় তৃষ্ণাতুর। তন্ত্রে উক্ত আছে — 'গোপরমণীদিগের প্রেমই কাম বলে বর্ণিত হয়, — এই আখ্যা দেওয়ার প্রথা শাস্ত্রে আছে।' অতএব গোপবধূগণ তোমার প্রতি প্রেমে প্রগাঢ় ভাবে আবিষ্ট বলে তোমাকে পাবার নিমিত্ত চঞ্চল — অতিশয় তৃষ্ণাতুর। আর এই তৃষ্ণা ও চপলতার আতিশয্যে তৃষ্ণাকুল। আর এই তৃষ্ণা ও চপলতার আতিশয্যে 'গলদ্ব্রীড়'— ত্যক্তলোকলজ্জ, অর্থাৎ লোক-লজ্জা ও ধর্ম প্রভৃতি ত্যাগ করে চঞ্চলভাবে (তাড়াতাড়ি) রাসস্থলে সমাগত হয়ে তোমাকে পেয়েছেন। অতএব গোপীগণ ধন্য। তারপর শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর মাধুর্যসৌন্দর্য দেখে লজ্জাত্যগী গোপবধূগণও সফলজীবন হয়েছেন, তাহাই বলিতে ইচ্ছুক হয়েও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য দর্শনে স্তম্ভিত লীলাশুক গদ্গদস্বরে বললেন, এই অনির্বচনীয় কিশোরস্বরূপ তোমাকে পেয়ে গোপবধূগণের জন্ম সফল হয়েছে। ইহাই 'বীতং' ইত্যাদি বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে, অর্থাৎ বাল্যকাল বিগতপ্রায় এবং নব তারুণ্যবশে ও কন্দর্পমদে স্ফীত। এখানে 'বীতং' এবং 'মদস্ফীতং' এই দুটি বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়স বুঝাচ্ছে। যদি বল, আমার কৈশোর, যা প্রেমের আবেশ হওয়াতে স্ফীত। আর এই কৈশোর ছাড়া অন্য দিব্য এবং অদিব্য বহু কৈশোর মূর্তি আছে, তাতেও এই সাফল্য লাভ হতে পারে না কি? উত্তরে লীলাশুক বললেন না, অন্যান্য দিব্য ও অদিব্য কৈশোর মূর্তি থাকলেও এই রকম রাস-কুঞ্জে বিহারাদি না থাকায় তা অস্থির এবং কৈশোর লীলাও ব্যর্থ। যেহেতু রাসলীলায় গোপীগণের সহিত বিহার হেতু তোমার কৈশোর সফল হয়েছে। আর তোমার এই কৈশোর নিত্য অর্থাৎ চিরস্থির: কিন্তু অন্য স্বরূপের কৈশোর নিত্য বা চিরস্থির হলেও তাতে রাস ইত্যাদি লীলা না থাকায় ব্যর্থ। তা বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৬০) উক্ত হয়েছে; যথা, "মধুসূদন কৈশোর বয়স অঙ্গীকার করে স্ত্রীরত্ন গোপীগণের সহিত বিহার করলেন"। কৈশোর-মাধুর্য

নৃত্যাদিচাপল্যং দৃষ্ট্বাহ— চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শ্চ তথা। ননু, শংপামনঃপবনাদৌ সাপি পূর্ণা, নেত্যাহ — মধুরা। একেন বপুষা অসংখ্যাঙ্গনাপার্শ্বে স্থিত্যাদিনা-তিমনোজ্ঞা। তথা হি রসামৃতসিন্ধৌ — অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব, ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্তিকামঃ। অতনুত গতিলীলালাঘবোর্মিং তথাসৌ, দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্বস্বপার্শ্বে ইতি পূর্বং তাদৃশত্বাভাবাচ্চপলমপি। ত্বয়ি রম্যাস্পদে প্রাপ্তে মদ্বাগ্গুম্ফা ন কেবলং সফলাঃ, কিন্তু কৈশোরলৌল্যগোপাঙ্গনা অপি।।১০১।।

বিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২/১/৫৪) উক্ত আছে, যথা "সখীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ বিগত রজনীর রতিকলা-প্রাগল্ভ্য অর্থাৎ নখচিহ্নাদি উদ্ধৃত এবং বিপরীত - বিলাসাদিসূচক বাক্য প্রয়োগে রসোদ্গার করে শ্রীরাধাকে লজ্জায় সঙ্কুচিতনেত্র করে তাঁর স্তনযুগলের উপরে বিচিত্র মকর মাছের ছবি রচনায় পান্ডিত্য প্রদর্শন করছেন; এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিহারালীলা রচনা করে কৈশোর বয়স সফল করছেন।" তারপর শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-চাপল্য দেখে বললেন, 'চাপলধুরা' — মধুর চপলতার আতিশয্যে চঞ্চল। 'ধুরা' এই শব্দ দ্বারা চপলতার আতিশয্য ব্যক্ত হয়েছে। যদি বল, জলপ্রবাহ ও পবনাদিতে পূর্ণরূপে চাঞ্চল্য আছে। উত্তরে বললেন, তোমার চাপল্য যেমন মধুর তেমন চাপল্য আর কোথাও দেখা যায় না। তুমি একই বপুতে কোটি কোটি গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থেকে তাঁদের প্রার্থনা যুগপৎ পূর্ণ কর। তোমার চপলতা অতি মনোরম, মধুর ও অতুলনীয়। তা রসামৃতসিন্ধুতে (২।১।৪৭) বলা হয়েছে। যথা — 'হে অঘহর, আমার সহিত যুগ্ম হয়ে নৃত্য কর'— এইরূপ সমস্ত গোপীরা প্রার্থনা করলে শ্রীকৃষ্ণ সেই কোটি কোটি গোপীর প্রার্থনা পূরণের জন্য এইরূপ নৃত্যগতির ক্ষিপ্রতা বাড়ালেন যে, তাতে প্রত্যেক গোপী নিজ নিজ পাশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলেন।" পূর্বে গুণ-লীলার বর্ণনা না করাতে তার অভাবে আমার চঞ্চল জীবন বৃথা অতিবাহিত হয়েছে। এখন সুমধুর অতিচপল রমণীয় যে তুমি, তোমাকে পেয়ে কেবল যে আমার বাক্যাবলীই সফল হয়েছে তা নয়, তোমার কৈশোর মাধুর্যাস্বাদন করতে আসক্ত গোপাঙ্গনাদেরও জন্ম সফল হয়েছে।।১০১।।

যদুনন্দন —

* এতেক কহিতে তাতে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্য রীতে,
তাতে[১] দেখে চাপল্যের ধুরা।[২]
চপলা[৩] মানস আর, প্রেমাদি মাধুর্যসার,
তাতে দেখি কহে অতি ত্বরা।।

একাঙ্গ অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিতি মনোহারী,
গোবিন্দের নৃত্যগতি রঙ্গ।
পরম-মনোজ্ঞঠাম, চাপল্য সাফল্য[৩] নাম,
যাতে করে হেন পরবন্দ।।*
অতএব ন[৪] কেবল, মোর বাণী গাঁথা ফল,
কিন্তু গোপী-কিশোর চাপল।
সবারি সফল জন্ম, জানিল[৫] কহিল মর্ম,
উত্তমের তব প্রাপ্তিফল।।
অতঃপর ভাবোদ্ভাব[৬], প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ,[৭]
আর্তিগণ মিশালে[৮] বচন।
পুনঃ কৃষ্ণ শুনিবারে, কৌতুক অন্তরে বাড়ে,
তাহা লাগি কহি[৯] হর্ষ মন।।
শুন ওহে লীলাশুক, কি কহিয়া পাও সুখ,
সর্বভূতে যে ঈশ্বর আছে।
তাহার ভজন ছাড়ি, সদা স্তব কর মোরি,
গীতা শাস্ত্রে গুণ[১০] গাইতেছে[১০]।।
গোয়ালের পুত্র আমি, সর্বোত্তম করি তুমি,
সদা কেনে করহ বর্ণন।
শুনি হর্ষ হর্ষাগমে,[১১] নিজহস্ত সচালনে,
কহে বাণী অতি মনোরম।। ১০১।।

পাঠান্তর — ১-১ যাতে কহে চাপল্য মধুরা (খ) ২ চাপল্য (খ) ৩ সফল (খ) * ক পুথিতে নাই। ৪ (ক) পুথিতে নাই। ৫ শুনিয়া (ক) ৬ ভাবোদ্‌গার (ক) ৭ আর (ক) ৮ বিলাস (ক) ৯ কহে (ক, খ) ১০-১০ আর পুনঃ গাইছে (ক); যার গুণ গাইছে (খ) ১১ মর্বগণে (ক)।

নৃত্যাদিচাপল্যং দৃষ্টাহ— চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শ্চ তথা। ননু, শংপামনঃপবনাদৌ সাপি পূর্ণা, নেত্যাহ — মধুরা। একেন বপুষা অসংখ্যাঙ্গনাপার্শ্বে স্থিত্যাদিনা-তিমনোজ্ঞা। তথা হি রসামৃতসিন্ধৌ — অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব, ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্তিকামঃ। অতনুত গতিলীলালাঘবোর্মিং তথাসৌ, দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্বস্বপার্শ্বে ইতি পূর্বং তাদৃশত্বাভাবাচ্চপলমপি। ত্বয়ি রম্যাস্পদে প্রাপ্তে মদ্বাগ্‌গুম্ফা ন কেবলং সফলাঃ, কিন্তু কৈশোরলৌল্যগোপাঙ্গনা অপি।।১০১।।

বিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২/১/৫৪) উক্ত আছে, যথা "সখীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ বিগত রজনীর রতিকলা-প্রাগল্‌ভ্য অর্থাৎ নখচিহ্নাদি উদ্ধৃত এবং বিপরীত - বিলাসাদিসূচক বাক্য প্রয়োগে রসোদ্‌গার করে শ্রীরাধাকে লজ্জায় সঙ্কুচিতনেত্র করে তাঁর স্তনযুগলের উপরে বিচিত্র মকর মাছের ছবি রচনায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করছেন; এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিহারালীলা রচনা করে কৈশোর বয়স সফল করছেন।" তারপর শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-চাপল্য দেখে বললেন, 'চাপলধুরা' — মধুর চপলতার আতিশয্যে চঞ্চল। 'ধুরা' এই শব্দ দ্বারা চপলতার আতিশয্য ব্যক্ত হয়েছে। যদি বল, জলপ্রবাহ ও পবনাদিতে পূর্ণরূপে চাঞ্চল্য আছে। উত্তরে বললেন, তোমার চাপল্য যেমন মধুর তেমন চাপল্য আর কোথাও দেখা যায় না। তুমি একই বপুতে কোটি কোটি গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থেকে তাঁদের প্রার্থনা যুগপৎ পূর্ণ কর। তোমার চপলতা অতি মনোরম, মধুর ও অতুলনীয়। তা রসামৃতসিন্ধুতে (২।১।৪৭) বলা হয়েছে। যথা — 'হে অঘহর, আমার সহিত যুগ্ম হয়ে নৃত্য কর'— এইরূপ সমস্ত গোপীরা প্রার্থনা করলে শ্রীকৃষ্ণ সেই কোটি কোটি গোপীর প্রার্থনা পূরণের জন্য এইরূপ নৃত্যগতির ক্ষিপ্রতা বাড়ালেন যে, তাতে প্রত্যেক গোপী নিজ নিজ পাশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলেন।" পূর্বে গুণ-লীলার বর্ণনা না করাতে তার অভাবে আমার চঞ্চল জীবন বৃথা অতিবাহিত হয়েছে। এখন সুমধুর অতিচপল রমণীয় যে তুমি, তোমাকে পেয়ে কেবল যে আমার বাক্যাবলীই সফল হয়েছে তা নয়, তোমার কৈশোর মাধুর্যাস্বাদন করতে আসক্ত গোপাঙ্গনাদেরও জন্ম সফল হয়েছে।।১০১।।

যদুনন্দন —

* এতেক কহিতে তাতে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্য রীতে,
তাতে[১] দেখে চাপল্যের ধুরা।[২]
চপলা[৩] মানস আর, প্রেমাদি মাধুর্যসার,
তাতে দেখি কহে অতি ত্বরা।।

একাঙ্গ অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিতি মনোহারী,
গোবিন্দের নৃত্যগতি রঙ্গ।
পরম-মনোজ্ঞঠাম, চাপল্য সাফল্য[৩] নাম,
যাতে করে হেন পরবন্দ।।*
অতএব ন[৪] কেবল, মোর বাণী গাঁথা ফল,
কিন্তু গোপী-কিশোর চাপল।
সবারি সফল জন্ম, জানিল[৫] কহিল মর্ম,
উত্তমের তব প্রাপ্তিফল।।
অতঃপর ভাবোদ্ভাব[৬], প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ,[৭]
আর্ত্তিগণ মিশালে[৮] বচন।
পুনঃ কৃষ্ণ শুনিবারে, কৌতুক অন্তরে বাড়ে,
তাহা লাগি কহি[৯] হর্ষ মন।।
শুন ওহে লীলাশুক, কি কহিয়া পাও সুখ,
সর্বভূতে যে ঈশ্বর আছে।
তাহার ভজন ছাড়ি, সদা স্তব কর মোরি,
গীতা শাস্ত্রে গুণ[১০] গাইতেছে[১০]।।
গোয়ালের পুত্র আমি, সর্বোত্তম করি তুমি,
সদা কেনে করহ বর্ণন।
শুনি হর্ষ হর্ষাগমে,[১১] নিজহস্ত সচালনে,
কহে বাণী অতি মনোরম।। ১০১।।

পাঠান্তর — ১-১ যাতে কহে চাপল্য মধুরা (খ) ২ চাপল্য (খ) ৩ সফল (খ) * ক পুথিতে নাই। ৪ (ক) পুথিতে নাই। ৫ শুনিয়া (ক) ৬ ভাবোদ্গার (ক) ৭ আর (ক) ৮ বিলাস (ক) ৯ কহে (ক, খ) ১০-১০ আর পুনঃ গাইছে (ক); যার গুণ গাইছে (খ) ১১ মর্ষগণে (ক)।

ভবনং ভুবনং বিলাসিনী শ্রীস্-
তনয়স্তামরসাসনঃ স্মরশ্চ।
পরিচারপরম্পরাঃ সুরেন্দ্রাস্-
তদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রম্।।১০২।।

অন্বয় — বিভো! ভুবনং ভবনং, বিলাসিনী শ্রীঃ তনয়ঃ তামরসায়নঃ (ব্রহ্মা) স্মরশ্চ (কামদেব) পরিচারপরম্পরাঃ সুরেন্দ্রাঃ তদপি ত্বচ্চরিতং বিচিত্রম্।।১০২।।

অন্বয় অনুবাদ — হে ভগবান! তোমাতেই ভুবনের ভবন। বিলাসিনী লক্ষ্মী, পদ্মস্থিত কমলাসন ব্রহ্মা, মদন ইন্দ্রাদি সবই পরিবারপরম্পরায় তোমার সেবক। কিন্তু তোমার চরিত্র বিচিত্র।।১০২।।

অনুবাদ — হে ভগবান সমস্ত ভুবন তোমার ভবন, রমাদেবী তোমার বিলাসিনী, পদ্মস্থিত ব্রহ্মা ও কামদেব হলেন তোমার তনয়, ইন্দ্র, ইত্যাদি দেবগণ তোমার পরিবারপরম্পরায় সেবক; তথাপি তোমার চরিতকথা বিচিত্র।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ভাবোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যাপ্রৌঢ়িদৈন্যার্তিমিশ্রিতম্। পুনঃ স তদ্বচঃ শ্রোতুং কৌতুকী তমবাদয়ৎ।। ননু ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে ইত্যাদৌ। তমেব প্রতিপদ্যস্বেত্যাদিগীতাদিশাস্ত্রোক্তভজনীয়মীশ্বরং হিত্বা কিমিতি গোপকুমারং মামেব সর্বোত্তমত্বারোপেণ স্তবন্নাশ্রয়সীতি তৎতদ্ভাববিশেষবিবশঃ সহস্তচালমাহ — হে বিভো সর্বাবতারিন্, যস্মিন্ ত্বচ্চরিতে ভুবনং ভবনং সর্বান্তর্যামিত্বাদশ্রয়ঃ। তৎততোঽপ্যননুমেয়ৈশ্বর্যময়চরিত্রাদদ্ভুতাদ্দৃশ্যমানস্য তদেবং নেত্ররসায়নং চরিতং বিচিত্রমুক্তমম্। যদ্বা তদপি ত্বচ্চরিতং তাদৃশং ন ভবতীতি কো নাম বিবদতে। তদপীতি

টীকার অনুবাদ — স্থায়ীভাব থেকে উদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, প্রগাঢ় দৈন্য ও আর্তি মিশ্রিত বাক্য পুনরায় শুনবার জন্য উৎসুক শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করে লীলাশুককে বললেন ওহে! 'সকলের হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থান করছেন, সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর।' এই গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রে (১৮/৬১-৬২) প্রতিপাদ্য ভজনীয় ঈশ্বরকে ছেড়ে কি জন্য গোয়ালার সন্তান আমাতে সর্বোত্তমত্ব আরোপ করে অর্থাৎ আমাকে সর্বেশ্বর মেনে স্তব করছ? আর কেনই বা আমাকে আশ্রয় করছ? সেই সেই ভাবে বিবশ হয়ে লীলাশুক হস্তচালনা করে বললেন — 'ভবনমিত্যাদি।' হে ভগবান সর্বাবতারী! তোমার চরিত্র বিচিত্র। ঐশ্বর্যচরিতে সমস্ত ভুবন তোমার ভবন। সর্ব অন্তর্যামীত্বহেতু

— ইদন্তু বিচিত্রমদ্ভুতমেবেত্যপেরর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। নন্বেবং চেৎ তর্হি দৃশৈশ্বর্যা বিষ্ণুবামনাজিতাদয়ঃ সন্তি, তানেব ভজেতি সস্মিতমাহ — যত্র সুরেন্দ্রা ইন্দ্রাদয়ঃ পরিচারপরম্পরাঃ। অনুগা ইত্যর্থঃ। ততোঽপি যুদ্ধাদিময়পালনকেলিরূপাত্য-দ্ভুতাচ্চরিতাদিদং ত্বচ্চরিতং মধুরৈশ্বর্যময়ং বিচিত্রমত্যুত্তমম্। ননু যুদ্ধাদিবিমুখো গর্ভোদকশায়ী পুরুষোঽস্তীত্যধোনেত্রচালনমাহ — যত্র তামরসাসনো ব্রহ্মা তনয়স্ততোঽপি সৃষ্ট্যাদিকেলিরূপাদতিসর্বাদ্ভুতাচ্চরিতাদিদং মধুররসময়ং ত্বচ্চরিতমতি-সর্বোত্তমম্। ননু ত্বং মধুররসরসিকভক্তোঽসি, তৎপরমব্যোমেশং লক্ষ্মীশং ভজেতি সোর্ধ্বভ্রূচালনামাহ — যত্র শ্রীরেকা বিলাসিনী ততোঽপি মধুররসময়াদতি-সর্বাদ্ভুততরাচ্চরিতাদিদম্; নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ইত্যাদি সংস্তুতবিলাসিনীকোটিবিলাসবলিতং

তুমি সকলের আশ্রয়, ইহা আশ্চর্য; কিন্তু ইহার থেকেও অদ্ভুত অননুমেয় ঐশ্বর্যময় দৃশ্যমান তোমার এই নয়নের আনন্দ বর্ধক চরিত অতি বিচিত্র — আরও উত্তম। অথবা তোমার ঐশ্বর্যময় চরিত বিচার করলে এই দৃশ্যমান ব্রজচরিতই সর্বোত্তম বলে প্রতিপন্ন হবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; তবুও ব্রজে গোপীদের সহিত রাসাদিলীলাকারী তোমার এই চরিত অতি বিচিত্র — অতি অদ্ভুত। এইরূপ পরের শ্লোকেও জানতে হবে। যদি বল, এইরূপ হলে দর্শণীয় ঐশ্বর্যবিশিষ্ট বিষ্ণু, বামন, অজিত প্রভৃতি কত কত অবতার আছেন, তাদেরকে ভজনা কর না কেন ? মৃদুহাসির সহিত লীলাশুক বললেন, যেখানে ইন্দ্রাদি পরিচারকপরম্পরা তোমারই অনুগত সেবকসমূহ, সেখানে তাঁদের চরিত অপেক্ষা এবং যুদ্ধাদিময় পালনলীলাবিশিষ্ট বিষ্ণুর অতি অদ্ভুত চরিত স্বীকার্য হলেও এদের চরিত্রে মাধুর্যের অভিব্যক্তি নাই; কিন্তু তোমার চরিত মধুর ঐশ্বর্যময়, সুতরাং অতি বিচিত্র, অতি উত্তম। যদি বল, যুদ্ধাদিবিমুখ গর্ভোদকশায়ী পুরুষও (ব্রহ্মা) বর্তমান রয়েছেন, তাঁরই ভজনা কর। এই কথা শুনে লীলাশুক অধোদিকে নেত্রচালনা করে বললেন, যেখানে তামরসাসন (কমলাসন) ব্রহ্মা তনয়রূপে সৃষ্ট্যাদি লীলা করেন, সেখনে সৃষ্ট্যাদিবিলাস অতি অদ্ভুত; কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত তোমার এই মধুর চরিতই সর্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ভাল, তুমি মধুররসের ভক্ত হচ্ছ, তাহা হলে তুমি পরব্যোমেশ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের ভজনা কর। এই কথা শুনে লীলাশুক ঊর্ধ্বে ভ্রূচালনা করে বললেন, পরব্যোমে কেবল একমাত্র লক্ষ্মীদেবী বিলাসিনী। আমি সেই সর্বাদ্ভুততর চরিত অপেক্ষাও তোমার মধুররসময় অতিসর্বাদ্ভুততম ব্রজচরিতকেই শ্রেষ্ঠতম বলে মনে করি। কেননা, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" ইত্যাদি প্রমাণে (ভাগবত ১০।৪৭।৬০) জানা যায় যে একান্ত রতিশীলা লক্ষ্মীদেবীও ঐরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। অতএব লক্ষ্মীর অলভ্য এবং তাঁর সংস্তুত

ত্বচ্চরিতমতিসর্বোত্তমতরম্। নন্বেবং চেৎ তর্হি রুক্মিণ্যাদিরমণং মামেব ভজেতি সশিরশ্চালনমাহ — যত্র স্মরশ্চ তনয়ঃ। চ-কারাৎ সাম্বাদয়ঃ। ততোঽপি স্বীয়াভির্দশদশপুত্রবতীভিঃ সংখ্যাতাভিস্তাভিঃ সহ কেলিরূপাদতিসর্বাদ্ভুতাদদ্ভুত-তমাচ্চরিতাদিদং পরকীয়াসংখ্যনৃত্যৎ কিশোরীকুলৈঃ সহ রাসাদিকেলিময়ং ত্বচ্চরিতমতিসর্বোত্তমমেব ময়া সেব্যমিতি ভাবঃ। বহূনি ত্বচ্চরিতানি চিত্রাণ্যেব তথাপ্যদঃ। মৎসেব্যং মধুরৈশ্বর্যরূপকেলিভিরুত্তমম্।।১০২।।

কোটি কোটি বিলাসিনী তোমার এই ব্রজবিলাসরূপ চরিতের স্তুতি করেন। অতএব তোমার এই ব্রজচরিত অতি সর্বোত্তমতর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যদি তাই হয়, তা হলে তুমি সেই রকম রুক্মিণী ইত্যাদি মহিষীবর্গের রমণরূপে আমাকেই ভজন কর। লীলাশুক মস্তকচালনা করে বললেন, সেই দ্বারকালীলায় কামদেব তোমার তনয়, 'চ'-কার থেকে বুঝা যায় যে শাম্ব প্রভৃতিও তনয় বটে; কিন্তু এই লীলায় তুমি স্বকীয়া প্রেয়সীগণের সহিত বিলাস করে থাক এবং সেই ষোড়শ সহস্র অষ্টোত্তর শত ভার্যা দশ দশ পুত্রবতী, সুতরাং অসংখ্য ভার্যার সহিত বিলাস অতি সর্বাদ্ভুততম চরিত হলেও ব্রজে এই পরকীয়া নৃত্যশীলা অসংখ্য কিশোরীকুলের সহিত তোমার রাসাদি লীলাময় চরিত্রই বিচিত্র অতিসর্বোত্তমতম, উহাই আমার সেব্য। তোমার বহু বহু চরিত্র চিত্রিত করেছ, তথাপি এই আমার সেব্য মধুরৈশ্বর্যরূপ কেলিময় তোমার চরিত্রই সর্বোত্তম।।১০২।।

যদুনন্দন —

শুন প্রভু সর্ব-অবতারী।
সর্ব-অন্তর্যামী যেই, ভুবন -ভবন সেই।
তাহার আশ্রয় তুমি হরি ।। ধ্রুবপদ।।
তাহাতে চাইয়া তব, অনন্ত ঐশ্বর্য সব,
দৃশ্যমান অদ্ভুত সকল।
নেত্র-রসায়ন যত[১], উত্তম চরিত্র কত,
বিচিত্র প্রকার মনোরম[২]।।
কৃষ্ণ কহে, — যদি হেন, দৃশ্যমানৈশ্বর্যগণ,
বিষ্ণু[৩] বামনাজিতাদিগণে[৩]।
কত কত মহাদ্ভুত, চরিত্র প্রকার[৪] পূত[৫] ,
তারে ভজ হৈয়া একমনে।।

শুনি মন্দ হাসি কহে, ইন্দ্রাদি দেবতাচয়ে,
তারা[৭] পরিচর্যায়[৭] নিপুণ।
যুদ্ধ আদি ভয়[৬] যত, পালনাদি কার্য কত,
তাহা হৈতে তব বহুগুণ।।
মধুর ঐশ্বর্যময়, উত্তম চরিত্রচয়,
সাক্ষাতে আছয়ে দৃশ্যমান[৭]।
শুনিয়া গোবিন্দ কহে,— যুদ্ধাদি-বিমুখ নহে,
'গর্ভোদকশায়ী'- পুরুষ নাম।।
ভজন করহ তারে, সর্বদেব ভজে যারে,
এত শুনি লীলাশুক কয়।
অধোনেত্র-চালনায়, কহে করি হয় হয়,
তার[৮] পুত্র চতুর্মুখ হয়।।
তাতে হৈতে সৃষ্টি আদি, কেলিরূপ[৯] ভূমে[৯] সাধি,
সর্বাদ্ভুত চরিত্র তোমার।
মধুর রসময় যত, লীলা সৃষ্টি অবিরত,
দেখ[১০] যার নাহি হয় পার।।
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম ওহে,
আদিরস রসিকে[১১] ভজ[১১] তুমি।
তবে[১২] পর ব্যোমেশ্বর[১২], ভজ লক্ষ্মীনাম বর,
নিশ্চয় কহিল তোহে আমি।।
শুনি উর্ধ্ব ভুরু চালি, কহে তারে পদ্যাবলী,
তথা এক লক্ষ্মী বিলাসিনী।
তা হৈতে মধুররস- ময় তব সুবিলাস,
কোটি কোটি-বিলাসি[১৩] সঙ্গিনী।।
কৃষ্ণ কহে, — হেন যবে, আমার[১৪] ভজন[১৪] তবে,
রুক্মিণ্যাদি রমণী যে হয়।
শুনি শির চালি কহে, স্বীয়[১৫] ভাব যাতে হয়ে,[১৫]
কাম[১৬]-আদি দশ দশ তনয়[১৬]।।
প্রতি মহিষীতে হয়,[১৭] দশতুল[১৭]-আদি-ময়,[১৭]

মহিষী সনে কেলি-আদি হৈতে।
অদ্ভুত তোমার রীত, পরকীয়-ভাব নীত,
নৃত্যকী-কিশোরীকুল সাথে।।
রাস-আদি লীলাগণ, চিত্র সর্বোত্তমোত্তম,
যাহা নাহি অন্য রূপ গণে।
অনন্ত বিচিত্র কত, চরিত্র মহদদ্ভুত,
মধুর ঐশ্বর্য ভজি মনে।।
কৃষ্ণ কহে,— হয় হয়, ব্রজলীলাভীষ্ট তোয়,
ভাল ভাল ভজ ব্রজলীলা।
এথা বাল্য পৌগন্ড আছে, সে ভাবেতে ভক্ত নাচে,
লীলাশুক তা শুনি কহিলা।।
সসংভ্রমে তর্জনীতে, নিদর্শন[১৯] ভঙ্গিরীতে,
কহে শুন শুন মহাশয়।
'কৃষ্ণকর্ণামৃত'[২০] কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা,
ভাগ্যবান্ সদা আস্বাদয়[২০]।।১০২।।

পাঠান্তর — ১ মত (ক, খ) ২ মনোহর (ক, খ) ৩-৩ বিষ্ণুর পূজিত আদিগণে (ক) ৪-৪ প্রকাশ প্লুত (ক) ৫-৫ তার পরিচর্যাতে (ক, খ) ৬ ময় (ক, খ) ৭ বিদ্যমান (ক) ৮ যার (ক, খ) ৯-৯ কেলিরূপোত্তম (ক, খ) ১০ দেবে (খ) ১১-১১ রসিক ভক্ত (ক, খ) ১২-১২ তবু পরমেশ্বর (ক) ১৩ বিলাস (ক, খ) ১৪-১৪ মোর রূপ ভজ (ক, খ) ১৫-১৫ কাম আদি ভাব যাহে (ক) ১৬-১৬ স্বকীয় বিলাস যাতে হয় (ক) ১৭ দশ (ক) ১৮-১৮ দশাপ্লুত ময় রস (ক); দশ দশ পুত্রাদি ময় (খ) ১৯ নিদের্শন (ক, খ) ২০-২০ হৃদে হঞা কুতূহলী, সে সব ব্যাখ্যান বুলি, শ্লোক কহে শুনহ নিশ্চয় (ক)।

দেবস্ত্রিলোকীসৌভাগ্যকস্তূরীমকরাঙ্কুরঃ।
জীয়াদ্ ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলিলালিতবিভ্রমঃ।।১০৩।।

অন্বয় — দেবস্ত্রিলোকী.............. বিভ্রমঃ জীয়াৎ।।১০৩।।

অন্বয় অনুবাদ — দেবতাদের এবং ত্রিলোকের সৌভাগ্যব্যঞ্জক কস্তূরী-মকরাঙ্কুর দ্বারা সজ্জিত ব্রজবনিতাদের মদনক্রীড়ার দ্বারা যাঁর বিলাস মধুরীকৃত হয়েছে সেই দেব আমার অন্তরে চিরজীবী থাকুন।।১০৩।।

অনুবাদ — ত্রিলোকের সৌভাগ্যব্যঞ্জক কস্তূরীমকরাঙ্কুর-শোভিত ব্রজাঙ্গনাদের অনঙ্গকেলির দ্বারা যাঁর বিলাস মধুর হইয়াছে, সেই রাসক্রীড়াশীল দেব জয়যুক্ত হোক।।১০৩।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ননু জ্ঞাতং ব্রজলীলৈব তেঽভীষ্টা, ভদ্রম্, অত্রাপি বাল্যপৌগণ্ডলীলে স্ত ইত্যর্ধোক্তে সসংভ্রমং তর্জন্যা নির্দিশন্ ভঙ্গ্যাহ,— অয়ং দেবো রাসক্রীড়াপরঃ কিশোরশেখরো জীয়াৎ সর্বোপরি বিরাজতাম্। কিং মমান্যৈরিত্যর্থঃ। আং কিশোরলীলৈব তেঽভীষ্টা, ভদ্রম্, তত্রাপি গোচারণাদিলীলাস্তীতি সভ্রূভঙ্গমাহ — ব্রজাঙ্গনানাম্ অনঙ্গ-কেলিভির্লালিতঃ সংবর্ধ্য মধুরীকৃতো বিভ্রমো বিলাসো যস্য। তাদৃশস্ত্বমেবেত্যর্থঃ। নন্বেতাদৃশোঽহং সুদুর্লভঃ, "নাদ্যপি" ইত্যাদৌ ত্বয়াপি তথৈবোক্তমেব ইত্যত্রাহ — সত্যম্, কিন্তু তাদৃশোঽপি ভবান্ ন কেবলং মমৈব ত্রিলোক্যা অপি সৌভাগ্যব্যঞ্জককস্তূরীমকরাঙ্কুরঃ। তস্যাস্ত্বমেব তৎকল্পিততদ্রূপ ইত্যর্থঃ। ত্বৎকরুণৈব ত্বাং সুলভং করোতীতি ভাবঃ।।১০৩।।

টীকার অনুবাদ — আহা! বুঝলাম ব্রজলীলাই তোমার অভীষ্ট। ভাল, এই ব্রজলীলার মধ্যে আমার বাল্য পৌগণ্ড লীলা আছে — শ্রীকৃষ্ণ এই পর্যন্ত বলতেই অর্থাৎ তাঁর বাক্যের অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায়, লীলাশুক সসম্ভ্রমে তর্জনীদ্বারা নির্দেশ করে ভঙ্গিসহকারে বললেন, এই দেবতা — রাসকেলিরত কিশোরশেখর সবচেয়ে উপরে থাকুক আমার অন্তরে। অন্য কোন লীলায় আমার প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, জানলাম, আমার কিশোরলীলাই তোমার অভীষ্ট; ভাল, আমার কৈশোরলীলায় গোচারণাদি লীলা আছে। এই কথা শুনে লীলাশুক ভ্রূভঙ্গির সহিত বললেন, ব্রজাঙ্গনাদের অনঙ্গকেলির দ্বারা লালিত- সংবর্ধিত- মধুরীকৃত হয়েছে বিলাস যাঁর, এই রকম বিলাসবিশিষ্ট তোমাকেই চাই — ইহাই আমার অভীষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি নিজে বলেছ যে, 'এমন কেলিরত তোমার প্রাপ্তি দুর্লভ, অদ্যাপি (শ্লোক ৯৪) শ্রুতিগণ পর্যন্ত দেখতে পান নাই।' লীলাশুক বললেন, সত্য, সেই রকম লীলাময় তোমার দর্শন দুর্লভ। ইহা কেবল আমার পক্ষেই দুর্লভ তা নহে; কিন্তু কস্তূরি-মকরাঙ্কুর (কস্তূরীর রস দিয়ে আঁকা মকর মাছের ছবি দ্বারা) শোভিত ব্রজাঙ্গনাদের দ্বারা কল্পিত এই রকম তোমার দর্শন ত্রিলোকবাসীর পক্ষেও দুর্লভ; তথাপি কিন্তু তোমার করুণাই তোমার প্রাপ্তি সুলভ করে দেয়।।১০৩।।

যদুনন্দন —

* এই দেব রাস ক্রীড়াপর[১]।
জয়যুক্ত হউ সদা, সর্ব্বোপরি বিরাজিতা,
কিশোর যে[২] কেবা অন্যে আর[২] ।। ধ্রুবপদ।।

* *

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর[৩] কৈশোর লীলাময়[৩],
তোমার অভীষ্ট সেই হয়।
ভাল তবে গোচারণ, লীলা আছে মনোরম,
তাহা তুমি করহ আশ্রয়।।
এত শুনি ভূরিভঙ্গে, কহে যেহো গোপী সঙ্গে,
অনঙ্গ-কেলিতে সুললিতে।
তাহাতে মাধুর্যপুর, বিলাস[৪] মোহন ভোর,[৪]
আমি[৫] তাতে হৈনু আকাঙ্খিতে।।[৫]
কৃষ্ণ কহে, ঐছে আমি, প্রথমে কহিলা তুমি,
এইরূপ দুর্লভ তোমার ।
শুনি কহে তাহা শুন, সত্য সেই[৬] হৈল[৬] পুনঃ,
কেবল তুমি না হও আমার।।
ত্রিলোক সৌভাগ্যপুর , কস্তূরী মকরাঙ্কুর,
হেন তোমার রূপ মনোহর।
তোমার করুণা হৈতে, তোমাকে সুলভ রীতে,[৭]
মিলায় কহিল সুনিশ্চল।।
* পুনঃ কৃষ্ণ মন্দ হাসি, কহে অন্য মতে ভাষি,
অসহিষ্ণু হৈল লীলাশুক।
অতিশয় সসংভ্রমে, সদৈন্য বচন ক্রমে,
কহিতে লাগিলা পাঞা সুখ।।১০৩।।*

পাঠান্তর — *ক-পুথিতে নাই। ১ পরম উদার (খ) ২-২ এ কি অন্য আকার (ক, খ)
** ক-পুথিতে অতিরিক্ত—
তোমার অভীষ্ট এই, ব্রজলীলা রসময়ী, হে দেব ক্রীড়া ব্রজসার।
৩-৩ ব্রজলীলা কৈশোর রায় (ক) ৪-৪ বিলাসয়ে মনোহর (ক) ৫-৫ তাহা তুমি করহ আশ্রিত (ক); আমি তোমার হৈনু আশ্রিত (খ) ৬-৬ তুমি দুর্লভ (ক, খ) ৭ দিতে (খ) * ক ও খ পুথিতে নাই।

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে
বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে।
জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে
দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরম্।।১০৪।।

অন্বয় — দেব, ত্বং মে প্রেমদঞ্চ, মে কামদঞ্চ, মে বেদনঞ্চ, মে বৈভবঞ্চ, মে জীবনঞ্চ, মে জীবিতঞ্চ, মে দৈবতঞ্চ, নাপরম্।।১০৪।।

অন্বয় অনুবাদ — হে দেব! তুমিই আমার প্রেমদাতা, কামদাতা, আমার নিশ্চয়-জ্ঞানরূপ, আমার বৈভব, আমার জীবন, আমার জীবনের কারণস্বরূপ। তুমি ছাড়া আমার অপর কিছুই নাই।।১০৪।।

অনুবাদ — হে দেব, তুমিই আমার প্রেমপ্রদাতা, তুমিই আমার কামদাতা, তুমিই আমার জ্ঞানপ্রদাতা গুরু, তুমিই আমার বৈভব, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার জীবনের কারণ, তুমি আমার দেবতা, তুমি ছাড়া আর আমার কেহ কিছু নয়।।১০৪।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনঃ সস্মিতং কিমপি বিবক্ষুং তং বীক্ষ্যাসহিষ্ণুঃ সসম্ভ্রমং সদৈন্যমাহ — হে দেব রাসলীলাপর, মম দৈবতমাশ্রয়ণীয়ং ত্বৎকিশোরশেখরাদপরং ন। চ এবার্থে। নৈবেত্যর্থঃ । ননু কোঽত্র হেতুরিতি তং সূচয়ন্নাহ — প্রেমদং চ মেঽপরং ন। এবমগ্রেঽপি যোজ্যম্। যতস্ত্বৎপ্রাপ্তিহেতোঃ প্রেম্ণস্ত্বমেব মে দাতেত্যর্থঃ। ননু কৌমারপৌগণ্ডলীলাপরোঽহমপি প্রেমদস্তত্তদ্ভ্যশ্চ, তত্রাহ — কামদং চ মে ।

টীকার অনুবাদ — পুনরায় ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলতে ইচ্ছুক দেখে অসহিষ্ণুভাবে সসম্ভ্রমে দৈন্যের সহিত লীলাশুক বললেন — হে দেব, হে রাসলীলারত কিশোরশেখর! তুমিই আমার দৈবত (আশ্রয়), তুমি ছাড়া আর আমার কেহ নাই। 'এব' অর্থে চ-কার দ্বারা 'আমার আর কেহ কিছু নয়' বুঝাচ্ছে, যদি বল, এর কারণ কি? তা সূচনা করছেন এই বলে —'প্রেমদ' অর্থাৎ 'তুমি আমার প্রেমদাতা, তুমি ছাড়া প্রেমদাতা আর কেহ নাই'। এই রকম পরের শ্লোকেও যোজনা করতে হবে। কারণ তোমাকে পাবার কারণ হল প্রেম — প্রেম ব্যতীত তোমাকে পাওয়া যায় না। তোমার প্রাপক যে প্রেম, তা তুমিই আমাকে দান করেছ। যদি বল, কৌমারপৌগণ্ডলীলারত প্রেমদাতা সেও তো আমিই; সুতরাং সেই সেই লীলা অনুসারে আমাকে ভজনা করলেই সেই সেই প্রেমলাভ হয়। উত্তরে লীলাশুক বললেন

তজ্জাতীয়প্রেমদশ্চ ত্বমেব। অত এতদ্ভাবৈকবিষয়াৎ কিশোরশেখরাৎ ত্বদপরং মম নাশ্রয়ণীয়ম্। নৈতন্মাত্রং বেদনঞ্চ তথা। বেদয়তীতি কর্তরি ল্যুট্। তৎপরিপাটীশিক্ষকশ্চ ত্বমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং, শিক্ষাগুরুশ্চেতি। কিং বা, অয়ে মূঢ় ভক্ত্যাত্মজ্ঞানং যতো মোক্ষঃ তৎত্বপেক্ষ্যমিত্যত্রাহ — বেদনং তজ্জ্ঞানঞ্চ মে। ত্বমেবেত্যর্থঃ। ননু ন ভবতু শুদ্ধভক্তত্বাজ্জ্ঞানাদরঃ, বৈকুণ্ঠসম্পত্তিঃ প্রার্থ্যৈবেত্যত্রাহ - বৈভবঞ্চ তথা। ত্বমেব সর্বসম্পদিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে বৈভবম্। তদপ্রাপ্তাবপি জনা জীবন্তি, ত্বদ্বিনা ত্বহং ম্রিয়ে ইত্যাহ — জীবনঞ্চ তথা। জীবয়তীতি জীবনম্। তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে তদ্ধেতুঃ, তদপি ত্বমিত্যাহ — জীবিতঞ্চ মে ত্বদপরং ন। তৎ কিমিতি অন্যোপদেশৈর্মামুপেক্ষস ইতি ভাবঃ।।১০৪।।

— 'কামদং' — তুমিই আমার কামদাতা। আমার হৃদয়ে যে কাম অর্থাৎ সেবার দ্বারা তোমাকে সুখী করব, সেই আনুকূল্যময় ইচ্ছা তুমিই দান করেছ, তুমি ছাড়া অন্য কেহ কামপ্রদ নাই। আর আমার চিত্তও ওই প্রেমভাবকেই অবলম্বন করেছে। অতএব হে কিশোর-শেখর তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ আশ্রয়স্থল নাই। অর্থাৎ আমার এই মধুরজাতীয় প্রেমের অবলম্বন তুমি ভিন্ন অপর কেহ নহে। অতএব তুমিই আমার 'বেদন' (বেদয়তীতি — শিক্ষয়তীতি প্রেমপরিপাটী শিক্ষকঃ) তুমি আমার প্রেমপরিপাটীর শিক্ষক; ইহা পূর্বে বলেছি — "শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছমৌলি" (শ্লোক ১)। কিংবা যদি বল, ওহে মূঢ় ! ভক্ত্যাত্ম-জ্ঞান হতেই মোক্ষ হয়। যেহেতু মোক্ষ সেই ভক্তিময় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। উত্তরে লীলাশুক বললেন, তুমিই আমার 'বেদন'— সেই জ্ঞান। যদি বল, শুদ্ধভক্তি হতেই সেই জ্ঞান হয়, সুতরাং সেই জ্ঞান অনাদৃত হলেও বৈকুণ্ঠলাভ অবশ্যই প্রার্থনীয়। তাতে বললেন, তুমিই আমার বৈকুণ্ঠরূপ বৈভবতত্ত্ব (বৈভব মানে সম্পত্তি) তুমিই আমার সর্বসম্পদ, অন্য সম্পদের কথা কি? অন্য সম্পদ না পেলেও লোকে জীবন ধারণ করতে পারে; কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার মৃত্যু হবে। যেহেতু তুমিই আমার জীবন। (জীবয়তীতি জীবনং, জীবনহেতুঃ) জীবনের কথা কি, তুমিই আমার সর্বস্ব — তুমি ভিন্ন আর আমার কিছুই নাই। অন্য উপদেশ দিয়ে আর কেন আমায় উপেক্ষা করছ।।১০৪।।

যদুনন্দন —

রাসলীলাপুর[১] যেই দেব।
সেই আশ্রণীয় মোর, কেবল সে কৃপা তোর,
তব কৈশোর বিনে নাহি সেব ।। ধ্রুবপদ।।
কৃষ্ণ কহে, হেতু কিবা, তাহা শুনি সেই[২] কিবা[৩],

এত শুনি কহে, শুন নাথ।
তুমি মোর প্রেমদাতা, তুয়া বিনে নাহি ধাতা,
এই লাগি চাই[৩] তোমার সাথ।।[৩]
কৃষ্ণ কহে, ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে,
কৌমার পৌগণ্ডলীলা মোর।
তার[৪] প্রেমদাতা আমি[৪], মাগ[৫] বর তবে তুমি,[৫]
শুনি[৬] কহে, সে বাসনা দূর।।[৬]
যেই[৭] বাঞ্ছা রাখি আমি, সেই কামদাতা তুমি[৭],
সে[৮] জাতীয় প্রেম তুমি দিলা।
যে ভাব বিষয় হৈতে, আনন্দ[৯] উপজে চিত্তে,[৯]
অন্যাশ্রয়ী নাহি হই মোরা।।
কেবল এমন[১০] নও, বেদন[১১] আমার হও,[১১]
পরিপাটী শিক্ষাগুরু তুমি ।
কিংবা জ্ঞান[১২] ভঞ্জিবার,[১৩] বল যদি তবে আর,
সে জ্ঞান বেদন মোর তুমি।।
কৃষ্ণ বলে, জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে মতি,[১৪]
বৈকুণ্ঠ সম্পদ তবে চাও।
শুনি কহে,— শুন তাহা, কি কহিব যাহা[১৫] যাহা[১৫],
সে বৈভব তুমি আমার হও ।।
যে বল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথা,
জীয়ে সবে প্রাণ নাহি যায়।
তুয়া না পাইলে আমি, না জীব[১৬] দেখহ[১৬] তুমি,
অতএব জীবন তোমায়।।
তুমি সে জীয়াও মোরে, তেঁই তুমি[১৭] জীবন বরে,
যে জীয়ায় সেই সে জীবন।
তুয়া বিনে অন্য নাহি, তোমারে মরম কহি,
কেন মোরে কর উপেক্ষণ।।
কৃষ্ণ কহে, লীলাশুক, দৃঢ়তা[১৮] পাইলে[১৮] সুখ,
সাধু সাধু তোমার আশয়।
আমার দর্শন যে[১৯] যে,[১৯] বিফলতা নহে কাজে[২০],

বর মাগ দিব সর্বথায়।।
এইরূপে কৃপারীতে[২১], কৃষ্ণ কহে মন্দস্মিতে,
তাহা শুনি তেঁহ বর চাহে।
'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কথা, শুন সবে মনোরতা,
শুনিলেই প্রেম লাভ হয়।।১০৪।।

পাঠান্তর — ১ পর (ক, খ) ২-২ এই সেবা (ক) ৩-৩ তুমি মোর নাথ (ক, খ) ৪-৪ সে লীলা ভজহ তুমি (ক) ৫-৫ কহি মনো মান আমি (ক) ৬-৬ অনন্যেতে কেনে মনভোর (ক) ; শুনি কহে যেহ বাঞ্ছা মোর (খ) ৭-৭ সেই কাম দাতা তুমি, অন্য না জানিয়ে আমি (ক, খ) ৮ তৎ (ক, খ) ৯-৯ কৈশোর শেখর চিত্ত (ক); রাসলীলা প্রাপ্ত যাতে (খ) . ১০ আমার (ক) ১১-১১ সর্ব সমাধান চাও (ক); বেদনীও মোর হও (খ) ১২ কূল (খ) ১৩ ভজিবারে (ক, খ) ১৪ শক্তি (ক); অতি (খ) ১৫-১৫ আহা আহা (ক, খ) ১৬-১৬ জীয়ে কি কহ (ক, খ) ১৭ সে (ক, খ) ১৮-১৮ দৃঢ় পাইলাম (ক, খ) ১৯-১৯ কাজে (ক, খ) ২০ সাজে (খ) ২১ আশ্বাসিতে (খ)।

মাধুর্যেণ বিবর্ধন্তাং বাচো নস্তব বৈভবে।
চাপল্যেন বিবর্ধন্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে ।।১০৫।।

অন্বয় — তব বৈভবে নঃ বাচো মাধুর্যেণ বিবর্ধন্তাম্। তব শৈশবে নঃ চিন্তা চাপল্যেন বিবর্ধন্তাম্।।১০৫।।

অন্বয় অনুবাদ — তোমার রূপলাবণ্যসম্পত্তি বর্ণনার কাজে আমার সকল বাক্য মাধুর্যের দ্বারা বৃদ্ধিলাভ করুক। তোমার শৈশব বা কৈশোর লীলাতে আমার সকল চিন্তা চপলতার সহিত বৃদ্ধিলাভ করুক।।১০৫।।

অনুবাদ — তোমার রূপলাবণ্যসম্পদাদি বর্ণনা করতে আমার বাক্যসমূহ তোমার মাধুর্যের সহিত বৃদ্ধি লাভ করুক। তোমার কৈশোরস্বরূপে আমার সকল চিন্তা চপলতার সঙ্গে (তাড়াতাড়ি) বৃদ্ধিলাভ করুক।।১০৫।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ততঃ সাধু লীলাশুক সাধু, ত্বদ্দৃঢ়তয়া প্রীতোঽস্মি, তন্মদ্দর্শনং বিফলং ন স্যাৎ, প্রার্থয় বাঞ্ছিতমিতি ভঙ্গ্যা তেনাম্রেড়িতঃ স্বেপ্সিতং ভঙ্গ্যা প্রার্থয়ন্নাহ — তব বৈভবে বাগ্বিষয়াতীতে সৌন্দর্যবিলাসৈশ্বর্যাদৌ নোঽস্মাকং বাচো মাধুর্যেণ বিবর্ধন্তাম্। তৎ তন্মাধুরীবর্ণনসমর্থা ভবন্তিতি ভাবঃ। তথা, তব শৈশবে কৈশোরেঽযোগ্যদেহাদীনামপি নশ্চিন্তাঃ প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া তচ্চিন্তনানি চাপল্যেন বিবর্ধন্তাম্। অয়মেব মে বর ইত্যর্থঃ।।১০৫।।

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, লীলাশুক সাধু সাধু! তোমার দৃঢ়তায় আমি প্রীত হলাম। আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না, তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর — ভঙ্গির সঙ্গে এরূপ বার বার বললেন। আর লীলাশুকও ভঙ্গি সহকারে স্বীয় ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি এই একমাত্র বর তোমার কাছ থেকে প্রার্থনা করি। তোমার বৈভব বর্ণনা আমার বাক্যের অতীত, বর্ণনার শক্তি আমার নেই; তবে তোমার সৌন্দর্যবিলাস-ঐশ্বর্যাদি বৈভব যখনই বর্ধিত হবে, আমার বাক্যসমূহ সেই মাধুর্যের সঙ্গে বৃদ্ধি লাভ করুক। অর্থাৎ আমার কথাগুলি তোমার মাধুরী বর্ণনা করতে সমর্থ হোক। আর আমার দেহ-মন ইত্যাদি অযোগ্য হলেও যেন উৎকণ্ঠার সঙ্গে তোমার কৈশোরলীলা চিন্তা করতে পারি — আমার চিন্তাস্রোতকে শক্তিশালী কর, অর্থাৎ আমার সকল চিন্তা চাপল্যের সহিত (তাড়াতাড়ি) বৃদ্ধিলাভ করুক। অর্থাৎ এই হল আমার প্রার্থিত বর।।১০৫।।

যদুনন্দন —

শুন কৃষ্ণ বর দিবা যবে।
সৌন্দর্য-বিলাসৈশ্বর্য, বাণী আগে সুমাধুর্য,
বর্ণিতে সামর্থ্য হউ তবে।।
তথা তব কৈশোর রঙ্গ, প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা পরবন্ধ,[১]
মনে[২] মোর সদা যেন রহে।[২]
তাহারি[৩] সুপ্রাপ্তি[৩] লাগি, মন হউ চিন্তারাগী,
চাপল্যে বাড়ুক বর মোহে।।
কৃষ্ণ কহে, যেই[৪] তোর, হয় বুদ্ধি সুগোচর,[৪]
বর মাগ, দিব আমি তোরে।
এত শুনি কহে সেই, তবে দেহ বর এই,
কহি এক শ্লোক পাঠ করে।। ১০৫।।

পাঠান্তর — ১ পরসঙ্গ (খ) ২-২ অযোগ্য দেহে ও যদি নহে (ক, খ) ৩-৩ তথাপি তৎপ্রাপ্তি (ক, খ) ৪-৪ এ তোমার, সহজেই বুদ্ধি যার (ক)।

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে।। ১০৬।।

অন্বয় — ধন্যাত্মনাং যানি রসনালেহ্যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ যা বা লীলা মুখাম্ভোরুহে ভাবিতবেণুগীতগতয়ঃ তান্যেব তান্যেব মে হৃদয়ে ধারাবাহিকয়া বহন্তু।।১০৫।।

অন্বয় অনুবাদ — ধন্যাত্মা সাধুজনের আস্বাদিত তোমার অমৃতচরিত, রাধার অবরোধজনিত কৈশোর চাপল্যচেষ্টা বিশেষ এবং তোমার মুখপদ্মে যে ভাবযুক্ত বেণুগীতাদি সেইগুলিই আমার হৃদয়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হোক।।১০৫।।

অনুবাদ — ধন্য সাধুদের রসনায় আস্বাদ্য তোমার অমৃতচরিত, শ্রীরাধার অবরোধ-উন্মুখ তোমার কৈশোরচাপল্য এবং বেণুগীতলহরী দ্বারা উদ্ভাবিত তোমার মুখপদ্মে যে সকল লীলা দেখা যায়, সেই সমস্ত লীলা ধারাবাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হোক।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

নন্বিদং তে সহজমেব তদ্বিশেষঃ প্রার্থ্যতামিত্যত্রাহ — যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি শ্রীরাধয়া সহ নিকুঞ্জরাসলীলাদীনি তান্যেব তান্যেব। ন ত্বন্যানীত্যর্থঃ। মে হৃদয়ে ধারাবাহিকয়া প্রবাহরূপেণ বহন্তু। কীদৃশানি? ধন্যাত্মনাং রসনালেহ্যানি শ্রীশুকাদিভিরাস্বাদনীয়ানি। তথা — যে বা, চার্থে বা-শব্দঃ। যে চ শৈশবচাপল-

---

টীকার অনুবাদ — শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওহে লীলাশুক, তুমি যে বর প্রার্থনা করলে তা অতি সহজ; আরও বিশেষ বর প্রার্থনা কর। এই কথা শুনে লীলাশুক বললেন, তোমার যে চরিতামৃত অর্থাৎ শ্রীরাধার সঙ্গে কুঞ্জবিলাস ও রাস ইত্যাদি লীলা (অন্য লীলা নয়) ধারাবাহিকভাবে (প্রবাহরূপে) আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হোক। তা কি রকম? ধন্যাত্মা শুকদেবাদির রসনায় আস্বাদিত তোমার অমৃতচরিত। (এখানে 'যে বা' শব্দ চ-কার অথবা এবং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) আর তোমার যে শৈশব-চাপল্য (কৈশোর চাঞ্চল্য) তার বিস্তারক যে সমস্ত চেষ্টাবিশেষ, সেই সকল লীলা আমার হৃদয় বহন করতে থাকুক। সেই লীলা কিরকম? দানলীলা, পুষ্প আহরণলীলা ও রাস্তা রোধ করার লীলায় শ্রীরাধার গতি অবরোধ করতে উন্মুখ — সর্বদা তাতে ব্যস্ত এই সব। আর তোমার মুখকমলে যে ভাবযুক্ত লীলা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ প্রেমমন্দ-

ব্যতিকরাঃ কৈশোরচাঞ্চল্যবিস্তারাস্তে ত এব তথা বহন্তু। কীদৃশঃ? দানপুষ্পাহরণবর্ত্মন্যাদৌ রাধায়া যোঽবরোধস্তত্রোন্মুখাঃ। সদা তদুৎকণ্ঠাবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা যা যাশ্চ মুখাম্ভোরুহে লীলাঃ কামমদোদ্‌গারিস্মিতাদিভঙ্গীবিশেষাস্তাস্তাশ্চ তথা বহন্তু। কীদৃশঃ? ভাবিতাঃ স্বমাধুর্যামিশ্রীকৃতা উৎপাদিতা বা বেণুগীতস্য নূতনগতয়ো যাভিস্তাঃ।। ১০৬।।

উদ্‌গারী মধুর মৃদুহাস্যময় ভ্রূভঙ্গিবিশেষ, সেই সেই লীলাও যেন আমার হৃদয় সেই সেই ভাব বহন করে। তা কি রকম? তোমার মাধুর্য-মিশ্রিত বা মাধুর্য কর্তৃক উৎপাদিত বেণুগীতের নব নব সুর বিশিষ্ট লীলাসমূহ ধারাবাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হোক।।১০৬।।

যদুনন্দন —

কৃষ্ণচন্দ্র!
এই বর দেহ তুমি মোরে।
যে তুয়া চরিতামৃত, রাধাসহ অবিরত,
রাসকুঞ্জলীলা মনোহর।। ধ্রুবপদ।।
সেই সেই লীলাগণ, মোর হিয়ে অনুক্ষণ,
রহুক প্রবাহ-রূপ হৈয়া।
শুকদেব আদি যত, রসনায়ে লেহ্য কত,
আস্বাদয়ে যাহা সুখ পাঞা।।
কৈশোর-চাপল্য যত, রাধাকে রোধন[১] মত,
দানঘাটি পুষ্প-তোলা কালে।
তাঁহা সদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা সাজে,
তার ধারা রহুক অন্তরে।।
মুখাব্জ তোমার তথা, কাম মদোদ্‌গারিস্মিতা[২],
তার ভক্তি[৩] বিশেষ যে আর।
তথা বেণুগীত-গতি, নব নব জন্মায়[৪] রতি[৫],
বিভাবিত মাধুর্য-মিশাল[৬]।।
এই এই লীলা যত, হিয়ে রহু অবিরত,
অতিশয় ধারারূপ ধরি।
'কৃষ্ণকর্ণামৃত' এই, সদা পান করে যেই,
তার প্রেম হয় হিয়া ভরি।।

কৃষ্ণ কহে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পুরুষার্থ,
জিনিয়া আমি[৬] সে[৬] প্রেমফল।
সে মোরে সাক্ষাতে পাইলা, মোরে ছাড়ি মোর লীলা,
স্ফূর্তি লাগি কেনে মাগ বর।।
ইহা শুনি লীলাশুক, কহে মনে পাঞা সুখ,
ভক্তিসিদ্ধান্ত উট্টঙ্কিয়া।
সচাতুরী ভক্তি[৭] কথা, 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-মতা,
শুন সবে এক মন হইয়া।।১০৬।।

পাঠান্তর — ১ বোধন (ক) ; ২-২ মদে আমোদিতা (ক) ৩ ভঙ্গি (ক, খ) ৪-৪ ন্যায় গতি (ক) ৫ বিশাল (ক, খ) ৬-৬ লুটয়ে (ক) ৭ ভঙ্গিম (ক, খ)।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।১০৭।।

অন্বয় — ভগবন্, যদি ত্বয়ি ভক্তিঃ স্থিরতরা স্যাৎ, দৈবেন দিব্যকিশোরমূর্তিঃ নঃ ফলতি। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি অস্মান্ সেবতে। ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।১০৭।।

অন্বয় অনুবাদ — হে ভগবান, যদি তোমাতে আমার নিশ্চল ভক্তি থাকে, তোমার দিব্যকিশোরমূর্তি নিজেই আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হবে। মুক্তি কৃতাঞ্জলি হয়ে আমাকে সেবা করবে। ধর্মার্থকাম আমাদের কৃপাদৃষ্টিপাতের আশায় সময়ের প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে।।১০৭।।

অনুবাদ — হে ভগবান! তোমাতে যদি আমার ভক্তি দৃঢ়তর থাকে, তা হলে তোমার দিব্যকিশোরমূর্তি নিজেই এসে দর্শন দেবে, মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হয়ে আমার সেবা করবে। ধর্ম, অর্থ এবং কাম সেবা করার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করবে।।১০৭।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ননু পুরুষার্থচতুষ্টয়ং পঞ্চমপুরুষার্থমৎপ্রেমফলং মাঞ্চ সাক্ষাৎপ্রাপ্তং হিত্বা মল্লীলাস্ফূর্তিং কিমিতি প্রার্থয়সে ইত্যত্র ভক্তিসিদ্ধান্তোট্টঙ্কনপূর্বকং স্বচাতুরীং ভঙ্গ্যা কথয়ন্নাহ — হে ভগবন্ সর্বজ্ঞ যয়া লীলাস্ফূর্তিরূপয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ত্বং সাক্ষাৎ প্রাপ্তোঽসি সা ত্বয়ি ভক্তিঃ স্থিরতরা যদি স্যাৎ তদা দৈবেন স্বত এব

টীকার অনুবাদ — ওহে লীলাশুক, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চারিটি পুরুষার্থ এবং পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমফল, আমাকে সাক্ষাৎ পেয়েও তা ত্যাগ করে নিজের হৃদয়ে লীলাস্ফূর্তি কি জন্য প্রার্থনা করছ? এর উত্তরে লীলাশুক ভক্তি-সিদ্ধান্ত উদ্‌ঘাটন করে নিজের চাতুরীভঙ্গির সঙ্গে বললেন — 'ভক্তিস্ত্বয়ীতি'। হে ভগবান, হে সর্বজ্ঞ! তুমি আমার হৃদয়ের ভাবাদি সমস্তই জান। তোমার লীলা-স্ফূর্তিরূপ প্রেমলক্ষণরূপ যে ভক্তি, সেই ভক্তিদ্বারাই তোমাকে সাক্ষাৎ পেয়েছি। সেই ভক্তি যদি তোমাতে স্থির থাকে, তাহলে দিব্যকিশোরমূর্তি তোমাকে স্বতঃই পাওয়া যায়। আর মুক্তির কথা কি বলব? তখন মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হয়ে 'আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর' এই বলে সে নিজেই এসে আমার সেবা করবে। আর ধর্ম, অর্থ, আর কামের সম্বন্ধে

দিব্যকিশোরমূর্ত্তিরীদৃগ্ভবান্ ফলতি প্রাপ্তো ভবতি। মুক্তিস্তু মুকুলিতাঞ্জলি যথা স্যাং তথা মাং গৃহাণ গৃহাণেতি বদন্ত্যস্মান্ সেবতে। ধর্মার্থকামগতয়স্তু পশ্চাৎস্থিত্বা কদাচিদস্মানীক্ষতে বেতি সময়প্রতীক্ষাস্তৎপ্রতীক্ষকা ভবন্তি। তৎ কিমিত্যাত্মানং দত্বা বরেণ মাং ছন্দয়সীতি ভাবঃ।। ১০৭।।

কি বলব? এরা মুক্তির পশ্চাতে থেকে সময়ের প্রতীক্ষা করবে — 'এই ভক্ত কবে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাইবেন?' আর তুমি আত্মদান — সাক্ষাৎ দর্শন দিয়েও আবার বরের কথা বলে এখন আর কেন আমায় ছলনা করছ?।।১০৭।।

যদুনন্দন —

* শুন ওহে!
ভগবান সর্বজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র।
যে প্রেম-লক্ষণ হৈতে, লীলাস্ফূর্তি হয় চিত্তে,
তুমি সাক্ষাৎ হও যে প্রবন্ধ।। ধ্রুবপদ।।
সেই প্রেম ভক্তি যবে, মোতে স্থির রহে তবে,*
তুমি[১] যে কিশোর মূর্তিমানে।[১]
এই রূপে পাব আমি, ইথে অন্য নাহি জানি,
নহে তুমি দুর্লভান্য স্থানে[২]।।
তবে যদি মুক্তি[৩] গণ, করে অঞ্জলি বন্ধন,
মোরে লও, মোরে লও কহে।
ধর্ম-অর্থ-কাম-আদি, ইহার পশ্চাতে সাধি,
কহে[৪] কভু[৪] ফিরিয়া না[৫] চাইয়ে।।
অতএব কিবা কাজে, বর দিবা[৬] করি ব্যাজে,
ছদ্ম-কথা করহ প্রকাশ।
ছাড় সব কুটিনাটি, বঞ্চনার পরিপাটী,
নানামত অন্য পরিহাস।।
কৃষ্ণ কহে, লীলাশুক, আমি[৭] বহু পাইল সুখ,[৭]
আদ্যোপান্ত যতেক বর্ণিলা।
তাহা শুনিবার কাজে, এই কথা কহি ব্যাজে,
তব[৮] বাণী[৮] কর্ণামৃত হৈলা।।
এমত সস্নেহ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি,

লীলাশুক পাইয়া হরিষে।
কহিতে লাগিলা পুন, অতি মনোহর শুন,
সবে[১] কৃষ্ণকর্ণামৃতানিশে।।১০৭।।

পাঠান্তর — * এই পাঁচটি চরণের পরিবর্তে ক পুথিতে আছে— 'শুন ওহে ভগবান, ইথে কিবা বলে আন।' ধ্রুবপদটি খ পুথিতে নাই।। ১-১ কিশোর শেখর মূর্তিমান ২ স্থান (ক, খ) ৩ মূর্তি (খ) ৪-৪ কহি প্রভু (ক) ৫ বা (ক) ৬ দিব (ক) ; দিতে (খ) ৭-৭ এই কর্ণামৃত শ্লোক (ক) ৮-৮ এই বাণী মোর (ক, খ) ৯-৯ সারঙ্গ কৃষ্ণাকর্ণমৃত রস (ক)।

জয় জয় জয় দেব দেব দেব
ত্রিভুবনমঙ্গলদিব্যনামধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার।।১০৮।।

অন্বয়— শ্লোকে বিন্যাসের মতন।।১০৮।।

অন্বয় অনুবাদ — হে ত্রিভুবনমঙ্গলদায়ক, অপ্রাকৃত নামধারী, দেবতাগণেরও পূজ্য দেবতা, আপনার জয় হোক। হে দেব কৃষ্ণ, হে শ্রবণ, মন ও নয়নের অমৃতাবতার, আপনার জয় হোক।।১০৮।।

অনুবাদ — হে দেব তোমার জয়, হে দেব জয়, হে দেব জয়, হে ত্রিভুবন-মঙ্গল-দিব্যনামধেয় দেব জয় — হে নামরূপ দেব জয়, হে দেবতাগণের পূজ্য কৃষ্ণদেব জয়, হে কর্ণ-মন-নয়নের অমৃতাবতার তোমার জয় হোক।।১০৮।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ততঃ অয়ি লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপাণি বৃন্দাবনযাত্রামঙ্গলাচরণমারভ্য, "কেয়ং কান্তিঃ" ইত্যন্তানি ত্বদ্ভাবিতানি শ্রুত্বা পুনস্তৎশ্রোতুকামেন ময়া ত্বমুচ্চালিতোঽসি, তদিদং ত্বদ্বচো বিজৃম্ভিতং মৎকর্ণামৃত-নামাস্তু; ত্বমেব মে মাধুর্যাদিবর্ণনং জানাসীতি সস্নেহতন্মধুরবাক্যং শৃণ্বন্নেবানন্দোচ্ছলিতঃ সন্নাহ — হে দেব জয়, হে দেব জয়, হে

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওহে লীলাশুক! তুমি বৃন্দাবনযাত্রাকালে মঙ্গলাচরণ (চিন্তামণির্জয়তি) থেকে (অর্থাৎ প্রথম শ্লোক থেকে) 'কেঽয়ং কান্তিঃ' (শ্লোক ৯৫) এই পর্যন্ত তোমার ভাষিত রচনাবলী আমার শ্রবণের অমৃত স্বরূপ, তা শুনে তৃপ্তি না হওয়ায় আবার শোনবার জন্য তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছি এবং তুমিও চালিত হয়েছ। তোমার সেই রচনা আমার 'কর্ণামৃত' নামে অভিহিত হোক। তুমিই আমার মাধুর্য বর্ণনা করতে জান। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার সস্নেহ মধুর কথা শুনে লীলাশুক আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললেন — 'জয়জয়েতি'। হে দেব জয়, হে দেব জয়, হে দেব জয়, (অতি আদরে ও আনন্দের আবেগে বার বার উক্তি) ত্রিভুবনের মঙ্গল মনোহর নামধারী যে কৃষ্ণ, তাঁর জয় হোক! কিংবা হে দেব দেব, দেবতাগণের পূজ্য কৃষ্ণদেব, তোমার জয় হোক। মর্ত্যবাসী মানুষের পূজ্য দেবগণ, তেমন দেবগণও তোমার পার্ষদগণকে পূজা করেন; তুমি সেই পার্ষদগণেরও পূজ্য ঈশ্বর অর্থাৎ দেবদেব-দেব, তোমার জয় হোক। তা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে

দেব জয়। অত্যাদরানন্দাভ্যাং বীপ্সা। ত্রিভুবনস্য মঙ্গলং দিব্যং মনোহরঞ্চ নামধেয়ং যস্য, হে তাদৃশ। কিং বা, হে দেবদেবদেব। দেবা মর্ত্যপূজ্যাঃ, তদ্দেবাস্তৎপূজ্যাস্তৎপার্ষদাঃ, হে তদ্দেব তদীশ্বর জয়। যথোক্তং দ্বিতীয়স্কন্ধে — হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতা ইতি। হে ত্রিভুবনমঙ্গল জয়। দিব্যমানন্দময়ং স্বস্বরূপং নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ জয়। হে দেব জয়, হে কৃষ্ণদেব জয়। শ্রবণমনোনয়নামৃতবদবতারঃ প্রাকট্যং যস্য হে তাদৃশ জয়।। ১০৮।।

(২।৯।১০) উক্ত হয়েছে — "হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতা" — হরির অনুব্রত পার্ষদগণ সুর এবং অসুর-কর্তৃক অর্চিত হয়ে থাকেন। হে ত্রিভুবন-মঙ্গল দিব্য আনন্দময় স্বস্বরূপ নামধেয় যাঁর, সেই দেব, তোমার জয় হোক। হে কৃষ্ণদেব তোমার জয় হোক। কর্ণ, মন এবং নয়নের অমৃত অবতাররূপে আবির্ভাব যাঁর, সেই রকম অমৃতাবতার, তোমার জয় হোক।।১০৮।।

যদুনন্দন —

হে দেব জয়! হে দেব জয়! হে দেব জয়!
পরম-অনন্দ-বাণী পুনঃ পুনঃ কয়।।
ত্রিভুবন-মঙ্গল দিব্য-কিশোর মূরতি।
মনোহর নাম অতি সুমোহন কান্তি।।
কিংবা দেব[১]-দেব তুমি[১] তার দেব দেব।
তাহাতে[২] মঙ্গলবিদ্ রূপ সর্বসেব।।[২]
হে কৃষ্ণ দেব! জয় মানস লোচন।
অমৃতাবতার জয় প্রকট মোহন[৩]।।
পুনঃ কৃষ্ণ সুমাধুর্য অতিশয় হেরি।
আনন্দে উন্মত্ত হৈল[৪] বর্ণে বাঞ্ছা ভরি।।
বর্ণিতে না পারে পুনঃ করেন প্রণাম।
কৃষ্ণাসনে কহে[৫] কথা বাদ[৫] সংহরণ।।১০৮।।

পাঠান্তর — ১-১ দেবের দেব (খ) ২-২ তাহার মঙ্গল রূপ সেব (ক, খ) ৩ কারণ (ক) ; শোহন (খ) ৪ হএগ্রা (ক, খ) ৫-৫ বাদ কথা কহে।

তুভ্যং নির্ভরহর্ষবর্ষবিবশাবেশস্ফুটাবির্ভবদ্
ভূয়শ্চাপলভূষিতেষু সুকৃতাং ভাবেষু নির্ভাসিনে।
শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডনায় মনসাং বাচাঞ্চ দূরস্ফুরন্
মাধুর্যৈকমহার্ণবায় মহসে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।।১০৯।।

অন্বয় — নির্ভরহর্ষবর্ষবিবশাবেশস্ফুটাবির্ভবদ্ ভূয়শ্চাপলভূষিতেষু (নির্ভর মানে অতিশয় যে হর্ষবর্ষ বা আনন্দ বর্ষণ, তার দ্বারা বিবশ এবং আবেশচিত্তের স্ফুট ও ভূয় অর্থাৎ প্রচুর চাপল্য বা উৎকণ্ঠার দ্বারা ভূষিত বা অলঙ্কৃত) সুকৃতাং (ভাগ্যবান জনদের) ভাবেষু নির্ভাসিনে (ভাবযুক্ত অন্তঃকরণে অত্যন্ত ভাসমান) শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডনায় (শ্রী বা শোভাযুক্ত গোকুলের ভূষণ স্বরূপ) মনসাং বাচাঞ্চ দূরে স্ফুরৎ মাধুর্যৈকমহার্ণবায় (মন ও বাক্যের দ্বারা নিরূপণ করতে অসমর্থ যে মাধুর্যের মহাসমুদ্র) মহসে কস্মৈচিৎ অস্মৈ তুভ্যং নমঃ (অনির্বচনীয় এই জ্যোতিঃপুঞ্জ, তোমাকে নমস্কার)।।১০৯।।

অন্বয় অনুবাদ — অতিশয় আনন্দবর্ষণের দ্বারা বিবশচিত্তে স্পষ্ট ও প্রচুর চাপল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত, ভাগ্যবানদের ভাবযুক্ত অন্তঃকরণে নিয়ত ভাসমান, শোভাযুক্ত গোকুলের ভূষণস্বরূপ, মন ও বাক্য নিরূপণ করতে পারে না যে মাধুর্যের মহাসমুদ্র এমন কোন তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করছি।।১০৯।।

অনুবাদ — অতিশয় হর্ষবর্ষণের দ্বারা বিবশাবেশ হওয়াতে স্পষ্টভাবে সুকৃতজনের ভাবাক্রান্তচিত্তে প্রচুর চাপল্যের সহিত যিনি আবির্ভূত, সেই গোকুলের ভূষণস্বরূপ মন ও বাক্যের দূরে স্ফুরিত মাধুর্যের মহাসমুদ্র, এমন কোন তেজঃপুঞ্জের প্রতি নমস্কার জানাই।।১০৯।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

পুনস্তন্মাধুর্যাতিশয়ানুভবাদানন্দোন্মত্ততয়া তদ্বর্ণয়িতুকামেন তদশক্ত্যা নমস্কারেণৈব স্ববাচমুপসংহরতাত্মনা কৌতুকেন বিবদমানেন তেন সহ বিবদমান আহ — কস্মৈচিদনির্বাচ্যায়াস্মৈ মহসে মাধুর্যপুঞ্জরূপায় তুভ্যং নমঃ। ননু তন্মাধুর্যমেব বর্ণয় শ্রোতুকামোঽস্মি, তত্রাহ, কীদৃশে? বাচাং দূর এব স্ফুরন্তি যানি মাধুর্যাণি তেষাং

টীকার অনুবাদ — আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অতিশয়রূপে অনুভব হওয়াতে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে মাধুর্য বর্ণনা করতে ইচ্ছা করেও অসামর্থ্যহেতু কেবল নমস্কার দ্বারাই নিজের বাক্যের উপসংহার করে মজা করার জন্য বিবাদকারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়ে বললেন, কোন এক অনির্বচনীয় মাধুর্যপুঞ্জস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বেশ আমার মাধুর্যই বর্ণনা কর — উহা শুনবার জন্য আমার ইচ্ছা

প্রধানার্ণবায়। নন্বেবং চেন্মনসা বিভাবয়, তত্রাহ — মনসাং চ তাদৃশায়। অনাবির্ভাব্যায়েত্যর্থঃ। ননু বাঙ্মনসোরগ্রাহ্যত্বাৎ কস্যাপি গোচর এব নাস্তি, তত্রাহ — সুকৃতাং ত্বৎপ্রেমবিশেষভাজাং ভাবেষু ভাবাক্রান্তচিত্তেষু নির্ভাসিনে প্রকাশলীলায়। কীদৃশেষু? নির্ভরহর্ষাণাং যদ্বর্ষং তেন বিবশা যে তে চাবেশেন ত্বৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠাকৃতয়া ত্বৎস্ফূর্ত্যা স্ফুটমাবির্ভবন্তি যানি ভূয়শ্চাপলানি তৈর্ভূষিতাশ্চ যে তেষু। ননু এতেন কিং নিরাকারব্রহ্মত্বেন মাং নিরূপয়সীত্যত্র নেত্যাহ — গোকুলস্য মণ্ডনায় মধুরোজ্জ্বলনীলমণিবদ্ভূষণায়। অতঃ কেবলং তুভ্যং নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ।।১০৯।।

করছে। লীলাশুক বললেন, কিরূপে বর্ণনা করব? সেই মাধুর্য বাক্যের বহুদূরে স্ফুরিত। অর্থাৎ সে মাধুর্য বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তুমি মাধুর্যের মহাসাগর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যদি তাই হয়, তবে মনে সেই মাধুর্য ভাবনা কর। উত্তরে বললেন, মনেও তা ভাবনা করা যায় না। অর্থাৎ তুমি যেমন ভাবনাপথের অতীত, তোমার মাধুর্যও তেমনি ভাবনা দ্বারা অগম্য। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ভাল', আমি বাক্য ও মনের দ্বারা গ্রহণীয় না হলেও কারোর কি গোচর নই? সকলেরই কি অগোচর? লীলশুক বললেন — 'সুকৃতাং' — তোমার প্রেমবিশেষভাজনগণ। অর্থাৎ তোমার প্রতি একান্তভাবে প্রেমবিশেষসম্পন্ন ভাগ্যবানদের মনে তুমি প্রকাশশীল। তাঁরা কি রকম? অতিশয় হর্ষবর্ষণের দ্বারা বিবশাবেশ হওয়াতে পরিস্ফুটভাবে প্রচুরতর চাপল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পাবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠার দ্বারা আক্রান্ত যে চিত্ত, সেই চিত্তেই তুমি নিয়ত চাপল্যের সঙ্গে প্রকাশশীল। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এর দ্বারা তুমি কি আমার নিরাকার ব্রহ্মত্ব নিরূপণ করছ? উত্তরে বললেন, 'না তুমি হলে গোকুলের অলঙ্কার — মধুর উজ্জ্বল নীলমণিবৎ ভূষণ'। অতএব আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট উজ্জ্বল নীলমণিরূপ কেবল তোমাকে নমস্কার করছি ।।১০৯।।

যদুনন্দন —

অনির্বাচ্য মাধুর্যপুঞ্জ শুন ওহে হরি।
বর্ণিতে না পারি অহে[১], রূপে জগন্মনো মোহে,
অতএব নমস্কার করি।। ধ্রুবপদ।।
কৃষ্ণচন্দ্র কহে ওহে, মাধুর্য যে মোর হয়ে,
বর্ণ শুনি'[২] ইচ্ছা বড় হয়।
শুনি কহে বর্ণন নহে, বাক্যের সে দূর হয়ে,
সে মাধুর্য সিন্ধুরসময়।।
কৃষ্ণ কহে, বাক্য নহে মনে মনে বর্ণ হয়ে

তবু মোর সুখ লাগে মন।
শুনি কহে সেহ নহে, মানসের দূর হয়ে,
ভাবনা-বিষয়-সুগহন।।
কৃষ্ণ কহে, বাণী -মন- অগোচর যদি হেন,
তবে বোল কাহার গোচর।
শুনি কহে যে যে জন, প্রেমে ভজে[৪] তনুমন,
তাহার গোচর তুমি ধর।।
কৃষ্ণ কহে, সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবা,
তাহা শুনি কহে লীলাশুক।
নির্ভর হরিষ বর্ষে, বিবশ যে অহর্নিশে,
তাহাতে চাপল্য স্ফূর্তি সুখ।।
কৃষ্ণ কহে তবে কিয়ে, নিরাকার ব্রহ্মময়ে,
নিরুপম করহ আমারে।
তেঁহ কহে, নহি নহি, গোকুলমন্ডলময়[৫],
নীলমণি মূর্তিমান বরে।।
কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর 'কর্ণামৃত' রূপ,
যত সব বর্ণনা তোমার।
তাতে আপ্যায়িত আমি, বর কিছু মাগ তুমি,
অভীষ্ট যে থাকে মনে আর।।
লীলাশুক কহে, তবে, কি বর চাহিব এবে,
সাক্ষাৎ তোমার দরশন।
সর্বপূর্ণ হৈল মোর, যাতে অতি কৃপা তোর,
মন তথাপিহ এক বর ।।১০৯।।

পাঠান্তর — ১ তোহে (ক, খ) ২ তুমি (খ) ৩ হেন (ক, খ) ৪ ভাজা (ক, খ) ৫ ময়ী (ক, খ)

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবী-
দামোদরস্থিরযশঃস্তবকোদ্ভবেন।
লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি।।১১০।।

অন্বয় — কৃষ্ণদেব ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবীদামোদরস্থিরযশঃস্তবকোদ্ভবেন লীলাশুকেন রচিতং তব কর্ণামৃতং কল্পশতান্তরে অপি বহতু।।১১০।।

অন্বয় অনুবাদ — হে কৃষ্ণদেব! ঈশানদেবের চরণ হয়েছে যাঁর আভরণস্বরূপ এবং নীবীদামোদরের স্থিরযশোগুচ্ছ থেকে যিনি উদ্ভূত এমন লীলাশুকের রচিত কর্ণামৃত যেন কল্পশত বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হয়। কোনও টীকা অনুসারে এই শ্লোকে লীলাশুক তাঁর গুরু ঈশানদেব, মাতা নীবী দেবী বা নীলী দেবী এবং পিতা দামোদরের উল্লেখ করেছেন।।১১০।।

অনুবাদ — ঈশানদেবের চরণাভরণ, নীবীদামোদরের স্থিরযশোস্তবক থেকে উদ্ভূত, লীলাশুকের দ্বারা রচিত শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ণামৃত রসধারা যেন শতশত কল্প পর্যন্ত ভক্তহৃদয়ে প্রবাহিত হয়।।১১০।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ততঃ, অয়ে লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপত্বদ্ভাষিতেনাপ্যায়িতোঽস্মি, তৎপ্রার্থয় পুনঃ কিমপ্যভীষ্টমিত্যত্র, দেব ত্বদেতৎসাক্ষাদ্দর্শনেন পূর্ণোঽস্মি, কিং ময়া প্রার্থ্যম্; তথাপীদমপি দেহীত্যাহ — হে কৃষ্ণদেব! লীলাশুকেন ময়া রচিতং তব কর্ণামৃতমিদং কল্পশতান্তরেঽপি ত্বদ্ভক্তিরসিকজনচিত্তমাপ্লাব্য বহতু। কীদৃশা ময়া? ঈশানঃ সর্বেশ্বরশ্চাসৌ দেবঃ ক্রীড়ারতশ্চ তস্য। ঈশা রাধা, সা চাননমানঃ, তস্যা মম বানঃ প্রাণাশ্চায়ং দেবশ্চ। স চ তয়োর্বা চরণাঃ এব শিরোহৃদয়াভরণানি যস্য তেন। অত্র পক্ষে

টীকার অনুবাদ — তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ওহে লীলাশুক, আমার কর্ণামৃতরূপ তোমার রচনাবলী শুনে আমি আপ্যায়িত হয়েছি। আবার তুমি কোনও ইচ্ছা মত বর প্রার্থনা কর"। উত্তরে লীলাশুক বললেন, হে দেব! তোমার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি পূর্ণ হয়েছি; আর কি বর প্রার্থনা করব? তবু যদি বর দেওয়া আবশ্যক মনে কর, তবে এই বর দান কর, তাই বললেন — 'ঈশানেতি'। হে কৃষ্ণদেব, তোমার কর্ণের অমৃতরূপ লীলাশুকের দ্বারা রচিত এই কাব্য শতশত কল্পেও তোমার ভক্তিরসিকদের চিত্তে যেন প্রবাহিত হয়। ঈশানদেব পদের অর্থ — সর্বেশ্বর হয়েও ক্রীড়ায় রত (দেব)। এই ঈশান পদের ঈশা শব্দে বুঝাচ্ছে রাধা, সেই রাধা হচ্ছেন

ছন্দোঽনুরোধাৎ প্রশব্দস্যাপ্রয়োগঃ। তথা, নীবীদামোদরস্য নীবীদাম উদরে যস্য, কার্ত্তিক্যাং খণ্ডিতয়া শ্রীরাধয়া কাঞ্চ্যা বদ্ধোদরস্য। তথা হি ভবিষ্যোত্তরোক্ত-লীলার্থবদ্ধ-শ্লোকঃ — "সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংবদ্ধয়া রাধয়া, প্রারভ্য ভ্রুকুটিং হিরণ্যরশনাদাম্না নিবদ্ধোদরম্। কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরপ্রস্তাবনাপূর্ব্বকং চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্তপুলকং ধ্যায়েম দামোদরমিতি।।" যদ্বা, মম নীবী মূলধনরূপশ্চ দামোদরশ্চ তস্য। তব যঃ স্থিরযশঃস্তবকোঽম্লানযশঃকুসুমগুচ্ছঃ স এবোদ্ভবো বিভবঃ সংপদ্যস্য তেন। ঈশানদেবস্য শিবস্যেতি নীবীদামোদরয়োর্মাতাপিত্রোরিতি চ কেচিদাহুঃ।।১১০।।

'আন' (প্রাণ) যাঁর তিনি ঈশান বা যিনি শ্রীরাধার প্রাণ, তিনি আমার প্রাণের দেব; সুতরাং ঈশানদেব অর্থে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণ। অন্য অর্থ হচ্ছে, 'ঈশা' — শ্রীরাধা এবং তাঁর 'আন' (প্রাণ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং ঈশানদেব অর্থে ক্রীড়ারত শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদ সিদ্ধ হল। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণই যাঁর শির ও হৃদয়ের প্রকৃষ্ট আভরণ, সেই লীলাশুক যে আমি, আমার দ্বারা রচিত। এস্থলে ছন্দের জন্য 'প্র' শব্দের প্রয়োগ হয় নি, অর্থাৎ প্রবহতু স্থলে 'বহতু' উক্ত হয়েছে। 'নীবীদামোদর' এই পদদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে হবে। যেহেতু নীবীরূপ দাম (দড়ি) উদরে যাঁর, তিনি হলেন নীবীদামোদর। কার্ত্তিক মাসে খণ্ডিতা রাধা কাঞ্চীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদরে বন্ধন করেছিলেন। অতএব নীবীদামোদর বলতে শ্রীকৃষ্ণ। তা 'ব্রতরত্নাকরে' উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে আছে। যথা, একদা কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমায় নিশাযোগে সঙ্কেতচ্যুত কৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে (অসময়ে) উপনীত হলে মানিনী শ্রীরাধা কুপিত হয়ে ভ্রূকুটিপূর্বক তাঁকে সোনার নীবীদ্বারা (গোট দিয়ে) পেটে বাঁধেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজ জননীকৃত উৎসবের সকল বৃত্তান্ত বলে চাটুবাক্যে প্রেয়সী শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করেছিলেন এবং শ্রীরাধাও তাঁর বন্ধন মোচন করেছিলেন, তদবধি শ্রীকৃষ্ণ নীবীদামোদর বা শুধু দামোদর নামে খ্যাত হয়েছেন। আমরা সেই পুলকান্বিত দামোদরকে ধ্যান করি।"

অথবা অন্য অর্থ এইরূপ — আমার নীবী — মূলধন (প্রেমরূপ দাম) দ্বারা উৎ — উৎকৃষ্টরূপে বশীভূত হন যিনি, অর্থাৎ একমাত্র প্রেমের দ্বারা লভ্য শ্রীকৃষ্ণই হলেন নীবীদামোদর। অতএব শ্রীকৃষ্ণই আমার মূলধন। হে কৃষ্ণদেব! তোমার স্থিরযশোস্তবক (স্থিরযশোগুচ্ছ) রূপ অম্লান কুসুমগুচ্ছ থেকে উদ্ভূত সম্পত্তি তোমার কানের অমৃতরূপ এই কর্ণামৃত শত শত কল্পে বিদ্যমান থাকুক। কেউ কেউ বলেন, 'ঈশান দেব' অর্থে শিব। কারও মতে নীবী (নীলী) দেবী ও দামোদর লীলাশুকের মাতা ও পিতা।।১১০।।

যদুনন্দন —

হে কৃষ্ণদেব! ক্রীড়ারত।
এই আমি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ,
বর্ণিলাম তব কর্ণামৃত।। ধ্রুবপদ।।
শতকল্প অন্তরেহ, তব ভক্তিরসিক যেহ,
তার চিত্তে বহুক প্লাবিয়া[১]।
তোমার যে প্রাণ রাই, আমার সে প্রাণময়ী,
তার চিত্তে বহু ধারা হৈয়া।।
তথা দামোদর চিত্তে, সদা বহুক ধারারীতে,
রাই নীবী দামে যার ওর।
বদ্ধ হৈলা[২] মানকাজে[২], তাতে খ্যাত ক্ষিতি-মাঝে,
নাম যার রাধাদামোদর।।১১০।।

পাঠান্তর — ১ উদ্‌গারিয়া (ক) ২-২ হইলাম নিজ কাজে (ক)।

ধন্যানাং সরসানুলাপসরণীসৌরভ্যমভ্যস্যতাং
কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং দুহানং মুহুঃ।
বন্যানাং সুদৃশাং মনোনয়নয়োর্মগ্নস্য দেবস্য নঃ
কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতম্।।১১১।।

অন্বয় — অহো কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং মুহুঃ দুহানং বন্যানাং সুদৃশাং মনোনয়নয়োর্মগ্নস্য নঃ দেবতা ধন্যানাং সরসানুলাপসরণীসৌরভ্যং কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমং কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতম্ অভ্যস্যতাম্।।১১১।।

অন্বয় অনুবাদ — আহা, ভক্তগণের কর্ণবিবরে মুহুর্মুহু সুধাবর্ষণকারী, মনোহর সুনেত্রা গোপীগণের মনোনয়ন যাতে মগ্ন হয়ে থাকে, আমাদের দেবতার সেই শ্রবণের ও বচনের বিলাসরূপ কৃষ্ণকর্ণামৃতমহিমাধন্য কৃষ্ণভক্তগণ সরস কৃষ্ণকথা আলাপক্রমে আস্বাদন করুন।।১১১।।

অনুবাদ — সরস মধুরভক্তিসহ যে বার বার আলাপের সুষমা, ধন্যতম ভক্তগণের কর্ণবিবরে নিরন্তর কোন এক অনির্বচনীয় সুধাবর্ষণ করে এবং মনোহর চক্ষুযুক্ত ব্রজবধূদিগের মন-নয়ন-মগ্নচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণের ও বচনের বিলাসরূপ 'কর্ণামৃত' কাব্যই আমার সৌভাগ্যের ফল।।১১১।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ততঃ, অয়ে মম চাসাং মৎপ্রেয়সীনাং চ সরসিবিদগ্ধমদ্ভক্তানাঞ্চ স্বগুণত এব তবৈতৎকর্ণয়োরমৃতমেব, তথাপি মদ্গিরামপীদমস্ত্বিতি স্ববচসাং তৎতৎসুখদত্বং বিচিন্ত্য সবিস্ময়ানন্দমাহ — ইদং নোঽস্মাকং বচসাং বিজৃম্ভিতং দেবস্য তব কর্ণামৃতমিত্যহো। মদ্ভাগ্যমিতি ভাবঃ। তত্রাপি, কৃষ্ণস্য সকলকেলিকলাচতুররসিক-শিরোমণেঃ। নন্বেতাদৃশবিরহসংযোগপ্রলাপসংলাপময়ত্বান্নৈতচ্চিত্রমিতি চেৎ তত্রাহ

টীকার অনুবাদ — তারপর (শ্রীকৃষ্ণ বললেন) ওহে! (তোমার রচিত কর্ণামৃত) আমার ও আমার প্রেয়সীবর্গের এবং সরস বিদগ্ধ ভক্তগণের নিজ গুণবশতই কর্ণদ্বয়ের অমৃতস্বরূপ হয়েছে। তবুও আমার বাক্যের দ্বারা এটা সমর্থিত হোক। অর্থাৎ আমি বলছি — 'তথাস্তু' — তাই হোক। এই প্রকার নিজবাক্যের (কর্ণামৃত-কাব্যের) সেই সেই সুখপ্রদত্ব চিন্তা করে লীলাশুক সবিস্ময়ে আনন্দের সঙ্গে বললেন — আহা কি আশ্চর্য! আমার রচিত কর্ণামৃত তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) কর্ণযুগলের অমৃততুল্য আস্বাদযুক্ত!! অর্থাৎ এই কর্ণামৃত শ্রবণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ এবং সরস বিদগ্ধ ভক্তগণ পরম আনন্দ লাভ করেন, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য

— সুদৃশাং বিরহে মনসি, সংযোগে নয়নয়োর্মগ্নস্য। তৎতৎপ্রলাপসংলাপাভ্যাং হৃতেন্দ্রিয়স্যেত্যর্থঃ। তত্রাপি বন্যানাং লক্ষ্মীপ্রার্থ্যবৈদগ্ধ্যানাং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীনাম্। কিঞ্চ ন পরং ভক্তোক্তিপ্রিয়ত্বাৎ তবৈব, কিন্ত্বাসামপি কর্ণানাং বিবরেষু সুধাবৃষ্টিং দুহানং প্রপূরয়দিত্যহো চিত্রম্। স্বদশাদ্বয়প্রলপিতসাম্যাদাসামেব ন কেবলং কিন্তু ত্বদ্ভক্তানামপীত্যাহ — ধন্যানাং ত্বদ্ভক্তিবিশেষবতামপি কর্ণানাং বিবরেষু তথা কুর্বৎ। ইতি চিত্রমিতি ভাবঃ। ননু তেষামশ্রুতচরসরসবাণীশ্রবণাদ্যুক্তমেতদিতি চেৎ তত্রাহ।

আর কি হতে পারে? তবুও শ্রীকৃষ্ণের সকল কেলিকলাচতুর রসিকশিরোমণি ভক্তগণের কানে ইহা অমৃতধারা বর্ষণ করে। যদি বল, ওই রকম বিরহ-সংযোগ-প্রলাপ-সংলাপময় সরস কৃষ্ণকথা যে তাঁদের প্রীতিকর হবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। যদি তাই হয়, তাতে বললেন, সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট ব্রজসুন্দরীগণের বিরহে শ্রীকৃষ্ণের মন সতত তাঁদের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং তাঁদের সঙ্গে সংযোগেও শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল তাঁদের রূপ-লাবণ্যাদি দর্শনে সংলগ্ন হয়ে থাকে; কিন্তু সেই অবস্থায়ও প্রলাপ-সংলাপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদি হৃত হয়ে থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বিলাস প্রতিপাদক আমার বাক্যের বিলাসরূপ এই কর্ণামৃত শ্রীকৃষ্ণের কর্ণবিবরে সুধাবর্ষণকারী হয়েছে, এটা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় নয় কি? আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাঁদের বৈদগ্ধী প্রভৃতি গুণ প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাবনের ব্রজবধূদের কানে এটি অমৃত বর্ষণ করে অর্থাৎ অমৃততুল্য আস্বাদযুক্ত হয়েছে, এটি অতিশয় আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? তবে যদি বল, এটাই কেবল চূড়ান্ত নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণবিবরে ভক্তের উক্তি প্রিয় হওয়াতে সুধাবর্ষণকারী; কিন্তু তেমন ব্রজসুন্দরীদের কর্ণবিবরে সুধাবর্ষণকারী অর্থাৎ কোন আশ্চর্য সুধাবৃষ্টিধারা প্রপূরিত করে, আহা! ইহা অপেক্ষা বেশি আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে? যদি বল, নিজের দশাদ্বয়ে অর্থাৎ নিজস্ব (লীলাশুকের) অন্তর্দশা ও স্বান্তর্দশাদ্বয়ে প্রলাপময় উক্তির সঙ্গে ব্রজবধূদের প্রলাপের সাম্য রয়েছে। কেবল তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের কানেও ইহা অমৃতধারা বর্ষণ করে; তাই বললেন, ধন্যতম অর্থাৎ ভক্তিরহস্যজ্ঞ — শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসবিশেষের প্রতিপন্নকারী যে বার বার আলাপ সে সম্পর্কিত সুষমা যে সকল রসিকভক্তগণ অনুভব করেন, তাঁদের কর্ণবিবরে কি এক আশ্চর্য সুধাবর্ষণ করে, ইহা অতীব বিচিত্র নয় কি? যদি বল, এইরূপ অশ্রুত-পূর্ব সরসবাণী কখনও তাঁরা শ্রবণ করেন নি, সুতরাং তাঁদের কর্ণবিবরে সুধাবর্ষণ করা বিচিত্র নয়। সেই আলাপের লহরী কিরকম? শ্রীকৃষ্ণের মধুরভক্তিরসের সহিত বার বার উচ্চারণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার সরস বিলাস উৎপন্নকারী যে মুহুর্মুহু

কীদৃশাম্? ভবন্মধুর ভক্তিরসসহিতো যোঽনুলাপো মুহুর্ভাষণং তস্য যা লহর্যস্তাসাং সৌরভ্যমভ্যস্যতামপি। পূর্বং ত্বয়ৈব তথোক্তত্বাদিতি ভাবঃ।। ১১১।।

(বার বার) ভাষণ তাই হয়েছে লহরী এবং সেই লহরী-সম্পর্কিত যে সুষমা তা ভক্তগণ আলাপক্রমে আস্বাদন করেন। অতএব এই রসিক-ভক্তগণের পক্ষে এই গ্রন্থ নিত্য আস্বাদ্য। (ওহে লীলাশুক) আমি পূর্বেই বলেছি যে, কি ভাবে আমার মাধুর্যাদি বর্ণনা করতে হয়, তা তুমিই জান।।১১১।।

যদুনন্দন --

সঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিতে নারি,
অবরুদ্ধ হৈলা রাই স্থানে।
প্রণয় সংরন্ধে[১] রাই, ভ্রূকুটি করিয়া তাই,
হিরণ-বসন-দামসনে।। ধ্রুবপদ।।
উদর বান্ধিলা যবে, তারে কৃষ্ণচন্দ্র[১] তবে[২],
হয়ে[৩] কার্ত্তিক পুণ্যমাসে।
জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থা[৪] প্রকাশিলা,
সে লাগি সঙ্কেত-চ্যুত-বেশে।।
এই স্থির যশ তোমার, অম্লান-পুষ্পগুচ্ছ-সার,
তেঁই তোমার নাম দামোদর।
অতএব তব কর্ণে, রহু এই গ্রন্থ বর্ণে,
কল্প শত হইয়া[৫] বিমল[৬]।।
এতেক কহিতে মনে, বাড়িল আনন্দ গণে,
বিস্ময় হইল এক ঠাঁই।
গোবিন্দ শ্রবণে আর, সর্ব ব্রজগোপীকার,
জানি[৬] এই হয় সুখদায়ী।।[৬]
পুন[৭] মানে নিজ[৭] মনে, আমার কবিত্বগণে,
মোর মনে প্রকাশে আনন্দ।
এত জানি[৮] লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ,
পড়ে এক শ্লোক পরবন্ধ।।
আমার বচন এই, বেদ-কর্ণামৃত সেই,
কি ভাগ্য আমার অতিশয়।

কেলিকলা সুচতুর, রসিকশেখর ভোর[১০],
হেন কৃষ্ণকর্ণামৃতময়।।
তবে যদি বল হেন, 'কর্ণামৃত' সবে[১১] কেন,
এতাদৃশ যাহার বর্ণন।
বিরহ সংযোগ জানি, প্রলাপ সংলাপ বাণী,
সে[১২] কি[১২] নহে কর্ণামৃত সম।।
তবে তাহা শুন এবে, সমস্ত সদৃশ সবে,
সংযোগ বিরহে যেই হরি।
মানসে নয়ন লাগে, সংলাপ প্রলাপ ভাবে,
সর্বেন্দ্রিয় হরিতে সে বলি।।
তার [১৩] কোন সুধাময়, মোর এই বাণী হয়,
কি আশ্চর্য এই লাগি কহি।
আর চিত্র[১৪] লাগে মোরে, তোমার যে ভক্ত করে,[১৫]
তার কর্ণে হয়[১৬] সুধাময়ী।।
বৃন্দাবন সম্বন্ধিনী, যত গোপ সুরঙ্গিনী,
যার বৈদগ্ধী কমলা প্রার্থয়ে।
তার কর্ণে মোর বাণী, অমৃতময়ী তেঁই[১৭] মানি,
অতি চিত্র মোর ভাগ্যচয়ে।।
যদি বল গোপনারী, অন্তরে সে সুখ ভারি,
শুন কহি তাহার কারণ।
অশ্রুত সরস বাণী, শ্রবণের রসায়নী,
তেঁই যুক্তি 'কর্ণামৃত'-সম।।
তাহার [১৮] বিশেষ এহি[১৮], মধুর[১৯]রস-ভক্তিময়ী,[২০]
পুনঃ পুনঃ সেই ভাষাগণ।
তাহার লহরী-গন্ধ, গোপীবাক্য[২০] পরবন্ধ,
তাহার অল্প[২১] সে[২১] বাণীগণ।।
এত শুনি কৃষ্ণ কহে, শুন লীলাশুক ওহে,
সত্য এই তোমার বচন।
বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেম, যেন দশবাণ হেম,
তাহার বিলাস সুপ্রবীণ।।
এইরূপ অনুরাগে, যাহার হৃদয়ে জাগে,

তার মূল্য আমি মাত্র দেখি।
মোরে বশ করিবারে, এই রাগ বল ধরে,
আমি তাহে ত্যজিতে না শকি।।
কিন্তু তুমি এইক্ষণে আইলা এই বৃন্দাবনে,
কতদিন এই রূপ দেহে।
বৃন্দাবন-রসকেলি[২২] সুখ অনুভব মেলি,
কতদিন চিত্তে[২৩] ধরি মোহে[২৩]।।
পাছে অবিলম্বে অতি, এই রাসলীলায় মতি,
প্রবেশ করিয়া নিরক্ষিবে।
এইরূপ আশ্বাস করি, নব কিশোরকিশোরী,
ইচ্ছা[২৪] হৈল অদর্শন হবে[২৪]।।
রাধাকৃষ্ণ স্নেহ-আঁখি, কৃপামৃতে তাহা সাক্ষী[২৫],
দেখি লীলাশুকের বদন।
তাহা দেখি লীলাশুক বিচ্ছেদে কাতর মুখ,
সদৈন্য ভরল[২৬] তনু মন।।
অদর্শনে দিনগণ, গোঙাইব কেন[২৭] মন[২৭],
তাহার উপায় পুছে তারে।
প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি সুধাময়ে,
এক শ্লোক সেইক্ষণে পড়ে।। ১১১।।

পাঠান্তর — ১ শব্দতে (ক); সম্বন্ধে (খ) ২-২ সে কৈ তবে (ক) ৩ সে ব্যক্ত (ক); কহয়ে (খ) ৪ প্রার্থনা (ক, খ) ৫-৫ মিলন অন্তরে (ক) ৬-৬ আর বিদগ্ধ ভক্তের আশ্রয়ী (খ) ৭-৭ আনন্দ লাগয়ে (খ) ৮ চিন্তি (ক, খ) ৯ দেব (ক, খ) ১০ পুর (খ) ১১ লবে (ক, খ) ১২-১২ চিত্ত (ক, খ) ১৩ তবে (ক, খ) ১৪ চিত্ত (খ) ১৫ চয়ে (ক, খ) ১৬ সুধা (ক, খ) ১৭ সুধা (খ) ১৮-১৮ তবে শুন তাহা কহি (ক, খ) ১৯-১৯ মধুর ভক্তি রসময়ী (ক, খ) ২০ ভাগ্য (ক) ২১-২১ অভ্যাসে (ক, খ) ২২-২২ রাসকেলি (ক, খ) ২৩ রহ মোর দেহে (ক) ২৪-২৪ অদর্শন যেন দুঁহে হবে (ক, খ) ২৫ মাখি (ক, খ) ২৬ বৈকুলা (খ) ২৭-২৭ কেমনে (ক)।

অনুগ্রহদ্বিগুণবিশাললোচনৈর্
অনুস্মরন্ মৃদুমুরলীরবামৃতৈঃ।
যতো যতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং
ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবম্।।১১২।।

অন্বয় — অনুগ্রহদ্বিগুণবিশাললোচনৈঃ অনুস্মরন্ মৃদুমুরলীরবামৃতৈঃ যতো যতঃ মে বিলোচনং প্রসরতি, ততস্ততঃ তবৈব বৈভবং স্ফুরতু।।১১২।।

অন্বয় অনুবাদ — অনুগ্রহের জন্য যে বিশাল নেত্র বিস্ফারিত হয়েছে, তার দ্বারা এবং মৃদুমুরলীরবামৃত স্মরণ করতে করতে তার দ্বারাও যেখানে যেখানে আমার নেত্র প্রসারিত হবে সেখানেই যেন তোমার সৌন্দর্যমাধুর্যবৈভব আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়।।১১২।।

অন্বয় অনুবাদ — হে দেব! আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য যে বিশাল নেত্র আরও বড় হয়েছে, তার দ্বারা এবং মৃদু মুরলীর রবামৃত স্মরণ করতে করতে তার দ্বারাও যেখানে যেখানে আমার দৃষ্টি পড়বে, সেখানেই যেন তোমার সৌন্দর্যমাধুর্য-বিগ্রহ আমার হৃদয়ে স্ফূর্তি হয় — সর্বত্রই যেন তোমাকে দেখতে পাই।।১১২।।

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা —

ততঃ, অয়ি লীলাশুক সত্যং তদ্বিশুদ্ধপ্রগাঢ়প্রেমবিলসিতমেবৈতৎ তে বচঃ. ঈদৃগনুরাগস্যাহমেব মূল্যমিতি ত্বয়াহং বশীকৃত এব; কিন্তু ত্বমধুনৈবাত্রাগতোঽসি, তদেতদ্দেহাস্বাদ্যশ্রীবৃন্দাবনরাসাবলোকসুখানি কতিচিদ্দিনানি অনুভব, পশ্চাদচিরাদেব মদেতল্লীলাং প্রবেক্ষ্যসীত্যাশ্বাস্যান্তর্দিধিৎসুং সস্নেহপূর্বকং শ্রীরাধয়া সহ কৃপয়াবলোকয়ন্তং তং বীক্ষ্য তদ্দর্শনবিয়োগাতিবিকলঃ সদৈন্যং তদ্দিনাতিবাহনোপায়ং

টীকার অনুবাদ — তারপর (শ্রীকৃষ্ণ বললেন) "ওহে লীলাশুক, বিশুদ্ধ প্রগাঢ়-প্রেমময় এই তোমার বাক্য সত্য এবং এই প্রকার অনুরাগের আমিই মূল্য। অতএব আমি তোমার প্রেমে বশীভূত হয়েছি, কিন্তু তুমি এখনই বৃন্দাবনে এসেছ, কিছুদিন এখানে বাস করে এই দেহের দ্বারা আস্বাদ্য বৃন্দাবন-রাসবিলাস-দেখার সুখ অনুভব কর অর্থাৎ এখানে কিছুকাল বাস করে লীলা দর্শন কর, পরে অচিরে এই লীলায় প্রবেশ করবে।" এই প্রকারে আশ্বাস দান করে অন্তর্ধান-ইচ্ছুক শ্রীরাধার সঙ্গে কৃষ্ণ সস্নেহে কৃপাপূর্ণদৃষ্টিতে লীলাশুককে চেয়ে দেখলেন। তা দেখে অর্থাৎ রাধার সঙ্গে

প্রার্থনায়ন্নাহ — হে দেব, যতো যতো যত্র যত্র মে বিলোচনং প্রসরতি। কীদৃশম্? তদনুস্মরন্নিরন্তরং তবৈব মাধুর্যং স্মরৎ। ততস্ততস্তত্র তত্র সহজবিশালান্যপি মদ্বিষয়ানুগ্রহেণ দ্বিগুণবিশালানি যানি যুবয়োর্লোচনানি তৈঃ। তথা মৃদুমুরলীরবামৃতৈশ্চ সহানয়া সহিতস্য তবৈব বৈভবং সৌন্দর্যবৈদগ্ধ্যবিলাসাদিময়ং স্ফুরতু। অনু নিরন্তরং স্ফুরত্বিতি বা। অক্ষ্ণোরগ্রে সদা তিষ্ঠ নয় বা মাং পদান্তিকম্। ইতি দীনঃ কথং ব্রুয়াং নেত্রাগ্রে স্ফুরতাৎ সদা।।১১২।।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দগতের্গতী।
মৎ সর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ।।
জয়তি মধুররাধাকৃষ্ণলীলারসোদ্যন্
নটনবিধিসুধাভিঃ সার্থসংজ্ঞামকার্ষীৎ।
বিষয়বিষবিসংজ্ঞাং যো রসজ্ঞাং নটীং মে
সরসভজনলাস্যে সূত্রধারস্বরূপঃ।।
অক্ষুণ্ণে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বলম্।।
শ্রীরূপচরণাব্জালিকৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা।
কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা।।

কৃপাবলোকনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এবং তাঁদের অদর্শন আশঙ্কা করে তিনি অতিব্যাকুল হয়ে কি ভাবে সেই দিনগুলি অতিবাহিত করবেন, তার উপায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে সদৈন্যে জিজ্ঞাসা করলেন — হে দেব, এইমাত্র আমি প্রার্থনা করি, যেখানে যেখানে আমার চোখ পড়বে, সেখানেই যেন তোমার বৈভব স্ফুরিত হয়। সেই বৈভব কি রকম? তোমার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্যাদিযুক্ত বিগ্রহ এবং "অনুস্মরন্ মৃদুমুরলীরবামৃতৈঃ।" অর্থাৎ মৃদু ও সরস মুরলীর রব যখন তুমি করবে তখন আমার নেত্রদ্বয় তোমাকে স্মরণ করতে করতে ধাবিত হবে। হে যুগলকিশোর, আমাকে অনুগ্রহের জন্য তোমাদের যে স্বাভাবিক বিশাল নেত্র আরও বড় হয়েছে, তার দ্বারা এবং মৃদু-মুরলীরবামৃত স্মরণ করতে করতে তোমাদের সৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যবিলাসময় লীলা আমার হৃদয়ে যেন নিয়ত স্ফুরিত হয় বা আমার নয়ন সমক্ষে তোমরা সদা অবস্থান করো — আমাকে পদপ্রান্তে স্থান দিও। দীন আমি বেশি কি বলব? তোমাদের এই যুগলমূর্তি যেন সর্বদা দর্শন করতে পারি।।১১২।।

পঙ্গু ও মন্দবুদ্ধি আমার একমাত্র গতি যে যুগলকিশোর। যাঁদের পদকমলই আমার সর্বস্ব, সেই কৃপাময় রাধামদনমোহনের জয় হোক।। যে মধুময় রাধাকৃষ্ণলীলারস উদ্দাম নৃত্য করতে করতে সুধাস্রোত দ্বারা নানা অর্থ আবিষ্কার করে আমার বিষয়বিষলুব্ধ চিত্তকে আকর্ষণ করেছে, সেই রসজ্ঞান আমার রসময় ভজননৃত্যনাট্যের সূত্রধারস্বরূপ রাধাকৃষ্ণলীলা জয়যুক্ত হোক।। দুর্গম রাস্তায় বার বার পদস্খলিত, অন্ধ এই আমাকে সন্তগণ তাঁদের কৃপারূপ যষ্টিদান করে আমার অবলম্বন হোন।। শ্রীরূপের পাদপদ্মের ভ্রমর কৃষ্ণদাসরচিত সারঙ্গরঙ্গদা নামক কষ্ণকর্ণামৃতের টীকা সমাপ্ত হল।।

যদুনন্দন —

রাধে কৃষ্ণ!
নিবেদন করোঁ তুয়া পায়।
দোঁহার দর্শন শোভা, এই ধন মোরে দিবা,
তিলেক বিচ্ছেদ যেন নয়।। ধ্রুবপদ।।
যেখানে যেখানে মোর, পড়য়ে লোচন জোর,
সেখানে সেখানে যেন সদা।
কৃপাতে বিশাল আঁখি, মৃদু বংশী ধ্বনি সাক্ষী[১],
সঙ্গে দেখা দিবে যে সর্বদা।।
দোঁহার সৌন্দর্য আর, বিলাস বৈদগ্ধ সার,
ইহার বৈভব যত যত।
আমার অন্তর-মনে এই দুই বিলোচনে,
স্ফূর্তি রূপ হউ অবিরত।।
এই বর দেও মোরে, সদা যেন দেখু তোরে,
আর কোন নাহিক বাসনা।
সেই[২] সুখ ধন দিবা, আপন নিকটে নিবা,
তোমা মিলায় তোমার করুণা।।
*'এবমস্তু' বলি কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা।
লীলাশুক কত দিন তথাই রহিলা।।
তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা।
ভাবরূপ দেহ পাএগ সেবাতে রহিলা।।১১২।।

পাঠান্তর — ১ মাখি (ক, খ)। ২ সেবা (ক, খ) * ক ও খ পুথিতে নাই ।

শ্লোকের বর্ণানুক্রমিক সূচী

(ছন্দের নাম সহ)

শ্লোকের প্রথমাংশ	সংখ্যা	ছন্দ
অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈঃ	৯৯	উপেন্দ্রবজ্রা
অখিলভুবনৈক,ভূষণম্	৯০	আর্যা
অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি	৬০	বসন্ততিলক
অধীরবিম্বাধরাবিভ্রমেণ	৩৬	উপজাতি
অধীরমালোকিতম্	২৭	বংশস্থবিল
অনুগ্রহদ্বিগুণবিশাল	১১২	রুচিরা
অপাঙ্গলেখাভিঃ	১০	উপজাতি
অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি	৪১	উপজাতি
অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজ	১৫	বসন্ততিলক
অশ্রান্তস্মিতম্	৪৪	প্রহর্ষিণী
অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্র	২	শার্দূলবিক্রীড়িত
অস্তোকস্মিতভরম্	২৮	প্রহর্ষিণী
অহিমকরণিকরমৃদুম্	৫১	(?)
আচিন্বানমহন্যহন্যহনি	৮৭	শার্দূলবিক্রীড়িত
আনম্রামসিতভ্রুবোঃ	৫৪	শার্দূলবিক্রীড়িত
আন্দোলিতাগ্রভুজম্	৭০	বসন্ততিলক
আভ্যাং বিলোচনাভ্যাম্	৪৩	আর্যা
আমুগ্ধমর্ধনয়নাম্বুজ	১৯	বসন্ততিলক
আর্দ্রাবলোকিতধুরা	৬৭	বসন্ততিলক
আলোললোচনবিলোকিত	৩৯	বসন্ততিলক
ঈশানদেবচরণচরণাভরণেন	১১০	বসন্ততিলক
এতন্নামবিভূষণং বহুমতম্	৫৯	শার্দূলবিক্রীড়িত
কদা নু কস্যাং নু	৬৩	উপজাতি
কদা বা কালিন্দীকুবলয়	২৬	শিখরিণী
কমনীয়কিশোরমুগ্ধমূর্তেঃ	৭	ঔপচ্ছন্দসিক
করকমলদলকলিত	৫২	(?)

শ্লোকের প্রথমাংশ	সংখ্যা	ছন্দ
করৌ শরদিজাম্বুজ	৮৬	পৃথ্বী
কলক্বণিতকঙ্কণম্	২০	পৃথ্বী
কান্তাকচগ্রহণবিগ্রহ	৯১	বসন্ততিলক
কামং সন্তু সহস্রশঃ	১০০	শার্দূলবিক্রীড়িত
কারুণ্যকর্বুরকটাক্ষ	২৫	বসন্ততিলক
কিমিদমধরবীথীক্৯প্ত	৭২	মালিনী
কিমিহ কৃণুমঃ কস্য	৪২	হরিণী
কুসুমশরশরসমরকুপিত	৫৩	(?)
কেয়ং কান্তিঃ কেশব	৯৫	শালিনী
গলদ্ব্রীড়া লোলা	১০১	শিখরিণী
চাতুর্যৈকনিদানসীম	৩	শার্দূলবিক্রীড়িত
চাপল্যসীম চপলা	৭৪	বসন্ততিলক
চিকুরং বহুলং বিরলম্	৬১	তোটক
চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দম্	৮৯	ইন্দ্রবজ্রা
চিন্তামণির্জয়তি	১	বসন্ততিলক
জয় জয় জয় দেব দেব	১০৮	পুষ্পিতাগ্রা
তৎ কৈশোরং তচ্চ	৫৫	শালিনী
তৎ ত্বন্মুখং কথম্	৯৭	বসন্ততিলক
তদিদমুপনতম্	৭৩	পুষ্পিতাগ্রা
তদুচ্ছ্বসিতযৌবনম্	৮৮	পৃথ্বী
তদেতদাতাম্রবিলোচন	৮৫	উপজাতি
তরুণারুণকরুণাময়	১৮	ললিতগতি
তুভ্যং নির্ভরহর্ষবিবশাবেশ	১০৯	শার্দূলবিক্রীড়িত
তেজসেঽস্তু নমঃ	৭৬	অনুষ্টুভ্
ত্রিভুবনসরসাভ্যাম্	৮১	মালিনী
ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতম্	৩২	বসন্ততিলক
দূরাদ্বিলোকয়তি	৮০	বসন্ততিলক
দেবস্ত্রিলোকীসৌভগ্য	১০৩	অনুষ্টুভ্
ধন্যানাং সরসানুলাপ	১১১	শার্দূলবিক্রীড়িত

শ্লোকের প্রথমাংশ	সংখ্যা	ছন্দ
ধেনুপালদয়িতা	৭৭	রথোদ্ধতা
নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি	৯৪	বসন্ততিলক
নিখিলভুবনলক্ষ্মী	১২	মালিনী
নিবদ্ধমূর্ধাঞ্জলিরেষ	৩০	উপজাতি
পর্যাচিতামৃতরসানি	৩৩	বসন্ততিলক
পরামৃশ্যং দূরে পথি	৪৮	শিখরিণী
পরিপালয় নঃ কৃপালয়	৬২	বৈতালীয়
পল্লবারুণপাণিপঙ্কজ	৯	চচ্চরী
পশুপালবালপরিষৎ	৭১	মঞ্জুভাষিণী
পাদৌ বাদবিনির্জিত	৫৮	শার্দূলবিক্রীড়িত
পিচ্ছোবতংসরচনোচিত	৩১	বসন্ততিলক
পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন	৩৪	বংশস্থবিল
পুষ্ণানমেতৎপুনঃ	৮৪	ইন্দ্রবজ্রা
প্রণয়পরিণতাভ্যাম্	১৩	মালিনী
প্রেমদং চ মে	১০৪	(?)
বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তল	৪	শার্দূলবিক্রীড়িত
বহলচিকুরভারম্	৪৬	মালিনী
বহলজলদচ্ছায়াচৌরম্	৪৭	হরিণী
বালেন মুগ্ধচপলেন	৩৫	বসন্ততিলক
বালোঽয়মালোল	৬৯	ইন্দ্রবজ্রা
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা	১০৭	বসন্ততিলক
ভবনং ভুবনং বিলাসিনী	১০২	ঔপচ্ছন্দসিক
মণিনূপুরবাচালং বন্দে	১৬	অনুষ্টুভ্
মদশিখণ্ডিশিখণ্ড	৮	দ্রুতবিলম্বিত
মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধ	৫	কোকিলব
মধুরমধরবিম্বে	৬৪	মালিনী
মধুরং মধুরং বপুরস্য	৯২	তোটক
মম চেতসি স্ফুরতু	১৭	মঞ্জুভাষিণী
ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ	২৯	উপজাতি